জীবন-কথা

অন্যান্য বাংলা পুস্তকাবলী

ভারতীয় সংস্কৃতি	হিন্দুনারী
আত্মজ্ঞান	আত্মবিকাশ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম	পুনর্জ্জন্মবাদ
স্তোত্র-রত্নাকর	পত্র-সংকলন
কাশ্মীর ও তিব্বতে	যোগশিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত

জীবনকথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

সূচীপত্র

নবম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

দশম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

নিবেদন

"জীবন-কথা" শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজেরই অলৌকিক ও মনীষাপূর্ণ জীবনের ঘটনাবলীর সমাবেশ। স্বামী অভেদানন্দের কর্মবৈচিত্রপূর্ণ, তপস্যাসিদ্ধ ও অনুভূতিময় জীবনের কাহিনী বহুপূর্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আমাদের উচিত ছিল, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা ও দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আমরা তাহা করিতে সক্ষম হই নাই।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিজের লিখিত দিনপঞ্জী (Diary) চিঠি-পত্রাদি, পাশ্চাত্য দেশের পত্রিকার বিবৃতি ও অভিমত এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার জীবন ও ধারাবাহিক কর্ম্মপদ্ধতির বিবরণ অবলম্বন করিয়াই এই "জীবন-কথা"-র রূপ দান করিয়াছেন স্বামিজী মহারাজেরই অন্যতম সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত শিষ্য স্বামী শঙ্করানন্দ। এই জীবনীর বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত জীবন রচনা করিতে তিনি ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরই সমধিক দৃষ্টি দিয়াছেন; সাহিত্যিক প্রসাদগুণ বা ভাষার পারিপাট্যকে পরিস্ফুট করিবার দিকে তত লক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনা-পারম্পর্যকে ধারাবাহিকরূপে অথচ সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ত্যাগদীপ্ত ও বাসনাজয়ী সন্ন্যাসীর পক্ষেও নির্লিপ্তভাবে জগতে থাকিয়া কর্ম করা কি ভাবে সম্ভব। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটী ইচ্ছা ও দিব্য ইঙ্গিতে

সুগঠিত হইয়া কিরূপে আচার্যেরই আদর্শ ও সার্বভৌমিক বাণী প্রচার করিবার প্রবল অকুলতা তাঁহার মধ্যে ছিল; স্বয়ং চিরশান্তি ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হইয়া আবার সমানভাবে তাহাকে সকলের ভিতর বিতরণ করিয়া দিতে তিনি কিরূপে প্রয়াসী ছিলেন এবং ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাধীনতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সকলেরই দৈন্য ও নিঃস্বতাকে বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে কি আপ্রাণ চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল! একাধারে ত্যাগ ও তপস্যা, অনুভূতি, পাণ্ডিত্য ও মনীষা, বাগ্মীতা, সারল্য, বহুমুখী প্রতিভা ও বিচক্ষণতা, দয়া ও কারুণ্য সকল-কিছুর সম্মিলনই যে তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিল এই চিত্রটী সহজ ও সরল ভাষার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা ও আগ্রহকেই লেখক একমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। লিখনভঙ্গী বা প্রকাশশক্তির পারিপাট্য ও সৌন্দর্যের মাপকাঠিকে এজন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা করিলেও তিনি সত্যকার সহজ সরল মানুষের অনুভূতিময় জীবনের প্রতিমাকেই সরলতার পরিবেশ দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং কি ভাষা, সাহিত্য, লালিত্য, সৌন্দর্য, ভাবের গাম্ভীর্য বা উচ্ছ্বলতা কোনটীতেই তিনি সতেজ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। অনাঘ্রাত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশিকে সঞ্চয় করিয়া তিনি সযত্নে মাল্য রচনা করিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু ভবিষ্যৎ লেখক উহারই অফুরন্ত সৌরভের সম্ভার লইয়া আবার বিরাট অর্চনার আয়োজন করিবেন।

"জীবন-কথা"-র ভাষায় নূতন প্রচলিত বানান-পদ্ধতিকেই লেখক অনুসরণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে শব্দের প্রয়োগ ও বানান-রীতিও লেখকের নিজস্ব। স্বামী অভেদানন্দের বিরাট বিচিত্র জীবনের

নিবেদন

ঘটনা এই একখণ্ড স্বল্পকায় পুস্তকে প্রকাশ করা সত্যই অসম্ভব; সেজন্য ইহারই ভিত্তি ও সুসংযত ইঙ্গিতের ক্ষীণ রেখাগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের বুকে আরও নূতন রূপের অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলিবার সম্ভাবনা অব্যাহত রহিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের স্বচ্ছ জীবনালোকের মধ্য দিয়া লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সকল সন্তানেরই অনুভূতিদীপ্ত জীবন পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে এবং সেজন্য অখণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও ধর্ম্মের মহিমময় ইতিহাসে ইহার অবদানও একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ই রচনা করিয়া থাকিবে আমরা বিশ্বাস করি। লোকপূজ্য মহামানবের জীবনী-প্রকাশের উদ্দেশ্যই দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা ও সকল-কিছুর ভিতর অনুপ্রেরণা ও নব জাগরণের প্রেরণা দান করা। ত্যাগ ও কর্মবীর, স্বদেশপ্রেমিক ও চিরকল্যাণকামী এই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানের পবিত্র জীবনী প্রকাশে তাহারই পরিপূরণ সার্থক হইলে আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৫৩

প্রকাশক

ভূমিকা

প্রায় দুই বৎসর মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভে বাস করিবার পর "জীবন-কথা" জগতের আলো দেখিতে পাইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দের কর্মবহুল জীবনের আখ্যায়িকা আমরা এতদিনে প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাঁহার জীবন ঘটনারাশির সন্নিবেশে বৈচিত্র্যময়। আমরা তাঁহাকে বালক শিষ্যরূপে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর পাহাড়ের হটযোগীর আস্তানায় এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের মূলে গমন করিয়াছি; তাঁহার পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার সহিত হিমালয়ের গিরি-কন্দরে এবং ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি; তাঁহার সহিত লণ্ডনে ও আমেরিকায় গিয়াছি, হোয়াইট পর্বত, ক্যানাডিয়ান আল্পস্ উল্লঙ্ঘন করিয়াছি এবং সতরবার আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছি; তাঁহার সঙ্গে বার্কশায়ার পাহাড়ের আশ্রমের নিভৃত শান্তিময় ক্রোড়ে বাস করিয়াছি; তাঁহার সহিত চাষ করিয়াছি, ফসল তুলিয়াছি,. আবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়াছি; অবশেষে তাঁহার মহাসমাধির সময়ে উপস্থিত থাকিয়া বিরাট বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান লক্ষ্য করিয়া সাশ্রুনয়নে আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছি।

তাঁহার বিচিত্র জীবনের প্রথমভাগের ঘটনা তিনি নিজের হাতেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই লিপি এবং বরাহনগরে ও আলমবাজারে তাঁহাদের একপ্রকার নিত্যসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী" তে চারি খণ্ডে

ভূমিকা

যাহা কিছু বিবৃত করিয়াছিলেন এই গ্রন্থখানিতে স্থানে স্থানে তাহারও সাহায্য লওয়া হইয়াছে। প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র "বিশ্ববাণী"তে লণ্ডন ও আমেরিকার ঘটনাবলী এবং স্বামিজীর আমেরিকার ডায়েরীর সহায়তায় পাশ্চাত্যের কার্যকলাপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্বামিজী মহারাজের স্বহস্তে লিখিত 'ডায়েরী' (Diary) ব্যতীত 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'বেদান্ত-বুলেটিন' নামক সাময়িক পত্রিকাদ্বয়ে তাঁহার আমেরিকার কার্যের যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার সংবাদপত্রস্তম্ভে যে সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। *Life of Swami Vivekananda*, Vols. I--IV, হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। সেজন্য আমি সকলের নিকটই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই "জীবন-কথা"-য় কেবল ঘটনার সন্নিবেশই মাত্র করিয়াছি। ঘটনা বৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতে একটী জীবন কি করিয়া গড়িয়া উঠে তৎসম্বন্ধে অতি অল্পই আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ চরিতকারগণ যাহাতে অলৌকিক চরিত্র স্বামী অভেদানন্দের জীবনের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারেন কেবল সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিয়া আমি এই পুস্তক ঐতিহাসিক উপাদানরূপে সকলের নিকট সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৫৩

গ্রন্থকার

জীবন-কথা

প্রথম অধ্যায়

—যুগ প্রয়োজন—

সনাতন ধর্মের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যুগে যুগে শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন। যুগ-প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত—নব যুগোপযোগী করিয়া সনাতন ধর্মকে প্রচার করিবার জন্য—অধর্ম কালিমা বিনাশ ও ধর্মরক্ষার জন্য তিনি নব নব কলেবর ধারণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ তাঁহার পাদস্পর্শে যুগ যুগ ধরিয়া পুণ্যভূমিরূপে মুমুক্ষু সাধকগণের আশ্রয় ও মুক্ত পুরুষগণের বিহারভূমি রূপে বিরাজ করিতেছে।

তিনি আসিয়াছিলেন দ্বাপরে যুগ-সন্ধিক্ষণে। ভারতবর্ষ তখন কর্মকাণ্ডের কোলাহলে মুখরিত; অসুর প্রকৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্যকুল সমাজের নেতা ও নিয়ন্তা; ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ তাহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য; ব্রাহ্মণগণ স্বধর্মহীন ও ভ্রষ্টাচার; ধর্মাচারীগণ অপমানিত লাঞ্ছিত; আত্মা ও মুক্তির কথা লোকসমাজ হইতে অন্তর্হিত! এরূপ সময়ে ভক্তগণের কাতর আহ্বানে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই স্বরূপতঃ রূপহীন হইয়াও অখিল জগতের ঈশ্বর ও নিয়ন্তা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান মানব-শিশুরূপে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবে ভারতের গগন হইতে অজ্ঞান কুহেলিকার জাল অপসারিত হইয়া আর্যধর্মের উদ্ভিন্নছটার বিকাশ সাধন করিয়াছিল।

কালের দুরতিক্রমণীয় অপ্রতিহত শক্তিতে সনাতনধর্ম আবার যখন লুপ্ত

হইবার উপক্রম হইয়াছিল, পুরোহিতকুলের প্রাণহীন বাহ্যিক আচার ও যাগ-যজ্ঞাদি লোকের মনে যখন কোনও প্রকার শান্তি প্রদান করিতে না পারিয়া সমস্ত দেশকে এক অশান্ত ক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল, মোক্ষের বাণী যখন পুঁথিগত বিদ্যাতেই পর্যবসিত, তখন শ্রীভগবান আবার গৌতম বুদ্ধরূপে নর-কলেবর ধারণ করিলেন এবং নির্বাণের অভয় বাণী প্রচার করিয়া সমস্ত দুঃখ, সকল অশান্তির চিরনির্বাণ স্বরূপ এক অমল শান্তি ও আনন্দের রাজ্যের সংবাদ দিয়া সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিলেন।

আবার যখন ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া ভারতের কৃষ্টি ও সাধনাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যখন নূতন ব্রাহ্মণত্বের প্রাদুর্ভাব সমস্ত অব্রাহ্মণ জাতিকে শূদ্রে পরিণত ও বৈদিক আচারহীন করিয়া ফেলিয়াছিল, যখন সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচার হিন্দু জন-সাধারণকে সাম্য ও মৈত্রীর বাণীবাহক ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছিল, সমসাময়িক ভারতের বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপ যখন বিদ্যার চর্চাকে 'অবিদ্যাতে পরিণত' করিয়া তুলিয়াছিল এবং শুষ্ক বিচার যখন হৃদয়ের প্রীতি, প্রেম ও ভালবাসাকে নির্বিচারে হত্যা করিতে উদ্যত, তখন প্রেমের পীযূষধারায় সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতে শ্রীভগবান প্রেমঘনতনু ধারণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীর গর্ভে অমল কুমার রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার আবির্ভাব সমাজের সকল কালিমা বিধৌত করিয়া তাহাতে এক নূতন জীবনের—নূতন স্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল! সমাজ-তাড়িত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, ধর্মহীন ও পশুপ্রায় জীবনধারণকারী মানবকুল তাঁহার করুণার সুধাধারা পান করিয়া তৃপ্ত ও দৃপ্ত হইল। রব উঠিল "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে

পাঠরত বালকগণ ঈশাহীধর্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে নিজধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও ঈশামসীর উপর ভক্তিমান হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ধর্ম বলিতে যখন কতকগুলি দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচার প্রভৃতির সামাজিক নিয়মসমষ্টিমাত্র বলিয়া লোকের ধারণা, জড়বাদ যখন দেশের আকাশ বাতাস অধিকার করিয়া ধর্মকে সমূলে বিনাশ করিতে উদ্যত এবং হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ধর্মনিচয় যখন নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেব জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই যুগসন্ধিক্ষণে সর্বগ্রাসী জড়বাদকে নিরাস করিবার জন্য এবং চিরকালের জন্য ধর্মদ্বন্দ্ব বিনাশ করিতে শ্রীভগবান এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতির সন্তানরূপে আবার জন্মগ্রহণ করিলেন। সঙ্গে লইয়া আসিলেন তাঁহাব যুগ যুগের লীলাসহচরগণকে। সুরধুনী তীরে এক নিভৃত কক্ষে তিনি যে ধর্মতরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন তাহা আজ সমগ্র পৃথিবীর ভাবধারাকে পরিবর্তিত করিয়া নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছে।

অবতার আসেন—আসেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব পূর্ব বারের সহচরগণ, আর আসেন সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাঁহার লীলা আস্বাদন করিবার জন্য—তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিবার জন্য! তাঁহারা সৃজন করেন এক নূতন পরিবেষ্টনী। ভক্ত, জ্ঞানী ও মুক্তিকামীগণ ঐ পরিবেশের অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া মর্ত্য জগতে এক অমর্ত্য জগৎ সৃজন করেন। তাঁহাদের পরিবেশের বাহিরে ঘোর জড়তা, ঘোর সাংসারিকতা, ঘোর বিষয়াশক্তির বন্যায় প্রবল প্লাবন থাকিলেও তাঁহারা যে দুর্ভেদ্য আধ্যাত্মিক প্রাকার রচনা করেন তাহা লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল ভাবরাশি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা নন্দনের সুরভিত পারিজাতের ন্যায় নিত্য অমলিন, নিত্য সুগন্ধদায়ীরূপে তপ্ত জীবের আশ্রয়স্থল ও শান্তির নিলয়রূপে বিরাজ করেন।

দেখিতে মানবের ন্যায়—মানবের হাব ভাব চালচলন সমম্বিত এই অপূর্ব 'বাউলের দলের' প্রকৃত পরিচয় অতি অল্প লোকেই জানিতে পারে! শরীব ধারণাদি সর্ববিধ ব্যবহারে তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় প্রতীত হইলেও বনমধ্যে 'অচিন বৃক্ষের' ন্যায় তাঁহাদের মর্মকথা কেহই জানিতে পারে না। বিরল কোনও ভাগ্যবান্ তাঁহাদের কৃপাকণা লাভ করিলে তাঁহাদের স্বরূপের অতি সামান্যমাত্র আভাস প্রাপ্ত হন। যখন তাঁহারা বিরাট আধ্যাত্মিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিত হন, তখন সেই তরঙ্গের আকার দেখিয়া সাধারণ মানব তাঁহাদের শক্তির কল্পনা করে মাত্র।

শ্রীভগবান আসেন তাঁহার নানাফুলের সাজি লইয়া। যাঁহারা আসেন তাঁহারা কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত, কেহ যোগী, আবার কেহ বা তাঁহার ধর্মচক্র-প্রবর্তক। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগীরূপ আবরণধারী তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ জগতে অভিনব ধর্মচক্র-প্রবর্তনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাব স্বেচ্ছায় আশ্রয় করেন মাত্র। তাঁহার সহচরগণ প্রত্যেকেই জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত। যাঁহাতে যখন যে ভাবের প্রকাশ অধিক বলিয়া প্রতীত হয় তাঁহাকে তখন সেই ভাবসম্পন্ন বলিয়া সাধারণ মানব অভিহিত করে।

অদ্বৈতজ্ঞান 'আঁচলে বেঁধে' লীলাপার্ষদগণ তাঁহার অভিনব মত প্রচাব করিতে জীবন পণ করিয়া পৃথিবীতে ধর্মেব প্রবল তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের সহিত সাধারণ জ্ঞানী পুরুষের, যাঁহারা অতি আয়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, পার্থক্য অনেক। ইঁহারা যেন 'রাজার ছেলে'। 'সাততলা দালানেব চাবী' ইঁহাদিগের হাতে। যখন খুশী ইঁহারা উপর নীচ করিতে পারেন। ইঁহাদের কোনও প্রকার ভয়-ডর থাকে না। ইঁহারা কখনই জাগতিক সুখে বদ্ধ হন না। ইঁহারা সর্বদা জানেন ইঁহারা রাজার ছেলে, এই জগতে খেলিতে নামিয়াছেন মাত্র। 'পিতার ধনে'

ইঁহাদের 'পূর্ণ অধিকার'। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞের যে আত্মরক্ষার চেষ্টা তাহা ইঁহাদের নাই। হৃদয়ে অদম্য সাহস, যুগ-প্রয়োজন সাধনের আকাঙ্ক্ষা এবং বদ্ধজীবের দুঃখ দুর্দশা দর্শন ইঁহাদিগের আত্মরক্ষার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দেয়। শরীর হইতে পৃথক আত্মসত্তার নিরন্তর অনুভব থাকার জন্য কোনও কর্ম ইঁহাদিগকে লিপ্ত করিতে পারে না। ভাল মন্দ কোনও কর্মের ফলই ইঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না।

এই 'অচিন' গাছের দলের চলন-বলন, আচার-ব্যবহার সমস্তই পৃথক। পৃথিবীর মাপকাঠিতে ইঁহাদের কর্ম যাচাই করিতে গেলে মিথ্যা পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে। যাহাকে আমরা সাংসারিক বুদ্ধি বলি তাহা ইঁহাদের মোটেই থাকে না। তবে যে ইঁহাদের ভিতর বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ভাসা ভাসা ও ভাণ মাত্র। বিষয়-বুদ্ধিহীন এই সকল মহাশক্তির আধার পুরুষগণকে সংসারী লোক বুঝিতে পারে না। তাহারা নিজ 'ছটাকে'-বুদ্ধির সহায়ে এই সকল আধ্যাত্মিক মহারথীগণের সমুদ্রের ন্যায় গভীর 'বুদ্ধিকে' মাপিতে গিয়া মহাসমস্যায় পতিত হয় এবং অশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন সংসারী জীব ইঁহাদিগকে অতি সাধারণ মানব জ্ঞানে অবহেলা করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান তাঁহাদের 'সহজ'। 'সহজ' না হইলে তাঁহাদিগকে কে চিনিবে? যাহারা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও এই সকল মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহারাই মাত্র ইঁহাদের কৃপায় কিছু সত্যের আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা আবার ধর্মচক্র-প্রবর্তক, তাঁহাদিগকে চিনা আরও কঠিন। অতি নিম্ন অধিকারীকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সমান মানসিক ভূমিতে নিরন্তর অবস্থান করিবার জন্য চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য সমাধি প্রভৃতির প্রকাশ অতি অল্পই দেখা যায়। শুধু তাঁহাদের সর্বজীবে অহৈতুকী ভালবাসা ও প্রেম জীবকে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শুভবুদ্ধি-

সম্পন্ন ভগবদন্বেষীগণ ইঁহাদের কৃপার সুশীতল ছায়ায় পরম শান্তি—পরম আনন্দ অনুভব করে। ইঁহারা কে তাহা না জানিয়াই তাহারা ইঁহাদের প্রতি এক অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে। শিশির যেমন অদৃশ্যভাবে পতিত হইয়া অতি সুগন্ধি গোলাপকে প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে তেমনি এই সকল ধর্মচক্র-প্রবর্তকগণের অপার আধ্যাত্মিক শক্তি অদৃশ্যভাবে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের অনুবর্তীগণের হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহার ধর্মচক্র-প্রবর্তনকারীগণ। স্বামী আভেদানন্দ এই ধর্মচক্র-প্রবর্তনকারীদের অন্যতম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—জন্ম ও বাল্যজীবন—

পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ বিদ্যুৎ চমক তীব্রবেগে সমাজের উপর পতিত হইয়াছে। তাহা চক্ষুর অন্ধতাই বর্ধিত করিয়াছে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন জাতি হঠাৎ জাগরিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে। শয্যা ত্যাগ করা প্রয়োজন কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা বাংলার নর-নারীকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই। পুরাতন যাহা তাহাও ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না এবং নূতনকেও বরণ করিয়া লইবার মত শক্তি নাই। এই সময়ে বিলাতী নকলে বাড়ী-ঘর আসবাব-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পচা পয়ঃপ্রণালী, কর্দমপিচ্ছিল রাজপথ, কাঁচা কূপ, কূপ পায়খানা রহিয়াছে। থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা, হাফ্ আখড়াই চলিতেছে।

সেই সময় উত্তর কলিকাতাই ঘন বসতিপূর্ণ ছিল। এই উত্তর কলিকাতায়

বাগবাজার ও আহিরীটোলা সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকের বাসস্থান ও সর্বপ্রকার বিদ্যাচর্চার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই উত্তর কলিকাতাতেই বিডন স্কোয়ারে তখন বড় বড় বক্তাগণ বক্তৃতা করিতেন। বাগবাজার ও আহিরীটোলায় গান, বাজনা, কুস্তি, ব্যায়াম, যাত্রা, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতা চলিত। এই উত্তর কলিকাতাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পূত হইয়াছে এবং এই উত্তর কলিকাতাতেই তাঁহার অনুরাগী ভক্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বলরাম বসু, রামচন্দ্র দত্ত, অধর সেন, মাষ্টার মহাশয়, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতির বাসস্থান ছিল।

এই উত্তর কলিকাতার আহিরীটোলার ২১নং নিমু গোস্বামীর লেনে রসিকলাল চন্দ্র নামে একজন শিক্ষিত লোক বাস করিতেন। ইংরাজীতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখন খৃষ্টান মিশনারীগণ এক হস্তে ইংরাজী বিদ্যা ও অপর হস্তে বাইবেল লইয়া হিন্দু বালকদের মস্তক বিকৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খৃষ্টানী বিদ্যালয় ও ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'হেয়ার স্কুল' ব্যতীত কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী হিন্দু বালকদের বিদ্যার্জনের অপর স্থান ছিল না। খৃষ্টানী বিদ্যালয়ে বা 'হেয়ার স্কুল'-এ যাঁহারা নিজ নিজ সন্তানকে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে রাজী ছিলেন না সেই স্বধর্মনিষ্ঠ বাঙ্গালী হিন্দুগণ মিলিত হইয়া নিজ সন্তানদের বিদ্যার্জনের জন্য 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্রদের ভিতর সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কৃষ্ণদাস পাল, বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা), প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন।

তখন ইংরাজী জানা লোক খুব অধিক ছিলেন না। আহিরীটোলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সুতরাং রসিকলাল চন্দ্র মহাশয়কে ব্যবসা বাণিজ্য

ও নানাবিষয়ক ইংরাজী চিঠিপত্র, আবেদন প্রভৃতি লিখিয়া দিতে হইত। অনেক সময় ইংরাজী পত্রাদি তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইতে হইত। তিনি দুই বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিতা হন। পুত্রটীর নাম বেহারীলাল।

বেহারীলাল খৃষ্টান মিশনারী আলেকজেণ্ডার ডাফ্ প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রি চার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনে' পড়িতেন। আলেকজেণ্ডার ডাফ হিন্দু দেব দেবীর নিন্দায় শতমুখ ছিলেন। হিন্দুরা পৌত্তলিক ও 'নিশ্চয়ই অনন্ত নরকে পচিয়া মরিবে' এই খৃষ্টানী মতবাদ তিনি তরলমতি বালকদের নিকট অবিরত প্রচার করিতেছিলেন। নিজ শাস্ত্র ও ধর্মাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বালকগণ খৃষ্টানী নরকাগ্নির গল্পে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইযা পড়িয়াছিল এবং তাহাদের ভিতর কেহ কেহ এই অনন্ত নরকাগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই দলে বেহারীলালও ছিলেন। রেঃ কালীচরণ ব্যানার্জি বেহারীলালের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের ভিতর প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। কালীচরণ উভয়ের ভিতর বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি সাহসী ও বুদ্ধিমান বলিয়া পূর্বেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বিহারীলালও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হন। বেহারীলালের পিতা ইহা জানিতে পারিয়া বিহারীলালকে গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া রাখেন। বেহারীলাল পলায়ন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একদিন দ্বার মুক্ত দেখিযা এক বস্ত্রে পলায়ন করিয়া খৃষ্টান মিশনারীগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিশনারীরণ তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়মে লুকাইয়া রাখেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১৩ই মার্চ তাঁহাকে জর্ডন নদীর জল দ্বারা God the Father, God the Holy Ghost ও God the Child এই ত্রিমূর্ত্তির নামে অভিষিক্ত করিয়া পাদরী খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং একটী 'হিদেন' আত্মাকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বেহারীলালের বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। বেহারীলাল অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন এবং ঈশার পতাকামূলে উপনীত হইয়া তিনি তাহার চরণে মন প্রাণ একান্তভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় নরনারীগণ ও তাহার বন্ধু কালীচরণ ব্যানার্জি তাঁহাকে 'ভক্ত খৃষ্টান' (devout Christian) আখ্যা দিয়াছিলেন। বেহারীলাল কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন

এবং পরে কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও জয়েন্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। তাঁহার যিশুখৃষ্টের প্রতি অনুরাগ প্রতি কাযে প্রকাশ পাইত এবং চাকরীর অবসরে তিনি বাইবেলের মত প্রচার করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে নানাস্থানে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টান হইলেও তিনি তাঁহার পূর্বাশ্রমের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার বিমাতাকে (কালিপ্রসাদের মাতাকে) স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও নানাপ্রকারে সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তখন বেহারীলাল তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

বিহারীলালের গৃহত্যাগের পর বিপত্নীক রসিকলাল সংসারে অত্যন্ত বীতরাগ হইয়া পড়েন এবং এমন কি এক সময়ে আত্মহত্যা করিতেও উদ্যত হন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় একমাত্র সন্তান ও সংসারের অবলম্বনকে হারাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী নয়নতারা দেবী অত্যন্ত সুশীলা ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন। তিনি মা কালীর নিকট একটী ধার্মিক পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে সন ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ২রা অক্টোবর (বাংলা ১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন) মঙ্গলবার কৃষ্ণানবমী তিথিতে কর্কট রাশিস্থিত পুষ্যা নক্ষত্রে রাত্রি প্রায় নয় ঘটীকার সময় নয়নতারা দেবী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটী আঙ্গিনাতেই প্রসূত হয়। তাঁহার সর্বাঙ্গে নাড়ী এমনভাবে জড়াইয়াছিল যেন মনে হইতেছিল বালক বদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া আছেন। বালকের ক্রন্দনাদি কোনও প্রকার সাড়া শব্দ না পাইয়া সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে বালকটী বোধ হয় মৃত। অবশেষে তাঁহার চোখে লংকার গুঁড়া দেওয়াতে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। মা কালীর প্রসাদে সন্তান লাভ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল 'কালিপ্রসাদ'।

কালিপ্রসাদ জনক জননীর নয়নমণি হইয়া বাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দেড় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রাণসংশয় পীড়া হয়! এমন রক্তামাশয় তাঁহাকে আক্রমণ করে যে তাঁহার বাঁচিবার কোনও আশাই ছিল না। দেহ অস্থি ও চর্ম সার হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে জনৈক কবিরাজের পরামর্শ অনুযায়ী কবিরাজী ঔষধ কুর্চির ছালের ক্বাথের সহিত ব্যবহার করিতে করিতে তাঁহার আমাশয় ধীরে ধীরে সারিয়া গেল।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় (১৮৭১ খৃঃ) তাঁহার হাতে খড়ি হয়। শাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় তিনি পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই পাঠশালায় তিনি দুই বৎসর পড়িয়াছিলেন এবং শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। গোবিন্দশীলের পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া তিনি আহিরীটোলা যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' প্রবেশ করিয়াছিলেন (১৮৭৬ খৃঃ)। এই বিদ্যালয়ে তিনি তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ বিদ্যালয় তখন বৃন্দাবন বসাকের লেনে ছিল। বাবুরাম ঘোষ, যিনি পরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ঐ বিদ্যালয়ে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের ভিতর সেই সময় হইতেই সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং আজীবন তাহা বর্তমান ছিল। এই বিদ্যালয়েও তিনি সর্বদা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রতি বৎসর পারিতোষিক পাইতেন।

দশ বৎসর বয়সে (১৮৭৬ খৃঃ) তিনি যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়' ত্যাগ করিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর দশম শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। তিনি এখানে শ্রেণীস্থ বালকদেব ভিতর সর্বদা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন এবং প্রতিবৎসর দুইটী করিয়া শ্রেণী উত্তীর্ণ (double promotion) হইতেন। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তখন ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং অর্ধবাবু, হেরম্ব পণ্ডিত, অভয় পণ্ডিত

প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কালিপ্রসাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহার ধীর শান্ত স্বভাবের মাধুর্যে তাঁহারা সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত পড়িবার কালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েব সংস্কৃত ব্যাকরণেব উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এক অহেতুক আকর্ষণ উপস্থিত হইল। বিদ্যালয়েব সংস্কৃত অধ্যয়ন তাঁহার জ্ঞান পিপাসা মিটাইতে সক্ষম না হওয়াতে তিনি বিদ্যালয়েব বাহিরে অন্য কোথাও সংস্কৃত পড়িবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে হাতিবাগান টোলে হেরম্ব পণ্ডিতের নিকট তিনি 'মুগ্ধবোধ' পড়িতে লাগিলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক কালিপ্রসাদের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাকে একখানি 'ছন্দোমঞ্জরী' পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া তিনি বিবিধ ছন্দের লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পাঠ্যাবস্থায়ই সুন্দর সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার রচিত 'স্তোত্র-রত্নাকরে' সুললিত ছন্দে রচিত স্তোত্রসমূহ তাঁহার শব্দযোজনা ও ছন্দবন্ধের কৌশলের পরিচয় দিতেছে।

ভারতের ইতিহাসে শঙ্করাচার্যের নাম ও জীবনী পাঠ করিয়া শঙ্কর তুল্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিক হইবার বাসনা তাঁহার মনে উদয় হয়। তখন হইতে দার্শনিক তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার মনে আকুল আগ্রহের উদয় হয়। অদ্ভুত স্মরণশক্তি, চিত্তের তীব্র একাগ্রতা ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানলাভের অদম্য ইচ্ছা কালিপ্রসাদের চরিত্র গঠনের সহায়ক হইয়াছিল এবং ভাবী জীবনে তাঁহার অপূর্ব মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণের সহায়ক হইয়া তাঁহাকে বিবিধ শাস্ত্রে ও বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং নিগূঢ় আত্মতত্ত্বের রহস্যবিদ্ করিয়া তুলিয়াছিল।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) কালিপ্রসাদ তাঁহার পিতার লাইব্রেরীতে একখানি গীতা দেখিতে পান। তিনি যখন পুস্তকখানি পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা দেখিতে পাইয়া পুস্তকখানি লইয়া যান এবং বলেন 'এই বই পড়িবার এই বয়স নহে।' কালিপ্রসাদ তাহাতে না দমিয়া সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া পুস্তকখানির অনুসন্ধান করেন এবং অবশেষে একটী আলমারীর পশ্চাতে তাহা প্রাপ্ত হন। তিনি তাহা গোপন করিয়া রাখিলেন এবং রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ করিতেন। গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ তাঁহার মনে ভগবান লাভের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করিয়া তুলিল। তিনি ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কলেজষ্ট্রীটে এখন যেখানে এলবার্ট হল আছে সেখানে পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র এলবার্ট হল ছিল। ইতিমধ্যে কালিপ্রসাদ সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলেন সেই হলে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত সভাতে ধারাবাহিকভাবে হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। কালিপ্রসাদ ইহা জানিতে পারিয়াই নিয়মিত রূপে বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন, এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতে বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) প্রভৃতি প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া তখন সমস্ত দেশ পর্যটন করিতেছিলেন। একদিকে ঈশাহী পাদরীদের ও অপরদিকে অন্যান্য সমাজের অবিরত নিন্দা ও কুৎসারূপ আঘাতের উত্তর স্বরূপ নবজাগ্রত হিন্দু সমাজের প্রত্যাঘাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের এই সাড়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রত্যাঘাতের শক্তিতেই প্রতীতি হইয়াছিল যে জাতি বা ধর্ম্ম মরে নাই। কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় হরিসভা এবং বাংলার নগরে নগরে তাহার শাখা প্রশাখার বিস্তার ব্রাহ্মসমাজ ও মিশনারী আন্দোলনের উপযুক্ত জবাব হইয়াছিল।

ক্রমে সাংখ্যদর্শনের বক্তৃতা সমূহ শেষ করিয়া তর্কচূড়ামণি মহাশয় পতঞ্জলির যোগসূত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সাংখ্যদর্শনের বক্তৃতায় কপিলের মতের সহিত Evolution (ক্রমবিকাশ) মতবাদের সামঞ্জস্য দেখানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

যোগদর্শনের বক্তৃতা শুনিয়া কালিপ্রাসাদের মনে যোগাভ্যাস করিবার বাসনার উদয় হইল। তিনি জলখাবারের পয়সা জমাইয়া একখানি 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র' ক্রয় করিলেন। তখন তিনি মোটামুটি সংস্কৃত জানিতেন। তিনি একদিন সাহস করিয়া চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। চূড়ামণি মহাশয় তখন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কালিপ্রসাদ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহাশয় আপনি কি আমাকে পাতঞ্জলদর্শন পড়াইবেন!' চূড়ামণি মহাশয় কালিপ্রসাদের অল্প বয়স ও সুন্দর চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। এই অল্প বয়সে যোগশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রবল আগ্রহ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন: 'বাবা বক্তৃতা দিতে ও আলোচনা করিতে করিতে আমার সময় থাকে না। তুমি যদি কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট গমন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে যোগসূত্র পড়াইয়া দিতে পারেন। আমি পাঠাইতেছি, এই কথা বলিলেই তোমার কার্যসিদ্ধি হইবে।'

কালিপ্রসাদ একদিন কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন: 'আমি পাতঞ্জল যোগসূত্রের বাংলা অনুবাদ করিতেছি, তাহাতে আমার সময় নাই বলিলেই চলে। তবে স্নানের পূর্বে যখন সেবক আমার গায়ে তৈল মর্দন করিয়া দেয় তখন যদি আসিতে পার তাহা হইলে আমি যোগসূত্রের

মর্ম বুঝাইয়া দিব।' কালিপ্রসাদ সানন্দে তাহাতেই সম্মত হইলেন। এখন হইতে তিনি প্রত্যহ ৮।৯ টার সময় যোগসূত্র পড়িবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র পড়িয়া তাঁহার অন্যান্য যোগ-শাস্ত্রসমূহ পড়িবার প্রবল আগ্রহ হইল। ক্রমে তিনি শিবসংহিতা প্রভৃতি সমস্ত যোগশাস্ত্র পাঠ করিলেন। প্রত্যেক যোগশাস্ত্রেই যোগসিদ্ধ গুরুর সাহায্য ব্যতীত যৌগিক সাধনপ্রণালীর অভ্যাস করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে এই সাবধান বাণী উল্লিখিত থাকাতে কালিপ্রসাদের মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি তখন হইতে সিদ্ধ যোগী গুরু খুজিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মনের বাসনা সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট প্রকাশ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাগবাজারে রামকান্তবসু ষ্ট্রীটে বাস করিতেন এবং বহুবার দক্ষিণে-শ্বরের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন: 'দক্ষিণেশ্বরে এক পরম যোগী আছেন, তাঁহার কোনও প্রকার ঢং নাই, তিনি হয়তো তোমাকে সাহায্য করিতে পারেন।'

তৃতীয় অধ্যায়

—শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে—

বন্ধু যজ্ঞেশ্বরের নিকট পরমহংসদেবের সংবাদ পাইয়া কালিপ্রসাদের মনে নব আশার সঞ্চার হইল। তিনি পিতা মাতা সকলের নিকট দক্ষিণেশ্বর কোথায় এবং কোনদিকে যাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোনও সংবাদ দিতে পারিলেন না। তিনি বন্ধু যজ্ঞেশ্বরের বাড়ীর ঠিকানা জানিতেন না, অথচ পরমহংসকে দেখিবার জন্য অন্তরে বিষম আকর্ষণ অনুভব করিতে ছিলেন। তিনি একদিন প্রাতঃকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চিৎপুর

খাল পার হইয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওনা হইলেন। অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তিনি দক্ষিণেশ্বর অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আড়িয়াদহ গ্রামের ভিতর দিয়া কালীবাড়ীর উত্তর দরজা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়া কালী মন্দিরেব প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের সংবাদ লইয়া জানিলেন তিনি 'সকালে কলিকাতা গিয়াছেন, এই বেলায় আর ফিরিবেন না।'

কালিপ্রসাদ প্রাতঃকাল হইতে ক্রমাগত চলিতে চলিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তখন ভগ্ন-আশায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরমহংসদেবের ঘরের উত্তরের বারান্দায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। পথশ্রমে শরীর ক্লান্ত, একটি পয়সাও তাঁহার হাতে নাই, তাহার উপর বাড়ীতে কাহাকেও বলিয়া আসা হয় নাই, জনক জননী নিশ্চয়ই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—এই প্রকার নানাবিধ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি বিষন্ন মনে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন তাঁহার সমবয়সী একজন যুবক ছাতা হাতে লইয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার চাল চলন দেখিয়া বোধ হইল তিনি এখানে সুপরিচিত। যুবকটি পরমহংসদেবের ঘরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তিনি আছেন কি?' পরমহংসদেব কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া যুবকটীর মুখে হতাশার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তখন দুইজনে বসিয়া আলাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কথায় কথায় কালিপ্রসাদ তাঁহার নাম 'শশিভূষণ' বলিয়া জানিতে পারিলেন। শশিভূষণ ইহার পূর্বে আরো কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন, সুতরাং কালীবাড়ীর কর্মচারীদের সহিত তাঁহার পরিচয়

ছিল। তিনি কালীপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতে স্নান করিলেন এবং মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আহারের পর দুইজনে পরমহংসদেবের কথা আলোচনা করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। পরস্পরের আলাপের ভিতর দিয়া তাঁহাদের ভিতর যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইল তাহা চিরকাল অটুট ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মন্দিরসমূহ আলোক মালায় সজ্জিত হইল এবং মা ভবতারিণীর মন্দিরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরাত্রিকের পরে মা কালীর পূজারী 'রামলাল দাদা' শীতলভোগের প্রসাদ দুইখানি লুচি ও একটু চিনি শশিভূষণ ও কালিপ্রসাদকে দিলেন। প্রসাদ পাইয়া দুইজন বারান্দায় শুইয়া রহিলেন এবং পরমহংসদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি নয়টা হইল। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া আছেন এমন সময় ছ্যাকড়া গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিয়া 'রামলাল দাদা' ও শশিভূষণ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন: 'এইবাব পরমহংসদেব আসিতেছেন।' কালিপ্রসাদ 'রামলাল দাদা' ও শশিভূষণের দেখাদেখি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পরমহংসদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব সেবক লাটুর সহিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। উত্তর বারান্দার সিড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন এবং দক্ষিণ বারান্দায় প্রবেশ করিতে করিতে গুরুগম্ভীর স্বরে তিনবার 'কালী, কালী, কালী' উচ্চারণ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তপোষেব উপব উপবেশন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সেবক লাটু গামছা ও বেটুয়া (যাহাতে এলাচ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি থাকিত) লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। রামলাল ও শশিভূষণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবকে প্রণাম করিলেন। শশিভূষণ পরমহংসদেবের নিকট কালিপ্রসাদের আগমন-বার্তা প্রদান করিলে তাঁহাকে আহ্বান করিতে বলিলেন। পরমহংসদেবের আদেশে 'রামলাল দাদা' কালিপ্রসাদকে

ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। পরমহংসদেবকে কালিপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুমি কে? বাড়ী কোথায়? কি জন্য এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছ? কি চাও?' কালিপ্রসাদ ধীরে ধীরে তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বলিলেন: 'আমার যোগ সাধন করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি আমাকে যোগশিক্ষা দিবেন কি?' তাঁহার এই প্রশ্ন শুনিয়া পরমহংসদেব কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন: 'তোমার এই অল্প বয়স, এই বয়সে যোগশিক্ষার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা অতি ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্ব-জন্মে এক বড় যোগী ছিলে, একটু বাকী ছিল, এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমাকে যোগ শিক্ষা দিব। আজ রাত্রে বিশ্রাম কর, কাল প্রাতে এস।' এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কামনা পূরণের নব আশায় কালিপ্রসাদের সমস্ত রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় জাগরণেই কাটিল। নব অনুরাগের অরুণ উদয় হইয়া তাঁহার চক্ষু হইতে নিদ্রাকে একেবারে মুছিয়া দিল। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন। সূর্যের আলোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালিপ্রসাদেরও জীবনের নবারুণ উদিত হইল। পরমহংসদেব রামলাল দাদাকে দিয়া কালিপ্রসাদকে আহ্বান করিলেন। কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

পরমহংসদেব তাঁহার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছেন জানিয়া প্রীত হইলেন।

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য এবং ভগবদ্গীতা পাতঞ্জলদর্শন ও শিবসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি পড়িয়াছেন জানিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তৎপরে তিনি কালিপ্রসাদকে ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল, কালিপ্রসাদ তদুপরি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব তাঁহার জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বারা জিহ্বাতে মূলমন্ত্র লিখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে উর্ধদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। কালিপ্রসাদ ধ্যান করিতে বসিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব কালিপ্রসাদের বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া শক্তি অধোদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আবার কালিপ্রসাদের বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। রামলাল দাদা ও গোলাপ মা এই অপূর্ব সমাধির অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া কালিপ্রসাদকে পরে বলিয়াছিলেন: 'কি আশ্চর্য! তোমাকে স্পর্শ করিবামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া গিয়াছিলে' শাস্ত্র এই প্রকার আশ্চর্য গুরু ও শিষ্যের কথা বলিতে গিয়াই বলিয়াছেন: 'আশ্চর্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

তৎপরে কালিপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন: 'বিবাহ করিও না।' পরে কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তিনি তাহা কালিপ্রসাদকে শিখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন:

> শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি,
>
> (ওদের) দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি।

এই ভাবে পরমহংসদেব কালিপ্রসাদকে দিব্যভাবের শিক্ষা দান করিলেন এবং প্রাতে ও রাত্রে শয়নের পূর্বে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানের সময় যাহা যাহা দর্শন হয় তাহাও আবার তাঁহার নিকট প্রকাশ

করিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি কালিপ্রসাদকে কালীমন্দিরে গিয়া ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে পরমহংসদেব কালিপ্রসাদকে মিষ্টি প্রসাদ দিলেন। কালিপ্রসাদ প্রণাম করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যত হইলে বলিলেন: 'আবার এসো। যদি পয়সা যোগাড় করিতে না পার তবে এখান হইতে দেওয়া হইবে।' পরে একজন কলিকাতা-যাত্রী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া তাহার গাড়ীতেই কালিপ্রসাদকে লইয়া যাইতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিপ্রসাদ পুনর্বার পরমহংসদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া রওনা হইলেন এবং পূর্বাহ্নেই বাড়ী ফিরিলেন। হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার মাতা ও বাড়ীর সকলে আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের আদেশানুযায়ী প্রত্যহ সকাল ও রাত্রিতে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ফলে নিত্য নূতন নূতন দর্শন ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। পড়া-শোনায় তাঁহার মন বসিত না, সর্বদাই তাঁহার উন্মনা ভাব! বাড়ীর কোনও কাজ-কর্ম তাঁহার ভাল লাগিত না। কেবল মনে হইত কখন ধ্যান করিতে পাইবেন ও দিব্যদর্শন জনিত আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। কালিপ্রসাদের পিতা মাতা তাঁহার এই প্রকার উন্মনা ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিতেন না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সুযোগ পাইলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে পলাইয়া যাইতেন এবং পরমহংসদেবের নিকট ধ্যান-কালীন দর্শনের কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে 'ঘন ঘন' দক্ষিণেশ্বর যাইতে বলিতেন। একদিন ধ্যান করিতে করিতে কালিপ্রসাদ ঈশ্বরের সর্বদর্শী বিরাট দুইটী চক্ষু (Omnipresent

eye) দেখিতে পাইলেন। মুহুর্মুহুঃ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার ফলে কালিপ্রসাদের সহিত অন্যান্য ভক্তগণের পরিচয় হইতে লাগিল। এইভাবে তাঁহার সহিত নরেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হইল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ মাঝে মাঝে কালিপ্রসাদ সেখানে থাকিয়াই যাইতে লাগিলেন। রাত্রে বা দিবাভাগে আহারের পরে তিনি পরমহংসদেবের পদসেবা করিতেন ও পাখার বাতাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তরের বারুদখানার (Magazine) দিকে ঝাউগাছের তলায় শৌচে গমনকালে পরমহংসদেব কালিপ্রসাদের স্কন্ধে হাত দিয়া নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে করিতে গমন করিতেন। কালিপ্রসাদ তাঁহার গাড়ুটী লইয়া যাইতেন। আবার কখনও কালিপ্রসাদের স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি পঞ্চবটী বা বাগানে পাদচারণা করিতেন, বিবিধ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করিতেন, বলরামবাবু, সুরেশ মিত্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলীর কথা বলিতেন এবং কালিপ্রসাদকে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে বলিতেন। নরেন্দ্র, বাবুরাম প্রভৃতি বালক ভক্তগণের নাম করিয়া তাহাদের সহিতও আলাপ পরিচয় করিতে কালিপ্রসাদকে উৎসাহ দিতেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কালিপ্রসাদের বাটীর নিকটে থাকেন জানিতে পারিয়া পরমহংসদেব বলিলেন: 'তোদের পাড়াতেই তো দেবেন মজুমদার নামে এক ভক্ত থাকে। সে বেশ উন্নত, এখানে আসে, আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছ্‌লো। তার সঙ্গে আলাপ করবি।' পরমহংসদেবের আদেশে কালিপ্রসাদ গৃহস্থ ও যুবক ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখনই পরমহংসদেব কলিকাতায়

বলরামবাবু, সুরেশ মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশবাবু প্রভৃতি ভক্তের বাড়ীতে আসিতেন তখনই কালিপ্রসাদ তাঁহাদের বাড়ী গমন করিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে সকল গৃহস্থ ভক্তের সহিতই তাঁহার পরিচয় হইল। এই সময় একদিন তাঁহার সহপাঠী বাবুরাম ঘোষকে দক্ষিণেশ্বরে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুমি যে এখানে?' বাবুরাম ঘোষও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তাইতো তুমিও যে এখানে?' তারপর উভয়েই পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সতীর্থরূপ বন্ধন আবার নূতন প্রেমের বন্ধনে পরিণত হইল। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও আজীবন বর্তমান ছিল।

এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে একদিন রাত্রিকালে যখন কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, তখন তিনি অনুভব করিলেন যেন পরমহংসদেব জগন্মাতা রূপে তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেছেন। কালিপ্রসাদ তখন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। প্রত্যহই এইরূপ নিত্য নূতন কত শত অনুভূতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনকে পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে এক নিত্য আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইত। ধ্যানের সময়ও তিনি নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্তি প্রত্যহই দর্শন করিয়া দিব্য আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন যখন গভীর রাত্রে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন তিনি বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিয়া অনন্ত আকাশে ক্রমেই ঊর্ধদিকে উঠিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে ঊর্ধগামী হইয়া অপূর্ব দৃশ্যসমূহ দেখিতে দেখিতে তিনি সুন্দর প্রাসাদ-পথে এক মনোরম স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন সকল ধর্মের মূর্তবিকাশ ও তাহাদের প্রতীকসমূহ রহিয়াছে। তিনি

অমানবীয় কোন আতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় এক বিরাট কক্ষে ক্রমশ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে এক একটী বেদীতে দেব, দেবী, অবতার ও ধর্মপ্রচারকগণ, যেমন হিন্দুর দশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ, দশমহাবিদ্যা, যীশুখৃষ্ট, জরথুস্ত্র, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কালিপ্রসাদ দেখিতে পাইলেন, পরমহংসদেবও সেই হলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিতেছেন এমন সময় দেখিলেন পরমহংসদেবের মূর্তি জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাট রূপ ধারণ করিল, এবং প্রত্যেক বেদী হইতে দেব দেবী ও অবতারগণ আপন আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া পরমহংসদেবের অঙ্গে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কালিপ্রসাদ এই দিব্যদর্শনের কথা পরে পরমহংসদেবকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন: 'তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হইয়া গেল। এখন হইতে তুই অরূপের ঘরে উঠিলি, আর রূপ দেখিতে পাইবি না।' সত্যই ইহার পর হইতে ধ্যান করিতে বসিলে তাঁহার মন একেবারে নিরাকারেই মগ্ন হইয়া যাইত। শত চেষ্টা করিয়া কোনও প্রকার মূর্তি বা রূপের আর দর্শন পাইতেন না। কালিপ্রসাদ তাঁহার রচিত 'রামকৃষ্ণাবতার-স্তোত্রে' এই বৈকুণ্ঠ দর্শনের সমস্ত অনুভূতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুরেশ মিত্র তাঁহার কাঁকুড়গাছীর বাগানবাটীতে পরমহংসদেবকে আনিয়াছেন। তাহার বাগানবাটী ও রাম দত্তের বাগানবাটী পাশাপাশি। রাম দত্তের বাগানবাটীতেও পরমহংসদেব ছয় মাস পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন। এইবার সুরেশ মিত্রের বাগানবাটীতে আসিলেন। কালিপ্রসাদ সংবাদ পাইয়া সেই বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তগণের সহিত আনন্দ সম্মিলনে যোগ দিলেন। আজ রবিবার ১৫ই জুন ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ। পরমহংসদেব প্রাতঃকাল হইতেই আসিয়াছেন। সেদিন প্রতাপ মজুমদারও উপস্থিত

ছিলেন এবং পরমহংসদেবের নিকট তাহার বিলাত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন। কীর্তনীয়া মাথুর গান করিতেছিলেন। পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া কীর্তনে আঁখর দিতেছিলেন। কালিপ্রসাদ সমস্ত দিন পরমহংসদেবের পূত সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন এবং প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্ণে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার পরে ৩রা জুলাই রথযাত্রার দিবসে যখন পরমহংসদেব আবার বাগবাজার বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা উপলক্ষে গমন করিলেন, তখন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলরামবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন পরমহংসদেব দ্বিতলের বড় হল ঘরে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। কালিপ্রসাদ ঘরে প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবকে প্রণাম করিলেন। কালিপ্রসাদকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করিতে বলিলেন এবং সাধন-ভজনাদি সম্বন্ধে মৃদুস্বরে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সেদিন বলরাম মন্দিরে আনন্দের হাট বসিয়াছিল। শশধর তর্কচূড়ামণি পরমহংসদেবকে সেদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং বলরাম বাবুর পিতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে মে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দ শনিবার জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী তিথিতে পরমহংসদেব সিমলার মধু রায়ের গলিতে রামদত্তের বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন। কালিপ্রসাদও দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংসদেবের সঙ্গে সেদিন সেইস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক ঘর লোক পরমহংসদেবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। পরমহংসদেব ও কালিপ্রসাদ গৃহে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন: 'কই নরেনকে দেখিতেছি না? নরেন কোথায়?'

রামবাবু বলিলেন : 'নরেনের মাথার অসুখ হইয়াছে, সেই কারণে সে এখানে আসিতে পারে নাই। সে বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে মাথায় ভিজা গামছা লাগাইয়া শুইয়া আছে, আলোর দিকে চক্ষু খুলিতে পারে না। বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।'

এই সংবাদে পরমহংসদেব কাতর হইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং বলিলেন : 'তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।'

নিরঞ্জন, কালিপ্রসাদ ও আরো দুই তিন জন নরেনকে আনিবার জন্য নরেনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন নরেন নীচের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ও মাথায় ভিজা গামছা জড়াইয়া তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া আছেন ও মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

কালিপ্রসাদ বলিলেন : 'পরমহংসদেব রামবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।'

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন : 'আমার মাথার বড় যন্ত্রণা, আমি যাইতে পারিব না। আমি চক্ষু খুলিতে পারি না। আলোতে আমার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়, আমি কিরূপে যাইব? পরমহংসদেবকে আমার নমস্কার দিয়া বলিবে যে আমার যাইবার ক্ষমতা নাই।'

'পরমহংসদেব যখন তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন তোমাকে যাইতেই হইবে। আমরা তোমাকে লইয়া যাইবই।'

"আমি চোখ খুলিতে পারি না, কিরূপে যাই?"

'তুমি চোখ বুজিয়া থাকিবে আর আমরা হাত ধরিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।'

অগত্যা নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন এবং ভিজা গামছা মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কালিপ্রসাদ ও নিরঞ্জন তাঁহার দুই হাত ধরিয়া অতি সন্তর্পণে

নরেনকে লইয়া গলির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রামবাবুর বাটীতে উপনাত হইলেন।

পরমহংসদেব বৈঠকখানায় ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন ও সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন। কালিপ্রসাদ ও নিরঞ্জন ভক্তগণের ভিড়ের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রনাথকে পরমহংসদেবের সম্মুখে বসাইয়া দিলেন। তিনি সস্নেহে নরেন্দ্র-নাথের মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন: 'কিরে, তোর মাথায় কি হইয়াছে?' সেই মুহূর্তেই—পরমহংসদেবের পদ্মহস্ত নরেন্দ্রনাথের মস্তকে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল এবং তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন: 'আপনি এ কি করিলেন? আমার সব যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য

নরেন্দ্রনাথ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন তিনি এক ঘর লোকের ভিতর বসিয়া আছেন। পরমহংসদেব তখন নরেন্দ্রনাথকে সস্নেহে গান গাহিতে বলিলেন। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া তানপুরা সংযোগে তাঁহার দেবদুর্লভ সুমিষ্ট কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন এবং পরমহংসদেব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। সেই মজলিসে নরেন্দ্রনা তিন ঘণ্টা কাল গান করিয়াও কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। কালিপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে পরমহংসদেবের এই অপূর্ব দৈবীশক্তির কথা চিন্তা করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন।

এইরূপ আনন্দে সমস্ত অপরাহ্ণ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর কীর্তন আরম্ভ হইল। কথক মহাশয় বৃন্দাবন লীলার মধুর পদাবলী অপূর্ব স্বরলহরী সংযোগে গান করিতে লাগিলেন। পরে যখন 'নদে টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে' এই গানের সময় পরমহংসদেব দণ্ডায়মান হইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের মত নাচিতে লাগিলেন, তখন কালিপ্রসাদের

মনে হইল সত্যই যেন সমস্ত ঘর তাঁহার নৃত্যের তালে তালে টলমল করিতেছে এবং দেশ, কাল, পাত্র সমস্ত যেন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সকলেই যেন গৌরপ্রেমের হিল্লোলে ভাসিতেছেন। তখন যে উন্মাদনা ও আনন্দের তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সত্যই অবর্ণনীয়! এই ভাবে (১৮৮৫, এপ্রিল) কালিপ্রসাদ ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। একদিন কালিপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় অসুখ হইয়াছে। পরমহংসদেব কুল্পির বরফ খাইতে ভালবাসেন জানিয়া একজন ভক্ত এক হাঁড়ি কুল্পির বরফ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। সেই কুল্পির বরফ খাইয়া পরমহংসদেবের গলায় ব্যথা হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই পরমহংসদেবের গলায় টন্‌শিল ফুলিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যখন দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন: 'আমারও বাপু, বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুল্পি বরফ—এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ারে এমন গন্ধ দেখি নাই।' কালিপ্রসাদ দেখিলেন তিনি বালকের ন্যায় সকলকে গলা দেখাইতেছেন এবং যে যাহা বলিতেছে তাহাই করিতেছেন। বেদনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কিছুতেই আর কমে না। ঢোক গিলিতে, কথা বলিতে, আহার করিতে তাঁহার বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। একদিন গোলাপ মা বলিলেন: 'কলিকাতার দুর্গাচরণ খুব বড় ডাক্তার, তাহাকে দেখাইলে হয়তো তিনি এই রোগ ভাল করিতে পারেন।' পরমহংসদেব শুনিয়া সেই ডাক্তারকেই গলা দেখাইতে সংকল্প করিলেন। কালিপ্রসাদ সেই রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। লাটু ও গোলাপ মা সে রাত্রে সেখানে ছিলেন। পরদিন প্রাতে

নৌকারোহণে কলিকাতার কুমারটুলির ঘাটে যাওয়া স্থির হইল। পরমহংস-দেবের সঙ্গে লাটু, কালিপ্রসাদ ও গোলাপ মা গমন করিলেন। গলা দেখাইয়া পরমহংসদেব বিডন বাগানে যাইবেন স্থির করিলেন। কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের পার্শ্বে বসিলেন। লাটু ও গোলাপ মা অপর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বিডন স্কোয়ারে সেই সময় ফুলের কেয়ারীর মধ্যে ফ্রি মেশনারীদের mystic symbol (প্রতীক) সকল নানাবর্ণের সিমেণ্ট দ্বারা সুন্দর রূপে অঙ্কিত ছিল। পরমহংসদেব কালিপ্রসাদের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন এবং কালিপ্রসাদ তাঁহাকে প্রতীকগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহারা আহিরীটোলার ঘাট হইতে নৌকা ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে পাণিহাটিতে চিড়ার মহোৎসব হইয়া থাকে। পরমহংসদেব প্রতিবৎসর পাণিহাটিতে গমন করিতেন। সেই বৎসর গলায় ব্যথা থাকা সত্ত্বেও তিনি পাণিহাটিতে গমন করিলেন। লাটু ও কালিপ্রসাদ তাঁহার সেবার জন্য সঙ্গে ছিলেন। দুইখানি নৌকা ভাড়া করা হইল। একখানিতে পরমহংসদেব, লাটু ও কালিপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন ভক্ত ও অপরখানিতে অপরাপর ভক্ত গমন করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া পরমহংসদেবের মুহুর্মুহু ভাব হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেইদিন আবার ঠাণ্ডা লাগিয়া পরমহংসদেবের গলার রোগ আরও বাড়িয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

—শ্যামপুকুর—

পরমহংসদেবের গলরোগের বৃদ্ধি হওয়ায় ভক্তমহলে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। রামচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া স্থির করিলেন পরমহংসদেবকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভালরূপে চিকিৎসা করাইতে হইবে। তাঁহারা কলিকাতায় ৫৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাড়ী ভাড়া করিয়া (১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ২রা আশ্বিন) তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। সঙ্গে লাটু ও কালিপ্রসাদ সেবক রূপে আগমন করিলেন। শ্যামপুকুর বাটীতে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সেবকগণসহ এক সপ্তাহ বলরাম বসুর বাটীতে ছিলেন।[১] পরমহংসদেব ও তাঁহার সেবকদিগের রান্না করিবার জন্য গোলাপ মা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীমা আসিয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন।

কালিপ্রসাদ এই সময় হইতে সম্পূর্ণরূপে গৃহত্যাগ করিয়া পরমহংসদেবের সেবায়ই নিযুক্ত হইলেন। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ কালিপ্রসাদকে Personal attache to his Holiness Sri Ramakrishna বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কালিপ্রসাদ ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারগণের নিকট গমন করিতেন এবং পরমহংসদেবের অসুখের অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঔষধ লইয়া আসিতেন। নিরঞ্জন তাহাদের সঙ্গে

১। বলরামের বাটীতে কবিরাজ গঙ্গাগোবিন্দ পরমহংসদেবকে দেখিলেন। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য—না অসাধ্য? কবিরাজ সে প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।

থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেন। কালিপ্রসাদ ও লাটু শ্রীমায়ের নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ বা অপর কেহ শ্যামপুকুরের বাড়ীতে থাকিতেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, যোগেন, বাবুরাম প্রভৃতি বালক ভক্তগণ নিজ নিজ বাটীতে থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে শারদীয়া দুর্গোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইবার পরমহংসদেবের গলরোগের জন্য ভক্তরা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উল্লাসিত হইতে পারিতেছিলেন না। মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার পর সন্ধি পূজার সময় পরমহংসদেব হঠাৎ ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র, কালিপ্রসাদ, লাটু, নিরঞ্জন এবং ভক্তগণ তাঁহার শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে পরমহংসদেব বলিলেন: 'একটী জ্যোতির রাস্তা দেখিলাম। সেই রাস্তা এখান হইতে সুরেন্দ্রের (সুরেশচন্দ্র মিত্রের) ঠাকুরদালানে শেষ হইয়াছে। সেখানে মা দুর্গার পাশে দেখিলাম সুরেন্দ্র দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।'

সেইদিন আবার সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে সকলের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। পরমহংসদেবের আদেশ গ্রহণ করিয়া কালিপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে সেইস্থানে গমন করিলেন। সেইস্থানে তাঁহারা গিয়া সুরেশ বাবুর মুখে শুনিলেন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারে প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগায় কাঁদিতেছিলেন এবং মা শ্রীদুর্গাকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছিলেন। এমন সময় তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন পরমহংসদেব শ্রীদুর্গা প্রতিমার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন।[২]

দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তদের ইচ্ছা ছিল কালীপ্রতিমা আনিয়া

২। ইহা যোগ বিভূতি বিশেষ। ইহাকে নির্ম্মাণকায় ধারণ করা বলে।

অমাবস্যায় মায়ের পূজা করেন। পরমহংসদেব পূর্বদিন ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন: 'কাল মায়ের পূজা করিতে হইবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিও।' প্রতিমা পূজার উপচার অনেক। পাছে গোল-মালে ও উত্তেজনায় পরমহংসদেবের অসুখ আরো বাড়িয়া যায়—ইহা ভাবিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে পঞ্চোপচারে পূজার সামগ্রী আয়োজন করা স্থির হইল এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখা হইল। পরমহংসদেব সন্ধ্যার পর আপন বিছানায় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ কি ভাবে পূজা হইবে তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় তিনি বলিলেন: 'ধুনা নিয়ে আয়।' ধুনা আনিলে তিনি সমস্ত উপচার আপনার ভিতরে বিরাজমানা জগন্মাতাকে নিবেদন করিলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে ধ্যান করিতে বলিলেন। ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন এমন সময় তিনি উত্তরাস্য হইয়া বরাভয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলিলেন: 'আমাদের সম্মুখে জীবন্ত মা কালী রহিয়াছেন। এঁর পূজা করিলেই মা কালীর পূজা করা হইবে।' তিনি মালা ও পুষ্প-চন্দনাদি লইয়া 'জয় মা' বলিয়া পরমহংস- দেবের শ্রীপদে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। তখন গৃহস্থ ভক্তগণ এবং নিরঞ্জন ও কালীপ্রসাদ সকলে পরমহংসদেবের শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। অবশেষে তিনি মিষ্টান্ন প্রসাদ করিয়া দিলে ভক্তগণ আনন্দ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গিরীশ প্রমুখ ভক্তগণ আনন্দে মত্ত হইয়া সমস্বরে জগন্মাতার স্তব ও গান করিতে লাগিলেন।[৩]

৩। শ্যামপুকুরের বাড়ীর ঘটনাবলী বিস্তৃতভাব শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে বলিয়া এখানে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইল না।

পঞ্চম অধ্যায়

—কাশীপুর বাগানবাটী—

শ্যামপুকুরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় যখন রোগ না সারিয়া আরও বাড়িয়া চলিল তখন কলিকাতায় বদ্ধ হাওয়াতেই এই প্রকার হইতেছে মনে করিয়া ডাক্তার কলিকাতার বাহিরে কোনও স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে ভক্তদিগকে নির্দেশ দিলেন। তখন অনেক অনুসন্ধানের পর কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের সুবৃহৎ বাগানবাড়ী মাসিক ৮০৲ টাকায় ভাড়া করা হইল। 'গরীব ভক্তেরা টাকা কোথায় পাইবে' ভাবিয়া পরমহংসদেব সুরেশচন্দ্র মিত্রকে ভাড়ার সমস্ত টাকা দিতে নির্দেশ করিলেন এবং তিনিও তাহা বহন করিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে বলরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন: 'আমি চাঁদায় খাওয়া পছন্দ করি না— তুমি খাওয়ার খরচ দিও।' বলরাম বসু আনন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে ছয় মাসের জন্য বাড়ী ভাড়া করা হয় পরে আরও তিন মাসের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর ২৭শে অগ্রহায়ণ পরমহংসদেবকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরে লইয়া আসা হয়। সেবা করিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছিলেন শ্রীমা, লাটু, নিরঞ্জন, কালিপ্রসাদ, ও গোলাপ মা।

কলিকাতার বদ্ধ হাওয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া নূতন ও মুক্ত স্থানে বাস করাতে পরমহংসদেবের মনে আনন্দ হইল। কাশীপুর বাগানবাড়ীতে সত্য সত্যই তাঁহার রোগের উপশম হইতেছে দেখা গেল। দ্বিতলের গোল ঘরে

তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ দিকে গাড়ী বারান্দায় যে ছাদ ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি বাগানের শোভা দর্শন করিতেন। মুক্ত বায়ু ও অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে বাস করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হইতেছিল।

তিনি নিজকে এত সুস্থ মনে করিতে লাগিলেন যে, একদিন দ্বিতলের শয়ন কক্ষ হইতেই নীচে নামিয়া বাগানে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সেবকগণও তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রমণে হিতে বিপরীত হইল। পাদচারণ করিবার কালে তাঁহার শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পর দিবস আবার গলার বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার শক্তিকারক ঔষধ দিয়া কচি পাঁঠার মাংসের ক্যাথ বা সুরুয়া বলকারক পথ্যের মধ্যে নির্দেশ করিয়াছিলেন। ডাক্তারের কথা শুনিয়া পরমহংসদেব তাঁহার সেবকদিগকে বলিয়াছিলেনঃ 'ছাখ্, যে কসাইর ঘরে শ্রীকালীর ছবি আছে, সেই দোকান হইতে মাংস আন্‌বি, অন্য দোকান হইতে আন্‌বি না।' সেবকগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী মাংস আনিয়া দিলে শ্রীমা কয়েক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ও ছাকিয়া তাহা হইতে ক্যাথ তৈয়ার করিয়া দিতেন। পরমহংসদেব তাহাই আহার করিতেন।

প্রথম প্রথম কালিপ্রসাদ, লাটু প্রভৃতি কয়েকজন পরমহংসদেবের সেবা করিতেন। শ্রীমা পথ্য রন্ধন করিতেন। লক্ষ্মীদিদি ও গোলাপ মা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। ক্রমে পরমহংসদেবেব সেবার জন্য অধিক সেবকের আবশ্যক হইল। তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ বালক ভক্তগণ, নরেন্দ্র, রাখাল, যোগেন, শরৎ, শশী, বুড়োগোপাল, বাবুরাম, ছুট্‌কো গোপাল, তারক প্রভৃতি আসিয়া লাটু, কালিপ্রসাদ ও নিরঞ্জনকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের আদেশে নরেন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া সেবাকার্য ভাগ করিয়া

দিলেন। বার জন সেবক প্রত্যেকে দুই ঘণ্টা করিয়া পালা ক্রমে তাঁহার সেবা করিতেন। কালিপ্রসাদ দুই ঘণ্টা দিনে ও দুই ঘণ্টা রাত্রে পরমহংসদেবের সেবা করিতেন, দ্বিপ্রহরে কালিপ্রসাদ তাঁহার শরীরে তেল মাখাইয়া গাড়ী-বারান্দার ছাদের উপর রৌদ্রে জল চৌকীতে বসাইয়া স্নান করাইতেন। স্নানের সময় এবং পরে পরমহংসদেব কত কথাই না বলিতেন! সেই সময় গভীর ঐশ্বরিক তত্ত্বসমূহ সরলভাবে বুঝাইয়া কালিপ্রসাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী আফিসের ছুটী থাকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ কাশীপুর বাগানে আগমন করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব সেদিন অন্যদিন অপেক্ষা সুস্থ ছিলেন, সেবকদিগকে না বলিয়া তিনি একাকী বাগানে পাদচারণ করিতেছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পদধুলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্য জ্ঞান-শূন্য হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন: 'তোমাদের চৈতন্য হোক্।' কাহাকেও স্পর্শ করিয়া আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ভাই ভুপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: 'তোর সমাধি হবে।' উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: 'তোর অর্থ হবে।' যুবক ভক্তগণ পরমহংসদেবের নিত্য কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকায় ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পর পরমহংসদেবের গলার বেদনা আরও বাড়িয়া গেল ও মুখে লালা জমিতে লাগিল। তখন ডাক্তার গুগ্‌লির ঝোল খাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রীমা জীবন্ত গুগ্‌লির ঝোল রাঁধিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পরমহংসদেব বলিলেন : 'আমি খাব, আমার জন্য রাঁধ্‌বে তাতে দোষ হবে না। ছেলেরা পুকুর থেকে গুগ্‌লি এনে তয়ের কোরে দেবে, তুমি পাক কর্‌বে।' সেইদিন হইতে কালিপ্রসাদ ছোটপুকুরের ঘাটের পার্শ্ব হইতে গুগ্‌লি সংগ্রহ করিয়া ও খোলা ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতেন ও শ্রীমা তাহা সিদ্ধ ও ঝোল করিয়া ভাতের মণ্ডের সহিত পরমহংসদেবকে খাওয়াইতেন।

সেবকদের প্রাণপাতী চেষ্টায়ও পরমহংসদেবের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবিত হইয়া পড়িলেন এবং কালী, শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতিকে ডাকিয়া বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন : 'পরমহংসদেবের কি ইচ্ছা কিছুই বোঝা যাইতেছে না, হয়তো তিনি দেহ রক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সুতরাং এখন আমরা প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিব ও জপ, ধ্যান, সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিব।' তখন পৌষ মাসের রাত্রি ; সকলে বাগানে বসিয়া আছেন, বেশ শীত পড়িয়াছে। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে শুষ্ক গাছের ডাল-পালার স্তূপ রহিয়াছে দেখিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া বলিলেন : 'সাধুরা ধুনি জ্বালিয়া তপস্যা করে, এস আমরা আজ এখানে ধুনির পার্শ্বে ধ্যান করি।' এইভাবে ধ্যান করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রত্যহই এইরূপে সেবকগণ নিজ নিজ পালার সেবা শেষ করিয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত বিচার, গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতেন, শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণষট্‌কের স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন এবং তাহার অর্থের ধ্যান করিতেন। সেই সময় হইতে শরৎ ও কালিপ্রসাদ সর্বদা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ কালিপ্রসাদ ও শরৎকে আদর করিয়া 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া' বলিয়া ডাকিতেন।

সেই সময় কাশীপুর বাগানবাড়ীতে পরমহংসদেবকে কেন্দ্র করিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সেবকগণ কালক্রমে সেবাকার্য শেষ করিয়া ধ্যান, ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কোন-দিন 'যোগবাশিষ্ঠ,' কোনও দিন 'অষ্টাবক্র-সংহিতা,' কখনও বা 'গোপীগীতা' পাঠ করা হইত। নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্লভ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকবর্গের গান এবং ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্রীশ্রীঠাকুর যে সকল গান গাহিতেন তাহা একটীর পর একটী গাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকলকে আনন্দে মাতাইয়া রাখিতেন। কখনও বা 'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া সকলে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ কালিপ্রসাদ অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় ছিলেন। সেইজন্য কালিপ্রসাদ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রনাথও কালিপ্রসাদকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কালিপ্রসাদ শুধু যে নরেন্দ্রনাথকে ভাল বাসিতেন তাহা নহে, সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। নরেন্দ্র যাহা করিতেন তিনিও তাহা করিতেন; যাহা করিতে বলিতেন কালিপ্রসাদ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাই করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'ব্রহ্মজ্ঞান হলে সকলের হাতে খাওয়া চলে। কাহারও প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না।' একদিন তিনি বলিলেন: 'চল্, আজ তোদের কুসংস্কার ভেঙে দিই।' কালিপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। তারক, শরৎ, যোগেন ও নিরঞ্জন কালিপ্রসাদের কথায় যোগদান করিলেন। সন্ধ্যার সময় কাশীপুর বাগান হইতে তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পদব্রজে বীডন ষ্ট্রীটে (বর্তমানে যেস্থানে মিনার্ভা থিয়েটার হইয়াছে তাহার নিকট) পীরুর দোকানে (Restaurant) উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্র Fowl curry আনিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে নরেন্দ্রের সঙ্গে বসিয়া কালিপ্রসাদ একটু আধটু

মুখে দিয়া কুসংস্কার ভাঙ্গিতেছি এই ধারণা হৃদয়ে রাখিয়া অল্পমাত্র আহার করিলেন। নরেন্দ্রনাথ পূর্ব অভ্যাসমত আনন্দের সহিত আহার করিলেন। কালী, তারক, শরৎ, ও যোগেনের আহার করিতে ভাল লাগিল না। তৎপরে তাঁহারা কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাত্রি দশটার পর কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের সেবা করিবার জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কোথায় গিয়েছিলি?'

তিনি বলিলেন: "কলিকাতার বীডনষ্ট্রীটে পীরুর দোকানে।"

'কে কে গিয়েছিল?'

তিনি সকলের নাম করিলেন।

পরমহংসদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কি খেলি?'

কালিপ্রসাদ বলিলেন: 'মুরগীর ডালনা।'

কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, তাঁহার ভাল লাগে নাই, সেইজন্য একটু আধটু মুখে দিয়া কুসংস্কার ভাঙ্গিয়াছেন।

পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন: 'বেশ করেছিস্।'

কাশীপুর বাগানের পুকুরে অনেক মাছ ছিল। নরেন্দ্রনাথ একদিন বলিলেন: 'এসো, ছিপ দিয়া মাছ ধরি।' কালিপ্রসাদ তখনই রাজী হইলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশী মাছ ধরিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব তাহা শুনিয়া কালিপ্রসাদকে বলিলেন: "ছিপ দিয়া মাছ ধরা বড় পাপ, কারণ জীবহত্যা করা হয়।'

কালিপ্রসাদ তখন 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' গীতার এই শ্লোক নিজের কার্যের সমর্থনের জন্য আবৃত্তি করিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন: 'ঠিক জ্ঞান হলে তার বেতালে পা পড়ে না।" তবুও কালিপ্রসাদ বুঝিতেছেন না দেখিয়া

বলিলেন : 'আমি ছেলেদের মধ্যে তোকে বুদ্ধিমান বলে জানি। এই কথার ওপর তুই ধ্যান কর্, বুঝ্তে পার্বি।'

কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের কথার মর্ম বুঝিবার জন্ত তাঁহার কথার উপর ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধ্যান করিলেন এবং অবশেষে তাঁহার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন যে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন মাছ ধরা অন্যায় এবং এমন পাপকর্ম তিনি আর কখনও করিবেন না। তাহা শুনিয়া পরমহংসদেব সানন্দে বলিলেন: 'দেখ্, মাছ ধরাতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। আহারের লোভ দেখিয়ে বড়শী লুকিয়ে রাখা আর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাদ্যে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ।' তিনি আরও বলিলেন : 'আত্মা মরে না বটে এবং অপরকে মারে না, তাও সত্য। কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে, সে আত্মস্বরূপ হয়েছে, তার অপরকে হত্যা করতে প্রবৃত্তি হবে কেন? যতক্ষণ ঐ প্রবৃত্তি রয়েছে ততক্ষণ সে আত্মস্বরূপ হয় নি, সুতরাং তার আত্মজ্ঞানও হয় নি। তাই জেনে রাখ্, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে বেতালে পা পড়ে না। আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পারে সাক্ষীস্বরূপ।' কালিপ্রসাদ তাঁহার কথা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। তিনি পুনরায় এই বিষয়ের উপর ধ্যান করিতে করিতে আত্মার যথার্থ স্বরূপ "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" উপলব্ধি করিলেন। পরমহংসদেবের নিকট তাঁহার উপলব্ধির বিবরণ নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন: 'এই যথার্থ আত্মজ্ঞান।'

এই সময়ে কালিপ্রসাদ 'অষ্টবক্রসংহিতা' পড়িতেন। এই সকল শাস্ত্রানুযায়ী 'নেতি নেতি' বিচার করিয়া, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত যুক্তি, তর্ক এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কার উড়াইয়া দিতেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া

একদিন বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) পরমহংসদেবের নিকটে গিয়া বলিলেন: 'কালী কিছুই মানে না, নাস্তিক হয়ে গেছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব একদিন কালিপ্রসাদকে একা পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হাঁরে তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেলি?' কালিপ্রসাদ চুপ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুই ঈশ্বর মানিস্? তুই শাস্ত্র মানিস্? তুই লোকাচার মানিস?' কালিপ্রসাদের মুখে সব প্রশ্নের একই 'না' উত্তর পাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন: 'অপর কোন সাধুর নিকট এই উত্তর দিলে তোর গালে চড় মার্‌তো।' কালিপ্রসাদ বলিলেন: 'আপনিও তাহলে মারুন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য ইহা আমি বুঝ্‌তে না পারি, ততক্ষণ আমি অন্ধের মতন কোনও মত মান্‌তে চাই না। আমাকে বুঝিয়ে দিন, আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিন, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লে সব মান্‌ব।' পরমহংসদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন 'একদিন তুই সব মান্‌বি। এই দেখ নরেন আগে কিছুই মানতো না, এখন 'রাধা রাধা' বলে কাঁদে ও কীর্ত্তনে নাচে। এর পর তুইও সব মান্‌বি।' কালিপ্রসাদ বলিলেন: 'আমাকে জানিয়ে দিন, আমি জান্‌তে পার্‌লেই মানবো, নতুবা মানবো না।' পরমহংসদেব তাঁহার সরলতা ও আন্তরিকতা দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন: 'তুই সব বুঝ্‌বি, সব জান্‌বি। তুই একঘেয়ে হোস্‌নি। আমি একঘেয়ে ভালবাসি না।'

কালিপ্রসাদের এই সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধিৎসা ও নির্ভীকতাই তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক হইয়াছিল এবং প্রচার-জীবনে তাঁহার সাফল্যের কারণ হইয়াছিল। এই সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তিই উত্তরকালে তাঁহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ করিয়াছিল। ফলে তিনি কল্যাণকামী সকল মানবের মঙ্গলের নিদান ও

সত্যতত্ত্ব অনুভূতির অভিনব পন্থা নবযুগের ভাষায় প্রচার করিয়া বর্তমান যুগের মানবের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

একদিন পরমহংসদেবের সেবা করিবার কালে কালিপ্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন। পরমহংসদেবও আশ্বাস দিয়া বলিলেন: 'তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' অতি সত্বরই পরমহংসদেবের বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। একদিন ধ্যান যোগে নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হইয়া সত্য সত্যই তিনি অনির্বচনীয় এক উপলব্ধি লাভ করিলেন। পরে কালিপ্রসাদ তাহা পরমহংসদেবের নিকটে বিবৃত করিলেন। পরমহংসদেব মনোযোগ সহকারে তাঁহার অপরূপ উপলব্ধির বিবরণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন: 'এইই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান।' এই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা লাভের পর কালিপ্রসাদের সমস্ত সংশয় দূর হইয়া গেল এবং ব্রহ্মতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বুদ্ধি হইতে নাস্তিকতার আবরণ চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল।

আর একদিন কালিপ্রসাদ একা বসিয়া পরমহংসদেবকে বাতাস করিতে-ছেন, পরমহংসদেব বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'ছোকরাদের ভিতর কেহ কেহ নরেনকে আমার চেয়ে বড় মনে করে। তোকে আমি বুদ্ধিমান বলে জানি, তুই কি বলিস্?' কালিপ্রসাদ বলিলেন: 'যে নরেনকে আপনার চেয়ে বড় বলে মনে করে সে কিছুই জানে না; সে আপনাকেও জান্‌তে পারে নাই। নরেন আপনার হাতেই মানুষ, আপনার শক্তিতেই সে যা কিছু শিখেছে এবং আপনিই তার ইষ্টদেবতা। নরেন যদি আপনার চেয়ে বড় হবে তবে সে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে জ্ঞান ভিক্ষা করবে কেন? সে যা জানে তাও আপনার কৃপাতেই লাভ করেছে, সুতরাং নরেন আপনার অপেক্ষা বড় বা আপনার তুল্য কিরূপে হতে

পারে ?' পরমহংসদেব কালিপ্রসাদের উত্তর শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং 'তোর বুদ্ধি আছে, তুই ঠিক বলেছিস্' বলিয়া তাঁহাকে আদর ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অপর একদিন কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের সেবা করিতেছেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন: 'আজ তোর বাবা এসেছিল, বল্লে, তোর মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চে। তা আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুই বাড়ী গিয়ে থাক।' কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া সেইদিন বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহার মাতা কালিপ্রসাদকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও তাঁহাকে নানাভাবে আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বাড়ীতে অবস্থান করিতে না করিতেই কালিপ্রসাদের যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল এবং মনে হইতেছিল তিনি যেন নরককুণ্ডে পতিত হইয়াছেন। সংসারের বাতাসে তাঁহার অশেষ যন্ত্রণা বোধ হইলেও প্রথমে তিনি সেইভাব দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একটু মিষ্টিমুখ করিয়া জনক জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং দ্রুতবেগে গমন করিয়া কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। পরে পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিরে তুই বাড়ী যাস্‌নি ?'

কালিপ্রসাদ বলিলেন: 'হাঁ, গিছ্‌লাম। পিতা মাতা খুবই যত্ন করেছিলেন এবং থাক্‌বার জন্য জোরও করেছিলেন, কিন্তু আমার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগ্‌ল। আমি যেন অগ্নিকুণ্ডে পড়েছি এমনই আমার মনে হচ্ছিল। তাই বাড়ী থেকে বার হয়েই একরকম ছুটেই কাশীপুরে চলে এসেছি। এখানে এসে যেন শরীর জুড়িয়ে গেল, আমার মনের শান্তি আবার ফিরে এল।'

পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: 'বেশ করেছিস।'

পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে কালিপ্রসাদের মন পরম শান্তিপূর্ণ থাকিত। পরমহংসদেবের অপার্থিব ও অহৈতুকী ভালবাসার তুলনায় মাতা পিতার পার্থিব ভালবাসা কালিপ্রসাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। পরমহংসদেবের স্নেহ ও ভালবাসা তাঁহার মনে যে আনন্দ ও শান্তি বিতরণ করিত তাহাতে জাগতিক সর্বপ্রকার আনন্দই তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইত; সুতরাং তাঁহার মন জগতের সুখভোগের উপর ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই বিরক্তি বা বৈরাগ্য আনিবার জন্য সেই সময়ে কালিপ্রসাদের পক্ষে কোনও প্রকার শাস্ত্রপাঠ বা বিচারের প্রয়োজন হয় নাই, শুধু পরমহংসদেবের প্রতি আকর্ষণ বা ভালবাসাই অন্য সমস্ত ভালবাসা বা আকর্ষণ হইতে তাঁহার মনকে বিমুখ করিয়াছিল।

একদিনের কথা, পরমহংসদেব অপরাহ্ণে তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়া কালিপ্রসাদের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার বিষম যন্ত্রণার উদয় হইল। তিনি কালিপ্রসাদকে বলিলেন: 'দ্যাখ্, বাইরে ওকে ঘাসের উপর দিয়ে চল্‌তে বারণ কর। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।' কালিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিয়া সেই লোকটীকে ঘাসের উপর চলিতে নিষেধ করিলেন। তখন পরমহংসদেব সুস্থ হইলেন। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষগণের কাহারও কাহারও জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই কেহ কেহ যেমন, বুদ্ধদেব সকল প্রাণীতে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে ভাল বাসিয়াছিলেন, আবার কেহ যেমন যিশুখৃষ্ট সকল মানবের প্রতি প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্রই আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেন সেরূপ উদাহরণ আর কাহারও জীবনীতে পাওয়া যায় না!

কাশীপুর বাগানে পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য এক পাগলিনী আসিত। তাহার গলার স্বর ছিল অতি মধুর। সে শ্যামাসঙ্গীত গান করিত। তাহার মধুর কণ্ঠে মায়ের গান শ্রবণ করিয়া পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইতেন। সত্যই পাগলিনী যখন উচ্চৈঃস্বরে মধুর কণ্ঠে গাহিত :

'এস মা, এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো,
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান গো জননী যে যাতনা সয়ে,
(আমার) হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো ॥'

তখন যাহারা তাঁহার সেই কণ্ঠনিঃসৃত করুণ সুমিষ্ট স্বরলহরী শ্রবণ করিত, তাহারা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না! পরমহংসদেবও তখন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন!

পাগলিনী কাহারও বাধা মানিত না, সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই উপরে উঠিয়া পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিত। পরমহংসদেব কিন্তু তাহাকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন, কারণ পাগলিনীর পরমহংসদেবের প্রতি মধুর ভাব ছিল। একদিন পাগলিনী বার বার উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া পরমহংসদেব বিরক্ত হইয়াই কালিপ্রসাদ প্রভৃতি তাঁহার সেবকগণকে বলিলেন : 'ত্থাখ্, পাগ্‌লীকে বাগান থেকে বার করে দে। ওকে এখানে থাক্‌তে দিস্‌নি। ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় হয়।'

পাগলিনী কিন্তু কিছুতেই বাগানের বাহিরে যাইবে না। যতবার তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় ততবারই সে ফিরিয়া আসে। এইরূপই সে করিত। বাগানের ফটক বন্ধ করিয়া দিলে সে রাস্তায় বসিয়া থাকিত এবং কেহ ফটক খুলিলেই ভিতরে প্রবেশ করিত ও উপরে উঠিতে চেষ্টা করিত। পরমহংসদেব বলিলেন : 'যা, ওকে তবে পুলিশে রেখে আয়।' কালিপ্রসাদ

প্রভৃতি সকলে তাহাকে হাতে ধরিয়া কাশীপুর থানায় লইয়া গেলেন। কনেষ্টবল তাহাকে ধমকাইয়া ছাড়িয়া দিল। পাগলিনী আবার বাগানে আসিয়া গান গাহিতে লাগিল:

'মা মা বলে আর ডাকিব না, তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী;
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে তো আর কোলে যাব না।"

পাগলিনীর মধুর কণ্ঠ যেন তখন সুধা বর্ষণ করিতেছিল! পরমহংসদেব গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন নিরঞ্জন কাঁচি আনিয়া পাগলিনীর লম্বা চুল কাটিয়া দিলেন। তখন হইতে পাগলিনী চলিয়া গেল, আর কখনও আসিল না। এই পাগলিনীকে দেখিয়া ও তাহার গান শ্রবণ করিয়াই নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পাগলিনীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

পৌষ-সংক্রান্তি আগতপ্রায়, গঙ্গাসাগরে স্নানের জন্য কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটে বহু সাধু-সন্যাসীর সমাগম হইয়াছে। গোপাল দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) সাধুদিগকে দান করিবার জন্য বারখানি কাপড় আনিয়া রং করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরমহংসদেব জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কাপড় কাদের জন্যে এনেছ?' গোপাল দাদা বলিলেন: 'গঙ্গাসাগরের মেলা উপলক্ষে যে সব সাধু এসেছেন তাঁদের দেবার জন্য কাপড়গুলি এনেছি।' পরমহংসদেব বলিলেন: 'গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের কাপড় দিলে যে ফল হবে তার হাজার গুণ ফল হবে এই সব ছেলেদের দিলে। এদের মত সাধু আর কোথা পাবে? এরা এক একজন হাজার সাধুর সমান, এরা হাজারী সাধু।'

পরমহংসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপাল দাদার মত পরিবর্তন হইয়া গেল। পরমহংসদেব তাঁহার বালক ভক্তগণকে গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করিবার জন্য গোপাল দাদাকে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকেই পরমহংসদেবের আদেশে এক একখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে নবীন সন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া পরমহংসদেব আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে 'ইষ্টলাভ হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একটী ক্ষুদ্র শিশিতে রক্ষিত কারণবারি সকলকে আঘ্রাণ করাইয়া এবং সিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকারী করিলেন। একখানি বস্ত্র অতিরিক্ত ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল। পরে গিরিশচন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দিবারাত্র সেবা করিবার জন্য অধিক সেবকের প্রয়োজন হইল। অনেক সময় গৃহস্থ ভক্তগণও পরমহংসদেবকে সেবা করিবার জন্য দুই একদিন আসিয়া থাকিতেন। ইহাতে অত্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ, যাঁহারা ব্যয় ভার বহন করিতেছিলেন, তাঁহারা মিলিত হইয়া কি ভাবে ব্যয় হ্রাস করা যায় তাহার আলোচনা কবিতে লাগিলেন। অবশেষে অধিক সংখ্যক সেবকের জন্যই অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, পরমহংসদেবের সেবাকার্যের জন্য দুইজন সেবকই যথেষ্ট, আর সকলে বাড়ী গমন করুক।

পরমহংসদেব তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণের যুক্তি ও মীমাংসার কথা শ্রবণ করিয়া

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন : 'ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টান্‌ব নাকি ? না, বড়বাজারের সেই মাড়োয়াড়ীটাকে ডেকে আন্।' আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মাড়োয়াড়ী পরে বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া পরমহংসদেবের নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেব সেই অর্থের দিকে কিঁয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন : 'না, তোমার কাঞ্চন আমি গ্রহণ কর্‌ব না।'

সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ, শরৎ প্রভৃতি বালক ভক্তগণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন : 'তোরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল্। তোরা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানেই যাব।' তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন : 'দ্যাখ্, আমার জন্যে তোরা কি ভিক্ষা কর্তে পার্বি ? কেমন তোরা ভিক্ষা কর্তে পারিস দেখা দেখি ? ভিক্ষার অন্ন বড় শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর ইচ্ছা নেই।' নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই শুনিয়া বলিলেন : 'আমরা নিশ্চয়ই আপনার জন্য ভিক্ষা কর্‌ব।'[১]

পরদিন প্রভাতেই নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, হুট্‌কো গোপাল ও কালিপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। প্রথমেই তাঁহারা শ্রীমায়ের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে গিয়া বলিলেন : 'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে। জ্ঞান বিজ্ঞান সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি।' শ্রীমায়ের হস্ত হইতে প্রথম মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভিক্ষার জন্য পথে বাহির হইলেন। তাঁহারা কেহ কখনও ভিক্ষা করেন নাই এবং কিরূপে ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও জানেন না। নিরঞ্জন হিন্দুস্থানী সাজিয়া 'মাই থোড়া ভিক্ষা দিজিয়ে'

১। পরমহংসদেবের এই বাক্য শুধু নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছিল বলিয়া পরবর্তীকালে লিখিত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে পরমহংসদেব তাঁহার সকল বালক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন।

বলিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ প্রভৃতি বাংলা ভাষাতেই আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ চাউল, আলু, কাচা কলা, বেগুন ইত্যাদি দিল। আবার কেহ বা নানা কথা শুনাইয়া দিয়া বলিল : 'হোৎকো মিন্‌সে চাকরী করতে পারিস না, ভিখিরী সেজে বার হয়েছিস্?' কেহ বলিল : 'এরা ডাকাতের দলের লোক, সন্ধান নিতে এসেছে। 'কেহ বা গুণ্ডার দলের লোক মনে করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিল। তাঁহারা নীরবে এই সকল অপমান সহ্য করিয়া ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরমহংসদেব এইরূপে তাঁহাদিগকে নিন্দা-স্তুতিতে একভাবে থাকিয়া ভিক্ষা করিতে শিক্ষা দান করিলেন। তাঁহারা যাহা ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই পরমহংসদেবের চরণতলে সমর্পণ করিলেন। তাহা দর্শন করিয়া পরমহংসদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীমাকে ঐ ভিক্ষার চাউল ইত্যাদি রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন।

শ্রীমা ঐ ভিক্ষান্নের তরল মণ্ড রন্ধন করিয়া পরমহংসদেবকে আহার করিতে দিলেন। পরমহংসদেব তাহা মুখে দিয়া বলিলেন : 'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র। এতে কারো কোনও কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে পরমানন্দ লাভ করলাম।' পরমহংসদেবের আহারের পর বালক ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। ইহার পরে যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল, তারক, বাবুরাম প্রভৃতি এক একদিন ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন।

কাশীপুরে শিবরাত্রি একটী স্মরণীয় দিন! শিবরাত্রির দিন নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন, হুট্‌কো গোপাল এই কয়জন সমস্ত দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়া ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎ, নিরঞ্জন ও গোপাল কার্যবশতঃ বাহিরে গমন করিলেন। কেবল কালিপ্রসাদ ও নরেন্দ্রনাথ

উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া স্থিরভাবে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের সময় নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কালিপ্রসাদ নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন: 'আমার উরুর উপর হাত দিয়ে গ্যাখ্ তো কিছু অনুভব করতে পারিস্ কি না?' কালিপ্রসাদ তাঁহার উরুতে হাত রাখিলেন এবং তাঁহার মনে হইল যেন তিনি ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী ধরিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের শরীর তখন বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রবলভাবে কাঁপাইতেছিল। এই কম্পন ক্রমে এতই প্রবল হইয়াছিল যে, কালিপ্রসাদেরও হস্ত কাঁপিতে লাগিল।[২]

এই শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটী গাহিয়া তাহাদের সকলের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন।

২। এই ঘটনাটী লীলাপ্রসঙ্গে এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে একটু বিকৃত ও অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণিত আছে। নরেন্দ্রনাথ কালিপ্রসাদের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছিলেন বলিয়া যে কল্পিত কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা সত্য নয়; কারণ নরেন্দ্রনাথের তখনও অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চার করিবার মত ক্ষমতা হয় নাই।' সেই সময়ে তাঁহার কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইতেছিল এবং তাহারই ফলস্বরূপ নরেন্দ্রনাথের শরীরে কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যে শক্তি সঞ্চার করেন তাহাও বুঝি এইরূপ। নরেন্দ্রনাথের এই মিথ্যা অভিমান দূর করিবার জন্য পরমহংসদেব তাঁহাকে পরে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহার পর যে সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন নরেন্দ্রনাথ ও কালিপ্রসাদ ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না—ইহাই আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে বহুবার শুনিয়াছি; সুতরাং অপর সকলে ঘটনাটী শ্রবণ করিয়া জানিয়াছেন মাত্র। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও তাঁহার স্বহস্তে লিখিত জীবনচরিতে এই ঘটনাটী উপরোক্ত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব।

এই গানটী সেইদিনই তিনি নিজে মুখে মুখে রচনা করিয়া সুর সংযোগ করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কাশীপুর বাগানে আসিয়া (সন্ন্যাসীবেশে, পরিধানে গেরুয়া, হস্তে কমণ্ডলু ও মুণ্ডিত মস্তক) বলিতে লাগিলেন: 'গয়াধামের নিকট বরাবর পাহাড়ের একটী গুহায় একজন সিদ্ধ হঠযোগী দেখে এসেছি।' অদ্ভুত হঠযোগী বলিয়া তিনি তাহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া কালিপ্রসাদের মনে সেই হটযোগীকে দেখিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। পরদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি গয়া পর্যন্ত গাড়ীভাড়া যোগাড় করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন। এই তাঁহার জীবনে প্রথম একাকী সন্ন্যাসীর বেশে পরিব্রাজকের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ পর্যটন! তিনি বরাহনগরের খেয়া পার হইয়া বালী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে বরাবর পাহাড়ের সন্ধান করিয়া তাহা কোনদিকে এবং কতদুর জানিতে পারিলেন। গয়া ষ্টেশন হইতে তিনি চারি ক্রোশ নগ্ন পদে পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথে চলিয়া বরাবর পাহাড়ের তলদেশে যে গ্রাম আছে সেইস্থানের একটী শিবমন্দিরেব ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করিলেন। সেইস্থানে দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী আখ্যাধারী জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বিরজাহোমের পুঁথি ছিল। কালিপ্রসাদ সেই পুঁথি হইতে বিরজাহোমের মন্ত্রগুলি এবং মঠ, মড়ি প্রভৃতি ও পুরীনামা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পরিচয়-সঙ্কেতগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি গ্রামবাসীদিগের নিকট হঠযোগীর বাসস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে সেই গুহায় যাইতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল—সেই পথে কোনও লোক গমন করিলে হঠযোগীর চেলা পাথর ছুড়িয়া

মারে এবং নিকটে যাইতে দেয় না। এইরূপে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল এবং সেই পথে যাইতে বারবার নিষেধ করিতে লাগিল। কালিপ্রসাদ কিন্তু কিছুতেই ভীত হইলেন না। তিনি দৃঢ় সংকল্প করিলেন, যে কোনও প্রকারে হউক হটযোগীর সঙ্গে দেখা করিবেন, ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া গুহা অভিমুখে গমন করাই স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে পরমহংসদেবকে স্মরণ করিয়া তিনি পাহাড়ের অপ্রশস্ত পথে অরণ্যের মধ্য দিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তিনি অতি সন্তর্পনে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদুর অগ্রসর হইয়া তিনি হঠাৎ একেবারে গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে ক্ষুদ্র একখণ্ড সমতল স্থানে ধুনীর সম্মুখে একজন জটাধারী হঠযোগী এবং তাঁহার শিষ্য বসিয়া আছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে অতর্কিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং তখনই দণ্ডায়মান হইয়া কালিপ্রসাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। কালিপ্রসাদও অতর্কিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত দেখিয়া কালিপ্রসাদ স্থৈর্য অবলম্বন করিয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কালিপ্রসাদের সন্ন্যাসীর বেশ ও হস্তে কমণ্ডলু দেখিয়া তাঁহারাও প্রত্যভিবাদন, করিলেন। পরে তিনি যথার্থই সন্ন্যাসী কি-না জানিবার জন্য তাঁহার মঠ, মড়ি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কালিপ্রসাদ সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হওয়াতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাদরে ধুনির পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যথার্থ সন্ন্যাসীজ্ঞানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিপ্রসাদ বলিলেন তাঁহার হটযোগ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহাব কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কালিপ্রসাদকে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহার মনে অল্প বিস্তর ভয়ও হইতেছিল। কিন্তু ভয়ের ভাবকে দূর করিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত গুহার অভ্যন্তবে প্রবেশ করিলেন। সেইস্থানে তাঁহাকে অপর একটি ধুনীর পার্শ্বে বসিতে দেওয়া হইল। হঠযোগী ও তাঁহার শিষ্য হিন্দুস্থানী ছিলেন। কালিপ্রসাদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁহাকে প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হঠযোগী হিন্দীভাষায় তাঁহার উত্তব দিলেন এবং তাঁহাকে সেই গুহায় থাকিয়া যোগশিক্ষা কবিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কালিপ্রসাদ দেখিলেন, গুহাটী বৃহৎ এবং সেইস্থানে চাল, ডাল, তরি তরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এক পার্শ্বে একটি পাঁঠা ও একটি মুরগী বাঁধা রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন ইঁহারা অঘোরপন্থী সাধু—ইহারা সর্বভুক্। হটযোগীর শিষ্যের আবার হাঁপানি হইয়াছে। কালিপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে সাধুব নিকট হটযোগ শিক্ষা করিলে তাঁহারও হাঁপানি হইতে পারে। পরদিন তিনি আরও প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, হঠযোগীর যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। হঠযোগী শুধু 'স্বরোদয়' নামক হঠযোগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিছু প্রাণায়াম সাধন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাতেও সিদ্ধ হন নাই। কালিপ্রসাদ 'পাতঞ্জলদর্শন', 'শিবসংহিতা' প্রভৃতি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। কালিপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার নিকট হইতে শিখিবার তাঁহার কিছুই নাই। কালিপ্রসাদের তখন আর হঠযোগীব নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবার ইচ্ছা রহিল না। হঠযোগী কিন্তু কালিপ্রসাদকে নূতন শিষ্য পাইয়া যোগশিক্ষা দান

করিতে যত্নবান্ হইলেন। সেই সময়ে কালিপ্রসাদের মনে পরমহংসদেবের কথা উদিত হইতে লাগিল। উভয়ের গুণের তুলনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন হঠযোগী অল্পজ্ঞ সাধক মাত্র, এবং পরমহংসদেব যোগসাধনে সিদ্ধের সিদ্ধ। তখন তাঁহার মন আর সেই-স্থানে অবস্থান করিতে চাহিল না। হঠযোগী তাঁহাকে সাদরে মধ্যাহ্ন আহারে আমন্ত্রণ করিলেন এবং কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন। কালিপ্রসাদ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন এবং কিরূপে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি ভগবানের নিকট এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দীতে হঠযোগীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হঠযোগী তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন: 'তোমারা মাফিক শিষ্য বহুত ভাগ্‌মে মিল্‌তা হ্যায়।' তাহাতে কালিপ্রসাদ আরও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অপরাহ্নে কালিপ্রসাদ জল আনিবার ভাণ করিয়া কলসী হস্তে গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং জলের নিকটে কলসী ফেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পাহাড়ের নীচের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে রাত্রিতে ধর্মশালায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গয়া ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মন প্রাণ তখন পরমহংসদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তদভিমুখে ধাবিত হইতেছিল এবং একমুহূর্ত তাঁহার নিকটে যেন এক যুগ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। গয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মাধুকরী করিয়া তিনি আহার করিলেন এবং কলিকাতা-গামী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া শান্ত হইলেন। কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যেন শরীরে প্রাণ আসিল। কালিপ্রসাদ পরমহংসদেবের নিকট

উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়া গেল এবং অপার আনন্দ ও শান্তির ধারায় তিনি স্নাত হইলেন।

এই ঘটনা বিবৃত করিতে গিয়া স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার স্বলিখিত জীবন-চরিতের পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন: "শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'এতদিন আমায় না ব'লে কোথায় গিয়েছিলি?' তখন আমি সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত তাঁর নিকট বর্ণনা করলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হঠযোগীকে কেমন দেখ্‌লি?' আমি বললুম: 'আমার ভাল লাগ্‌ল না, আপনার সহিত তুলনায় সে কিছুই নয়। সেজন্য ছুটে আপনার শ্রীচরণতলে ফিরে এসেছি।' তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'যত বড় সাধু বা সিদ্ধ যোগী যে যেখানে আছে আমি সব জানি। চারখুট্ ঘুরে আয়, কিন্তু এখানে (নিজের বুকে হাত দিয়া) যা দেখ্‌ছিস্ এমনটি আর কোথাও পাবিনি।' এই বলিয়া তিনি আমার বক্ষস্থলে শ্রীপদ অর্পণ করিয়া আশ্বাস দিলেন এবং আমি অপার শান্তির সাগরে ডুবিয়া গেলাম।

"তৎপরে তিনি মাস্তুলের পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে বুঝাইলেন, তুলনা না করিলে ছোট বড় বা ভালমন্দ বোঝা যায় না। আমি বলিলাম: 'সেজন্য আমি হঠযোগীকে দেখ্‌তে গিয়ে ভালই করেছিলাম। এখন আমি আপনার মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে পেরেছি।' প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তে তিনি যে কত কৃপা করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমি কোটি মুখেও বর্ণনা করিতে অক্ষম!"

একদিন নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ ও শরৎ প্রভৃতির সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিলেন: 'আমি ধ্যান কচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখ্‌তে পেলুম,

অনন্ত আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—এক বৃদ্ধ ঋষি শূন্যময় পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে পুরবী রাগিণীতে গাইছেন :

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাত র্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে ॥'

নরেন্দ্রনাথ যেমন শুনিয়াছিলেন সেই সুরে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কালিপ্রসাদের সেই সুর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাহা নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে আবৃত্তি করিতে শিখিয়া লইলেন।

কাশীপুর বাগানে শরৎ, তারকনাথ ও কালিপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে নরেন্দ্রনাথের সহিত সকল ধর্মের এবং সকল অবতারের বিষয় আলোচনা করিতেন। বুদ্ধদেব কি ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের সাধু অঘোরনাথ প্রণীত 'বুদ্ধচরিত' পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র-নাথ, তারকনাথ ও কালিপ্রসাদ বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও কঠোর তপস্যার কথা আলোচনায় মত্ত হইয়া উঠিলেন।

এই গ্রন্থে 'ললিতবিস্তর'-এর যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা সমস্তই কালিপ্রসাদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা যে সকল শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল সেই সকল শ্লোক তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যখন আবৃত্তি করিতেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

তখন সেই অভূতপূর্ব কঠোর তপস্যার চিত্র তাঁহার মানস চক্ষের সম্মুখে

প্রতিভাত হইয়া উঠিত, তিনি যেন বুদ্ধের সহিত এক হইয়া যাইতেন্ এবং বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অন্তর হইতে অবিরত তীব্র বৈরাগ্য এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক বাণী ধ্বনিত হইত। সেই সময় এই শ্লোক তিনি নিরন্তর আবৃত্তি করিতেন।.

অবিরত বুদ্ধের বাণী ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বুদ্ধেরই ভাবে তাঁহারা তিন জনেই অনুপ্রাণিত হইলেন এবং বুদ্ধের ন্যায় সত্য লাভের জন্য তপস্যা করিতে তাঁহাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সেই সময়ে এই চিন্তায় তাঁহারা নিশিদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন (১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে) নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও কালিপ্রসাদ কলিকাতা হইতে পদব্রজে কাশীপুর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অবিরত বুদ্ধের বাণীই আলোচনা করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহাদের বুদ্ধগয়া দর্শনের ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'চল্, আমরা কাউকে কিছু না বলে বুদ্ধগয়া দেখ্‌তে যাই।' নরেন্দ্রনাথ তিন জনের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কালিপ্রসাদ ও তারকনাথও গেরুয়া বহির্বাস, কৌপীন ও একখানি করিয়া কম্বল লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বরাহনগরের খেয়াঘাট পার হইয়া তাঁহারা বালি অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং পথের নিকটে এক মুদির দোকানের বারান্দায় রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে বালি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রেলগাড়ীতে আরোহণ করিলেন এবং পরদিন গয়াক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। গয়াধামে দর্শনাদি করিয়া তাঁহারা বুদ্ধগয়া অভিমুখে পদব্রজে গমন করিলেন। সেই স্থানে মন্দিরে বুদ্ধের স্বর্ণমূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

(৮ বা ৯ই এপ্রিল) সন্ধ্যার পর মন্দিরের পশ্চাৎভাগে যে স্থানে বোধিদ্রুম ছিল সেই স্থানে বসিয়া তাঁহারা ধ্যান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব যেস্থানে বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন সেই বজ্রাসনে সম্রাট অশোক এক প্রস্তর নির্মিত বেদী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারকনাথ ও কালিপ্রসাদ বোধিদ্রুমের পাদদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বুদ্ধের ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের সমস্ত রাত্রি ধ্যানে অতিবাহিত হইল। প্রত্যুষে তিনজনে আবার মন্দিরের অভ্যন্তরে ধ্যান করিতে বসিলেন। নরেন্দ্রনাথের বাম পার্শ্বে কালিপ্রসাদ এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে তারকনাথ বসিয়াছিলেন।

ধ্যান সমাপনান্তে নরেন্দ্রনাথ কালিপ্রসাদকে বলিলেন: 'বুদ্ধমূর্তি থেকে তোমার পাশে তারক দাদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতি pass করে (বার হয়ে) গেল।' কালিপ্রসাদ বা তারকনাথ ঐ জ্যোতি সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই অনুভব করিলেন না। তবে সেই সময়ে তাঁহাদের উভয়ের অন্তরেই এক অপার শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

তাহার পর ফল্গুনদীতে (বুদ্ধচরিতে 'নিরঞ্জনা নদী') তাঁহারা স্নান করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল দর্শন করিলেন এবং গ্রাম হইতে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। তখনও অত্যন্ত শীত রহিয়াছে। শীতবস্ত্রের অভাবে রাত্রিতে তাঁহাদের তিনজনের কাহারও নিদ্রা হইল না। সেই দেশের মড়ুয়ার রুটী নরেন্দ্রনাথের পেটে সহ্য না হওয়াতে তাঁহার উদরাময় হইল এবং ঘন ঘন পাতলা দাস্ত হইতে লাগিল। তারকনাথ ও কালিপ্রসাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের আরোগ্য কামনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি অবসানে নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—এইস্থানে থাকিয়া

মড় য়ার রুটী আহার করিলে সকলের পেটের অসুখ হইবে ; সুতরাং এইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাঁহাদের হাতে তখন এমন পয়সা নাই যে, রেলভাড়া দিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ইতিপূর্বে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, ফল্গুনদীর অপর পারে বুদ্ধগয়ার মোহন্ত বাস করেন। তিনি দশনামী সন্ন্যাসী। তিনি খুব উদারচেতা, বদান্য ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। অবশেষে তাঁহারা সেই মোহন্তের নিকট গমন করাই স্থির করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, নরেন্দ্রনাথ যদি মোহন্তকে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো তাঁহাদের পাথেয় জুটিয়া যাইতে পারে। এই সংকল্প করিয়া তাঁহারা ফল্গুনদীর বালুকাময় চরের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন প্রাতঃকাল, ফল্গুনদীর বালি অত্যন্ত ঠাণ্ডা। নগ্ন পদে সেই বালির উপর দিয়া অর্ধমাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা নদীর অপর তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের নগ্ন পদ সেই শীতল বালিতে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহারা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা মোহন্তের সহিত দেখা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সাধুগণ তাঁহাদিগকে অতি যত্ন ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং পঙ্গতে (পংক্তি ভোজনে) নিমন্ত্রণ করিলেন।

সমস্ত মঠটী তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইহা ফল্গুনদীর তীরের উপর অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। চতুর্দিক উন্মুক্ত এবং অতি নির্জন। সেই মঠে দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি আখ্যাধারী বহু সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহারা মঠের বৃহৎ জমিদারীতে চাষ-আবাদাদি কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধান করেন। এই বিরাট ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ইহার পূর্বে মঠ বা মঠজীবন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। দ্বিপ্রহরে

আহারের সময় উপস্থিত হইল এবং আহারের জন্য আসন দেওয়া হইল। একজন সাধু উচ্চৈস্বরে 'পঙ্গতকা হরিহর্ মহাপুরুখো' বলিয়া সকল সাধুকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। ঐ আহ্বান ধ্বনি শ্রবন করিয়া যাঁহারা ক্ষেত্রে ও আবাদে কার্য করিতেছিলেন এবং অন্যান্য স্থানে বিবিধ কর্মে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা সকলে একে একে আগমন করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় ছিল। নরেন্দ্রনাথ, কালিপ্রসাদ ও তারকনাথ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আহারে বসিলেন এবং পলাশ পাতায় করিয়া রুটী, ডাল ও মিষ্টান্ন তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন, সেই দেশে সাধুমাত্রকেই 'মহাপুরুষ' বলা হইয়া থাকে। কাশীপুরে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা কিছুদিন এই 'মহাপুরুষ' শব্দ খুব ব্যবহার করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে ভোজনের সময় তাঁহারা 'পঙ্গতকা হরিহর মহাপুরুখো' বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতেন। যখন যে কেহ আহার করিতে আসিতেন, সকলে মিলিয়া বলিতেন : 'এই যে, মহাপুরুষ আসুন।' সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে তাঁহাদের সহিত মোহন্তের সাক্ষাৎ হইল। কিছুক্ষণ কথাবর্তার পর নরেন্দ্রনাথ তানপুরা সহযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের সুমধুর কণ্ঠসঙ্গীতে মোহন্ত অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যখন জানিতে পারিলেন— তাঁহাদের পাথেয় নাই তখন তিনি তাঁহাদের পাথেয়স্বরূপ কিছু অর্থ নরেন্দ্রনাথের হস্তে দিলেন।

তাঁহাদের মন তখন গয়া হইতে কাশীপুরে পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়াছে। পরমহংসদেবের কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট ও অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এবং এমন অসুখের সময় এইভাবে কিছু না বলিয়া চলিয়া আসাতে তাঁহারা নিজেদের

মহাঅপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। এই ভাব বার বার মনে উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে তখন অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার উপর নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ এবং তিনজনেরই অল্প বয়স। কোথায় যাইলে সাহায্য পাইবেন তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। কলিকাতা যাইবার পুরা ভাড়াও তাঁহাদের নিকট ছিল না। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই তাঁহারা স্থির করিলেন। তাঁহারা মোহন্তের নিকট বিদায় লইয়া গয়াধামে উপস্থিত হইলেন এবং উমেশবাবু নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। সেখানেও নরেন্দ্রনাথ দুর্বল শরীরে তাঁহার দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। উমেশবাবু তাঁহাদিগকে অতি যত্ন ও সমাদর করিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে দিলেন। পরদিন বিদায়ের সময় তাঁহাদের ভাড়ার টাকা কিছু কম পড়িয়াছে জানিয়া উমেশবাবু তাহা পূরণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা টিকিট কাটিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে বালি ষ্টেশনে নামিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন।

এদিকে পরমহংসদেব তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অকস্মাৎ উপনীত হইতে দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে কালিপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

একদিন রাত্রে কালিপ্রসাদ একাকী পরমহংসদেবের সেবা করিতেছেন এমন সময় তিনি বলিলেন: 'তোর ভ্রূ দুটী, কপাল ও চোখ দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়,—আমার ভিতরে শ্রীরাধার ভাব জেগে ওঠে। তোর ভেতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে, তা না হলে আমার এ ভাব হবে কেন?' সেই দিন হইতে পরমহংসদেব কালিপ্রসাদের সমক্ষে রাধা-কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব

তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে সেই প্রেমানন্দ আস্বাদ করাইলেন এবং এই গূঢ়তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একদিন কালিপ্রসাদের পিতা কাশীপুরে আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য পরমহংসদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিলেন: 'তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আস্‌বে। তাকে আমি খেয়ে ফেলিছি। সে আর এখন তোমার ছেলে নয়। সে আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।'

একদিন রাত্রে বাবুরাম ও কালিপ্রসাদ যখন পরমহংসদেবকে বাতাস করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন: 'তোদের আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ—এটা পূর্বজন্মের জান্‌বি। তোরা যেন বাঁদর আর আমি যেন বাঁদরওয়ালা। বাঁদর যখন দুষ্টুমি করে, বাঁদরওয়ালা দড়িটা একটু টেনে ধরে, তখন বাঁদর ঠিক হয়ে যায়।' [১]

কাশীপুরে অবস্থানকালে কালিপ্রসাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিবার তীব্র ইচ্ছা উপস্থিত হয়। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সায়েন্স এসোসিয়েসনে' ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গমন করিতেন। তাহা জানিতে পারিয়া কালিপ্রসাদ পদব্রজে কাশীপুর হইতে বৌবাজারে 'সায়েন্স এসোসিয়েসনে' ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গমন করিতেন। কালিপ্রসাদ পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য একাগ্রচিত্ত ও আগ্রহ সহকারে পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। পরমহংসদেবের সেবাকার্য সমাপন করিয়া অবসর সময়ে তিনি পাঠ করিবার সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি Ganots' Physics, John Stuart Mills' Logic, Three Essays

১। 'পত্রসংকলন'এ প্রকাশিত স্বামী প্রেমানন্দের পত্র, পৃঃ ২৩

on Religion, Lewis' History of Philosophy, Hamilton's Philosophy প্রভৃতি গ্রন্থ সম্যক আয়ত্ত করিলেন। কখনও কখনও পরমহংসদেবের সেবা করিতে করিতে রাত্রিতে Mills' Logic পড়িতেন। একদিন তাহা দেখিতে পাইয়া পরমহংসদেব কালিপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কি বই পড়চিস্।'

কালিপ্রসাদ উত্তর করিলেন: 'ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র।'

'ওতে কি শেখায়?'

'এতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।'

'তুই তো ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি।'

পরমহংসদেব কালিপ্রসাদকে কিন্তু বই পড়িতে নিষেধ করিলেন না। যিনি তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী-প্রচারকদের অন্যতম হইবেন তাঁহার বিদ্যার বৈভব—বিদ্যার ঐশ্বর্য থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন—পরমহংসদেব ইহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন। যাঁহাকে পরমহংসদেবের প্রদর্শিত নবসমন্বয়-বাণী-প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন জনপদে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইবে, তাঁহার 'নরুণে' কাজ চলিবে না, তাঁহার 'ঢাল তলোয়ারের' প্রয়োজন পরমহংসদেব এই কথাও জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সেবা দ্বারা এবং প্রতি কার্যে বিচার শক্তির পরিচয় দিয়া কালিপ্রসাদও পরমহংসদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির নিকট কালিপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই তিনি একদিন কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন: 'ছেলেদের মধ্যে তুইই বুদ্ধিমান। নরেন্দ্রের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও তেমনি একটা মত

চালাতে পারবি।' পরমহংসদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই। প্রচার-জীবনে কালিপ্রসাদ সত্যই নূতন ও অভিনব এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্য গুরুভ্রাতা-প্রবর্তিত পন্থা হইতে স্বতন্ত্র কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিনে'-র ১৩।৩।৯৭ খৃঃ অব্দের সংখ্যায় তাঁহার এই অভিনব কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

"The plan pursued was rather different from that formerly followed. One lecture given early in the week in the morning was repeated to a different audience assembled on another evening; a portion of this evening and the whole of another morning was given to question and objection arising either from the lecture or the Vedanta position generally. This new plan gave great satisfaction, and several positions and difficult points were heartily worked upon."[2]

একদিন নরেন্দ্রনাথ, শরৎ ও কালিপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে পরমহংসদেবের নিকটে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় পরমহংসদেবের গলা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই রক্তপাতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রি একটার সময় বালক ভক্তগণ পরমহংসদেবের নিকটে বসিয়া আছেন (১২৯৩

২। 'বর্তমান কার্যপ্রণালী পূর্ব প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। একই বক্তৃতা যাহা সপ্তাহের প্রথম ভাগে সকালে প্রদত্ত হইল, তাহাই অপর সন্ধ্যায় সমাগত ভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলের নিকট পুনরায় প্রদত্ত হয়। সন্ধ্যায় কতক সময় ও পরদিন প্রাতঃকালের সমস্ত প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঞ্জাত বা সাধারণভাবে উদিত বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বপ্রকার প্রশ্নের ও সংশয়ের মীমাংসা করা হয়। এই কার্যপ্রণালী অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল দিয়াছে এবং অনেক দুরূহ স্থান ইহার ফলে সহজবোধ্য হইয়াছে।'

সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১৬ই আগষ্ট)। সেদিন আবার পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। পরমহংসদেব সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইল। নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে প্রণবাদি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অপর সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একত্রে প্রণবধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই মনে করিতেছিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে। তাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিভঙ্গের আশায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সূর্যোদয় হইয়া বেলা নয়টা হইল। তখনও পরমহংসদেবের সমাধি ভাঙ্গিল না। তখন তাঁহার বালক ভক্তগণ ভয় পাইয়া শ্রীশ্রীমাকে সংবাদ দিলেন। শ্রীশ্রীমা আসিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং 'মা তুই কোথা গেলি গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেবকগণ এক পার্শ্বে দাড়াইয়া স্বামী-স্ত্রীর এই অপরূপ সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেব যেমন তাঁহার পত্নীকে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া জানিতেন, শ্রীমাও তেমনি পরমহংসদেবকে 'মা কালী' বলিয়াই জানিতেন। আজ পরমহংসদেবের মহাসমাধির শুভক্ষণে সেই দিব্যভাবের সম্বন্ধ যেন প্রদীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই প্রকার অভিব্যক্তি ও দৃশ্য পূর্বে কোথাও কখনও শোনা বা দেখা যায় নাই। পরমহংসদেবের সমাধির সংবাদ পাইয়া নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিলেন এবং বলিলেন: 'মেরুদণ্ডে ঘি মালিস করিলে হয়তো তাঁর চৈতন্য ফিরে আসতে পারে।' তাহা শ্রবণ করিয়া শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মেরুদণ্ডে গব্য ঘৃত মালিস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বেলা ১টার সময় ভক্তগণ ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকারকে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন:
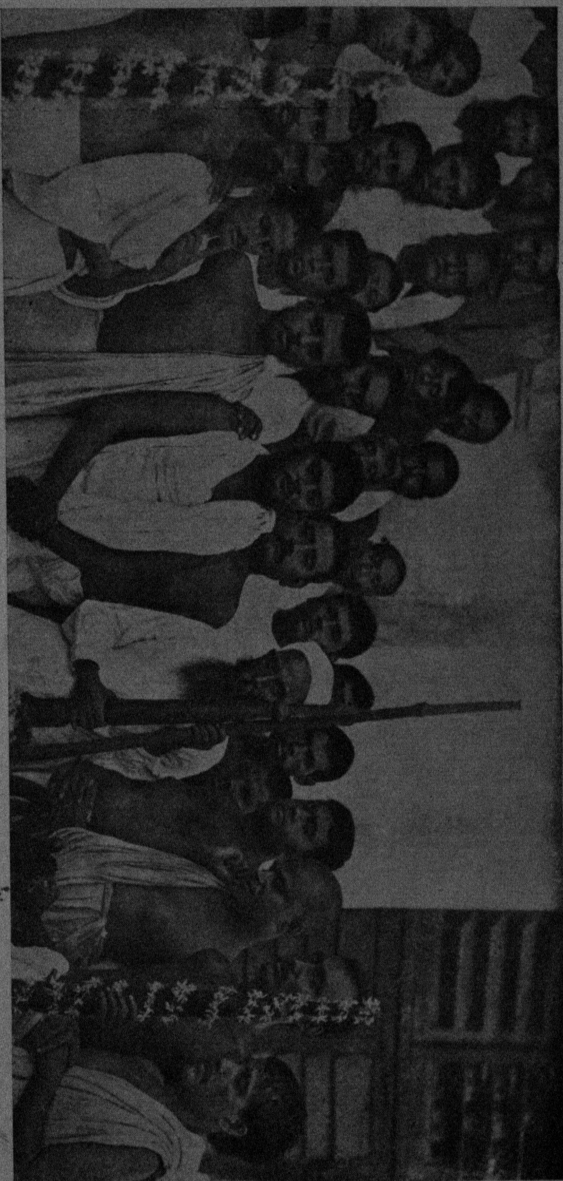
কাশীপুর বাগানে ভক্তগণের মধ্যে (ক) চিহ্নিত 'কালীপ্রসাদ' (স্বামী অভেদানন্দ)
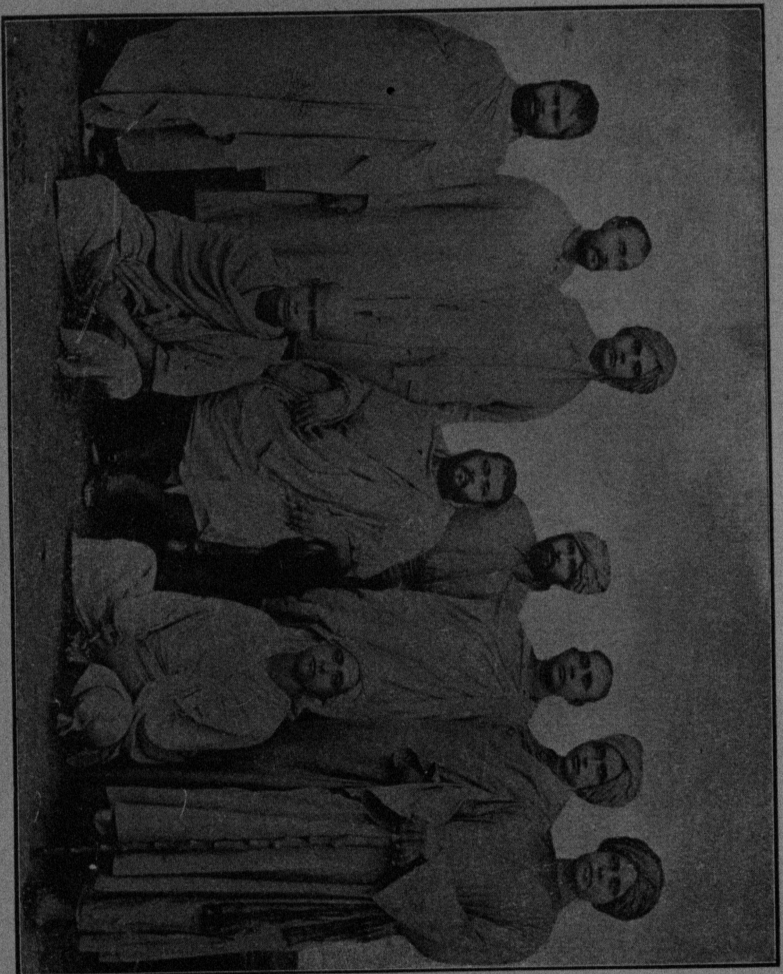
স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডন যাত্রাকালে—আউটরাম ঘাটে

'আর ঘি মালিশ করে কি হবে? প্রায় আধ্ ঘণ্টা আগে প্রাণ বের হয়ে গেছে। এবার মহাসমাধি হয়েছে। এখন দেহের সৎকার করা হোক।' এই অবস্থায় ফটো তুলিবার জন্য ১০৲ টাকা দিয়া ডাক্তার সরকার শোকাকুল চিত্তে চলিয়া গেলেন। বালক সেবকগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা মুহ্যমান হইয়া অকূল শোক সাগরে ভাসিতে লাগিলেন!

পরমহংসদেবের জ্যোতির্ময় শরীরটী সজ্জিত করা হইল গলায় ফুলের মালা, পায়ে চন্দন ও ফুল দিয়া একখানি খাটিয়ার উপর রাখা হইল। তখন 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানি' দুইখানি ফটো তুলিয়া লইল। রামবাবু সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে নিকটে দাঁড়াইতে বলিলেন। আর সকলে পশ্চাতে সিঁড়িতে দণ্ডায়মান হইলেন। বেলা পাঁচটার পর কাশীপুর হইতে ত্রিশূল, ওঁকার, খুস্তি, ক্রশ, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি প্রতীক সহ কীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ পরমহংসদেবের দিব্য দেহ লইয়া বরাহনগর শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। শরীর চিতায় তুলিয়া ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করা হইল। তাঁহার বালক ভক্তগণ সকলেই ইহাতে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পূত শরীর ভস্ম হইয়া গেল! বালক ভক্তগণ পরমহংসদেবের দেহাবশেষ একটী তামার কৌটায় করিয়া কাশীপুরে লইয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহারা পরমহংসদেবের মধুর চরিত আলোচনা করিয়া অতিবাহিত করিলেন। ধ্যান, জপ, পূজাপাঠ প্রভৃতির সহায়ে তাঁহারা আপন আপন শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাশীপুরের আনন্দের হাট সেইদিন হইতে ভাঙ্গিয়া গেল! রহিল কেবল স্মৃতি—পরমহংসদেবের পূত সঙ্গের বিমল আনন্দের স্মৃতি! তাহাই এখন তাঁহার বালক ভক্তগণের একমাত্র সম্বল হইয়া রহিল!

ষষ্ঠ অধ্যায়

বরাহনগর মঠ

পরমহংসদেব মহাসমাধিতে প্রবেশ করিবার পর তাঁহার যুবক ভক্তগণ কি করিবেন তাহাই বড় সমস্যা রূপে উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন, রাখিয়া গেলেন একদল সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞ বালক। সুতরাং পরমহংসদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা মাতৃহীন পক্ষি-শাবকের ন্যায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। রামচন্দ্র দত্ত এবং অপর কয়েকজন ভক্ত বলিলেন: 'এরা বাড়ী ফিরে যাক্ এবং নিজ নিজ পড়াশোনায় মন দিক্। ভবঘুরের জীবন যাপনে লাভ কি?' কাশীপুর বাগান বাটীর লিজের (lease)এর মেয়াদ পূর্ণ হইতে তখনও দিন সাত বাকী ছিল, এই কয়দিন থাকিয়া কাশীপুর বাগান বাটী ত্যাগ করিতে হইবে। কাশীপুর—যেস্থানে তাঁহারা পরমহংসদেবের দিব্য সঙ্গে নিরন্তর এক অপার্থিব জগতে বাস করিতেছিলেন—যে স্থান দিবারাত্র তাঁহাদের সাধন, ভজন, শাস্ত্র-আলোচনার স্মৃতি বহন করিতেছে—যে স্থান তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের প্রকাশে অপার্থিব রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—সেই কাশীপুর ত্যাগ করিতে হইবে। এ চিন্তাও যে অসহ্য! তাহা শত বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণার ন্যায় তাঁহাদিগের মনকে পীড়া দিতেছিল। একে পরম প্রীতি ও ভালবাসার পাত্র এবং একমাত্র ভরসাস্থল পরমহংসদেবকে হারাইয়া তাঁহারা স্বতঃই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর একমাত্র মাথা রাখিবার স্থানও নষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহারা দশদিক অন্ধকার দেখিলেন। এই মহা-বিপদের সময় দেবদূতের ন্যায় উপস্থিত হইলেন সুরেশ চন্দ্র মিত্র। তিনি

প্রস্তাব করিলেন: 'ভাই আমি যা পরমহংসদেবের সেবায় দিতুম, তা বন্ধ করব না। তোমরা একটা বাড়ী দেখ। আমাদেরও একটু জুড়াবার যায়গা হোক্।' গিরিশচন্দ্র, মাষ্টার মহাশয় ও বলরাম বসু ইহাতে আনন্দে সম্মতি দান করিলেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিল পরমহংসদেবের অস্থি কোথায় সমাধি দেওয়া হইবে। রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন: 'কেন, আমার কাঁকুড়গাছির বাগানে।' তাঁহার এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বালক ভক্তগণ অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন। পরমহংস-দেবের অস্থি গঙ্গাতীরে কোথাও রক্ষা না করিয়া কাঁকুড়গাছির স্বাতন্ত্র্যেতে বাগানে সমাধি দিবার কথায় তাঁহারা অনুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রিতে ভক্তগণ বাড়ী চলিয়া গেলে নিরঞ্জন বলিলেন: 'আমরা ঠাকুরের অস্থি কিছুতেই দিব না।' শশীও ইহাতে যোগ দিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহা-দিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া নানাভাবে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন: 'আমাদের শরীরেই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক্। এস আমরা সকলেই তাঁহার দেহ-ভস্ম একটু একটু করে খেয়ে ফেলি।' এই বলিয়া হামানদিস্তায় অস্থি চূর্ণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ একটু একটু জিহ্বায় প্রদান করিলেন। নরেন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হইয়া অস্থির কলসী রাম-বাবুর বাগানেই সমাধি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পরে সকলে স্থির করিলেন যে, অধিকাংশ অস্থি কলসী হইতে বাহির করিয়া রামবাবুকে কলসীটাই দেওয়া হইবে। তদনুসারে সেই রাত্রে কলসী হইতে প্রায় সমস্ত অস্থিই বাহির করিয়া লওয়া হইল এবং তাহা একটা কৌটায় করিয়া বলরাম বসুর বাড়ীতে গোপন করিয়া রাখা হইবে স্থির হইল। অবশেষে ১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র (ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট) বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ রামবাবুর বাটী হইতে কীর্তন করিতে করিতে কলসী লইয়া যোগোদ্যানে গমন

করিলেন। শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) প্রায় সমস্ত পথ মাথায় করিয়া কলসীটী লইয়া গেলেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছীতে মহাসমারোহে পরমহংসদেবের অস্থির সমাধি দেওয়া হইল। তাহার পর তাঁহারা সেই রাত্রে কাশীপুরে চলিয়া আসিলেন। পরমহংসদেবের অন্তর্ধানে শ্রীমাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কিছুকাল বৃন্দাবন বাস করিবার ইচ্ছা হইল এবং অবশেষে বৃন্দাবন যাওয়াই স্থির হইল। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার 'জীবন-কথা'য় লিখিয়াছেন: "১২৯৩ সালের ১৫ই ভাদ্র বৃন্দাবন গমন কর্‌তে অভিলাষী হয়ে শ্রীমা কলিকাতা হতে রওনা হলেন। সঙ্গে যোগীন, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দিদি, গোলাপ মা, শ্রীম—র স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী ও আমি ছিলাম। আমরা প্রথমে দেওঘরে নেমে বৈদ্যনাথধাম দর্শনাদি করে পরবর্তী গাড়ীতে কাশী যাত্রা করি। কাশীধামে অবস্থানকালে শ্রীমা বিশ্বনাথের আরতি ও অন্নপূর্ণা দর্শন করেছিলেন। শ্রীমা বলেছিলেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বিশ্বনাথের মন্দির থেকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন, তখন আমার ভাবাবস্থা হয়েছিল।'

"কাশী হতে আমরা অযোধ্যা যাত্রা করি। সেখানে এক রাত্রি বাস করে বৃন্দাবন যাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাবার আগে থেকেই যোগীন মা বৃন্দাবনে বাস কর্‌ছিলেন। পথে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে বলে-ছিলেন: 'ওগো, হাতে সোনার ইষ্ট কবচ (শ্রীশ্রীঠাকুরের) অমন করে রেখেছ কেন ? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।' তখন শ্রীমার তন্দ্রা ভঙ্গ হলো এবং তাড়াতাড়ি উঠে কবচখানি হাত থেকে খুলে টিনের বাক্সয় রাখ্‌লেন।

"বৃন্দাবনে শ্রীমাকে নিয়ে আমরা বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে উঠেছিলাম। সেখানে শ্রীমার রাধার ন্যায় বিরহভাব উপস্থিত হয়েছিল। শ্রীরাধা যেমন

তাঁর প্রাণবঁধুর জন্ম ব্যাকুল হতেন, তেমনি শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল নিধুবন, যমুনাপুলিন প্রভৃতি দর্শন কর্তে কর্তে প্রেমাশ্রু বর্ষণ কর্তেন এবং ঘন ঘন ভাব সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাক্‌তেন।"

বৃন্দাবনে অবস্থান কালে কালিপ্রসাদের বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিকট হইতে বৃন্দাবন পরিক্রমা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে শ্রীমায়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি বৃন্দাবন পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার দুইখানি কৌপীন, দুইখানি বহির্বাস ও একটী কমণ্ডলু মাত্র ছিল। পথে বৈরাগী বাবাজীদিগের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তাঁহারাও পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। কালি-প্রসাদের গৈরিক বস্ত্র দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বাবাজীরা কুণ্ঠিত হইলেন; কারণ গৈরিকধারী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীকে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়াই মনে করিতেন। সেজন্য কালিপ্রসাদের সঙ্গ তাঁহারা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইতেন। কালিপ্রসাদ বন পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যার সময়, আপনার স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে 'গোপীগীতা'-র স্তোত্র-সমূহ আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে ভাববিগলিতভাবে স্তব আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া বাবাজীদের মতের ক্রমশঃ পরিবর্তন হইল। তাঁহারা তখন কালিপ্রসাদকে মহাভক্ত ও বৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিলেন। এতদিন তাঁহার প্রতি কুভাব পোষণ করিয়া 'বৈষ্ণব-অপরাধ' করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিজেদের অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। কালিপ্রসাদ এই সময়ে প্রত্যহ ছয় সাত বাড়ী হইতে মাধুকরী করিয়া যাহা পাইতেন তাহা লইয়া একান্তে বসিয়া আহার করিতেন। বৈষ্ণব বাবাজীরা একদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন: 'বাবাজি, আপনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব। আপনার উপর খারাপ ভাব পোষণ করে আমরা অপরাধী

হয়েছি। আজ হতে আমরা আপনার সেবা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমরাই আপনার জন্য ভিক্ষা করব। আপনাকে আর ভিক্ষায় যেতে হবে না।' কালিপ্রসাদ তাঁহাদের অনুরোধে আর ভিক্ষায় বাহির হইতেন না। তাঁহারা প্রতিদিনই কালিপ্রসাদের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন।

এই সময় কালিপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ও ধ্যানে প্রায় সর্বক্ষণই মগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করিতেন। সারাদিন 'বন পরিক্রমা' করিয়া তিনি রাত্রিতে বৃক্ষের নীচে চাদর পাতিয়া শয়ন করিতেন এবং সমস্ত রাত বিনিদ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। এই বৃন্দাবন-পরিক্রমার সময়ে বার বার তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা স্মরণ হইত: 'তোর ভেতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে।' এইরূপে প্রায় একুশ দিনে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করিয়া কালিপ্রসাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কালাবাবুর কুঞ্জে যোগেন ও লাটুর সহিত আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া তিনি তারকনাথকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং জানিতে পারিলেন, বরাহনগরে সুরেশবাবু মঠ করিয়াছেন, তারকনাথ সেই মঠে বাস করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন। তাহা শুনিয়া কালিপ্রসাদ আনন্দিত হইলেন। তিনিও বরাহনগর মঠে যোগদান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন এবং কলিকাতায় গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি শ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া অবশেষে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় যোগেন আসিয়া বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে লইয়া যাইতে হইবে, মাষ্টার মহাশয় তাঁহার স্ত্রীকে সত্বর পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছেন। শ্রীমাও আদেশ করিয়াছেন মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য। মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর তখন পাগল অবস্থা। 'পাগলী

রাস্তায় আবার কি বিপদে ফেলিবে' ভাবিয়া কালিপ্রসাদ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, পরে শ্রীমার আজ্ঞা মনে করিয়া তাঁহাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। মথুরায় আসিয়া কালিপ্রসাদ ষ্টেশন মাষ্টারকে নিজের বিপদের কথা বলিলেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি একজন সহৃদয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন, কালিপ্রসাদের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে একটী ছোট খালি কামরায় তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার হাতে একটী চাবী দিয়া বলিলেন: 'ট্রেণ বড় বড় ষ্টেশনে পৌছাবার আগেই চাবী দিয়ে যেন দরজা বন্ধ করে দেবেন।' কালিপ্রসাদও তাহাই করিলেন এবং নির্বিঘ্নে তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া কালিপ্রসাদ দেখিলেন বরাহনগরের মুন্সীদের পুরাতন বাড়ীর উপর তলার ছয়খানি ঘর মাসিক ১১৲ টাকায় ভাড়া করিয়া সুরেশ মিত্র মঠ স্থাপন করিয়াছেন। মঠে তখন তারক, হুটকো গোপাল ও বুড়োগোপাল থাকেন। কালিপ্রসাদও তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

মঠের বাড়ীখানি বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সমস্ত বাড়ী আবর্জনাস্তূপে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সাপ, ইঁদুর, আরসোলা, ব্যাঙ, প্রভৃতি তাহাতে পরমানন্দে বাস করিতেছিল। ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইত যেন তখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এবং সেইজন্যই ভয়ে কেহ তাহা ভাড়া লইত না। ইহা ছাড়া বাড়ীখানা 'ভূতের আড্ডা' বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল। সন্ধ্যার পর কেহ ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না।

বাড়ীটী ছিল দ্বিতল। তাহার উপর একতলাটী ছিল একেবারে অব্যবহার্য— অত্যন্ত স্যাতস্যাতে ও অন্ধকার। তাহা কয়েক পুরুষের সঞ্চিত আবর্জনা, ভাঙ্গা ইঁট, লোহার টুকরা ও শালকাঠের ভাঙ্গাকড়ি ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

সাপ, ব্যাং ও ইঁদুরের বাসস্থানের তো কথাই ছিল না। বাগানের অবস্থাও ছিল ততোধিক দুর্দশাপন্ন। বাগানের এবং বাড়ীর এই বহুমূল্য আবর্জনাস্তূপ পাহারা দিবার জন্য একজন মালী ছিল! সে সেই আবর্জনারাশি ও জঙ্গলের ভিতরই বাস করিত। বাগানটী বাঁড়ীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। ইহা বিবিধ আগাছায় পূর্ণ হইয়া রীতিমত জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছিল। কোনও সময়ে যে তাহাতে ফুলের বাগান ছিল তাহার কোনও চিহ্নই ছিল না। বাড়ীর পূর্বদিকে আর একটী ঘর ছিল। তাহা বাড়ীর মালিকের গৃহদেবতার পূজার ঘর। পূজক নিত্য আসিয়া পূজা করিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার সময়ই গৃহদেবতার নিদ্রা দেওয়া হইত; সুতরাং রাত্রিতে ঐ দিকে মনুষ্যের কোনও সাড়া ছিল না। বাড়ীর 'সিংদরজা' ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছিল এবং একটী স্তম্ভ ব্যতীত তাহার অপর কোনই চিহ্ন ছিল না। দ্বিতলের সম্মুখের বারান্দা পড়ি-পড়ি করিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন তখনই তাহা ধ্বসিয়া পড়িবে। যে ঘরে তাঁহারা সকলে শয়ন করিতেন তাহা পশ্চাতের দিকে অবস্থিত ছিল। তাহারও শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল! মেঝের আস্তরণ উঠিয়া সমস্ত ঘর বালিময় হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল বিখ্যাত 'দানাদের' ঘর। দৈত্যদানা ভিন্ন এই প্রকার পতনোন্মুখ গৃহে ভূতাদি নিশাচর সঙ্গীগণের সহ কে বাস করিতে সাহস করে? বাড়ীর পশ্চাতে একটী পুকুর ছিল, তাহাও আবার শ্যাওলা ও পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ ছিল। সমস্ত স্থানটীই যেন অশরীরী প্রাণীর আবাসস্থল বলিয়া প্রতীত হইত। এতদ্ব্যতীত এই বাড়ী লইয়া সত্য মিথ্যা নানা প্রকার ভীতিপ্রদ ঘটনা ও গুজব লোকের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। কালিপ্রসাদ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বরাহনগর মঠের এই চিত্র দেখিতে পাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়াই সকলে

ধ্যান জপ করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা যখন জুটিত তাহাই পালা ক্রমে রন্ধন করিয়া সকলে আহার করিতেন। আহারের খুবই কষ্ট ছিল। চাল জুটিত তো নুন জুটিত না—এমন অভাব। কোনও দিন বা শুধু ভাত, কোনও দিন বা তেলাকুচা পাতা-সিদ্ধ ও ভাত আহার করিয়া সকলকে থাকিতে হইত। কালিপ্রসাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী, রাখাল সকলেই বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ পড়াশোনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালিপ্রসাদ আসিয়াই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া ভাবী কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছেলেদিগকে একত্র রাখিতে হইবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ পালন করিতে না পারিয়া নরেন্দ্রনাথ মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। এক্ষণে কালিপ্রসাদকে সহায় রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দুইজনে মিলিয়া তাঁহারা বালকভক্তগণের বাড়ী গমন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও তীব্র বৈরাগ্যোদ্দীপক বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। শেষে বালক ভক্তগণের মনে এমন আতঙ্কের সৃজন হইল যে, নরেন্দ্রনাথ ও কালিপ্রসাদকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথও ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি দরজাতে লাথি ও কিল দিয়া এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিতেন যে, তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও ভীত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। বালকগণের অভিভাবকেরা ইহা ভাল চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই এই সকল কার্য করিতে হইত। অভিভাবকগণ নরেন্দ্রনাথ ও কালিপ্রসাদের এই প্রকার আচরণের সংবাদে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা দুইজন ও হুটকো গোপাল শরৎ

ও শশীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। শরৎ দরজা খুলিবেন না, নরেনও ছাড়িবেন না। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ দরজায় আরও জোরে করাঘাত করিয়া শরৎকে দরজা খুলিতে বাধ্য করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ অবিরত তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবান লাভের প্রসঙ্গ তুলিয়া এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিলেন। শরৎ ও শশী তাঁহার সেই আবেগময়ী বাক্যস্রোতে সত্যই ভাসিয়া গেলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন: 'চল্, বরানগর মঠে যাই,' তখন আর তাঁহারা আপত্তি করিতে পারিলেন না। শরৎ ও শশী গায়ে চাদর ফেলিয়া তখনই তাঁহাদের সহিত বরাহনগরে রওনা হইলেন। উভয়ে সেই রাত্রে মঠেই রহিয়া গেলেন। শশী আর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। বিছানায় ফটো রাখিয়া জীবদ্দশায় যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতেন শশী সেইরূপ করিতে লাগিলেন। যাহা রান্না হইত তাহার অগ্রভাগ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হইত। সন্ধ্যার সময় 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিয়া আরতি করা হইত। পরে 'গুরুগীতা'র শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহারা প্রণাম করিতেন।[১]

এইরূপে যাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া মঠে যোগ দিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ ও কালিপ্রসাদ আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অভিভাবকগণ তাঁহাদের এই কার্য সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের ছেলেদের আলাপ-আলোচনা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে 'ছেলেদের মাথা খাওয়ার ঠাকুর' বলিয়া মনে করিতেন। নরেন্দ্রনাথ ও কালিপ্রসাদ তাঁহাদের অসাক্ষাতে বালকভক্তগণের সহিত দেখা করিতেন। তাঁহারা

১। The Life of Swami Vivekananda, Vol. II.

পরমহংসদেবের ত্যাগ ও পূত চরিত্রের ও সর্বোপরি তাঁহার অপার্থিব ভালবাসার কথা বলিয়া তপস্যা, বিবেক ও বৈরাগ্যই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য তাহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের এই প্রকার চেষ্টা বিফল হইল না। দেখা গেল, সন ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্বেই পরমহংসদেবের সকল বালকভক্ত আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইয়াছেন ও বরাহনগরের 'হানাবাড়ী' রীতিমত মঠে পরিণত হইয়াছে। বালকগণের অভিভাবকগণ কিন্তু তখনও সহজে হাল ছাড়িলেন না। তাঁহারা মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে আসিয়া বালকগণকে বুঝাইয়া বাড়ী লইয়া যাইবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। দলের পাণ্ডা ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহারা নানাভাবে তীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন : 'ছেলেরা বেশ পড়াশোনায় মন দিয়েছিল, কোথা হতে নরেন এসে তাদের মনে এসব কুমৎলব দিতে লাগ্‌ল। ' বাপ্‌ মার সেবা ছেড়ে আবার সাধু হওয়া কিরে বাপু' ইত্যাদি।

বরাহনগর মঠে বাহিরে যাওয়ার জন্য একখানি 'সার্বজনীন' কাপড় ও একখানি চাদর ছিল। যাঁহার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হইত তিনিই তাহা ব্যবহার করিতেন। মঠের অভ্যন্তরে সকলে একপ্রকার উলঙ্গ হইয়াই থাকিতেন।

সেই সময়ে বরাহনগর মঠে যে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্রালোচনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে অপূর্ব! এই সময় বালকভক্তগণের মনে তীব্র বৈরাগ্য ও ভগবান লাভ হইল না বলিয়া আক্ষেপ উপস্থিত হইল। তাঁহারা গঙ্গাতীর, শ্মশান, বৃক্ষতল প্রভৃতি স্থানে গভীর রাত্রে সর্বদা সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। সংসার তখন তাঁহাদিগের নিকট বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল। আর মানুষকে যেমন ভূতে পায় তেমনি তাঁহাদিগকে 'ধ্যানে' পাইয়া বসিয়াছিল!

এই সময়ে কালিপ্রসাদ একটি ছোট ঘরে বাস করিতেন এবং দিবসের অধিকাংশ সময় ধ্যান জপ ও শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করিতেন। তিনি সর্বদা দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যান-ধারণায় দিবস অতিবাহিত করিতেন বলিয়া তাঁহার ঘরকে সকলে 'কালী তপস্বীর ঘর' বলিতেন।

"মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন ও যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন সেই ঘরকে দানাদের ঘর বলিতেন। সর্ব দক্ষিণের ঘরটীতে যাঁহারা নির্জনে ধ্যান-ধারণা ও পাঠাদি করিতেন তাঁহারাই থাকিতেন। কালী ঐ ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন 'কালী তপস্বীর' ঘর। কালী তপস্বীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া যাইতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটী খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তরা আসিলে এই ঘরেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরে একটী ছোট ঘর ভাইরা 'শয়নের ঘর' বলিতেন। এখানে ভক্তরা আহার করিতেন।"[২]

কালিপ্রসাদ যখন ধ্যান করিতেন না তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তোত্র রচনা করিতেন। প্রথমে তিনি অনুষ্টুপ ছন্দে "লোকনাথশ্চিদাকারঃ" স্তোত্রটী রচনা করেন। বরাহনগরে আরতির সময় এই স্তোত্রের কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করা হইত। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতেন। নিরামিষ আহার করিতেন, জুতা পায়ে দিতেন না, নিমন্ত্রণে যাইতেন না, ভিক্ষায় বাহির হইতেন, কাহারও সহিত মিশিতেন না। গীতা, উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠের সময় তিনি এক একটী শ্লোকের উপর দিনের পর দিন ধ্যান করিতেন এবং ধ্যান করিয়া শাস্ত্রের মর্মার্থ অবগত হইতেন। রাত্রিতে ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি তাঁহার অতিবাহিত হইত। তাঁহার

২। শ্রীম: কথামৃত (দ্বিতীয় ভাগ), প্রথম সংস্করণ, ২৯৩ পৃ

মন সর্বদাই এমন ভাবে আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত যে, আহারাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকিত না। শশী মহারাজ আহারের সময় দরজা ধাক্কা দিতে দিতে তাঁহাকে ঘর হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য করিতেন এবং 'মারের ভয়' দেখাইয়া তাঁহাকে আহারে প্রবৃত্ত করাইতেন। আহারের সময়ও কিন্তু তাঁহার সেই ভাবের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিত না।

এইভাবে তপস্যা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে তখন তাঁহার দিন কাটিতেছে। একদিন নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'আমরা বিধিপূর্বক সন্ন্যাস নেব।' কালিপ্রসাদ বলিলেন, বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিতে হয়। অবশেষে ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের প্রথম ভাগে একরাত্রে তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা সম্মুখে রাখিয়া বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কালিপ্রসাদ তন্ত্রধারক হইয়া অগ্নি স্থাপন করিলেন। নরেন, শরৎ, শশী, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও সারদা সকলে বিরজাহোমে যোগদান করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজ নাম 'বিবিদিষানন্দ' গ্রহণ করিলেন এবং কালিপ্রসাদ অদ্বৈত বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের সাধনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'অভেদানন্দ' রাখা হইল। যাঁহারা এই বিরজা হোম যোগে দান করিতে পারেন নাই তাঁহারা মঠে আগমন করিলে কালিপ্রসাদ তাঁহাদিগকেও পরে যথাবিহিত বিরজাহোম করাইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসের পর স্বামী অভেদানন্দ আবার কঠোর তপস্যা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যান করিতে করিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া পড়িতেন। একদিনের কথা, তিনি মঠের বারান্দায় শুইয়া ধ্যান করিতে ছিলেন। ধূলিরাশির উপর তাঁহার দেহ মৃতবৎ অসাড় ও নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। সূর্যের প্রখর কিরণে ধূলিকণা-সমূহ অগ্নিবৎ তপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কালিপ্রসাদ পূর্ববৎ সংজ্ঞা-

বিহীন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক গৃহীভক্ত (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) মঠে বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং দেহে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—দেহ রৌদ্রতপ্ত ও অসাড়। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অভেদানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দুঃখিত চিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বামী যোগানন্দকে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া যোগানন্দ স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন : 'ও কি মরে ? ওই শালা অম্‌নি করেই ধ্যান করে।' তাঁহার বাক্যের ভিতর দিয়া গুরুভ্রাতার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসার ভাব অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছিল।

এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দ 'সারদাদেবীস্তোত্র' রচনা করেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন : 'তোর মুখে সরস্বতী বসুক।'

ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার বরাহনগর মঠে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান হইবে। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহারা শিবের পূজা ও ভজনাদি করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় সেইদিন উপস্থিত ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় এইরূপ মাঝে মাঝে আসিয়া মঠে সন্ন্যাসীদের নিকট রাত্রিবাস করিতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সকলের সহিত আনন্দ করিতেন। শিবরাত্রির সময় অভেদানন্দ গীতাপাঠ করিলেন ও মাঝে মাঝে সংশয় উত্থাপন করিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে, অভেদানন্দ শান্তিপাঠ করিলেন। তাহার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শিবের গান করিয়া বিল্ববৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলে গঙ্গাস্নান করিলেন।

বলরাম বসু পূর্বদিনে তাঁহাদিগের পারণের জন্ত ফল মিষ্টান্নাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা সকলে আনন্দ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন।[৩] শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আসিলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জন্মতিথি পূজা করিলেন। গৃহস্থ ভক্তগণ সকলে আসিয়া সেদিন যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুরেশবাবু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বলরাম বাবু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রতি বৎসর দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ থাকার সময়েই ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। জন্মতিথি উৎসবের ভার ত্যাগী ভক্তদের হাতে কিছুই থাকিত না। গৃহস্থ ভক্তগণই তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন। মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠ সান্যাল, রামদয়াল চক্রবর্তী ও অন্যান্য সকলে আসিয়া বলরাম বাবুর বাড়ীতে ফর্দ করিতেন। হরমোহন মিত্র চাঁদা সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইতেন। প্রথমে একশত লোক হইত, পরে তাহা ৫০০ শত পর্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শয্যা ও ঘরটী নানাপ্রকার পুষ্প ও পত্রাদি দ্বারা শোভিত হইত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ধর্মদাস সুর ইহার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বড় কুটীর পশ্চিমদিকের আমতলার নীচে বন কাটিয়া ভোগ রান্না হইত। মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি, আলু-কপির দম, দই, বোঁদে ও একটী চাটনীই সাধারণতঃ হইত ; দুই একবার বেসন দিয়া বেগুন ভাজাও হইয়াছিল। প্রাতে অল্প পরিমাণে প্রসাদী হালুয়া ও লুচি দেওয়া হইত। অনেকেই নানাপ্রকার ফল মিষ্টান্নাদি লইয়া যাইতেন। পরামাণিক ঘাটের পরামাণিকদের বাড়ীর

৩। শ্রীম : কথামৃত (৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ), পৃ° ৩৪২ দ্রষ্টব্য

বৈদ্যনাথ পরামাণিক, কিশোরী মোহন রায়—যাহাকে কৌতুকচ্ছলে সকলে 'আব্দুল দাদা', বলিয়া ডাকিত এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিতেন। কুটী বাড়ীর বড় ঘরটীতে বৈঠকী গান হইত। এই বৎসর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দেবদুর্লভ কণ্ঠে সারাদিন তানপুরা সহযোগে ধ্রুপদ গান গাহিয়া সকলকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসরে এই ঘরে নারায়ণচন্দ্র (নারায়ণ দাস) নামক জনৈক দীর্ঘাকৃতি গৈরিক বসনধারী ব্যক্তি পাখোয়াজের সঙ্গে গান গাহিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক প্রায় প্রতি বৎসরই উপস্থিত থাকিতেন। এখনকার মত সেই সময়ে এত কীর্তন গানের রেওয়াজ ছিল না। ধ্রুপদ গানই অধিক হইত।

"ভোগ নিবেদন হইলে সকলে বড় কুটীর বারান্দায় ও ভিতরের ঘরটীতে বসিয়া প্রসাদ পাইতেন। শালপাতা পাতিয়া সারিবন্দি হইয়া সকলকে বসান হইত। অনেকে আবার ৩।৪ খানি শালপাতা পাশাপাশি করিয়া একটী বড় ঠাঁই করিতেন। প্রসাদ তাহাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং সকলে তাহার চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া একত্রে আহার করিতেন। যাহাদের ভোজন শেষ হইত তাহারা উঠিয়া যাইত, অন্য লোক আবার সেই পাতায় আসিয়া বসিত। এইরূপে এক পাতায় বহুলোক প্রসাদ পাইতেন। ইহাতে সকলেই আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না ও ভক্তের জাতিবিচার নাই—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ভাবটীই তখন তাহাদিগের ভিতর বিশেষভাবে প্রকাশিত হইত। ইহা যেন তখন দ্বিতীয় জগন্নাথ ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হইত।"[৪]

৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী, ১৪৯-১৫১পৃ

১৮৮৭ খৃঃ অব্দের পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের পর অভেদানন্দ, সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ পুরীধামে গমন করেন। এইস্থানে তাঁহারা ছয় মাস অবস্থান করিয়া তপস্যা করেন। পুরীতে তাঁহারা রামানুজী সম্প্রদায়ের এমার মঠে বাস করিতেন এবং জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে এইস্থানে বৈষ্ণব বাবাজীদের পরিত্যক্ত গুহা ছিল। অভেদানন্দ তাহার একটী পরিষ্কার করিয়া তন্মধ্যে তপস্যা করিতেন। কিছুদিন পরে প্রেমানন্দের টাইফয়েড্ জ্বর হইল। সারদানন্দ ও অভেদানন্দ প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। অবশেষে সারদানন্দ রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন তথন অভেদানন্দ একাই উভয়ের সেবা করেন। সারদানন্দের অসুখ সামান্য উপশমিত হইলে প্রেমানন্দ ও সারদানন্দকে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া তিনি ভুবনেশ্বরে লইয়া গেলেন। ভুবনেশ্বর হইতে অভেদানন্দ ও সারদানন্দ উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখিতে যান এবং পর্বতগাত্রে খোদিত অশোকের অনুশাসন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের গুহা সকল দর্শন করেন। সেইস্থানে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, এই সকল গুহার মধ্যের একটীতে একজন সাধু থাকেন। তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা এক ব্যাঘ্রের গুহায় উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে সাধুর পরিবর্তে তাঁহারা ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এক ব্যক্তি ঔষধের জন্য ব্যাঘ্রের দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিল। অভেদানন্দ তাহার নিকট হইতে একটু দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া পান করিলেন। এইরূপে তপস্যায় ও তীর্থভ্রমণে তাহারা ছয়মাস অতিবাহিত করিয়া ভাদ্রমাসে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মঠে আসিয়া অভেদানন্দ পুনর্বার সাধন ভজন ও শাস্ত্রাদি পাঠে গভীর মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি বন্ধুদের নিকট হইতে চাহিয়া হিন্দু ও পাশ্চাত্য

দর্শনের গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্তদের বাড়ীতে গমন করিতেন এবং শ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। একদিন তিনি ও লাটু মহারাজ এইভাবে রামদত্তের বাড়ীতে গমন করেন। প্রথমে সাদর সম্ভাষণাদি হইল। পরে ধীরে ধীরে আলোচনা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরিবর্তিত হইল। অভেদানন্দ বলিতে লাগিলেন: "আমরা তাঁকে আদর্শ করে ধ্যান জপ ও সাধন ভজন কর্ব। ঈশ্বর লাভ কর্তে হবে। বেদ, বেদান্ত, নানা দেশের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়তে হবে, জান্‌তে হবে ভগবান সম্বন্ধে কে কি বলেছে।' রামদত্ত তাহা মানিতে রাজী না হইয়া বলিলেন: 'যখন তাঁকে দর্শন করেছি, তাঁর কথা শুনেছি, আর পড়ে শুনে কি হবে? তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ, অবতাররূপে এসেছিলেন। তাঁকে দর্শন কর্লে তার কথা শুনলেই সব হবে, জপ তপ শাস্ত্র পড়বার দরকার কি।' এই কথা ক্রমেই তীব্র হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই কাহারও মত নিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে অভেদানন্দ অদ্ভুতানন্দের সঙ্গে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামদত্তের সহিত কালী বেদান্তীর এই তর্কের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের ভিতর সেই সময়ে রামদত্ত মুরব্বির মত ছিলেন। তাহার বয়সও হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার সহিত উল্টাতর্ক করা জ্যাঠামি বলিয়াই ভক্তগণ ধরিয়া লইলেন। ভক্তগণ তাই অভেদানন্দের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকেও কটাক্ষ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন: 'কালী, নরেন তাঁকেই মান্‌ত না, তাঁর মুখের উপরেই তর্ক কত্তো, ওদের বড় হামবড়ায়ের ভাব। ওরা বই পড়বে, শাস্ত্র পড়বে, তবে তাঁকে বুঝবে।'"[৫]

৫। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ৪৯-৫০ পৃ

স্বামী অভেদানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। ভারী বুদ্ধিমান লোক বলিয়া তাঁহার ভিতরের কথা সচরাচর কেহ জানিতে পারিত না। তিনি আবার খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন। গিরিশ ঘোষ তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং পড়াতে অমনোযোগী ছিলেন ও অনবরত ছট্‌ফট্‌ করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে না গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্বামী অভেদানন্দ মাঝে মাঝে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে গমন করিয়া পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে আনন্দে কাল অতিবাহিত করিতেন। গিরিশ বাবু একদিন রহস্যচ্ছলে বলেন 'স্যাখ্‌ কেলো, তোর বাপের মার খেয়ে আমি স্কুল ছেড়েছি। আমি দুষ্টু ছেলে ছিলুম, বেঞ্চিতে কি অতক্ষণ চুপ করে বসে থাক্‌তে পার্তুম্‌। তোর বাবা ক্লাশে এসেই প্রথমে বল্‌তো 'Idle and inattentive boys should go out"। অভেদানন্দ স্বামীর পিতার কথাবার্তা ভারী রহস্যপূর্ণ ছিল। তাই তাঁহার কথা উঠিলেই, সকলে তাহা লইয়া আনন্দ করিতেন। একদিন দম্‌দম্‌ মাষ্টার নূতন বাজারের দিকে যাইতেছিলেন, পথে স্বামী অভেদানন্দের পিতার সঙ্গে দেখা; তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; 'কি হে তোমাদের কালী এখন কি কচ্ছে? তার কি creator দেখা হল না creation দেখে দেখে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে?' তিনি আর একবার রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন: 'আমি বেটা কি ধার্মিক! আমার এক ব্যাটা খৃষ্টান, একব্যাটা হল সন্ন্যাসী আর এই ব্যাটাকে (আর এক পুত্রকে দেখাইয়া) মুশলমান করে দেবো!'[৬]

বরাহনগর মঠে অবস্থান কালে স্বামী অভেদানন্দ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে

৬। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ,

কলিকাতার ভক্তদের বাড়ীতে গমন করিতেন এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরীয় ও পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ করিতেন। 'এইরূপ একদিন—সেদিন একাদশী—তাঁহারা দুইজনে সকালে কলিকাতায় আসিয়াছেন—এ ভক্তের বাড়ী সে ভক্তের বাড়ী ঘুরিয়া সারাদিন আলাপ আলোচনা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে আহারের কথা বলিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর অবস্থাও তখন শোচনীয়! জ্ঞাতিবর্গের সহিত মোকদ্দমা চলিতেছে, আহার একবেলা জুটে তো অন্য বেলা জুটে না। সুতরাং সেখানেও তাঁহারা তাঁহাদের অনাহারে থাকার কথা কিছুই বলিলেন না। তখন শীতের সময় গায়ের কাপড়ও নাই। শুধু কোঁচার কাপড় গায়ে, দুইজনে পিঠাপিঠি করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথম একজন শুয়ে তামাক টান্‌তে লাগিলেন, আর বেদান্তের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষুধা ও শীত অদ্বৈতবাদ বোঝে না। কালী বেদান্তী বলিলেন: 'ভাই নরেন, শীতে যে ঘুমুতে পাচ্ছি নি।' নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'দূর শালা ঠেসাঠেসি করে শো, তাহলে শীত কমে যাবে।' দুইজনে পিঠাপিঠি ঠেসাঠেসি করে হাটুটি বুকে দিয়ে শুইয়া রহিলেন। পৌষ-মাসের শীত, রাত্রি দুইটার সময় কালী বেদান্তীর বড় কষ্ট হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'থাম শালা, ওঠে বস্, তোর জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।' হুট্‌কো গোপাল একটা চীনামাটীর tea pot, একটী বাটি ও saucer দিয়ে গিয়েছিল। বোধ হচ্ছে সেইদিন বিকালে ঐ সকল জিনিষ এবং কিছু চাও দিয়ে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে একটা দেশালই যোগাড় করিলেন, খুঁজিয়া খুঁজিয়া খান দুই ঘুঁটে পাইলেন এবং কেরোসিনের ডিবে থেকে একটু তেল নিয়ে উনুন ধরিয়ে জলগরম করিতে বসিলেন। যোগাড় কর্তে ও উনুন ধরাতে রাত্রি

সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। চা পাবে এই প্রতীক্ষায় কালী বেদান্তীর শীতও অনেক কমে গেছে। হাঁটু দুটীর উপর কাপড় জড়িয়ে চুপ করে বসে আছে আর ইঁদুর চলে গেলে, খুট্‌ করে•আওয়াজ হওয়ায় মনে কচ্ছে ওই বুঝি চা এল। অবশেষে রাত্রি চারিটা সাড়ে চারিটার সময় নরেন্দ্রনাথ tea pot-এ করে চা আর বাম হাতে করে বাটি আর saucer নিয়ে উপস্থিত। এসে কালীকে ডাকিতেছেন: 'কিরে শালা জেগে আছিস্।' কালী বেদান্তী বলিলেন: 'আরে, জেগে থাকব্ না তো কি করব, ঘুম হল কখন, শীতে যে গা কালিয়ে যাচ্ছে।'

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন: 'লে শালা চা খা গরম হবি।' তারপর একজন বাটিতে আর একজন saucerএ চা খেতে খেতে এদিকেও ফরসা হয়ে এল তখন দুজনে প্রস্থান করিলেন।' জীবন আখ্যায়কের নিকট এই ঘটনা অতি সামান্য এবং তুচ্ছ মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতার প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রত্যেক সামান্য কথায় ও আচরণে প্রকাশ পাইতেছে।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ তীর্থপর্যটন ও তপস্যা করিবার জন্য বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিলেন। হাত্রাশে তাঁহার শরৎকুমার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই পরবর্তিকালের নরেন্দ্রনাথের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ। কিছুদিন তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়া অবশেষে নরেন্দ্রনাথ সদানন্দকে বরাহনগর মঠে বাস করিতে প্রেরণ করিলেন। সদানন্দকে সকলে গুপ্ত মহারাজ বলিয়া ডাকিতেন। ১৮৮৭ সনে সদানন্দ বরাহনগর মঠে যোগদান করিতে আগমন করেন। তাঁহাকে লইয়া প্রথম ভাগে একটু গণ্ডগোল হইয়াছিল জনকতক বলিল: 'নরেন এখন আবার গুরুগিরি ধরেছে, সে পশ্চিমে গিয়ে চেলা কচ্ছে—সন্ন্যাসী

কচ্ছে; তিনি কি তাকে গুরুগিরি কর্তে বলেছিলেন? তখন তাঁকেই মানতোনা, তাঁর মুখের উপর তর্ক কর্তো, এখনও দেখ্‌ছি স্বয়ং গুরু হচ্ছে আর একটা দল পাকাচ্ছে। 'কেহ কেহ বলিলেন: 'তাঁর সময়কার লোক ভিন্ন আর কাহাকেও লওয়া হবে না।' কিন্তু এই সময় শরৎ মহারাজ ও কালী বেদান্তী গুপ্ত মহারাজের দিকে থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার হইয়া কথা কহিয়াছিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকে দেখা-শোনো ও কিসে তাঁহার ভাল হয় সেই চেষ্টাই করিতেন।' [৭]

১৮৮৮ সালে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর ও গুরুভ্রাতাদিগের সহিত অভেদানন্দ কামারপুকুর ও জয়রামবাটিতে গমন করেন। ঐস্থান হইতে তাঁহার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হয়। অবশেষে শ্রীমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিনি তুলসী (নির্মলানন্দ) মহারাজকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইলেন।

সম্বলের মধ্যে গেরুয়া কৌপিন ও বহির্বাস এবং হাতে এক কমণ্ডলু। দুইজনে মাধুকরী করিতে করিতে সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়া Grand Trunk Road (গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) ধরিয়া নগ্নপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী অভেদানন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল—টাকা পয়সা ছুঁইবেন না, রন্ধন করিবেন না, জুতা বা জামা ব্যবহার করিবেন না, কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না, মধ্যাহ্নে তিন বাড়ী অথবা পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগৃহীত হইবে তাহাই একবার আহার করিবেন এবং যেখানেই অন্ধকার হইবে সেখানেই পথিমধ্যে কিম্বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিবেন। এইরূপে প্রত্যহ ২৫।৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন, পওহারী বাবার সহিত এই স্থানে তাঁহাদের কথোপকথন হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার

৭। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, পৃ° ৫০-৫১

হরি প্রসন্ন বাবু (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তাঁহার বগি গাড়ীতে চড়াইয়া তাঁহাদিগকে শহর দেখাইয়াছিলেন। সেখানে অভেদানন্দ শাস্ত্রবিচারে এক বড় পণ্ডিতকে পরাভূত করেন। এখানে অবস্থানকালে শিরীষচন্দ্র বসু ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং শিরীষ বাবুকে পাণিনি ব্যাকরণ ও ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ক্রমে অযোধ্যা দর্শন করিয়া অভেদানন্দ লক্ষ্নৌ পৌছিলেন; সেস্থান হইতে হরিদ্বার যাইবার জন্য কোন হিন্দুস্থানী ভক্ত তাঁহাকে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি টাকা পয়সা গ্রহণ করিবেন না জানিতে পারিয়া ভক্তটী টিকেট ও পথের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া দিলেন। হরিদ্বার দর্শন করিবার পর অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ পদব্রজে হৃষিকেশ গমন করিলেন। হৃষিকেশ হইতে দড়ি নির্মিত প্রাচীন লছমন্ ঝোলার উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া হৃষিকেশ হইতে তাঁহারা উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে কেদার নাথ হইয়া গঙ্গোত্রী যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। দীর্ঘকালের পথশ্রান্তি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সঙ্কুল হিমালয়ের বনভূমি এবং তন্মধ্যে তুষারাবৃত দুরতিক্রমণীয় ক্ষুদ্র পথরেখা প্রভৃতি কিছুতেই এই অদ্ভুত বাল সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিল না। অবশেষে স্বামী অভেদানন্দ তুষারাবৃত মন্দাকিনীর উপর দিয়া নগ্নপদে চলিতে চলিতে কেদারনাথে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে চৌদ্দহাজার ফিট উচ্চে এক পর্ব্বত গুহায় একাকী বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া এক নানক পন্থী উদাসী সাধুর সঙ্গে তিনি গোমুখী অভিমুখে গমন করেন। এবং

যে স্থানে বরফের নদী হইতে সাতটী ধারা মিলিত হইয়া গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা দর্শন করেন। গঙ্গোত্রী হইতে স্বামী অভেদানন্দ উত্তরকাশী প্রত্যাবর্তন করিয়া দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া যমুনোত্রীতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তপ্তকুণ্ডের জলে আটার রুটী ও চাউল সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া এক পর্বত গুহায় রাত্রি যাপন করিলেন। নিকটে কোন গ্রাম বা লোকালয় ছিল না। পরে যমুনার ধার দিয়া তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন ভ্রমণের পর দেরাদুন হইয়া হৃষিকেশে উপনীত হইলেন।

হৃষিকেশে অবস্থান করিবার সময় অভেদানন্দ ঘাসের ঝুপড়ীতে ঘাসের বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতেন ও অদ্বিতীয় ষড়দর্শনবিৎ বেদান্তী সাধু ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ তীর্থভ্রমনোপলক্ষে হৃষিকেশে আসিয়া ধনরাজ গিরিকে অভেদানন্দের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, ধনরাজ গিরি তাঁহাব ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অভেদানন্দ! অলৌকিকী প্রজ্ঞা!' এই সময়ে কালীতপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুদিন 'বিষ্ঠা ও চন্দন এক' এই অভেদজ্ঞানের সাধন করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল রোগই ব্রহ্মজ্ঞান পরীক্ষার কষ্টি পাথর, রোগ যন্ত্রণায় শরীর নিতান্ত কাতর হইলেও যদি ব্রহ্মাবগাহী বুদ্ধি থাকে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধসংকল্প ব্রহ্মবিৎ অভেদানন্দ মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার দেহ কঠিন রোগাক্রান্ত হউক। আশ্চর্যের বিষয় তিন দিনের মধ্যেই জ্বর ব্রঙ্কাইটীস্ ও রক্ত আমাশয় যুগপৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল। তখন তুরীয়ানন্দ সারদানন্দ ও সন্ন্যাসী বেশে সান্যাল মহাশয় (তখন স্বামী কৃপানন্দ) হৃষিকেশে

আসিয়াছিলেন; তাঁহারা অভেদানন্দের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। পরে নির্মলানন্দ গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে হরিদ্বারে লইয়া আসিলেন এবং হাতে একখানা কাশীর টিকেট কিনিয়া ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া নিজে হৃষিকেশে ফিরিয়া গেলেন।

অভেদানন্দের শরীর অত্যন্ত দুর্বল, রোগজীর্ণ তথাপি তিনি ট্রেনে সাধারণ লোকের ন্যায় একাকী কাশী আসিয়া পৌছিলেন। পথে কিছুই খাইলেন না। কাশীতে 'অন্নপূর্ণার মা' হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও উপযুক্ত পথ্যাদি দিয়া এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন।

অভেদানন্দ তখন convalescent অবস্থায় ২।৪ দিন বংশী দত্তের বাটীতে আছেন, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, চলিবার শক্তি নাই। এক দিন প্রমদাচরণ মিত্র মহাশয় অভেদানন্দকে দেখিতে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) গাজীপুর হইতে কাশী আসিয়া তাঁহারই বাটীতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত এবং উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা চলিতেছে না। অভেদানন্দ নিজে নরেনের সেবা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রমদাবাবু বলিলেন: 'আপনি সবে মাত্র দুই দিন অন্নপথ্য করিয়াছেন, শরীর নিতান্ত দুর্বল, আপনি সেবা করিতে পারিবেন না। অভেদানন্দ অমনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রমদাবাবু প্রভৃতি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সেবা করিতে চলিলেন। দিবারাত্রি অভেদানন্দের অক্লান্ত শুশ্রূষায় অল্পদিনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অভেদানন্দ সেই সংক্রামক ব্যাধিতে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন। এবার তাঁহার আর বাঁচিবার আশা রহিল না। শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই মরণাপন্ন অবস্থাতেও

ক্ষণকালের জন্যও দেহবুদ্ধি তাঁহার মনে উদিত হইত না, দুঃসহ রোগযন্ত্রণা তাঁহার জ্ঞানবারি বিধৌত নির্মল প্রশান্ত চিত্তে বিন্দুমাত্র স্থানও অধিকার করিতে পারিত না। তিনি সর্বদা আত্মস্থভাবে অবস্থিত থাকিয়া বলিতেন : 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ; আত্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ।'

এইরূপে অভেদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইতি-মধ্যে বলরাম বসুর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ কলিকাতাভিমুখে রওনা হইতে বাধ্য হইলেন। অভেদানন্দ একাকী বংশীদত্তের বাটীতে শয্যাগত রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার শিষ্য স্বামী সদানন্দকে (গুপ্ত মহারাজ) অভেদানন্দের শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রায় চারিমাস শয্যাগত থাকিবার পর অভেদানন্দ ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন।

স্বাস্থ্য লাভ করিয়া অভেদানন্দ পুনরায় নানা তীর্থ দর্শন মানসে বহির্গত হইলেন। এলাহাবাদের নিকটস্থ যমুনার পর পারে ঝুসিতে যে সকল গুহা আছে, তাহারই একটীতে তিনি তপোনিরত হইলেন। মধ্যাহ্নে মাধুকরী করিতেন এবং অন্য সময়ে সদানন্দ স্বামীকে 'বিচারসাগর' নামক হিন্দী বেদান্ত গ্রন্থ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতেন। দিবসের কর্ম কোলাহল মুখরিত জগৎ নিস্তব্ধ, নিথর নিশীথ প্রকৃতির কোলে সুষুপ্তিমগ্ন হইলে অভেদানন্দ রাজযোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। এক দিন বর্ষাকালে সমস্ত আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, ভোর হইতেই মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিপাত হইতেছে, নিকটস্থ গুহাবাসী নানকপন্থী এক হিন্দুস্থানী সাধু অভেদানন্দকে সেই দুর্যোগের দিনে সকাল সকাল ভিক্ষাহরণে বাহির হইতে উপদেশ দিলেন, অন্যথা সেদিন উপবাস অনিবার্য। অভেদানন্দ

প্রত্যুত্তরে বলিলেন : 'আমি আজ কিছুতেই বাহির হইব না, অজগর বৃত্তি অবলম্বন করিব, ভগবানের অভিপ্রেত হইলে আমার আহার্য এখানেই আসিবে।' অভেদানন্দ সেদিন আর গুহা হইতে বাহির হইলেন না, সমস্ত দিন জপ ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে রত রহিলেন। *বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, তিনি সদানন্দ স্বামীর সহিত যমুনার তীরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময় বরাহনগর নিবাসী জনৈক গৃহীভক্ত মৈত্র মহাশয় একটা ঝুড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টান্নাদি খাদ্য সামগ্রী লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরে কথোপকথনে প্রকাশ পাইল যে মৈত্র মহাশয় প্রয়াগে আসিয়া অভেদানন্দের ঝুসিতে অবস্থিতিব কথা শুনিতে পান এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণে একান্ত ব্যাকুলতা অনুভব করেন, তাই তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রিক্ত হস্তে সাধু দর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া সঙ্গে কিছু খাবার আনিয়াছেন। সেই খাবার হইতে কতক অংশ সেই নানকপন্থী সাধুটীকে দিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। গীতার 'যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং' বাক্যটীতাঁহার জীবনে প্রতিপন্ন হইল।

এলাহাবাদ হইতে অভেদানন্দ কাশীতে গমন করিলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি সারদানন্দের ও সচ্চিদানন্দের (মতি) সহিত বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ[৮] তখনকার বিবরণ নিজেই যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি :

কিছুদিন পর স্বামিজী (স্বামী সারদানন্দ) সীতারামের বাড়ী ছাড়িয়া শ্রীশ্রীদুর্গাবাড়ীর নিকটে অন্নদা দত্তের বাগান বাড়ীতে উঠিয়া যান। আমি

৮ ইনি পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে 'দীনু মহারাজ' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করি এবং নানা বিষয় কথাবার্তাও হয়। অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যান-জপেই কাটান এবং বংশীদত্তের বাড়ীতেই ভিক্ষা করেন। আমি যোগীন স্বামী থাকিতেই ভিক্ষা করিয়া খাইতাম। কখন কখন চাল ডাল কিনিয়া আনিয়া বংশীদত্তের ওখানে রান্না করিয়া আমি ও শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) দুইজনেই খাইতাম। বৈকালে ওঁর ওখানে যাইতাম। কয়েকদিন পরে আমিও উক্ত দত্তদের বাগানে ওঁর নিকটে যাইয়া থাকিতাম। ভিক্ষা করিয়া খাই, ধ্যান-জপ করি আর ওঁর সঙ্গে সদালাপে দিন কাটাই। এই ভাবে প্রায় আষাঢ় মাস অবধি চলিল। কৃপানন্দ (সান্ন্যাল মহাশয়) ও ভূপতি কয়েকদিন বংশীদত্তের বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আষাঢ় মাসের প্রথমেই অভেদানন্দ স্বামী (কালী মহারাজ) প্রয়াগ হইতে বংশীদত্তের বাড়ীতে উঠিলেন। পরে তিনিও বাগানে রহিয়া গেলেন। তখন তিনজন একসঙ্গে বাগানে থাকিতাম। কালী মহারাজও আমার সঙ্গে ভিক্ষায় যান। গঙ্গা স্নানে ও ধ্যান জপে বেশ দিন কাটিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে কথা প্রসঙ্গে ৺কাশী পঞ্চক্রোশী করিবার জন্য তিন জনেরই মত হইল। তারপর আমরা তিন জনে রথযাত্রার দিন সকাল সকাল গঙ্গায় স্নান ও ভিক্ষা করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে তালা বন্ধ করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইলাম। শরৎ মহারাজ ও কালী মহারজের নিকট পয়সা কড়ি কিছুই ছিল না ; আমার নিকট ।৵০ আনা পয়সা ছিল। উঁহারা কিছু লইলেন না দেখিয়া আমিও উক্ত পয়সা ঘরের মধ্যে কুলুঙ্গিতে পুস্তক চাপা দিয়া রাখিয়া গেলাম। চলিতে চলিতে সন্ধ্যার পর এক চটীতে বিশ্রাম করিবার জন্য থাকিলাম। কিছুক্ষণ নিদ্রার পর প্রায় রাত্র ২।৩ টার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ চলার পর কালী মহারাজ বলিলেন, 'আমার বড় জল পিপাসা পেয়েছে।' তখন ভাল

জল অন্বেষণে চলিলাম। এক যায়গায় দেখিলাম লোক জড় হইয়াছে। তখন সেখানে যাইয়া জগন্নাথের রথ রহিয়াছে দেখিলাম ও তিনজনেই রথ দর্শন করিয়া ওখানেই জলপান করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম একটী লোক রাস্তার ধারে বসিয়া তামাকু পান করিতেছে। তখন কালীমহারাজ বলিলেন: 'ঐ যে তামাক খাচ্ছে, চল তামাক খেয়ে আসি।' সেই কলিকাতে শরৎ মহারাজ ও কালী মহারাজ দুইজনেই তামাকু সেবন করিলেন। আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্র প্রায় ভোর হইয়াছে, সেই সময় আর একটী লোকের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল: 'মহাশয়, বসুন না।' আমরা তিনজনেই বসিলাম। বসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল: 'এখানকার কুয়ার জল খুব ভাল, হাত মুখ ধুইয়া একটু পান করিবেন না?' বলিয়াই সে জল লইয়া আসিল। আমরা তিনজনেই হাত মুখ ধুইয়া একটু একটু পান করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা ১০।১১-টার সময় একটী পুষ্করিণী পাওয়া গেল, তার চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধানো। শরৎ মহারাজ বলিলেন: 'এই পুকুরে স্নান করিয়া লইলে হয় না?' আমরা বলিলাম: 'আচ্ছা বেশ।' তারপর স্নান করিয়া আসিয়া কালী মহারাজ বলিলেন: 'স্নান করিয়া কিছু খাওয়া দরকার। ঐ যে দোকান দেখা যায়, ওখান হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইস।' আমি দোকানে যাইয়া বলিলাম: 'আমরা তিন জন সন্ন্যাসী আছি, কিছু খাইতে দাও।' একটী স্ত্রীলোক কিছু মুড়ি আর ছোলা ভাজা দিল। তাহা লইয়া আসিয়া তিনজনে খাইলাম। পুনরায় কালী মহারাজ বলিলেন: 'মিষ্টি না হইলে, জল কি করিয়া খাই, যাও না কিছু মিষ্টি লইয়া আইস।' আমি আবার যাইয়া কিছু মিষ্টি চাহিলাম। দোকানী খানিকটা ভেলী গুড় দিল। তাহা লইয়া আসিয়া সকলে মিষ্টি

ও জল খাইলাম। পরে যে যাহার কাপড় পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। ভয়ানক রৌদ্রের তেজ, রাস্তাও ভয়ানক গরম হইয়াছে, পায়ে জুতা নাই, চলিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। আমি পিছনে পড়িয়া যাইলাম, তাঁহারা দুইজন একটু চলিয়া গিয়াছেন আমি আর চলিতে পারিতেছি না, বড়ই কষ্ট হইতেছে। একটী লোক রাস্তার পাশে একটী বাড়ীর দাওয়াতে বসিয়া একঝুড়ি মালা জপ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া সে বলিল: 'বড় রৌদ্র, একটু বসিযা হাতে পায়ে জল দিয়া বিশ্রাম করুন না।' আমি তাহাকে বলিলাম: দুইজন আগে যাইতেছেন, তাঁহারা না বসিলে আমি কি করিয়া বসিব?' লোকটা বলিল: 'আপনি ওঁদেব ডাকুন, একটু বিশ্রাম করিয়া যাইবেন।' আমি ডাকিলাম, উঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। লোকটী আমাদের বসিতে দিয়া একখানা পাখা লইয়া বাতাস কবিতে লাগিল। তারপর একটা পিতলের গামলা ও খানিকটা জল লইয়া আসিয়া, গামলায় পা রাখিয়া একে একে সকলের পা ধুয়াইয়া দিল। তারপর চরণামৃত পান করিল এবং আমাদের জিজ্ঞাসা করিল: 'কিছু সববৎ পান কবিবেন কি?' আমরা বলিলাম: 'করিব'। স্ত্রীলোকটী সরবৎ তৈরী করিয়া লইয়া আসিল। আমরা তিন জনেই পেট ভরিয়া সরবত পান করিলাম। পুনরায় স্ত্রীলোকটী বলিল: 'কিছু মিষ্টি খাইবেন? আমরা ঘরেই তৈরী করেছি, বাজারের নয়।' আমরা বলিলাম: 'তা বেশ, দিতে পারেন। তখন গজা, মেঠাই ইত্যাদি লইয়া আসিল। আমরা বেশ করিয়া খাইলাম। পরে লোকটী বলিল, এখনও বড় রৌদ্র রহিয়াছে, একটু আরাম করুন। এই বলিয়া সে একটী মাদুর পাতিয়া দিল। শরৎ মহারাজ ও কালী মহারাজ শুইয়া পড়িলেন, আমি বসিয়া

রহিলাম। সে একটী পাত্রে কতকগুলি এলাচ আনিয়া দিল। আমি কয়েকটী খাইলাম, আর কয়েকটী হাতে লইলাম। পুরুষটী কালী মহারাজের পা টিপিতে লাগিল, উনি দিব্যি আরাম করিতে লাগিলেন। তখন শরৎ মহারাজ আমাকে ইসারা করিয়া বলিলেন: 'আর না, চল।' তারপর আমরা দুজন উঠিয়া পড়িলাম, কালী মহারাজও উঠিয়া পড়িলেন। আমার চলিতে বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আমি আর চলিতে পারি না। তখন কালী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বলিলেন: 'তবে সামনের চটীতে আজ থাকা যাক্।' উঁহাদের ইচ্ছা ছিল এখান থেকে একটু দূরে বরুণার ধারে একটী সাধু থাকেন, তাঁহার ওখানে যাইয়া থাকিবেন। আমি আর চলিতে না পারায় সে রাত্রিটা উক্ত চটীতেই থাকিলেন। সকাল বেলা বাহির হইয়া বরুণার নিকট আসিলাম এবং সাধুটীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটী গুহাতে থাকিতেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ইনিই সেই অভয়বাবু যিনি প্রথম আমাকে শিবানন্দজী ও যোগানন্দজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা সাধুটীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া বরুণায় স্নান করিলাম, পরে আদি কেশব দর্শন করিয়া পঞ্চতীর্থে স্নান করিতে যাইলাম। পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া শ্রীশ্রীবেণীমাধব দর্শন করিয়া গঙ্গার ধার দিয়া আসিতেছি, এমন সময় একটী লোক মেটে পাত্রের এক পাত্র দধি আনিয়া আমাকে বলিল: 'স্বামিজি! দধি লইবেন?' আমি বলিলাম: 'আমি বলিতে পারি না, আগে যাঁহারা যাইতেছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, যদি তাঁহারা বলেন তবে লইতে পারি।' এই বলিয়া আমি শরৎ মহারাজ ও কালী মহারাজকে ডাকিয়া দধি লইবার ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। উঁহারা বলিলেন: 'লইয়া লও।' আমি আমার

কমণ্ডলুটী ভরিয়া লইলাম, আরও অনেক দধি রহিল। লোকটী বলিল: 'সবটুকু লইতে হইবে। আগে যাঁহারা যাইতেছেন তাঁহাদের কমণ্ডলুতে ভরিয়া নিন।' শরৎ মহারাজের কমণ্ডলু খুব বড় ছিল। তাঁহাব নিকট হইতে সেইটী চাহিয়া লইলাম, সেটীও ভরিয়া গেল তখন আমি বলিলাম, আর না, বাকীটুকু যা হয় কর। লোকটী বাকী দধিটী গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিলাম। তাবপর সোনারপুরা বংশী দত্তের বাটী আসিয়া উঠিলাম! বেলা প্রায় ২।৩ টা হইবে। বংশী দত্তের বাড়ীতে কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন: 'বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আপনাদেরও আহাবাদি হয় নাই, আমবা রান্না কবিয়া দেই, এখানেই আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করুন, পবে বাগানে যাইবেন।' আমরা সম্মত হইলাম। তাঁহারা রান্না করিয়া আমাদেব তিনজনকে খাওয়াইলেন এবং সকলকে একখানা করিয়া কাপড় দিলেন। আমরা দধি পাইয়াছিলাম, তাহার ঘোল করিয়া সকলে খাইলাম, পবে আসন পাতিয়া ওখানেই শুইয়া পড়িলাম। রাত্রে আমাব খুব জ্বব হইল, ভোর হইতেই গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম। শরৎ মহাবাজ ও কালী মহারাজকে বলিলাম: 'রাত্রে আমার খুব জ্বর হয়েছে, এখন আমি বাগানে চলিলাম।' তখন উহারা বলিলেন: 'চল আমরাও যাচ্ছি।' তিন জনেই বাগানে আসিলাম। দিন গেল, রাত্রে শরৎ মহারাজেরও খুব জ্বর হইল। সকালে বাগানের গাছ হইতে বেলপাতা আনিয়া, তাহার রস করিয়া আমি ও শরৎ মহারাজ দুইজনেই খাইলাম। পরদিন রাত্রে আবার কালী মহারাজেরও জ্বর হইল। তখন একটু চিন্তায় পড়িলাম, তিন জনেরই জ্বর হইয়া পড়িল, এখন কি করা যায়। টাকা পয়সা নাই যে ডাক্তার বৈদ্য

দেখাইব, ওইরূপ ভাবিয়া শেষে বেলপাতার রসই সার করিলাম। তিন জনেই বেলপাতার রস খাই; এইরূপ ২।৩ দিন করিতেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। আরও কয়েকদিন বেলপাতার রস করিয়া খাইলাম। ইতিমধ্যেই কাশীর চৌখাম্বার শ্রীযুক্ত প্রমদা দাস মিত্র আমরা এখানে আছি কি না বেড়াইতে বেড়াইতে জানিতে আসিলেন। ইনি পূর্ব হইতেই আমাদের সঙ্গ করিতেন। আমি তখন বেলপাতার রস করিতেছিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেনঃ 'কি করিতেছেন?' আমি বলিলামঃ 'আমাদের জ্বর হইয়াছিল, তাই বেলপাতার রস খাচ্ছি।' তিনি বলিলেনঃ 'শুধু বেলপাতার রস? না আর কিছু আছে?' আমি বলিলামঃ 'না শুধু রস। তবে গোল মরিচ ও চিনি দিলে ভাল হয়।' তিনি তখন খানিকটা গুড় ও গোলমরিচ আনিয়া দিলেন। এইরূপে কয়েকদিন বেলপাতার রস খাইয়া একটু শক্ত হইলাম। আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই। আব কালী মহারাজ প্রমদা দাস বাবুর বাড়ী হইতে গীতা, উপনিষদ্ আনিয়া উহারা পড়েন, আমি শুনি। বৈকালে প্রমদা দাস বাবু প্রায়ই আসেন, তাঁহার সঙ্গে ধর্ম বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ হয়। এই ভাবে বেশ চলিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রমদা দাস বাবু বলিলেনঃ 'আপনাদের বাপ মা ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই; পিতা-মাতার সেবা করাই উচিত ছিল।' কালী মহারাজের সঙ্গে এইরূপ তর্ক হইতেছিল, তখন শরৎ মহারাজ বলিলেনঃ 'তুমি চোর, তাই চোরের মত কথা বলিতেছ।' প্রমদা দাস বাবু শুনিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং তাঁহার বইও তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। সেই হইতে প্রমদা দাস মিত্রের আসাটাও কিছু দিনের জন্ম বন্ধ হইয়া গেল।"

আরও কিছুকাল কাশীধামে বাস করিয়া দীর্ঘকালের পথশ্রান্তি অপনোদন মানসে অভেদানন্দ বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন মঠে ছিলেন না। তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ) ও নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) মঠ তত্ত্বাবধান করিতেন। সাধন, ভজন ও শাস্ত্রালোচনায় দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। একদিন শশী মহারাজ অভেদানন্দকে গোপনে জানাইয়া দিলেন যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হেতু তিনি জনৈক গুরুভ্রাতার বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং তাহার উপর অত্যাচার হইতে পারে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবগত হইলেন, উক্ত গুরুভ্রাতার মতে মঠে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা অন্যায়; যেহেতু পরমহংসদেব নিজে লেখাপড়া করিতেন না।

যাহা হউক, পাছে মঠে গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় অভেদানন্দ পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং স্থির করিলেন আব কখনও বরাহনগর মঠে ফিরিবেন না। তখন সমস্ত আকাশ জুড়িয়া মেঘ। মৃদুমন্দ বর্ষণও হইতেছে। অভেদানন্দ বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিয়া গঙ্গাপার হইয়া বালির দিকে চলিয়া গেলেন। লাটু (অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বার বার বারণ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। ক্রমে কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী ও আগ্রা হইয়া চিত্রকূট ও সরযূ দর্শন করিয়া জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও গিরণার প্রভৃতি পুণ্যস্থানসমূহ নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নর্মদা পার হইয়া জুনাগড় অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে পোরবন্দরে তিনি শঙ্কর পাণ্ডুরাং, এম, এ মহাশয়ের নিকট শুনিলেন যে সচ্চিদানন্দ নামক জনৈক ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী কিছুকাল পূর্বে তথায় আসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন সচ্চিদানন্দ নামে গুজরাট ও কচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শঙ্কর পাণ্ডুরাং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও তৎকালে অথর্ববেদ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিতেছিলেন। তিনি অভেদানন্দের সহিত

আলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেইস্থানে কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য অভেদানন্দের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। কাজেই ২।৩ দিন তাঁহার আতিথ্য স্বীকারের পর তিনি জুনাগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। জুনাগড়ে অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি সেখানকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুজরাটী ব্রাহ্মণ, মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাটীতে নরেন্দ্রনাথরে সহিত মিলিত হন। ত্রিপাঠী মহাশয়ের বেদান্ত শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। নরেন্দ্রনাথ তথায় পণ্ডিতজীর সহিত বেদান্ত বিচার করিতেছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সেখানে অভেদানন্দকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং পণ্ডিতজীকে বলিলেন: 'ইনি অদ্বৈত বেদান্তী, আমার গুরুভ্রাতা। ইনি আপনার সহিত শাস্ত্রালাপ করিবেন।' অভেদানন্দ তখন পণ্ডিতজীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে অভেদানন্দ বরাহনগর মঠ সম্পর্কীয় যাবতীয় ঘটনা নরেন্দ্রনাথের সমক্ষে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তিনি আর কখনও উক্ত মঠে গমন করিবেন না। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: 'তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, তোমাকে লইয়াই মঠ, তুমি মঠে না গেলে মঠ কাহার জন্য?' এইরূপে অনেক বুঝাইলে অভেদানন্দ তাঁহার আদেশ পালনে সম্মতি জানাইলেন।*

জুনাগড়ে কিছুদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহানন্দে যাপন করিয়া অভেদানন্দ দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও বোম্বাইয়ের দিকে চলিলেন। অভেদানন্দ যথাক্রমে দ্বারকা ও প্রভাসতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া জাহাজে করিয়া

* এই সময়ে অভেদানন্দকে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন: 'এদেশে খালিপায়ে বেড়াচ্ছ, ভুগ্‌তে হবে।' বলা বাহুল্য মহাপুরুষের বাক্য প্রায় দেড় বৎসর পরে ফলিয়াছিল।

বোম্বাইয়ে পৌঁছিলেন এবং সেই স্থান হইতে মহাবালেশ্বরে আসিলে নরোত্তম মুরারজী গোকুল দাসের বাটীতে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। সেইস্থানে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি পুণা, বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি ভ্রমণ করেন এবং তাপ্তী, গোদাবরী ও কাবেরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে কখনও পদব্রজে কখনও বা রেলে চড়িয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। তথায় মহাসমুদ্র-ত্রয়ের সঙ্গমস্থলে স্নান সমাপনান্তে তিনি রামেশ্বর দর্শন করিলেন এবং তৎপরে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি একে একে পরিভ্রমণ করিলেন। কুম্ভকোনমে তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ মৌনব্রতধারী এক সাধু দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

আলমবাজার মঠ

এইরূপে বহুদিন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাদ্রাজ হইতে চতুর্থ শ্রেণীর 'ডেক্ প্যাসেঞ্জার' হইয়া তিনি জাহাজে উঠিলেন এবং বিস্বাদ সমুদ্রজলসিক্ত তিক্ত চিড়া আহার করিয়া প্রায় তিন দিন যাপন করিলেন। কলিকাতায় অবতরণ করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৮৯১ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে বরাহনগরের বাড়ী ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ আলমবাজারে একটী বাড়ীতে মঠ স্থানান্তরিত

করিলেন। "আলমবাজার হইতে লোচন ঘোষের ঘাটে যাইবার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এই বাড়ীখানি অবস্থিত। রাস্তার উত্তরে মোটা থামওয়ালা চট্টোপাধ্যায়দিগের বাটী। সদর দরজা পূর্বদিকের গলির ভিতর। সদর দরজা দিয়া ঢুকিতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী রক। সম্মুখে উঠান। তাহার পর পশ্চিমমুখী তিন ফোকর ঠাকুর দালান। উত্তর দিকে একটি ঘোরান সিঁড়ি দোতালায় উঠিয়াছে। দোতালার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুইটী বারাণ্ডা। বারাণ্ডা লাল, নীল, রঙ্গীন আটকোনা টালি দিয়া মোড়া। পূর্বদিকের বারাণ্ডার উত্তর দিকে একটী লম্বা বড় ঘর, তিনটী দরজা এবং সড়কের দিকে একটী গবাক্ষওয়ালা বারাণ্ডা। বড় ঘরের পূর্বদিকে একটী দরজা এবং তাহার পর একটী ছোট ঘর।

"দক্ষিণ দিকের গবাক্ষওয়ালা বারাণ্ডা দিয়া গেলে একটী কাঠের ঝিলিমিলি দেওয়া স্নানের ঘরে উপস্থিত হওয়া যায়। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বারাণ্ডায় গোল থাম ও কাঠের বারাণ্ডা। স্নানের ঘরের পার্শ্বদিয়া গমন করিলে দক্ষিণ দিকে একটী দরজা দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঐ দরজা দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইবার পথ।

"দক্ষিণ দিকের দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া একটী প্রশস্ত পথ। পথটীর বামদিকে একটী এবং ডানদিকে সারি সারি তিনটী ঘর। উভয় পার্শ্বের দুইটী ঘরের জানালা এই গলির ভিতর। বামদিকের ঘরটী ঠাকুর ঘর। দরজা ও দুইটী জানালা দক্ষিণমুখী। ভিতর বাড়ীতেও একটী উঠান ছিল এবং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটী ছাতওয়ালা বারাণ্ডা। কেবল পূর্বদিকে বড় একটী ছাত, তাহার উপর আবরণ ছিল না ঠাকুর ঘরের পার্শ্বদিয়া নীচে নামিবার একটী সিঁড়ি এবং ঠাকুর ঘরের সম্মুখে যে দালানটী তাহার পূর্বকোণে একটী ছোট ঘর, তাহাতে ঠাকুরের ভাঁড়ার থাকিত।

পূর্বদিকের খোলা ছাতের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীরের কাছে, নিম্নস্থ রন্ধনগৃহের ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য অনেকগুলি ঘুলঘুলি ছিল। ইহার অল্পদূরে দক্ষিণ দিকে একটী পাইখানা।

"পশ্চিম দিকের তিনটী ছোট গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিমটিতে শশী মহারাজ থাকিতেন। এই গৃহের জানালা হইতে বাহিরের গলি অনেকটা দেখা যাইত। শশী মহারাজের ঘরের উত্তর দিকে অর্থাৎ মধ্য কক্ষটীতে কালী বেদান্তী পড়াশোনা ও জপধ্যান করিতেন।

"ঠাকুর ঘরের পার্শ্ব দিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া এক তলাতে গেলে বাঁদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে রাঁধিবার ঘর। রান্নাঘরের দক্ষিণ দিকে আর একটী এঁদো পড়া ঘর ছিল, তাহার পর রান্নাঘরের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে গেলে পূর্বদিকে একটা গলি। গলি একটী শানবাঁধান ঘাটওয়ালা পুকুরে শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকের পুকুরটীও বাড়ীর অন্তর্গত। উঠানের উত্তর পশ্চিম দিকে কয়েকটী এঁদো পড়া ঘর ছিল। সেইগুলি ব্যবহৃত হইত না। বাহির বাটীর উপরকার হলঘরের নীচে একতলায় গোটা দুই এঁদোপড়া ঘর ছিল, তাহা কোনও কাজে লাগিত না।"[১]

আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরে অভেদানন্দের পায়ে গিনি ওয়ার্ম্ (Guinea worm) দেখা দিল তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর ফুলিয়া গেল। সাতবার তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ যেভাবে ঘৃণা ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্ষতের পূঁজ রক্তাদি পরিষ্কার করিতেন তাহা মরজগতে সত্যই দুর্লভ। ক্রমে ধীরে ধীরে ক্ষত শুকাইয়া আসিলে তিনি স্বামী সারদানন্দের কাঁধে হাত রাখিয়া এক পা

(১) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ° ২৮৩

এক পা করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। এই রোগে তিনি প্রায় চারিমাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন : "* * * How the Swami Saradananda nursed me with the greatest brotherly love that I have ever heard of, for four months at the Alambazar Math, when I had seven operations on my left foot on account of an attack of Guinea worm, which I had caught in my foot while travelling bare-footed through Guzrat to Dwaraka and Probhash Tirtha." (*Leaves from My Diary, 24th Sept. 1897*)[২]

"এই সময় মঠের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছিল। বরাহনগর মঠের উঞ্ছবৃত্তির অবসান ঘটিয়াছিল। আহারে আর তত কষ্ট ছিল না। শতচ্ছিন্ন সতরঞ্চির স্থানে নূতন সতরঞ্চির আমদানী হইয়াছিল এবং একখানি ছোট চৌকি ও রিডিং ল্যাম্প ও কাপড় হইয়াছিল। অভেদানন্দ সেই ল্যাম্পের সাহায্যে রাত্রিতে নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করিতেন।

"এই সময়ে সকলেই (নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত) তীর্থ পর্যটন ও তপস্যাদি করিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের তপস্যার ফলস্বরূপেই হউক বা যে কারণেই হউক এই সময়ে আলমবাজার মঠে বহু প্রকারের দ্রব্যাদি

(২) আমার মনে পড়িল কিরূপে স্বামী সারদানন্দ সোদরাধিক যত্নের সহিত আলমবাজার মঠে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তখন আমার পায়ে গিনিকীটের আক্রমণ হইতে সঞ্জাত ব্যাধির জন্য সাতবার অপারেশন করিতে হইয়াছিল। সে রোগ গুজরাটের দ্বারকা, ও প্রভাস প্রভৃতি তীর্থে নগ্নপদে ভ্রমণের সময় আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

আসিতে লাগিল—মা লক্ষ্মী যেন হঠাৎ তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শশী মহারাজ ও তাঁহার সহকারী তুলসী মহারাজ উৎসবাদিতে ভক্তদিগকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন এবং উদ্বৃত্ত প্রসাদ ভক্তদিগেব বাড়ীতে প্রেরণ করিতেন।

"একদিন বড় হলঘরে সকলেই বসিয়া আছেন। সাধুর কি আদর্শ হওয়া উচিত তাহাই তখন আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন: 'সাধুর রুক্ষ মুখ, জীর্ণ ও ছিন্ন বসন ও নিতান্ত কৃশ দেহ হওয়াই উচিত।' স্বামী অভেদানন্দ তাঁহাদের আলোচনা স্থির হইয়া শ্রবণ করিলেন। তিনি অবশেষে বলিলেনঃ 'সাধু হয়েছি বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি যে, উপোস কর্তেই হবে, গায়ে ছাই ভস্ম না মাখ্‌লে চল্‌বে না, আর ধুলো-কাদায় মাখা-মাখি কর্তে হবে? সাধুর জীবনব্রত হচ্ছে জগতকে ধর্ম দান করা। সাধুকে সব বিষয়ে শিখ্‌তে হয়, কারণ সাধারণ লোকের কাজে যেখানে ভুল হচ্ছে, সাধু সেই ভুলটী দেখিয়ে শুধ্‌রে দেবে। শুক্‌নো সন্নিসি হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা আমার আদর্শ নয়। আমার আদর্শ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব)। তিনি যা বলে গেছেন এবং শাস্ত্রে যা পাচ্ছি তা জগতকে শোনাব। শুক্‌নো চিম্‌সে সাধু হলে তার কথা কেউ শোনে না। কি জান, 'পহেলা দর্শনডালি, পিছে গুণ বিচারি।' এই বলিয়া তিনি আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিয়া বলিতে লাগলেন:

"দয়ানন্দ প্রথম ন্যাংটা সাধু হয়ে বক্তৃতা কর্তে লাগ্‌ল। ন্যাংটা সাধু, ভিখারী, সে আবার কি জানে—ব'লে লোক তাকে উপহাস কর্তো। যখন দেখ্‌লে—ভেক্ না হলে ভিখ্ মিলে না, তখন সে মাথায় মস্ত এক পাগড়ী বাঁধ্‌লে, লম্বা আলখেল্লা পরলে। এই বেশে যখন বক্তৃতা কর্তে উঠ্‌লো, তখন লোকে তার কথা শুন্‌লে। আগে যে দয়ানন্দ ছিল, তখনও সেই দয়ানন্দই,

তবে ভোল ফেরাতে কথায় জোর এল। ভোল না হলে কি মানুষ কাজ কর্‌তে পারে? আনুসঙ্গিক জিনিষের জন্য সাধুর সাধুত্ব নষ্ট হয় না। যাদের লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়, তাদের ভোল রাখ্‌তেই হয়, না হলে কাজ হয় না।

"দয়ানন্দ ডাণ্ডাবাজ সাধু ছিল। তর্ক-বিতর্কে যত না হোক, গালমন্দ করে সভা জিত্‌তো। নবদ্বীপে যখন গিছ্‌ল তখন সেখানকার পণ্ডিতগণ তাকে ন্যায়ের ফাঁকে ফেলে হারাবে ভেবেছিল। বাঙ্গালী পণ্ডিত সংস্কৃতে ভাল কথা কইতে পারে না। দয়ানন্দ অনর্গল সংস্কৃতে আলাপ কচ্ছে। বাঙ্গালী পণ্ডিতরা কথা বল্‌তে গিয়ে একটু আধটু ব্যাকরণের ভুল কর্লে, তখন দয়ানন্দ গালমন্দ ক'রে তাদের ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দিলে।

"দয়ানন্দ খুব সাহসীও ছিল এবং তাঁর একটী সত্য কাহিনীও ওদেশে খুব প্রচারিত। সে একবার কোন দেশীয় রাজার রাজসভায় যায়। তেজস্বী সাধু! মহারাজের দরবারে সকলেই তাকে সম্মান কর্‌লে। কথাপ্রসঙ্গে দয়ানন্দ জান্‌তে পারলে যে, মহারাজ একটী স্ত্রীলোক রেখেছে। এই শুনেই দয়ানন্দ অগ্নিশর্মা! সভায় গিয়ে সকলের সম্মুখে রাজাকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি গাল পাড়তে লাগ্‌লো। এই কি হিন্দু রাজার আচার? একটা কুত্তিকে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। রাজা তো অপ্রতিভ, মাথা হেঁট্‌ করে বসে রইল। আর সেই স্ত্রীলোকটীর বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিলে।

" 'সাধুর রাগ জলের দাগ।' দয়ানন্দ এই কথা একদম ভুলে গেছে। সেই নষ্ট স্ত্রীলোকটী দয়ানন্দকে বাহ্যিক খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাতে লাগ্‌লো। দয়ানন্দ তো তাকে চেনে না। একদিন সে দয়ানন্দকে খেতে নিমন্ত্রণ কর্লে। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। তা খেয়ে দয়ানন্দ

স্বামীর দেহ যায়। মৃত্যুকালেও সে তার মহত্ত্ব দেখিয়ে গিছ্‌লো, সে কারুর নাম করে নি।

"অভেদানন্দের নিকট হইতে দয়ানন্দ স্বামীর এই প্রকার পরিণামের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন।"[৩]

১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে ইংরাজী কাগজে মারউইন মেরী স্নেল নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এক পত্র লিখেন। আলমবাজার মঠের সকলে ধারণা করিয়াছিলেন, উক্ত স্বামী বিবেকানন্দ কোনও মাদ্রাজী পণ্ডিত—কি কিছু হইবে, কারণ মাদ্রাজীদের নামের সঙ্গে'স্বামী'-শব্দ যোগ থাকে। পরে জানিতে পারা গেল, স্বামী বিবেকানন্দ আর কেহই নহেন, তাঁহাদের প্রিয়তম গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ। সুতরাং তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছুদিন পরে মঠেও পত্র আসিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, আমেরিকায় তাঁহার দেশবাসীদের কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে যা তা বলিয়া বেড়াইতেছেন এবং তিনি যে দেশের কেহই নন, একটা ভ্যাগাবণ্ড তাহাই জোর গলায় প্রচার করিতেছেন। সুতরাং তিনি যে হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। তাহার জন্য কলিকাতায় সভা করিয়া তাঁহার কার্য সমর্থন করিতে হইবে এবং তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি তাহাও বলিতে হইবে।

স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও অভেদানন্দ তিনজন স্থির করিলেন যে, সভা করিয়া অভিনন্দন পাঠাইতেই হইবে। স্বামী অভেদানন্দ তখনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিয়া

(৩) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ° ৫৩

সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহস্থ ভক্তদের ভিতরও অনেকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মনোমোহন মিত্র আফিস হইতে আসিয়া যতটুকু সময় পাইতেন ততটুকু এই কার্যে থাকিতেন। অভেদানন্দ এই সময় আহার নিদ্রা ভুলিয়া উন্মাদের মত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সভার আয়োজন করিতেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের লোককে সভায় আনিতে হইবে, সুতরাং মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অনুরোধ করিবার জন্য একদিন হরমোহন মিত্র, মনোমোহন মিত্র ও স্বামী অভেদানন্দ একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নিকট গমন করিলেন। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন: 'হিন্দু হয়ে যারা বিলাত যায় তারা তো ভ্রষ্টাচার, তাদের সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ।' মনোমোহন তখনকার মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীদের আচার ব্যবহার বেশ বুঝিতেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: 'বাবুজী! আপ্‌কো নাম তো কোম্‌টীমে চড়া গিয়া।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত আপত্তি দূর হইল। তারপর বাকী রহিল সভাপতি নির্বাচন। অভেদানন্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন মিত্র, ও ভূপেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ কয়েক জন মিলিয়া স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিতে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন: 'বিবেকানন্দ নাম গুরুদত্ত নহে এবং শাস্ত্রমতে শূদ্রের সন্ন্যাসের বিধি নাই, সুতরাং তিনি এই প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না।' অবশেষে তাঁহারা উত্তর পাড়ার স্বনামধন্য জমীদার রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট গমন করেন। তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ বলা হইল। তিনি তাঁহাদের মুখে আমেরিকান কাগজের: 'After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this lear-

ned nation' এই মন্তব্যটী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সভাপতিত্ব করিতে রাজী হইয়া বলিলেন: 'তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আমেরিকায় গিয়া হিন্দুধর্মের এই যে সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য India should remain eternally grateful to him.'

১৮৯৪ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা টাউন্ হলে সভা হইল। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সভায় স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ ও আমেরিকা দেশবাসীগণকে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে যথারীতি অভিনন্দিত করা হইল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন: "কালী বেদান্তী এই সময় প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউনহলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্যপ্রণালী মুদ্রিত করা এবং সেই সভার রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠান প্রভৃতি সমস্ত কার্য তিনি সাধনার মত করিয়াছিলেন।"

সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। চিকাগো ধর্মমহাসভায় সিংহলের বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি ধর্মপাল সেদিন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অভেদানন্দেব সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন: 'Give them spiritual food.' বার বার এক কথা শ্রবণ করিয়া অভেদানন্দ একটু বিরক্ত হইলেন ও হাস্য কবিয়া বলিলেন: 'শুধু কি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে spiritual (ধর্ম) হয়? এই যে লোক সকল আনন্দে প্রসাদ পাচ্ছে, কীর্তন করে বেড়াচ্চে; ঠাকুর ঘরে, পঞ্চবটীতে প্রণাম কচ্ছে; জপধ্যান কচ্ছে; তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কথা নিয়া আলোচনা কচ্ছে, এগুলি কি spiritual food নয়? দেখছ না, হাজার লোক মান-

মর্যাদা ভুলে গিয়ে সকলে কেমন করে একপ্রাণ হয়ে মিলেছে,—আনন্দে বিভোর হয়ে রয়েছে। এইই তো spiritual food,—আধ্যাত্মিক খাদ্য। কতকগুলো বক্‌লে spiritual food হয় না।' ধর্মপাল তাঁহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহার কিছুদিন পর অভেদানন্দ পুনরায় তীর্থপর্যটনে বাহির হইলেন এবং নৈনীতাল প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৫ সালে আলমোড়াতে কয়েক মাস অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে তিনি 'হিন্দু প্রিচার' নামক এক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায় লিখেন। তাহা হইতে তাঁহার ভাবী কর্মপদ্ধতির আভাষ পাওয়া যায়। অবশেষে ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ধর্ম প্রচারকের বেশে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

লণ্ডনে

১৮৯৬ সাল অভেদানন্দের জীবনে একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনধারার গতি নূতন পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি এই বৎসর ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে রওয়ানা হইলেন।

নূতন রঙ্গমঞ্চে, অভিনব অভিনেতার নবসাজে সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইল। এতকালের চিরাচরিত অভ্যাস –তরুতলে বাস—মাধুকরী আহার ও নগ্নপদে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া নূতন অভিনেতার সাজে—

ধর্মপ্রচারকের নব সাজে তাঁহাকে সজ্জিত হইতে হইল। এই ভূমিকায় তিনি আর 'কালী তপস্বী' নন—এই ভূমিকায় তিনি তখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচক্র-প্রবর্তনকারী—তাঁহার Apostle.

আগষ্টের মাঝামাঝি এস্. এস্. গোলকুণ্ডা নামক জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের যাত্রী হইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাগণ বিদায় দিতে জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাহাজ ছাড়িতে একদিন বিলম্ব আছে, সুতরাং রাত্রিতে তাঁহারা সকলে বলরাম মন্দিরে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন যথাসময়ে তাঁহারা আউটরাম্ ঘাটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত গুরুভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহার ফটোতোলা হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিতে উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষার শেষ। পৃথিবীবক্ষে শরতের শোভা। সমুদ্রবক্ষ কিন্তু মৌসুমী-বায়ুর প্রকোপে অশান্ত ও চঞ্চল। ভীমকায় তরঙ্গরাজি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আকাশকে স্পর্শ করিতে উদ্যত। সুবৃহৎ অর্ণবপোত তাহাদের ক্রীড়নকে পরিণত। তাহাকে এক ঢেউ অপর ঢেউয়ের মাথায় নিক্ষেপ করিতেছে। যেন বল লুফালুফি খেলা চলিতেছে। এদিকে আরোহীদের প্রাণান্ত, জাহাজের অবিরাম নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পাকস্থলীও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ফলে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত উদ্গীরিত হইবার আয়োজন হইয়াছে।

সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত অভেদানন্দ সমুদ্রপীড়ায় (Sea sickness) অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। মাথাধরা, বমি, অল্প অল্প জ্বরভাব আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তখন নিরামিষাশী; সুতরাং জাহাজে

তাঁহার অসুবিধাই হইতেছিল। জাহাজে নিরামিষ আহারের সুব্যবস্থা নাই। জাহাজ যখন লোহিত সাগরে প্রবেশ করিল তখন হইতে মৌসুমী-বায়ুর প্রকোপ কমিয়া গেল। ক্রমে সুয়েজখাল অতিক্রম করিয়া জাহাজ ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিল। দূরে সিসিলী দ্বীপের এট্‌না নামক আগ্নেয় পর্বত দেখা যাইতেছিল। জাহাজ যত অগ্রসর হইতে লাগিল ততই ইটালীয় বিসুবিয়সের রুদ্রমূর্তি সকলের চক্ষের গোচর হইল। অর্ণবপোত ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল। এখানে উন্নত পর্বত-গাত্রে অনলবর্ষী ব্রিটিশ কামানসমূহ প্রণালী লক্ষ্য করিয়া সজ্জিত রহিয়াছে। এই প্রণালী অতিক্রম করিবার সময় সর্বদেশীয় জাহাজকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' উত্তোলন করিতে হয়। জিব্রাল্টার অতিক্রম করিয়া বিস্কে উপসাগরে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ আবার ঝড়ের মুখে পড়িল। এবারও অভেদানন্দের Sea sickness উপস্থিত হইল। অবশেষে বিস্কে উপসাগর পার হইয়া জাহাজ ইংলিস্ চ্যানেলে প্রবেশ করিল, এবং ডোবার প্রণালী অতিক্রম করিয়া ক্যণ্ট শায়ারের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল এবং অবশেষে টেমস নদীতে প্রবেশ করিয়া য়্যালবার্ট (Albert) ডকে উপস্থিত হইল। জাহাজে ভারত হইতে ইংলণ্ডে পৌছিতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ লাগিয়াছিল।

মাসাধিককাল জাহাজে বাস করিয়া অভেদানন্দ সেই জীবন যাত্রা প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নূতন এবং অপরিচিত দেশে অবতরণ করা অপেক্ষা জাহাজে অবস্থান করাই তাহার নিকট শ্রেয় মনে হইতেছিল। অবশেষে সকল যাত্রীর সহিত তিনি ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। পোতাশ্রয়ে অবতরণ করিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দ বা মিষ্টার ষ্টাডি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া

আছেন, এমন সময় তাঁহার জাহাজের সঙ্গী একটী বাঙ্গালী যুবক বলিল, তাড়াতাড়ি গাড়ী না ধরিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে। যুবকটী প্রসিদ্ধ W. C. Bonerjeeর বাড়ীতে যাইবেন। যুবকটী বলিলেন, W. C. Bonerjee-র বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের বাসস্থানের সংবাদ পাওয়া যাইবে। তাহা শুনিয়া অভেদানন্দ W. C. Bonerjeeর বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহার সমস্ত মাল পত্রাদি এক্সপ্রেস কোম্পানীর হেপাজতে রাখিয়া এবং তাহা ষ্টার্ডির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে নির্দেশ দিয়া অভেদানন্দ ডক্ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া W. C. Bornerjeeর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে W. C. Bonerjee বাড়ীতে ছিলেন না। যুবকটী W. C. Bonerjee-র স্ত্রীর সঙ্গে অভেদানন্দের আলাপ করাইয়া দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনের প্রান্তভাগে উইমবলডনে মিস্ মুলারের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন এবং পূর্বদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি তখনই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। মিসেস্ ব্যানার্জী কিছু জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ কবিলেন কিন্তু অভেদানন্দ আর এক মুহূর্তও দেরী না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সহিত দেখা কবিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ায়, মিসেস্ ব্যানার্জী নিজ পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে মিস্ মুলারের বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি অভেদানন্দের সঙ্গে বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভূগর্ভ রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

অভেদানন্দ আর্লস কোর্ট জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া যথাসময়ে উইমবলডন্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন এবং ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া

মিস্ মুলারের বাড়ীতে পৌছিলেন। দরজায় কড়া নাড়া দিতে একটী ছোট মেয়ে দরজা খুলিয়া দিল। মিস্ মুলারের খবর জিজ্ঞাসা করাতে ভিতর হইতে মিস্ মুলার তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিলেন। পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন। সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও মিঃ ষ্টার্ডিকে দেখিতে না পাইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহাদের সঙ্গে অভেদানন্দের দেখাই হয় নাই। মিস্ মুলার তাহা শুনিয়া অপ্রতিভ হইলেন ও তাঁহার অদ্ভুত নির্ভীকতা ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মিস্ মুলার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন এবং আহার করিতে দিলেন। অভেদানন্দের শরীরে ইংলণ্ডের শীতের উপযোগী কাপড় চোপড় না থাকাতে তিনি শীতে কাঁপিতেছিলেন। তাই তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিতে দেওয়া হইল। মিস্ মুলার বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি অভেদানন্দকে নিজ সন্তানবৎ যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনিই তাঁহাকে ইংলণ্ডে আসিবার পাথেয় পাঠাইয়াছিলেন। আহার শেষ হইলে অভেদানন্দকে লইয়া তিনি Army & Navy Store-এ গমন করিয়া পশম ও ফ্লানেলের জামা মোজা প্রভৃতি আবশ্যকীয় পরিচ্ছদাদি কিনিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও হতাশাপীড়িত স্বামী বিবেকানন্দ ও ষ্টার্ডি বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল অভেদানন্দ লণ্ডনের জনস্রোতে হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অভেদানন্দের নিখোঁজের সংবাদ মিস্ মুলারের নিকট বিবৃত করিতে যাইবেন এমন সময় অভেদানন্দ অগ্নিকুণ্ডের নিকট হইতে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে হঠাৎ এইভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন

এবং আনন্দের সহিত তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ভারতে তাঁহার বক্তৃতার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আলমবাজার মঠ ও ভক্তগণের সকল সংবাদ গ্রহণ করিলেন। অভেদানন্দ তখন হইতে মিস্ মূলারের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে গমন করিয়া বেদান্তের অনুরাগী ও স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুবর্গের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন।

সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের বৈঠকখানায় বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তাঁহার আলোচনা শ্রবণ করিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলা উপস্থিত হইতেন। এই সময়ে মিস্ নোবল নামে একজন আইরিশ কুমারী তাঁহার বক্তৃতায় প্রায় সর্বদাই আসিতেন। তিনি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনিই পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কার্যে সারাজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় ইনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রায় একমাস হইল, অভেদানন্দ ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি ইংরাজ জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। একদিন তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহাকে খৃষ্ট থিয়োসফিকেল সোসাইটীতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। তাহা শুনিয়া তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই তাঁহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিলেন: 'তোমাকে এবার বক্তৃতা দিতে হইবে।'

'সেকি কথা! আমি কি করে বক্তৃতা দিব! আমি বক্তৃতা কর্তে জানি না।'

'ওকথা শুন্‌ব না, বক্তৃতা দিতেই হবে।'

'আমার সে ক্ষমতা নাই। আমি কিছুতেই বক্তৃতা কর্তে পারব না।'

'তবে এখানে এলে কেন?'

'তুমি ডেকেছিলে তাই। বলতো আবার ফিরে যাচ্ছি। বক্তৃতা দিতে হবে একথা জানলে কখনই আস্‌তুম না।' •

'তা হবে না। এখানে তোমাকে থাকৃতে হবে এবং বক্তৃতা দেওয়া শিখ্‌তে হবে।'

'আমি পারব না।'

'তুমি তা'হলে আমাকে অপদস্থ কর্তে চাও?'

'কেন অপদস্থ হবে?'

'এ সভায় বক্তৃতা দিতে আমাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বলেছি এবার আমি বক্তৃতা কর্ব না। আমার এক গুরুভ্রাতা এখানে এসেছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তিনিই বক্তৃতা কর্বেন। তারা শুনে খুব খুশী হলেন এবং নোটিশ ছাপতে দিলেন।'

—'তুমি আমাকে আগে না জানিয়ে ঐ রকম নিমন্ত্রণ নিলে কেন?'

—'নিয়ে ফেলেছি এখন তার কি হবে।'

—'তবে বক্তৃতা কি করে আরম্ভ ও শেষ কর্তে হয় বলে দাও।'

'আমাকে কে বলে দিয়েছিল? Out of the fullness of the heart the mouth speaketh—তোমার অন্তর যে ভাবে পূর্ণ রয়েছে তা দাঁড়িয়ে বল্‌বে। তুমি তো কালী বেদান্তী, এতদিন বেদান্তের আলোচনা কর্‌লে—সেই সম্বন্ধে বলবে। এই পঞ্চদশী একখানি বেদান্ত গ্রন্থ—এতে যা শিক্ষা দেয়—তা ইংরাজীতে লেখ। লিখে পাঁচ বার পাঠ কর— পরে সভায় দাঁড়িয়ে তা-ই বল্‌বে।'

—'ইংরাজীতে লেখা আমার অভ্যাস নাই।'

—'চেষ্টা কর, Try, Try, Try again. Practice কর,—Practice makes perfect.'

এই আলোচনার পর অভেদানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া নিজেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। প্রচারিত নোটিশ অনুযায়ী বক্তৃতা না করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে অপদস্থ হইতে হইবে ইহা প্রাণ থাকিতে কখনই ঘটিতে দেওয়া হইবে না, সুতরাং বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হওয়াই একমাত্র পন্থা রহিল। অভেদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে স্মরণ করিয়া 'পঞ্চদশী'-কে অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহা বার বার পাঠ করিয়া অধিগত করিলেন।

অবশেষে বক্তৃতার দিন উপস্থিত হইল। ১৮৯৬ সালের ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যায় (33 Bloomsburry Square, W. C. London.) খৃষ্ট থিয়োসফিকেল সোসাইটীর অধিবেশন হইবে। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নবাগত প্রচারকের বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্র নাথ দত্ত, মিঃ ষ্টার্ডি, গুড্‌উইন্, মিস্ মুলার, মিস নোবল (সিঃ নিবেদিতা) ক্যাপটেন সেভিয়ার ও তাঁহার বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে স্মরণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সম্মুখে বিবেকানন্দ ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে দেখিয়া তাঁহার 'stage fright' উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তিনি অসাধারণ ধৈর্যসহকারে শান্ত করিলেন। বাহিরের লোক তাঁহার মনের চাঞ্চল্য জানিতে পারিলেন না। তিনি অনর্গল বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বেদান্তের উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ প্রাঞ্জল করিয়া বলিতে লাগিলেন। সত্যই সেদিন মুখে যেন দেবী সরস্বতী বসিয়াছেন! এতদিনে শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদের

ফল প্রত্যক্ষ হইল। অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সভাতেই ষ্টার্ডির দিকে চাহিয়া সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইল। বিবেকানন্দ দাঁড়াইয়া বেদান্ত সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিলেন এবং অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, বক্তৃতায় অভেদানন্দের অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। স্বীয় মাতৃভাষাতেও ইহার পূর্বে তিনি বক্তৃতা করেন নাই। বিদেশীয় ভাষায় বিদ্বজ্জন সমীপে দাঁড়াইয়া দর্শনশাস্ত্রের জটিলতম বিষয় সম্বন্ধে এত সুন্দর ভাবে বক্তৃতা করা একপ্রকার অসম্ভব কার্য। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এমন ভাব প্রকাশ পাইল তিনি যেন আত্মস্থ ভাবে বলিতেছেন: 'আমি যদি এই মর জগৎ হইতে প্রস্থান করি তাহা হইলেও আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মুখ দিয়া আমার বাণী প্রচারিত হইবে।' ক্যাপটেন সেভিয়ার সেই বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন: 'Swami Abhedananda is a born preacher, wherever he will go, he will succeed.' সভাভঙ্গের পর অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'বক্তৃতার সময় তুমি ষ্টার্ডির দিকে চেয়ে অমন মাথা নাড়ছিলে কেন?"

বিবেকানন্দ বলিলেন: 'তোমার সুকণ্ঠ শুনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল তাহাই মাথা নাড়িয়া তাহাকে জানাচ্ছিলাম। You have a resonant voice, which has carrying power.'

স্বামিজীর প্রশংসা শুনিয়া অভেদানন্দের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়া গেল। বিবেকানন্দ আলমবাজার মঠে এই বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন: "The New Swami delivered his maidan speech yesterday at a friendly Society's meeting. It was good and I liked it;

he has the making of a good speaker in him, I am sure." [১] উইম্বলডনে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ Sesame Club প্রভৃতিতে বক্তৃতা করিলেন। পরে কাজের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা মিস্ মূলারের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সহরে 14, Grey Court Garden-এ তিন মাসের জন্য বাড়ীভাড়া করিলেন এবং বক্তৃতা দিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটী হল ভাড়া করা হইল।

নূতন বাড়ীতে স্বামিজী, Goodwin ও অভেদানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। Goodwin স্বামিজীর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিদ্বারা লিখিয়া লইতেন এবং বাজার করিতেন। অভেদানন্দ বাড়ীর কাজ ও রন্ধনাদি করিতেন। বাড়ীতে দাস দাসী ছিল না। স্বামিজীও মাঝে মাঝে রাঁধিতেন এবং ইংরেজ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খিচুড়ী, নিরামিষ ডালনা প্রভৃতি ভারতীয় খাদ্য আহার করাইতেন। গুড্‌উইন্ রান্না করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না।

স্বামিজী যেদিন সন্ধ্যার পর সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেদিন তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। মস্তকে রক্ত উঠিয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইত। অভেদানন্দ রাত্রি জাগিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সেবাকার্য করিতেন। স্বামিজীর আহার সম্বন্ধে কোনও নিয়ম ছিল না। কোনও দিন খুব পেট ভরিয়া মৎস্যাদি আহার করিতেন, আবার কোনও দিন ফলাহার, কোনওদিন উপবাস বা অর্দ্ধ উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ অনিয়মের জন্য তিনি প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে আহার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ খেয়াল অনুযায়ী চলিতেন।

১। Complete Works of S. V.

ইতিমধ্যে জার্মান দার্শনিক পল্ ডয়সন ইংলণ্ড হইতে দেশে যাইতেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার জন্য অভেদানন্দ ও Sturdy-র সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ পল্ ডয়সনের সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিলেন। পরে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রোঃ ম্যাক্সমূলার তখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিবেকানন্দ মিঃ স্টার্ডি ও অভেদানন্দকে লইয়া অধ্যাপকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলে অভেদানন্দ সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রোঃ ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং সংস্কৃত শব্দ শুনিলে বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার জিহ্বা, কণ্ঠ ও কর্ণ সংস্কৃত শব্দে অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকথন চলিতে লাগিল।

স্বামিজীর সহিত অভেদানন্দ ইংরাজ সমাজের সমস্ত অংশ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; হাটবাজার, ধনী দরিদ্র, জীবনযাত্রাপ্রণালী, আমোদপ্রমোদ সমস্ত অবস্থাই তিনি দর্শন করিলেন এবং স্বামিজী প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সব জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিস স্টার স্বামিজীর বক্তৃতায় প্রায়ই আসিতেন। তিনি এপিস্কোপাল্ চার্চ-এর মতানুসারিণী ছিলেন। Episcopal High Church-এর minister রেঃ মিঃ হাউইস অতি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে তিনি অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। তিনি স্বামিজীর সর্বধর্মসমন্বয়ের

ভাব একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং নিজ গির্জায় বক্তৃতা দিবার সময় ধীরে ধীরে ঐ ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ দেশে প্রত্যাগমন করিলে তিনি অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন।

স্বামিজী এই তিন মাসের মধ্যে অভেদানন্দকে লণ্ডন নগরী ও তাহার উপকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে পাঠাইতেন এবং তাঁহার সকল বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

অবশেষে ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে Princes Hall-এ H. B. M. Berchnan Esqr. B. A. (Cantab) মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় স্বামী বিবেকানন্দকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। স্বামিজী বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া অভেদানন্দকে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার মিঃ গুড্উইন ও মিস্ মূলার সমভিব্যাহারে স্বামিজী S. S. Prinz Regent Luitpold নামক North German LLoyed Line-এর জাহাজে ভারতে যাত্রা করেন। অভেদানন্দ ও ষ্টার্ডি তাঁহাকে বিদায় দিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময় হইতে গ্রে কোর্ট গার্ডেনের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং অভেদানন্দ মিঃ ষ্টার্ডির বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তখন খৃষ্টমাসের ছুটি হইয়াছে, সুতরাং বেদান্ত ক্লাস ও বক্তৃতাদি বন্ধ হইয়া গেল। ষ্টার্ডি তাঁহার বাড়ীর তিন তলার ছাদের উপর একটী ছোট ঘরে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঘরটী বেশ নির্জন। বাটীর বা রাস্তার গোলমাল সেখানে পৌছায় না। এই ঘরে অভেদানন্দ রাত্রিতে শয়ন করিতেন ও নীচের পাঠাগারে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। যে ক্ষুদ্র ঘরে স্বামিজী থাকিতেন

তাহাতে কোনও জানালা ছিল না। শুধু একটী কাচলাগান স্কাইলাইট ছিল। ইহাতে ঘর আলো হইত। ঐ ঘরের আসবাবের মধ্যে একটী ছোট লোহার খাট ছিল। তাহার উপর ছিল একখানি তুলাব লেপ ও কম্বল। ষ্টার্ডি নিজে বালিস ব্যবহার করিতেন না, তাই অভেদানন্দকেও বালিস দেন নাই। ঘবে চিম্‌নি না থাকায় রাত্রিতে ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভূত হইত এবং তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি শীতে কাঁপিতে হইত, নিদ্রা হইত না। ষ্টার্ডি নিরামিষাসী ছিলেন, সুতবাং তাঁহার আহারের কোনও অসুবিধা হইত না। তিনি ষ্টার্ডির সঙ্গে ভাত, মটরের দাল, আলু সিদ্ধ ও পাউরুটী আহাব কবিতেন।

খৃষ্ট মাসেব ছুটীর পব ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী হইতে রীতিমত বেদান্তেব ক্লাস আবস্ত হইল। ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটেব হলে সপ্তাহে তিনটী বেদান্ত ক্লাস ও নগরের উপকণ্ঠ উইম্বলডনে সপ্তাহে দুইটী কবিয়া ক্লাস আবস্ত হইল। প্রত্যেক সভায় ষ্টার্ডি সভাপতি হইতেন। বক্তৃতার পব অভেদানন্দকে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। প্রায় সব ক্লাসেই মিস্ নোবল্ (সিষ্টার নিবেদিতা) উপস্থিত থাকিতেন। অভেদানন্দেব বক্তৃতার বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকাব ছিল। বক্তব্য বিষয় শ্রোতাদিগেব মনেও অঙ্কিত করিয়া দিবার প্রণালীও অত্যন্ত নূতন ও অভিনব ছিল।

একদিন তাঁহার 'concentration' (মন-সংযোগ) সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতা চলিতেছে এমন সময় রাস্তায় ইংরাজ সৈন্যগণ Brass band বাজাইতে বাজাইতে কুচকাওয়াজ করিয়া যাইতেছিল। তাহাতে শ্রোতাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল। অভেদানন্দ কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতার শেষে রেভারেণ্ড হাউইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন: 'ব্যাণ্ডের বাদ্যে আপনার বোধ হয় খুব অসুবিধা হইতেছিল? তিনি বলিলেন: 'ব্যাণ্ড কোথায়, আমি তো কিছুই শুনিতে

পাই নি।' রেভারেণ্ড হাউইস্ তাহাতে বলিলেন : 'you have given a perfect demonstration of concentration' (আপনি মনঃসংযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিলেন)।

স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনের বেদান্ত সমিতি রীতিমত সংঘবদ্ধ করেন নাই। সংঘের উপর তাঁহার কোনও বিশ্বাস ছিল না। যেখানে সংঘ সেখানেই দলাদলি, বিবাদ ও কলহ। সেইজন্য শুধু ষ্টার্ডির উপর বেদান্ত সমিতির ভার ছিল। ষ্টার্ডির পরিচালক হিসাবে খুব শক্তিমান ছিলেন না। তিনি নিজে বেদান্ত সমিতির খরচ বহন করিতে পারিতেন না এবং অপরের নিকট হইতে কিছু আদায় করিতেও অক্ষম ছিলেন, তাহা তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত দিত। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া যে অর্থ পাইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ লণ্ডনের প্রচার কার্যের জন্য ষ্টার্ডির নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেখা গেল, স্বামিজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর লণ্ডন-বেদান্ত সমিতি অর্থাভাবে চালান কষ্টকর হইয়া উঠিল।

এই বৎসর ৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপস্থিত হইল। অভেদানন্দ সমস্ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাস করিয়া পূজা, জপ, ধ্যান, চণ্ডীপাঠ করিয়া অতিবাহিত করিলেন এবং সমাগত ইংরাজ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতজীবনী আলোচনা করিলেন। ১০ই হইতে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত ক্লাস বন্ধ হইয়া গেল। বসন্ত কাল আসিয়াছে। ইংরাজ নরনারী সকলেই সমুদ্রতীরে বায়ু পরিবর্তনে গমন করিবেন। অভেদানন্দ মিস্ স্টারের সহিত কেণ্ট্ সায়ারের ওয়েষ্ট গেটে গমন করিলেন। মিস্ স্টার্ ও তাঁহার বন্ধুগণ অভেদানন্দকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় যত্ন করিতেন এবং ইংলণ্ডবাসীদের আচার ব্যবহার শিক্ষা দিতেন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দ ২২শে জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী

শোভাযাত্রা বাহির হইবে। এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য দেশের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। মিস্ স্টার্ এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য সেণ্ট্ মার্টিন্ চার্চের সম্মুখে প্রদর্শনমঞ্চে চারিখানি আসন ভাড়া করিয়াছিলেন। প্রতি আসনের জন্য পাঁচ পাউণ্ড ভাড়া লাগিয়াছিল। শোভাযাত্রায় প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ মহারাণীর ফিটনের পশ্চাতে অশ্বারোহণ বডিগার্ড রূপে যাইতেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কোচ্ বক্সে বসিয়া গাড়ী চালাইতেছিলেন। অপর পুত্র ও পৌত্রগণ ফিটনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছিলেন। মহারাণীর পরিধানে সাদা ধব্ধবে পোষাক ছিল এবং মাথায় কোহিনুরমণ্ডিত মুকুট শোভা পাইতেছিল। আটটী ঘোড়া তাঁহার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ২৪শে জুন হইতে আবার বেদান্তের ক্লাস আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা মিস্ ফিলিপস্ অভেদানন্দকে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেও অনুরূপ অনুরোধ-পত্র আসিল। মিঃ ষ্টার্ডিও তাঁহাকে আমেরিকা গমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জাহাজের ভাড়া কে দিবে? ষ্টার্ডি দিতে রাজী হইলেন; কিন্তু অভেদানন্দ তাঁহার নিকট হইতে পাথেয় লইতে রাজী ছিলেন না। অবশেষে ষ্টার্ডি স্বীকার করিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ অভেদানন্দের খরচের জন্য ৩০ পাউণ্ড বা ৪০০৲ ষ্টার্ডির নিকট জমা রাখিয়াছিলেন, সেই টাকা হইতে তাঁহার জাহাজ ভাড়া দেওয়া হইবে। অভেদানন্দ তাহা শুনিয়া প্রফুল্লচিত্তে নিউইয়র্ক যাইতে সম্মত হইলেন।

অবশেষে ৩১শে জুলাই শনিবার ১২॥ টার সময় সাউদাম্পটন্ হইতে S. S. St. paul জাহাজে তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

নবম অধ্যায়

আমেরিকায় প্রথম পাঁচ বৎসর

(১৮৯৭—১৯০১)

১

লণ্ডন বেদান্ত সমিতির কর্মভার মিঃ ই. টি. ষ্টাডিব উপর ন্যস্ত করিয়া অভেদানন্দ সাউদাম্পটম্ হইতে এস্. এস্ সেণ্ট পলে (S. S. St. Paul) আবোহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা কবিলেন এবং ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট শুক্রবার অপবাহ্নে ৩-৩০ মিনিটেব সময় আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বন্দর নিউইয়র্কে অবতবণ কবিলেন। তাঁহার সঙ্গে বেদ, উপনিষদ ও ষড়দর্শনের গ্রন্থরাজিপূর্ণ এক তোরঙ্গ ছিল। এই পুস্তকগুলি তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুবোধে ভারত হইতে লইয়া গিযাছিলেন।

সেই সময়ে বিদেশজাত দ্রব্যের উপব আমদানী শুল্ক বর্ধিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহাকে 'ডিংবি বিল' বলা হয়। যে সকল বিদেশী আমেরিকার বন্দরে অবতবণ করিতেন তাঁহারা সকলে সেই বিলেব আমলে আসিতেন। তাঁহাদেব বিছানা-পত্রেব সহিত কোনও প্রকার বিদেশজাত দ্রব্য থাকিলে তাহার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ শুল্ক দিতে হইত। তাঁহাদিগকে যে শুল্ক দিতে হইত তাহা দ্রব্যেব মূল্যের প্রায় অর্ধেক। দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিত শুল্ক বিভাগের কর্মচারীগণ। তাঁহাদের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা।

আর যেরূপ সর্বত্র হয়—এই সকল কর্মচারীগণকে অর্ধশিক্ষিত লোকের ভিতর হইতে গ্রহণ করা হইত বলিয়া বিদেশী ভ্রমণকারীগণকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইত।

অভেদানন্দ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে কেহ লইয়া যাইতে আসিয়াছেন কি-না লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন সময় শুল্কবিভাগের কর্মচারীরা তাঁহার বাক্স বিছানা প্রভৃতি খুলিয়া শুল্ক আদায়যোগ্য কোনও দ্রব্য আছে কি-না দেখিতে লাগিল। অবশেষে তোরঙ্গের ভিতর হইতে সংস্কৃত পুস্তক বাহির হওয়াতে সেই সকল পুস্তকের উপরই শুল্ক আদায় করিতে উদ্যত হইল। তাহারা সংস্কৃত জানিত না, সুতরাং পুস্তকগুলির কি নাম, কি মূল্য বা তাহাতে কি লেখা আছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে অভেদানন্দ বলিলেনঃ এই সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য নহে, তাহা তাঁহার নিজের পড়িবার জন্য, সুতরাং ইহার উপর শুল্ক আদায় করা উচিত নহে। অবশেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তাহারা তাঁহাকে বিনা শুল্কেই বইগুলি লইয়া যাইতে দিল।

আরোহীগণ একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু অভেদানন্দকে লইয়া যাইবার জন্য কেহই আসিল না। তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন কেহই আসিল না তখন তিনি নিজেই গন্তব্য স্থান অভিমুখে রওনা হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার নিকটে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা মিস মেরী ফিলিপ্‌সের বাটীর ঠিকানা ছিল। তিনি একখানি হ্যান্‌সাম্ ক্যাব্ ভাড়া করিয়া সেই ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন।

মিস্ ফিলিপ্‌স ১৯ ওয়েষ্ট স্ট্রীটের ৩১নং বাড়ীতে বাস করিতেন।

অভেদানন্দ সেই বাড়ীর দরজায় 'হ্যান্‌সাম্' ক্যাব হইতে অবতরণ করিয়া

দরজার সংলগ্ন কলিং বেলে হস্তার্পণ করিয়া নিজ আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। কলিং বেলের শব্দ শুনিয়া একজন পরিচারিকা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া নিজ নামেব কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিলেন। পরিচাবিকাটী চলিয়া গেল এবং অনতিকাল মধ্যেই মিস্ মেবী ফিলিপ্‌স নীচে নামিয়া আসিলেন এবং অভেদানন্দকে একা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আপনি একা কেন? ভাণ্‌হাগান্ ও যাহারা আপনাকে আনিতে গিয়াছিল, তাহারা কোথায়? তাহাদের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয় নাই?'

অভেদানন্দ বলিলেন: 'আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকেই দেখ্‌তে না পেয়ে একাই চলে এসেছি।'

'আপনি দেখ্‌ছি পুরা দস্তুর ইয়াঙ্কি।'[১]

অভেদানন্দের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্ তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন এবং পরিচারিকাকে তাঁহার জিনিষপত্র লইয়া যাইতে আদেশ দান করিলেন। মিস মেরী ফিলিপ্‌স্ অভেদানন্দকে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানি দেখাইয়া দিলেন। পরিচারিকা তাঁহার সমস্ত জিনিষপত্র ঘরে আনিয়া রাখিয়া দিল।

মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি অবিবাহিতা থাকিয়া সদালোচনায় জীবন যাপন করিতেন।

১। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ 'ইংলিশম্যান' শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে 'ইয়াঙ্কি' বলিত। কাল-ক্রমে এই অপভ্রংশ শব্দই বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তাবাচক কথ্য শব্দে পরিণত হইয়াছে।

অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে উপস্থিত হন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার একখানি ছোটখাট হোটেল ছিল। সেখানে ভদ্র অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আহারের ও বাসস্থানের জন্য উত্তম ব্যবস্থা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অনুরোধে তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা হইতে সম্মতা হন। স্বামী বিবেকানন্দ মেরী ফিলিপ্‌সকে সম্পাদিকা করিয়া এবং ভান্‌হাগান্, মিস্ ওয়াল্‌ডো (যতীমাতা) এবং গুডইয়ার দম্পতীকে সভ্য করিয়া নিউইয়র্কে এক বেদান্ত সমিতি গঠন করেন।

অভেদানন্দ হাত মুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় ভান্‌হাগান্ ও অন্যান্য যাঁহারা তাঁহাকে ডক্ হইতে লইয়া আসিবার জন্য গিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাদের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, অভেদানন্দ নিশ্চয়ই পথভ্রান্ত হইয়াছেন এবং নিশ্চয়ই কোনও না কোনও বিপদে পতিত হইয়াছেন। মেরী ফিলিপ্‌স্ তাঁহাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিষণ্ণ বদন লক্ষ্য করিয়া ভিতরে ভিতরে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি কপট গাম্ভীর্যের সহিত তাঁহাদের বর্ণনা ও স্বামিজীর সম্ভব অসম্ভব সর্বপ্রকার বিপদপাতের কল্পনা উপভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে আর অধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত হইবে না মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন: 'ভয় নাই। স্বামিজী তাঁহার ঘরে নিরাপদে বিশ্রাম কচ্ছেন্।' ভান্‌হাগান্ তাহা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং তখনি অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ছুটিলেন।

ভান্‌হাগান্ জাতিতে ডাচ্ অর্থাৎ হল্যাণ্ডদেশের অধিবাসী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার রাজযোগ ও বেদান্তের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি নিজেকে স্বামী বিবেকানন্দের

শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার বয়স তখন পঁচিশ উত্তীর্ণ হয় নাই, সুতরাং তিনি অভেদানন্দের প্রায় সমবয়সী। তিনি তখন হইতে অভেদানন্দের নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর। ইহা মানহাট্টান দ্বীপে অবস্থিত। ইহার উত্তরে হাড্সন্ ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্ব্বদিকে নদী ও দক্ষিণে হাড্সন্ নদীর এক শাখা। ইহা দৈর্ঘে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে দুই মাইল। পূর্বদিকে হাড্সন্ নদীর তীর দিয়া এক প্রশস্ত রাজপথ। ইহাকে রিভারসাইড্ ড্রাইভ্ বলে। অপরাহ্নে শত শত নর-নারী সান্ধ্যবায়ু সেবনের জন্য এখানে প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকেন। এই নিউইয়র্ক নগরী গগনচুম্বি সৌধমালায় সজ্জিত। সেই সময়ে ৫৬তল উলওয়ার্থ প্রাসাদই আমেরিকায় উচ্চতম বাড়ী ছিল। এই নগরীর পরিকল্পনা লণ্ডন বা অন্য প্রাচীন নগরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নগরীর ষ্ট্রীট ও এভিনিউগুলি পরস্পর সমকোণে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। এভিনিউগুলি উত্তর দক্ষিণে এবং ষ্ট্রীটগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। ইহাদের উপর দিয়া কোণাকুণি ভাবে ব্রড্ওয়েগুলি চলিয়াছে। এভিনিউ ও ব্রড্ওয়ের দুই পার্শ্ব দিয়া পথচারীদের প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাড়ীগুলির নীচের তলায় সর্বপ্রকার রেস্তোরাঁ, গুদাম, মদের দোকান প্রভৃতি রহিয়াছে। এই সহরে যত মদের দোকান রহিয়াছে তাহা একটীর পর একটী সজ্জিত করিলে চৌদ্দ মাইল লম্বা হইবে।

ভান্হাগান্ অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তখন তাঁহাকে বিশ্রামের অবসর দান করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরাহ্নে পুনর্বার ভান্হাগান্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অভেদানন্দকে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন একটী লোক রাজপথের উপরে ছয় ইঞ্চি ব্যাস মুখের দূরবীণ যন্ত্র রক্ষা করিয়া তাহা শনিগ্রহের উপরে স্থির লক্ষ্যে স্থাপন করিয়াছে এবং পথচারীগণকে শনিগ্রহ ও তাহার উপগ্রহমণ্ডলী ইত্যাদি দেখিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। অভেদানন্দ সেই দূরবীণে চক্ষু স্থাপন করিয়া শনিগ্রহ ও তাহার একাদশ উপগ্রহ ও জ্যোতিস্ময় বন্ধনী দেখিতে পাইলেন। লোকশিক্ষার এই অভিনব উপায় দর্শনে অভেদানন্দের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি এই দেশের লোকের শিক্ষার আস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিজ দেশের অধিবাসীগণের অসহায় অবস্থা ও শিক্ষার অভাব চিন্তা করিয়া বিমর্ষ হইলেন।

তিনি ক্রমে সেন্ট্রাল পার্কের জ্যুলজিকেল গার্ডেনের উত্তর মেরুর শ্বেত ভল্লুক দর্শন করিলেন। জেনারেল গ্রাণ্ট্, যিনি আমেরিকার স্বাধীনতার সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রিভারসাইড্ ড্রাইভে তাহার মর্মর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কাঁচের বৃহৎ আধারে রক্ষিত সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবজন্তু দেখিবার জন্য তিনি নৌকায় হাড্‌সন্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিলেন। নবাবিস্কৃত ফনোগ্রাফ ও ইলেকট্রোস্কোপ দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দূরবীণে চন্দ্রকে দেখিতে গিয়া তাহাতে অবস্থিত উপত্যকা ও পর্বতগুলি অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। একজন লোক চার্ট দেখিয়া উপত্যকা ও পর্ব্বতগুলির নাম বলিয়া দিতে লাগিল। গ্লেন আইলাণ্ডে মিঃ ষ্টেবিনের বিখ্যাত জলোদ্যান, পার্ক ও ফুলের বাগান মিউজিয়াম্ ও মোনাজোরিকও দেখা হইল এবং দেখিতে পাইলেন আমেরিকার জুয়াড়ীদের জুয়াখেলা এবং কিরূপে তাহারা রাতারাতি ধনী হইবার আশায় সর্বস্বান্ত হয়।

এইভাবে তিনি ভান্‌ডাগানের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া নিউইয়র্কের ও সহরতলীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। অবশেষে তিনি একদিন স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার বাড়ী গমন করিলেন। সেই স্থানে মিস্ ম্যাক্‌লিওডের সহিতও তাঁহার দেখা হইল। এইরূপে ভ্রমণাদিতে প্রায় একপক্ষ কাল অতিবাহিত হইলে ২৫শে আগষ্ট বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইল। নিমন্ত্রিত সকলে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিনন্দনের উত্তরে অভেদানন্দ তাঁহার লণ্ডনের কার্যের আলোচনা করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কার্য গ্রহণ করিয়া তিনি কী ভাবে তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল তাহার বিষদ বর্ণনা করিলেন। সেই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র, শিষ্য ও গুণগ্রাহী বন্ধুমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অভেদানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের স্থলে প্রচারকরূপে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অভেদানন্দের সরল, সাদাসিধা ব্যবহার, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, হৃদয়ের শিশুসুলভ পবিত্রতা, ও সত্যের প্রতি অবিচল প্রীতি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভান্তে বেদান্ত সমিতির অপরাপর কর্মী এবং সভ্যগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। সমিতির অন্যতম সদস্যদ্বয় গুড্‌ইয়ার্ দম্পতিও তাঁহার সহিত করমর্দন ও পরিচয় করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই সভাতেই তাঁহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস্ ওয়াল্‌ডো বা যতীমাতার সহিতও পরিচয় হয়।

নিউইয়র্কের অভিনন্দনের পরদিন তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়া গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মিস্ মেরী ফিলিপ্‌স্ তাঁহার যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক আসিবার সময় পথে তাঁহার সহিত

একজন ফরাসী কাউণ্টেসের আলাপ হয়। তাঁহার নাম কাউণ্টেস্ দাদ্‌মার। কাউণ্টেস্ দাদ্‌মার আমেরিক মহিলা। তিনি ফরাসী কাউণ্ট্ দাদ্‌মারকে বিবাহ করেন। অভেদানন্দের নিকট বেদান্তের আলোচনা শ্রবণ করিয়া তিনি বেদান্তের সার্বভৌমভাবে আকৃষ্ট হন এবং কেরোলিনায় তাঁহাদের আবাসে অতিথিরূপে কয়েকদিন বাস করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যই অভেদানন্দ ফিলাডেলফিয়া যাত্রা করিলেন। আট্‌লান্তিক সাগরের তীরে ফিলাডেলফিয়া একটী সুন্দব নগরী। অভেদানন্দ ২৭শে মে প্রাতঃকালে নিউইয়র্ক হইতে ফিলাডেলফিয়া যাত্রা কবিলেন। প্রাতঃকালের ৭-৩০ মিনিটের গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া বেলা দশটার সময় তিনি ভার্জিনিয়া প্রদেশের ফ্রেডারিক্সবার্গে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কাউণ্টেসের পুত্র ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। সেইস্থানে একটী রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা আহার করিলেন এবং একখানি বগী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কেরোলিনায় মস নেক্ নামক স্থানে কাউণ্টেসেব ভবনে উপনীত হইলেন। কাউণ্টেস্ ও কাউণ্ট তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

তাহাদের বাড়ীটি অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর অবস্থিত। বাড়ীতে নিগ্রো চাকর। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ তুলার খামারে ক্রীতদাসরূপে থাকিত। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন্ ইহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। ফলে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল। নিগ্রোরা এখন স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা, চাকরী ইত্যাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা অত্যন্ত বিশ্বাসী।

কাউণ্ট দম্পতি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। অভেদানন্দ তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম শান্তিতে এখানে পাঁচদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার

নিকট হইতে বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং বেদান্ত প্রচারে অভেদানন্দকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অবশেষে পাঁচদিন এইস্থানে অবস্থান করিয়া তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পথে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে অবতরণ করিয়া সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। ওয়াশিংটনের রাস্তার নাম নম্বর দিয়া নহে। ইহা ইংরাজী বর্ণমালা অনুসারে।

কাউণ্ট দম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলে যতীমাতা অভেদানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি অভেদানন্দকে তদীয় বন্ধুবর্গের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য নিউপ্যাল্‌জে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—যতামাতা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। ইনি বয়স্কা মহিলা ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দান করিয়া 'যতীমাতা' নাম দিয়াছিলেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত আমেরিকার বক্তৃতা সম্পাদন করেন। যতীমাতা আজীবন কুমারী থাকিয়া স্বামী বিবেকানন্দের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যতীমাতা নিরামিষাশী ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে শাকসবজী দিয়া ভারতীয় ব্যঞ্জন রাঁধিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি দাসী ছিল। সে-ই সকল কর্ম করিয়া দিত।

মিঃ জ্যাক্‌সন ও যতীমাতার অনুরোধে ১৬ই সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ নৌকা-যোগে হাড্‌সন নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুগিপ্‌সি নগরে উপনীত হইলেন। পুসিপ্‌সি হইতে বিদ্যুৎচালিত ট্রামে আরোহণ করিয়া তাঁহারা নিউপ্যাল্‌জে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে উপস্থিত হইলে মিসেস্ আর্থার স্মিথ তাঁহাদিগকে

সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আর্থার স্মিথ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ভারতে মিশনারী ছিলেন। মিসেস্ স্মিথ ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টির অনুরাগিণী। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে মাদার স্মিথ বলিয়া ডাকিতেন। পরদিন মাদার স্মিথের বাড়ীতে এক সভার আয়োজন হইল। এই সভায় মাদার স্মিথের বন্ধুবর্গ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করা হইল। অভেদানন্দ এই সভায় রাজযোগ সম্বন্ধে ও সাধারণভাবে বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনার পর শ্রোতৃগণের সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। রবিবার দিন তিনি স্থানীয় গির্জাতে গমন করেন এবং ধর্মযাজকের ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

নিউপ্যালজে অভেদানন্দের বক্তৃতা ও কথোপকথন সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিনের নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা বলেন: 'স্বামিজী এই স্থানে তিন দিন ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ২০।৩০ জন শ্রোতার সম্মুখে তিনি বেদান্তের আলোচনা করিতেন। রবিবার দিন তিনি গির্জায় গমন করেন এবং সেখানকার pastor ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচিত হন। পাদ্রীদিগের বিখ্যাত স্তোত্র 'From Greenland's icy mountain' পাঠ হইতেছিল। তাহা শুনিয়া স্বামিজী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। আমরা ভারী লজ্জিত হইয়াছিলাম। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণের অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা উচিত এবং মিশনারীরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন ইহা আশা করা যায়। তাহা হইলে সকল ধর্ম যে একই ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।'[২]

২। ব্রহ্মবাদিন্, ৩য় সংখ্যা ১লা ডিসেম্বর ১৮৯৭ পৃঃ

নিউ প্যাল্জেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হল্যাণ্ডের হগেনট্ জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তাহারা এই দেশে সর্বপ্রথম গির্জা নির্মাণ করে। তাহা এখনও বর্তমান। অভেদানন্দ এই প্রাচীন গির্জা দেখিবার জন্য যতীমাতা, মিঃ জেক্সন ও মাদাব স্মিথেব সহিত গমন করিয়াছিলেন। গির্জা দর্শন করিয়া তাঁহারা মোহঙ্ক পর্বতে আরোহণ করিতে গমন কবিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ভাবত হইতে প্রত্যাগত বৃদ্ধ মিশনারী মিঃ স্মাইল্স্ও ছিলেন। মোহাঙ্ক পর্বতে আরোহণ অতি কষ্টসাধ্য, কারণ পর্বতের চূড়ায় উঠিবার কোনও ভাল রাস্তা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা পাহাড়ের গায়ে ফাটলের গাযে গায়ে পদ বাখিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইলেন এবং অবশেষে পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলেন। এই পর্বতশিখর হইতে চতুর্দিকেব দৃশ্য অতি সুন্দব দেখায়। ১৮ই তারিখে তাঁহাকে আর একটী সভাতে বক্তৃতা কবিতে হইল। তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক বেদান্ত সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাষায় বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতাব পরে সমস্ত প্রশ্নেব উত্তর দিয়া শ্রোতৃবৃন্দেব বহুবিধ সংশয় অপনোদন করিবাব চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৯শে তারিখে তিনি যতীমাতার সহিত নিউইযর্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময়ে স্বামী সাবদানন্দ বোষ্টনে বেদান্ত প্রচাব কবিতেছিলেন। বৎসরাধিক হইল, মিসেস্ ওলিবুলেব অনুবোধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচাবের জন্য প্রেরণ করেন। স্বামী সারদানন্দের ভারত ত্যাগের কিছুদিন পরেই অভেদানন্দও ভাবত ত্যাগ কবিয়া ইংলণ্ডে গমন কবেন।

স্বামী সারদানন্দ অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বোষ্টন হইতে রওয়ানা হইয়া ২৭শে সেপ্টেম্বব নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়সমাগম উভয়েরই অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহারা সমস্ত দিন আলমবাজার মঠের অবস্থা এবং লণ্ডন

ও আমেরিকায় ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। অভেদানন্দ বলেন: 'সমস্ত দিন তার সঙ্গে নানা কথায় কাটল। আমেরিকার কাজসম্বন্ধে তাব অভিজ্ঞতার কথাই অধিক হচ্ছিল। সুদীর্ঘকাল পরে বিদেশে প্রিয়তম গুরুভ্রাতাকে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম। সেদিন বিস্মৃত অতীত যেন রূপ ধ'রে আমাব সম্মুখে উপস্থিত হল। মনে পড়ল সেই কাশীপুর বাগানবাড়ী, সেই পালাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা—ধুনি জেলে রাতেব পর রাত ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনা—শ্রীশ্রীঠাকুরেব দেহরক্ষার পর বরাহনগর মঠে একত্র বাস ও তপস্যা! আব মনে পড়ল সেই স্বামী বিবেকানন্দের ভালবাসা—যিনি আমাদের দুইজনকে তাঁব নিত্যসঙ্গী বলে গণ্য করতেন—তাঁব 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'—মনে পড়ল সেই কঠোর সাধনভজন শাস্ত্রালোচনা—পুরীতে বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) সহিত ভ্রমণ—রামানুজাচারী বৈষ্ণবদের এমার মঠে বাস—সেখানে দীর্ঘ তপশ্চর্যা—কনারকে সূর্যমন্দির দর্শন—বালুকাময় সমুদ্রসৈকত দিয়া চিল্কা হ্রদে গমন—খণ্ডগিরি উদয়গিরি দর্শন—তৃতীয় শতকে রাজত্বকারী সম্রাট অশোকের ধাউলি পর্বতের অনুশাসন দর্শন—অরণ্যে ব্যাঘ্রের দুগ্ধপান—যোগী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানকালে বাচ্চা সহ অবস্থিত ব্যাঘ্রীর কবল হইতে অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা! আর মনে পড়ল আলমবাজার মঠে সারদানন্দের অক্লান্ত পরিচর্য্যা—যখন আমার বাম পায়ে সাতবার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল—যে রোগ প্রভাস, দ্বারকা, গুজরাট প্রভৃতি দেশে খালি পায়ে ভ্রমণের ফলে গিনিকীটের আক্রমণের ফলে জন্মেছিল—তাঁর সেই সোদরাধিক সেবা ও ভালবাসা! এই সমস্তই ছায়াচিত্রের মত আমার মানসপটে একটীর পর একটী উঠতে লাগল ও আমাকে অভিভূত করে ফেলল।'[3]

3. Abhedananda : *Leaves from My Diary.*

তাঁহার মনে হইল, তাঁহারা যেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের ন্যায় জ্ঞানের আলোক বর্তিকা লইয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরে আটলান্তিক সাগরেব পারে আমেরিকায় আসিয়াছেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যেমন সাইবেরিয়া হইতে সিংহল, চীন এবং জাপান হইতে মিশর পর্যন্ত বুদ্ধের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তেমনি তাঁহারাও পুণ্যভূমি ভারত ত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিবাব জন্য আমেরিকায় ভিন্ন ভাষাভাষী বিজাতীয় লোকের ভিতর আগমন করিয়াছেন। ঈশাহীধর্ম প্রচারকগণ যেমন ধর্মপ্রচারের জন্য সভ্য, অর্ধসভ্য ও অসভ্য জাতিসমূহের ভিতর গমন করেন —যিশুখৃষ্টের মহান আদর্শ অনুসরণ করিতে সর্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট, লাঞ্ছনা, অনাহার, অনিদ্রা এবং এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেন, তাঁহাবাও সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বিভিন্ন জাতির ভিতর প্রচার করিতে এবং তজ্জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং মৃত্যু পর্যন্ত বরণ কবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

স্বামী অভেদানন্দ সেই সময়কাব কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন : 'এই সময়ে আমি নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী ছিলাম। সারদানন্দের সহিত দেখা হওয়ার পর তিনি বল্লেন যে, তিনিও নিরামিষভোজী এবং আমাদের কাজের যদি সাফল্য লাভ কর্‌তে হয় তবে আমাকেও নিরামিষভোজী থাকতে হবে। আমি তার কথা অনুযায়ীই চল্‌ব স্থিব করলুম।' স্বামী সারদানন্দ সারাদিন তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে বোষ্টনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২৯শে সপ্টেম্বর হইতে অভেদানন্দের যুক্তরাষ্ট্রের কার্য আরম্ভ হইল। নিউইয়র্কে তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য 'মট মেমোরিয়ল হল' ভাড়া কবা হইল। তিনি প্রথম দিনে What is Vedanta (বেদান্ত কাহাকে বলে ?) নামক বক্তৃতা দিয়া আমেরিকায় প্রচার কার্য আরম্ভ করিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত

দার্শনিক কবি রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ইমার্সনের আত্মীয় এড্‌ওয়ার্ড ইমার্সন সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার সুমিষ্ট স্বর, ইংরাজী শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী, কমনীয় কান্তি এবং অনর্গল বলিবার ক্ষমতায় শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; এই প্রথম বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন হইয়াছিল। রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হইলে তিনি যতীমাতার সহিত ব্রুক্‌লীনে গমন করিলেন এবং তাঁহার অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

যতীমাতার বাড়ীতে তিনতলার একটী ক্ষুদ্র ঘরে অভেদানন্দ থাকিতেন রাত্রে তিনি যে খাটিয়াতে শয়ন করিতেন দিনের বেলায় তাহা একখানি কৌচে পরিণত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন। যতীমাতার সহোদরের ন্যায় যত্নে তিনি কখনই মনে করিতে পারিতেন না যে, তিনি ভিন্ন দেশে ভিন্ন লোকের ভিতর বাস করিতেছেন। এইস্থানে সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন-যাপনপ্রণালী তাঁহার অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইয়াছিল। পরদিন যতীমাতার বন্ধু ও প্রতিবেশী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অপর এক শিষ্যার তিনি সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শিরি সেয়ানান্দার। ২রা অক্টোবর হইতে সপ্তাহে দুইদিন শনি ও বুধবার তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগকে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক ভাবে ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রবিবারের মট্ মেমোরীয়ল্ হলের বক্তৃতা ও শনি ও বুধবারের রাজযোগের ক্লাসের নোটিশ নিউইয়র্কের সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ফলে নিউইয়র্কের উপকণ্ঠস্থিত সহর হইতেও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য শ্রোতৃ সমাগম হইতে লাগিল এবং প্রমাণিত হইল যে, বেদান্তের বর্তমান নবীন প্রচারক আমেরিকার সত্যান্বেষী লোকগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আমেরিকায় গির্জার ভাড়া, আলো প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহার্থ বক্তৃতার পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান গৃহীত হয়। একজন লোক একটী বাক্স লইয়া সকলের নিকট গমন করে, যাহার যেমন সাধ্য শ্রোতৃগণ তাহাতে দান করেন। অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতাতে কোনও প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ বাড়ীভাড়া ইত্যাদি নির্বাহের জন্য এই প্রকার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান গ্রহণ করিতেন। অভেদানন্দ ভারতীয় সন্ন্যাসীর ন্যায় মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। তিনি আকাশ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেদান্ত অনুরাগী বিভিন্ন আমেরিকাবাসীর বাড়ীতে অতিথিরূপে আহার করিতেন।

ইতিমধ্যে একদিন নিউজার্সির মণ্টক্লেয়ারবাসী মিসেস্ হুইলার অভেদানন্দকে তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। মিসেস্ হুইলার যতীমাতার বিশেষ বন্ধু। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দও মিসেস্ হুইলারের বাটীতে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে আসিয়া স্বামী সারদানন্দের সহিত তাঁহার আবার দেখা হইল। মণ্ট-ক্লেয়ারে আসিয়া তাঁহারা একদিন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্ এডিসনের সঙ্গে দেখা করিতে গমন করিলেন। টমাস্ এডিসন এম্প্টিয়ার ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কসে বাস করিতেন। তিনি ইলেক্ট্রিক বাল্ব, ট্রামের বৈদ্যুতিক মেশিন, ইলেক্ট্রিক পাখা, ইলেক্ট্রিক উনুন, গ্রামোফন প্রভৃতির উদ্ভাবক। তিনি কানে কম শুনিতেন। কানে শুনিবার জন্য তিনি নিজেই এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। কাহারও কথা শুনিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা কানে লাগাইতেন। তিনি ঘরের ভিতর ধ্যান মগ্ন হিন্দুযোগীর ন্যায় দিনের পর দিন উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণায় মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তাহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইত। আহার নিদ্রা

ভুলিয়া তিনি স্থাণুর ন্যায় একাসনে বসিয়া থাকিতেন, কখন যে দিন আসিত ও যাইত তাহা জানিতে পারিতেন না। আহারের জন্য ডাকা-ডাকি করিতে পরিচারকদের প্রতি নিষেধ ছিল। আহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাহারা তাঁহার জন্য খাবার রাখিয়া যাইত। তিনি সময়মত উঠিয়া তাহা আহার করিতেন। যখন তিনি কোনও বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন তখন সকাল, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন সময়ে যথা সময়ে তাঁহার আহার্য পরিবেশিত হইত এবং সেই অস্পৃষ্ট আহার্য যথা সময়ে অপসারিত হইত। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইরূপই চলিত। এই প্রকার লোকাতীত মনসংযমের ফলেই তিনি জগতের কল্যাণকারী এবং মানবের নিত্য ব্যবহার্য বহুপ্রকার দ্রব্যের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অভেদানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিঃ এডিসন তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ ও বেদান্তসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অভেদানন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের নির্মাণকৌশল ও ব্যবহারপ্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। এডিসনের ষ্টুডিওতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অবস্থান করিয়া তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পরদিন ১৩ই অক্টোবর স্বামী সারদানন্দ 'মনঃসংযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতার বিষয়ের উপর অদ্ভুত দখল ছিল এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীও অতি চমৎকার! তবে খুব উঁচু পর্দায় তাঁহার স্বর উঠিলে একটু metellic আওয়াজ বাহির হইত। অভেদানন্দ এই প্রথম স্বামী সারদান্দের বক্তৃতা শুনিলেন। স্বামী সারদানন্দ পরদিন মিসেস্ ওলি বুলের আহ্বানে কেম্ব্রিজমাসে চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ওলি বুলই স্বামী সারদানন্দের সমস্ত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিতেন।

যতীমাতা ও অভেদানন্দ মিসেস্ হুইলারের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। মিসেস হুইলার ভাল ঘোড়া চড়িতে জানিতেন। অভেদানন্দ এইস্থানে অশ্বারোহণ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। সেই সময়ে মোটরকারের প্রচলন হয় নাই সুতরাং দূর অঞ্চলে গমনাগমনের জন্য অশ্বই একমাত্র অবলম্বন ছিল। এইস্থানে অবস্থানকালে অভেদানন্দ গল্‌ফ্ (golf) খেলা শিখিতেছিলেন। প্রথম দিন প্রথম আঘাতেই তাঁহার golfstick ভাঙ্গিয়া গেল। গল্‌ফ্ খেলা যে কি তাহা একজন ইংরাজ ভদ্রলোক রহস্যচ্ছলে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 'কুইনাইন্ পিলের ন্যায় বড় এমন একটী বল নিন্। তাহা মাটীতে রাখুন। একটী ষ্টিক দিয়া তাহাতে আঘাত করুন এবং সারাদিন ইহাকে মাঠে মাঠে খুঁজিয়া বেড়ান, কি অদ্ভুত খেলা।'

এইস্থানে পাঁচদিন অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ ও যতীমাতা নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে আসিয়াই বাড়ী পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইল। কিন্তু নূতন স্থান জুয়াড়ী ও বদমায়েসদিগের আড্ডা বলিয়া তাহাও ত্যাগ করিয়া তিনি লেক্সিংটন এভিনিউর ১১৭ নং বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

নিউইয়র্কে আসিয়া তিনি পূর্ববৎ কর্মে ব্যাপৃত হইলেন এবং রীতিমত ক্লাস ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন মণ্টক্লেয়ারের টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। তদনুযায়ী তিনি পূর্বাহ্নে মণ্টক্লেয়ারে যতীমাতার আবাসে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার অতিথিরূপে দ্বিপ্রহরে আহার করিলেন। অপরাহ্নে ক্লাবে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত বিখ্যাত উত্তরমেরু অভিযান-কারী ডাঃ নান্‌সেনের পরিচয় হইল। ডাঃ নান্‌সেন নরওয়েবাসী।

নূতন নূতন দেশের আবিষ্কারে তাঁহার অদম্য উৎসাহ। অভেদানন্দের নিকট তিনি তাঁহার উত্তরমেরু আবিষ্কারের অত্যাশ্চর্য ও কৌতূহলোদ্দীপক গল্প করিতে লাগিলেন। অবশেষে বক্তৃতার পর তিনি অভেদানন্দের সহিত ভারতীয় কৃষ্টি ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন

২৭ শে অক্টোবর রবিবার। নিউইয়র্কের মট মেমোরিয়েল হলে তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মনঃসংযম'। এই বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, শ্রোতাগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে ইহা কয়েকবার বিভিন্নস্থানে পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। এই দিন দেখা গেল উপস্থিত শ্রোতৃসংখ্যা ১৭০ জন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টঃ প্রমাণিত হইল অভেদানন্দের বক্তৃতা লোককে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক-মাসের ভিতরেই প্রথম বক্তৃতার চল্লিশজন শ্রোতা বর্দ্ধিত হইয়া শতশত শত্রুরে পরিণত হইয়াছে! বুঝা গেল বেদান্তের নবীন প্রচারক সত্যান্বেষী-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই বক্তৃতাটী মণ্টক্লেয়ারেও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাহার পর হইতে প্রতি সোমবার মণ্টক্লেয়ারে তিনি নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

৭ই নভেম্বর অপরাহ্ন অভেদানন্দ তাঁহার এক ছাত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেইস্থানে তিনি হিন্দু বিবাহ ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বিবাহের ভারতীয় ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন : 'বিবাহ শুধু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থ করিবার জন্য—এই ধারণা ভারতে নাই। ভারতবাসীরা মনে করেন যে, বিবাহ বলিতে দুইটী প্রাণীর আত্মায় আত্মায় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ

স্থাপন বুঝায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পত্নীকে সাক্ষাৎ জগদম্বার প্রতীক জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। মনের মিল না হইলেই বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে আদালতে ছুটিতে হইবে—ভারতের হিন্দুগণের ভিতর এই ধারণা নাই।'[৪] সর্বশেষে সেই দেশের রীতি অনুযায়ী তিনি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিলেন।

২৯ শে নভেম্বর হইতে তিনি শুধু দুধ ও ফল মূল আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি সপ্তাহে দুইদিন রাজযোগের ক্লাস করিতেন, রবিবারে বক্তৃতা করিতেন এবং সোমবারে মণ্টক্লেয়ারের বক্তৃতা করিতে গমন করিতেন। মিঃ লেগেট, মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিউড ও স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুবর্গের ভিতর যাঁহারা বেদান্তের নবীন প্রচারককে অবহেলার চক্ষে দেখিতেছিলেন তাঁহারা প্রচারকার্যের প্রসারতা লাভ দেখিয়া অভেদানন্দের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া তিনি বেদান্তের দুরূহতত্ত্ব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর বোধগম্য করিতে সক্ষম হইতেছে দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইলেন এবং ঘন ঘন ক্লাসে ও বক্তৃতায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। মিস্ ম্যাক্লিউড্ ও মিসেস্ লেগেট নিয়মিতভাবে তাঁহার বক্তৃতায় আসিতে লাগিলেন। অভেদানন্দের সরল প্রতিভামণ্ডিত মুখাবয়ব, জটিল দার্শনিক তথ্যের সরল ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা এবং সুমিষ্ট ও লোকাকর্ষণকারী কণ্ঠস্বরে মোহিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত গুরুভ্রাতা ও স্থলবর্তী বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। এই সময় হইতে মিঃ লেগেট অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার বাটীতে অভ্যাগত

4. Swami Abhedananda : *Leaves from My Diary*

ও অতিথিরূপে উপস্থিত গণ্যমান্য লোকের সহিত পবিচিত করিয়া দিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ মিঃ এলমার গেট্স মিঃ লেগেটের অতিথি-রূপে নিউইয়র্কে আগমন করিলেন। মিঃ. লেগেট মিঃ গেট্সের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অভেদানন্দকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিলেন। সেদিন ১৬ই নবেম্বর। মিঃ গেট্সের সহিত তিনি 'ভারতীয় দর্শন', 'রাজযোগ' ও 'মনঃসংযম' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা কবিলেন। মিঃ গেট্সের মতে 'ম্যাটারের উপর মনের কর্তৃত্ব স্বতঃসিদ্ধ।' মিঃ গেট্স্ অভেদা-নন্দের মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ইহার দুইদিন পরে অভেদানন্দ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুবী ক্লাবে আবার বক্তৃতা করিতে গমন করেন। সেইস্থানে জৈনধর্মের প্রচারক বীবচাঁদ গান্ধির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। বীরচাঁদ গান্ধি পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজনে জৈনধর্মের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু। তিনিও এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারত আমেরিকাকে কি শিক্ষা দিতে পারে।' প্রথমে অভেদানন্দ বক্তৃতা করিলে পর বীরচাঁদ গান্ধি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নববর্ষে ৩রা জানুয়ারী মিঃ লেগেটের বাড়ীতে এক প্রীতি সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সেইদিন আমেরিকার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞা ও সঙ্গীতশিক্ষয়িত্রী এমা থার্সবি এবং সুবক্তা মিস্ এডাম্‌স্ ও মিসেস্ গিব্‌সন্ প্রভৃতি স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী সারদানন্দের অনুরাগী ছাত্রীগণ মিঃ লেগেটের বাড়ীতে অভ্যাগতারূপে উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ সেই প্রীতি সম্মিলনীতে উপস্থিত হইলে মিঃ লেগেট তাঁহার সহিত এমা থার্সবি ও অন্যান্য সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অভেদানন্দের সহিত তাঁহারা আমেরিকায় বর্ত্তমান বেদান্ত আন্দোলন এবং রাজযোগ ও তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিলেন।

৬ই জানুয়ারী তিনি টুয়াইলইট্ ক্লাবের ২৭৪ সংখ্যক ডিনার বা ভোজের অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সেইদিন অপরাহ্ণে মিসেস্ হুইলার ও মিস্ স্রোয়েডারের সঙ্গে সভার অধিবেশন স্থান সেণ্টডেনিস্ হোটেলে গমন করিলেন। নৈশ ভোজনের পর সভার কার্য আরম্ভ হইল। ইহাকে *Ladis Night* (নারীদিগের রাত্রি) বলে। সেদিনকার অধিবেশনের চিত্র রিপোর্টার এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 'নৈশ ভোজন ও সভার সকলপ্রকার কার্য শেষ হইবার পর প্রত্যেকেই যে এক একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহা যাহাতে বোঝান যায় সেই ভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। সভাতে নিমন্ত্রিতগণের ভিতর যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহাদের আসন অনাহুত সভ্যরা দখল করিলেন। সুতরাং বাবুর্চির ভয় প্রশমিত হইল, কারণ পরিচায়কদের নির্দিষ্ট সংখ্যার

অধিক সংখ্যক অভ্যাগত উপস্থিত হইলে পরিবেশনের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। হাতে কলম নিয়া বা অত্যন্ত আধুনিকদের ভাষায় কোলের কাছে টাইপ্‌রাইটার লইয়া অনুপস্থিত সান্ধ্যসম্মিলনীর সভ্যগণের (twilighter) অবগতির জন্য সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বসা আমোদজনক সন্দেহ নাই।

সম্মিলনীতে সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সভ্যগণের উৎসাহপূর্ণ ও সহাস্য বদন দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহারা বেশ আনন্দের সহিত সান্ধ্য সম্মিলনী উপভোগ করিতেছেন। রাত্রি দুর্যোগপূর্ণ হওয়াতে অনেক বক্তা আসিতে পারেন নাই এবং পুরাতন 'পাপীদের' (old-horse) ভিতরও কেহ কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সমাজসংস্কারক এন্ সুইষ্টার ছিলেন প্রথম বক্তা। দ্বিতীয় বক্তা স্বামী অভেদানন্দ একজন পূর্বভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবে এবং সুন্দর প্রাচ্যদেশীয় পোষাকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহার সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণে ও সুমধুর কণ্ঠস্বরে। তিনি খোলাখুলি ভাবে আমেরিকাবাসীদের বিরামহীন কর্মশীলতা ও মানসিক চাঞ্চল্যকে প্রাচ্যবাসীগণ কি ভাবে ভীতি ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখে তাহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে যে সকল জাতি মহৎ কার্যসমূহ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাদের চরিত্র এই প্রকার ছিল না। আমেরিকাবাসীগণ যদি কোন মহৎ কার্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তবে অগ্রে তাঁহাদিগকে বিশ্রাম ও আত্মসংযমের কৌশল শিখিতে হইবে।[৫]

(৫) *The Times*, Jun 5. 1898.

এই সভার কথায় স্বামী অভেদানন্দ বলেন : 'আমি সেদিন আমেরিকানদের অস্থির স্বভাবের কথা আলোচনা করেছিলুম। বলেছিলুম, আমেরিকান্‌রা যদি আত্মসংযম অভ্যাস করেন এবং দুশ্চিন্তা ও ফলের আশা ত্যাগ ক'রে কর্ম কর্তে পারেন, তাহ্লে তা'দের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 'তাঁরা যে মনে করেন—অবিরত অস্থির ভাবে চিন্তা এঞ্জিন চালনার বাষ্পের ন্যায় সমস্ত কাজকে শক্তি দান করে এবং তা' না থাক্‌লে এই প্রকার স্নায়বিক চাঞ্চল্যের অভাব হলে কোনও কাজই সম্ভব নয়—তাঁদের এ ধারণা ভুল। গীতা বলেন : 'কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।'[৬]

এই সময়ে বেদান্ত প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আমেরিকার পাদ্রীসমাজ নানাপ্রকার কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদে বেদান্তের জনৈক ছাত্র নিউইয়র্ক টাইম্‌সে 'who are the Swamis and why are the Swamis' নামক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। ঐ পত্রিকায় তাহা ৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন : 'স্বামীগণ ধর্মপ্রচারক। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নহেন। তাঁহারা বুদ্ধের শিক্ষাকে ও নীতিকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন ঠিক সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত যিশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ, জরথুস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ধর্মকেও দেখিয়া থাকেন। খৃষ্টান বলিতে আমরা যাহা জানি—তাঁহারা তাহাই। তাঁহারাই অক্ষরে অক্ষরে প্রকৃতপক্ষে যিশুখৃষ্টের মতানুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে যিশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তিমান হইতে সাহায্য করিতে পারেন এবং করেনও। 'ভগবানের রাজ্য আমাদের অন্তরেই বর্তমান,' 'পবিত্র আত্মাই ভগবদ্ দর্শনের অধিকারী,' 'তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস

(৬) Swami Abhedananda : *Leaves from My Diary*

তেমনি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে',—যিশুখৃষ্টের এই সকল উপদেশ-বাণী তাঁহারা স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছেন। কেন আমরা যিশুখৃষ্টের এই সকল বাণী নিজ জীবনে পরিণত করিব তাহার সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ইহারা করিতে পারেন। বলা হইয়াছে: 'স্বামিজীরা কেন ভারতের উদ্ধার সাধন করেন না।' কিন্তু যখন তাঁহারা সেই কার্যে প্রবৃত্ত তখন আমরা নিজেদের বাক্যের পৌর্বাপর্য রক্ষা না করিয়া তাঁহাদিগকে অযথা আক্রমণ করি। তাঁহারা নিজেরাই বলেন যে, ভারতীয় নারীদের ভিতর শিক্ষার প্রসার না হইলে ভারতের উত্থান অসম্ভব। আমেরিকার মহিলাগণ ভারতীয় মহিলাগণ অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিতা, আবার ইহাও সত্য যে, ভারতীয় মহিলাগণ অপেক্ষা আমেরিকার মহিলাগণ অধিকতর বিষয়াসক্তা। ভারতীয়দের বা আমেরিকাবাসীদের যে সকল অভাব আছে তাহার কথাই ইহারা বলেন এবং তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করেন।

তাঁহারা জ্ঞানের আলোক ব্যতীত কিছুই দান করেন না। তাঁহাদের উপর অযথা আক্রমণ হইলেও তাঁহারা কখনই সে আক্রমণের প্রতিবাদ করেন না। তাঁহাদের চরিত্র অনিন্দনীয় ও পবিত্রতাপূর্ণ। তাঁহারা আমাদের ধর্মকে ও সমাজকে অতি শ্রদ্ধার সহিতই দেখিয়া থাকেন।

৮ই জানুয়ারী রাত্রি দশটার সময় স্বামী সারদানন্দ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি ভবনে আগমন করিলেন। সেই সময়ে বেদান্ত সমিতি ১৭০ নং লেক্সিংটন এভিনিউতে ছিল। স্বামী সারদানন্দ বলিলেন যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে আগামী ১২ই জানুয়ারী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে মিসেস্ ওলিবুল ও মিস্ ম্যাকলিওড্ও যাইবেন। স্বামী সারদানন্দ সেই রাত্রিতে সমিতি ভবনে বাস করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে

মিসেস্ ওলিবুলের নিমন্ত্রণে অভেদানন্দ স্বামী সারদানন্দের সহিত সান্ধ্য ভোজনে যোগদান করিতে গমন করিলেন। এই স্থানেই প্রথমে ওলিবুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিসেস্ ওলিবুলের প্রশংসা তিনি বহুবার স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। ওলিবুল একজন ধনী আমেরিকান মহিলা। তিনি নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলকে বিবাহ করেন। বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য মিসেস্ ওলিবুল বহু অর্থ দান করেন। পরে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে তিনি জগদীশ বসুর 'Bose Institute' নির্মাণ সময়ে ৫০,০০০ হাজার ডলার বা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

১২ই জানুয়ারী স্বামী সারদানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্ক বন্দর হইতে জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য অভেদানন্দ জেটিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামী সারদানন্দকে বিদায় দিয়া তিনি সমিতি ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সমিতির বিশেষ সভাতে যোগদান করিলেন। সেই সভাতে বেদান্ত সমিতির ভাবী কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইল।

ইহার কয়েকদিন করে একদিন ক্লাস লেকচারের পরে অভেদানন্দ যখন শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন যে, সমস্ত ঘরময় ছাদ হইতে চুণ-বালির আস্তরণের বড় বড় চাপ খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি যখন অন্যত্র বক্তৃতা করিতেছিলেন তখনই ইহা খসিয়া পড়িয়াছিল। সেদিন তিনি আশ্চর্য ভাবে জীবন্ত সমাধি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

২৫শে জানুয়ারী এপিস্কোপাল চার্চের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডাঃ হিবার নিউটন্, ডি. ডি. তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিউ ইয়র্ক নগরীর তদানীন্তন ধর্মযাজকগণের ভিতর তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক উদারমনা

ও তেজস্বী ছিলেন। গোঁড়া খৃষ্টানগণ আড়ালে তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী (heretic) বলিলেও তাঁহার সম্মুখীন হইতে তাঁহাদের সাহস ছিল না। তাঁহারা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন। নিউটন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং পূত-চরিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেন নাই। তিনি বেদান্তের সার্বভৌম মতবাদে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার 'প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্ট' (Orientai Christ) সম্বন্ধীয় ধারণাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। মজুমদার মহাশয় তাঁহার চার্চে বহুবার বক্তৃতা করিয়াছেন। হিবার নিউটন যীশুকে কুমারীর গর্ভজাত বলিয়া বা তাহার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্তে বিশ্বাস করিতেন না। সেই জন্যই গোঁড়া খৃষ্টানগণ তাহাকে ধর্মদ্রোহী (heretic) বলিত।

অভেদানন্দ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলে নিউটন ও তাঁহার বর্ষীয়সী গৃহিণী তাঁহাকে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। হিবার নিউটনের তখন বয়স হইয়াছে। তিনি অভেদানন্দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার সার্বভৌমিক ভাবে এত মুগ্ধ হইলেন যে, সেইদিন হইতে তিনি তাঁহার একজন শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাঁহার গৃহিণী অভেদানন্দকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং ডাঃ নিউটনের আদেশে বেদান্ত সমিতির সভাতে সর্বদা উপস্থিত হইতেন। নিউটন তাঁহার চার্চের নোটিশের সঙ্গে বেদান্ত সমিতির ছাপানো নোটিশ বিতরণ করিতেন এবং তাঁহার চার্চে যাঁহারা গমন করিতেন তাঁহাদিগকে বেদান্ত সমিতির সভাতে অভেদানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতেন। ডাঃ নিউটনের একটী বিরাট পুস্তকাগার ছিল। তাহাতে ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। অভেদানন্দকে তিনি সেই পুস্তকাগার ব্যবহার করিবার

সুযোগ দান করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি যখন অভেদানন্দের প্রচেষ্টায় পুনর্গঠিত হইয়াছিল তখন নিউটন উহার অবৈতনিক সভ্য হইয়াছিলেন এবং সমিতির সার্কুলারে তাঁহার নাম দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। যাঁহারা নিত্য চার্চে গমন করেন, নিউটনের এই কার্য তাহাদের মন হইতে বেদান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাব দূর করিয়াছিল।
এই সাহায্য যে কত দূর-প্রসারী-ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহা ভারতীয়গণ অনুমান করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ নর-নারীরা চার্চের ধর্মযাজকের আদেশ ঈশ্বরাদেশের তুল্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ধর্মযাজকের আদেশ ভিন্ন কোনও ধর্ম সভায় যোগ দিতে পারেন না। সুতরাং নিউটনের এই সাহায্য একপ্রকার ভগবদ্ প্রেরিত হইয়াই আসিয়াছিল।
ডিবার নিউটন শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অভেদানন্দকে তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্য ধর্মযাজকগণের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের যে সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অভেদানন্দ এইরূপে ডাঃ নিউটনের সহিত একই সভায় বহুবার বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।
ইহার পরে তিনি নিউইয়র্কের অন্যতম প্রধান ধর্মযাজক রেঃ ডাঃ ম্যাক আর্থারের সহিত পরিচিত হন। এই ভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমেরিকার সমাজের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন।
এই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচারের জন্য তিনি সর্বপ্রকার কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একনিষ্ঠভাবে কার্য করিতেছিলেন। তুষারপাত, বৃষ্টি, বজ্রপাত, কিছুই তাঁহার কার্যের প্রণালী পরিবর্তন করিতে পারিত না। তিনি কখনই প্রকৃতির দাস ছিলেন না, তিনি সর্বদাই যেন প্রকৃতির প্রভু।

৩১শে জানুয়ারী ভীষণ তুষারপাত ও ঝড় হইতেছিল। সেদিন আবার ব্রুক্লীনে গীতা ক্লাস। তিনি সেই দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়া ব্রুক্লীনে গমন করিলেন এবং নিয়মিতভাবে গীতা ক্লাস করিলেন।

এই সময় নিউ ইয়র্কে এক নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতার নোটিশ প্রচারিত হইল।

সেই বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ক্রশ ও অর্ধচন্দ্র।' ব্যারোজ চিকাগো পার্লিয়ামেণ্ট অব রিলিজনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় ও মাদ্রাজে ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহারা যে সমাদর করিয়াছিলেন সেই সমাদরের উপযুক্ত মর্যাদা রাখিতে স্বামিজী মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ডাঃ ব্যারোজকে ভালভাবে সম্বর্ধনা করিবার জন্য পত্র দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ডাঃ ব্যারোজকে হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়। ডাঃ ব্যারোজের গোড়ামীপূর্ণ ঈশাহীধর্মের ব্যাখ্যা ভারতে কেহ গ্রহণ করিল না দেখিয়া এবং ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের রাজোচিত সম্মান দর্শনে তিনি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তাঁহার বিবিধ কুৎসা রটনা করিতেছিলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ধারাবাহিকভাবে গীতার ক্লাস আরম্ভ হইল। এই গীতাক্লাস ৬৪টি বক্তৃতায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী আর একজন ধনী আমেরিকাবাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ইহার নাম মিঃ ফ্ল্যাগ। মিঃ ফ্ল্যাগ স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার রাজযোগের ব্যাখ্যাতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ইনি রাজযোগ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

ইহার পর ৭ই ফেব্রুয়ারী পুনর্বার ডাঃ ব্যারোজের বক্তৃতা ছিল। অভেদানন্দ তাহা জানিতে পারিয়া সেই বক্তৃতায় উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতার সময় ডাঃ ব্যারোজ স্বামী বিবেকানন্দকে আবার আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য অভেদানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠিলেন কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলিতে দেওয়া হইল না।

এই সময় একদিন তিনি নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ডাক্তার গ্যারান্সির সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। গ্যারান্সি দম্পতি স্বামী বিবেকানন্দকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে আগমন করিলে তাঁহাদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। গ্যারেন্সি দম্পতির একটী পুত্র ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা আসিবার কিছুকাল পূর্বে সেই পুত্রটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁহাদের মৃতপুত্রের মুখাবয়বের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের মুখাবয়বের অত্যন্ত সাদৃশ্য দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দকেই তাঁহাদের সন্তান জ্ঞানে গ্যারেন্সি দম্পতি ভালবাসিতে লাগিলেন এবং ক্রমে পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিবস বেদান্ত সমিতি ভবনে একটী ছোটখাট উৎসবের মত হইল। অভেদানন্দ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া ধ্যান, ধারণা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত চরিত আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন। ইহাই আমেরিকায় সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব। পরদিন তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোঃ জ্যাক্‌সনের 'বেদ' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গমন করিলেন। প্রোঃ জ্যাক্‌সন্ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরাণী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি জেন্দাবেস্তা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জরথুস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পরে তিনি অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিলেন এবং তাঁহার সার্বভৌমিক উদার মত শ্রবণ করিয়া বেদান্ত আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরে প্রোঃ জ্যাক্সন্ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অবৈতনিক সভ্য হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ক্লাসে 'শকুন্তলা' পড়াইবার সময় সংস্কৃত শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্যও তিনি মাঝে মাঝে অভেদানন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেও নিমন্ত্রণ করিতেন।

ইহার দুইদিন পরে তিনি ওয়াণ্টার গুড্‌ইয়ারের সঙ্গে সার্কেল অব্ ডিভাইন্ মিনিষ্ট্রীতে প্রোঃ হরেশিও ড্রেসারের 'Mental healing'—মনের শক্তির সাহায্যে রোগ আরোগ্য করা নামক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গমন করিলেন। ডাঃ ড্রেসার হোমিওপ্যাথিক বা এলোপ্যাথিক কোনও প্রকার ঔষধ না দিয়া রোগ আরোগ্য করেন। ইহার রোগ আরোগ্য করিবার প্রণালী মিসেস মেরী বেকার এডির প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ডাঃ ড্রেসার নিউইয়র্কের মেটাফিজিকেল্ মেগাজিনে বেদান্তদর্শন ও বেদান্ত প্রচারককে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন। অভেদানন্দ তাহার যে প্রত্যুত্তর দান করেন তাহাও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ড্রেসার অভেদানন্দের সহিত দেখা করিবার জন্য ১লা মার্চ দিন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই।

মিঃ ড্রেসার ব্যতীত মিশনারী সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া অভেদানন্দকে নানাভাবে আপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। নিউইয়র্ক ষ্টাণ্ডার্ড 'ইউনিয়নে' এই প্রকার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা 'কংগ্রিগেসনেল্' নামক অপর একখানি মিশনারী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ইহা বাঙ্গালার ইণ্ডিয়ান মিররের

জনৈক লেখক 'Bright young man' কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের নাম ছিল 'ভাগ্যান্বেষী' 'Adventurer' এবং তাহাতে অভেদানন্দকে আক্রমণ করা হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া Mr. R. A. Wyman সম্পাদককে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি বলেন: "আপনার পত্রিকায় ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যাতে 'ভাগ্যান্বেষী' নামক প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ইহা কংগ্রিগেসনেলিষ্ট হইতে উদ্ধৃত। ইহা সত্যই দুঃখের বিষয় যে, মিঃ মাডির "Bright young man" ভারত হইতে শুধু সেই সকল প্রধান পুরুষ ও মহিলাগণের নিকটই ইণ্ডিয়ান মিরর প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রেরণ করিলেন যাহারা স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'এক রতি সত্য কথা এক মণ মতামত হইতে অধিক মূল্যবান' বলিয়াই আমরা জানি। এই Bright young man ও প্রধান প্রধান পুরুষ ও মহিলাগণ যদি ৬৪ মেডিসন এভিনিউর মট্ মেমোরিয়েল হলে বুধবার অপরাহ্ন, শনিবার প্রাতঃ এবং রবিবার সায়াহ্ন সময়ে আগমন করেন এবং অভেদানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেই বুঝিতে পারিবেন বেদান্ত আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে কি না।'

৩রা মার্চ স্বামী যোগানন্দ বেদান্ত সমিতি ভবনে আগমন করিলেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম্। তিনি সমস্ত পূর্বাহ্ন সমিতি ভবনে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দের সহিত বেদান্ত আলোচনায় অতিবাহিত করিলেন। ইহার পর হইতে সময় পাইলেই স্বামী যোগানন্দ বেদান্ত সমিতিতে আগমন করিয়া অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিতেন।

স্বামী যোগানন্দ 'মরকত' দৃষ্টির (crystal gazing) সাহায্যে অদ্ভুত

মানসিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাকে ভারতে 'ত্রাটকযোগ' বলে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত দেখা হইবার বহুকাল পুর্ব্ব হইতেই তিনি ইহা অভ্যাস করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহার যোগ-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ইনি পূর্বাশ্রমে Dr. Street (ডাঃ ষ্ট্রীট্) নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মিশরীয় যোগবিদ্যার অনুশীলন করিতেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার অনেক গ্রন্থ আছে। ত্রাটকযোগ সাধনের ফলে তাঁহার দূরদর্শনের ক্ষমতা লাভ হইয়াছিল। আমেরিকার সহিত স্পেনের যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে একদিন যখন তিনি অপর একজন লোকের সহিত crystal-এর দিকে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: 'সান্টিয়াগোতে 'মেইন' যুদ্ধ জাহাজ স্পেনিয়ার্ডরা উড়িয়ে দিয়েছে।' সান্টিয়াগো কিউবা দ্বীপের একটী বন্দর। তাঁহার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। স্বামী যোগানন্দ অতি সরল ও সাদাসিধা অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বেদান্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, বলিতেন 'ভান্দান্ত'।

ইহার কয়েকদিন পরে তিনি নিউ ইয়র্কের এপিস্‌কোপাল চার্চের প্রধান ধর্মযাজক মিঃ রেইনস্‌ফোর্ডের সহিত পরিচয় করিলেন। ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময়, রেঃ হাউইস্, রেঃ রেইনস্‌ফোর্ডের নিকট অভেদানন্দের পরিচয় দিয়া একখানি পত্র দিয়াছিলেন। রেঃ রেইন্‌স্‌ফোর্ড অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার একজন বন্ধু ও সহায়কারী রূপে পরিণত হইলেন। তিনি বহুবার বেদান্তের ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত অভেদানন্দের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকায় কার্যের সফলতা নির্ভর করিতেছিল আমেরিকাবাসীগণের

সহানুভূতির উপর। কারণ বেদান্ত আন্দোলনের প্রসারের জন্য কোনও বিরাট সংঙ্ঘ বা বড় টাকার অঙ্ক ছিল না। খৃষ্টান দেশে বাইবেল শাসিত সমাজে ধর্মযাজকদের প্রভাব স্বভাবতই অধিক। আর এই প্রকার ধর্মযাজকদের প্রভাব সর্বত্রই সর্বসমাজেই আছে সুতরাং উদারমনা ধর্ম-যাজকগণের সহিত সৌহার্দ স্থাপন না করিলে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। কারণ খৃষ্টান দেশে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত অধিবাসীগণের উপর ইঁহাদের প্রভাব অসাধারণ। অভেদানন্দের কার্যের পদ্ধতিই ছিল সর্বাপেক্ষা অল্প বাধার পথে কাজ করা এবং তাহা করিতে হইলে খৃষ্টীয়ান সমাজের গোড়া ধর্মযাজকগণকে শত্রুভাবাপন্ন না করা। ধর্মযাজকগণ যদি মিত্রভাবাপন্ন না থাকিয়া প্রতিকুল আচরণ করিতে আরম্ভ কবেন এবং নিজ নিজ চার্চের অধীন সকল লোককে অভেদানন্দের বক্তৃতায় যাইতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে কোনও সম্ভ্রান্ত লোকই তাঁহাব বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিবে না। সেই জন্য তাঁহাকে নগরের প্রধান প্রধান ধর্মযাজকগণের ভিতর এবং তাঁহাদের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের ভিতর বেদান্ত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদেব সাহায্যেই আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলন প্রসারতা লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার এই কার্যপ্রণালী খুব ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি সমাজের বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শ আসিয়া তাহাদেব ভিতর বেদান্তের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা হইতে অবসর সময় তিনি তাঁহার আমেরিকার বন্ধুবর্গের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত এমন ভাবে মিশিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অভেদানন্দকে কখনই ভিন্ন দেশীয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না এবং পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার

সহিত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের এই বিচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

তাঁহার কার্যের এই অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে *Hinduism Invades America*-র লেখক বলেন : "Rather than overpower by flashing oratoray, he seeks to convince by sweet reasoning and a vast array of new and picturesque facts."

বক্তৃতার তোড়ে শ্রোতাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষা তিনি মধুর যুক্তি ও বহু সুন্দর সুন্দর উপমার সাহায্যে শ্রোতাদের মনে বিষয় বস্তু গ্রথিত করিয়া দিতেন।

আমেরিকার বেদান্ত আন্দোলন প্রচার সম্বন্ধে ৬ই মার্চের নিউইয়র্ক ট্রিবিউন্ বলেন :

"এই নগরে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র 'বেদের' বহু ছাত্র আছেন। তাঁহাদের অনেকে বেদের মূল গ্রন্থ এবং অনমুবাদিত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।.........নিউ ইয়র্কের কর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে স্বামী অভেদানন্দ বলিলেন, বেদান্ত ভারতবর্ষে জাত মিশনারী ধর্ম নহে, বা অন্য ধর্মের লোক গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা ইহাতে নাই। বিশেষতঃ খৃষ্টিয়ান ধর্মের বিরুদ্ধতাচরণ করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে। বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য হইল সকল ধর্মের ভিতর যে সত্য আছে এবং যাহা ভিন্ন ভিন্ন অবতার ও ধর্ম প্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন তাহা মানব কল্যাণের জন্য প্রদর্শন করা ও ব্যাখ্যা করা।.........স্বামী অভেদানন্দ তরুণ যুবা, মাঝারি চেহারা হইতে একটু বড় আকার। তাঁহার স্বদেশীয় অন্যান্য আচার্যের ন্যায় বক্ষদেশ বিস্তৃত, ইহা তাঁহার আজীবন প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল। তাঁহার মুখমণ্ডল নিখুঁত ভাবে খোদিত মূর্তির ন্যায়

সুন্দর ও অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীর শক্তি, গাম্ভীর্য, সারল্য এবং সমাহিত ভাবের যুগপৎ প্রকাশ। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং মহৎ চরিত্রের দ্যোতক।······বক্তা হিসাবে তিনি আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন ও শ্রোতাকে আকর্ষণ করিবার অসাধারণ শক্তি ধারণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা স্পষ্ট ও মৌলিক। তাঁহার উচ্চারণ যেমন বিশুদ্ধ তেমনি ইংরাজী ভাষায় দখলও অসাধারণ। বক্তৃতাতে কখনও কোনও প্রকার স্খলন হয় না, সেই জন্য তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও শ্রুতিমধুর হয়। তিনি 'শাস্ত্রসমূহ কি শিক্ষা দেয়?' 'প্রেমের পথে বৈরাগ্য' 'অমৃতত্ত্ব' 'মুক্তিই একমাত্র স্বাধীনতা' 'কর্মকৌশল' প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রোতৃদের অনুরোধে কোনও বক্তৃতা তাঁহাকে দুইবার এমন কি তিনবার পর্যন্তও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। বক্তৃতার সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার অনুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রোতা-দিগকে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার সুন্দর রীতি। বক্তৃতার পর প্রশ্ন সমুহের তিনি অতি সুন্দর ও সরল সহজ ভাবে উত্তর দান করিয়া শ্রোতাদের সংশয়সমূহ অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহারা সর্বদা বেদান্ত বক্তৃতায় গমন করেন তাঁহারা বেদান্ত আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি অতি সহজেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। নিয়মিত শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর নিউইয়র্কের পণ্ডিতগণ, ধর্মযাজকগণ, এবং সম্ভ্রান্ত লোকের সংখ্যাই অধিক।"

স্বামিজী 'টুয়াইলাইট্ ক্লাব', ব্রুকলিনের 'টুয়েন্টীয়েথ্ সেঞ্চুরী' ও 'মেটাফি-জিকেল' প্রভৃতি ক্লাবে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং নিউ জার্সির মণ্টক্লেয়ারে নিয়মিত ভাবে গীতার ক্লাস ভিন্ন বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ক্লাস করিয়াছেন।

একদিন রবিবাসরীয় বক্তৃতাতে মিঃ লেগেট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি অভেদানন্দের বক্তৃতার সুন্দর ধারা দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং বক্তৃতান্তে তাঁহাকে নিজ মোটরে করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হন। বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভেদানন্দকে লইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মিঃ লেগেট পাকা ব্যবসায়ী। তাঁহার পাইকারী মুদির দোকান ছিল। ইহা হইতেই তিনি কোটিপতি হইয়াছিলেন। টাকার জোরে তিনি তাঁহার কন্যা Albata কে বিলাতে এক ডিউকের সঙ্গে বিবাহ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মিঃ লেগেটের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী কৃপানন্দের সহিত অভেদানন্দের সাক্ষাৎ হইল। স্বামী কৃপানন্দ জাতিতে ইহুদী ও পোলাণ্ডবাসী। ইনি নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে চাকরী করিতেন এবং প্রশ্নোত্তর অংশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ইনি ব্রহ্মবাদিনে[৭] অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় ছিল ইহুদীধর্ম। তালমুদ ও কেবলা তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থ ছিল।

'পাপ ও পাপী' নামক অভেদানন্দের বক্তৃতার বিবরণ পত্রিকাস্তম্ভে পাঠ করিয়া 'আউটলুক'এর সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী মিঃ ব্রেড্‌ফোর্ড অভেদানন্দকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে নিমন্ত্রণ করেন। 'আউট্‌লুক' গোড়া খৃষ্টীয়ানগণের মুখপত্র। তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিয়া অভেদানন্দ ব্রেডফোর্ডের সহিত বাইবেলে বর্ণিত আদম হইতে প্রাপ্ত মানবজাতির আদিম পাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। অভেদানন্দ পাপ সম্বন্ধে বেদান্তের সুস্পষ্ট ধারণা কি তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা

৭। ব্রহ্মবাদিন্‌পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও বন্ধুবর্গ কর্তৃক ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা পাঁচ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া মিঃ ব্রেড্‌ফোর্ড অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার বন্ধু রূপে পরিণত হইলেন।

ইহার পাঁচ ছয়দিন পরে (২৭শে মার্চ্চ) নিউইয়র্ক হিরাল্ডে স্বামী বিবেকানন্দকে আক্রমণ করিয়া ও রাজযোগকে বিদ্রূপ করিয়া এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে মাথায় পাগড়ী এক মোগলাই চেহারা কৃষ্ণকায় ব্যক্তির পদতলে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাব চিত্র ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য কৃপানন্দ লিখিয়াছিলেন। অভেদানন্দ সেই প্রবন্ধ সঙ্গে করিয়া মিঃ লেগেট্‌কে দেখাইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন।

তাঁহারা কথা কহিতেছেন এমন সময় কৃপানন্দ লেগেটেব বাড়ীতে উপস্থিত হইল; কৃপানন্দের আগমনবার্তা পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া লেগেট বাহিবে আসিলেন এবং প্রবন্ধ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

'তুমি এই প্রবন্ধ লিখেছ ?' কৃপানন্দ কহিল—'হুঁ।'

'কত পেয়েছ ?'

'অধিক নয়, পঞ্চাশ ডলার মাত্র'।

'তুমি এত নীচ, এত স্বার্থপর যে সামান্য অর্থেব জন্য তোমার গুরুকে উপহাসাস্পদ করিলে ? আমার বাড়ী থেকে দূর হও।' কৃপানন্দ যেমন আসিয়াছিল তেমনই বাহির হইয়া গেল। সে আর কখনও লেগেটের বাড়ীর পথ মাড়ায় নাই।

ইহার পর ৩১শে মার্চ অভেদানন্দ খৃষ্টান দেশে এক অখৃষ্টান অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য গমন করিলেন। ইহা হইল জগদ্বিখ্যাত ইউনেটেরিয়ান ধর্ম্মযাজক মিঃ সিড্‌লের (seidle) প্রেতকৃত্য সভা।

নিঃ সিড্‌ল একজন খৃষ্টান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অভিলাষ প্রকাশ

করেন যে, তাঁহার দেহ যেন অগ্নিসৎকার করা হয়। তাঁহার এই অভিলাষ গোড়া খৃষ্টান-মত বিরুদ্ধ। সেই জন্য খৃষ্টীয়ান ধর্মযাজকগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সকল ব্যক্তিকে এই কার্যে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং কোনও রোমান কেথলিক ধর্মযাজকই তাঁহার প্রেতকৃত্যে যোগদান করিতে সম্মত ছিলেন না।

কেথলিক কি প্রোটেষ্টাণ্ট কেহই ইউনেটেরিয়ানগণকে প্রকৃত খৃষ্টীয়ান বলিয়া মনে করেন না, কারণ ইঁহারা যিশুখৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা মনে করেন যিশুখৃষ্ট একজন প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মানব মাত্র। 'অখৃষ্টীয়ান নরনারী অনন্ত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে এবং অনন্তকাল ধরিয়া নরকে পচিবে,' গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদের এই মত ইঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ভগবানের ন্যায়পরতায় বিশ্বাসী। খৃষ্টীয়ানদের এই আজগুবী মতবাদ বিশ্বাস করিলে ভগবান যে ন্যায়পর, তিনি যে অনন্ত প্রেমের খনি তাহা প্রমাণ হয় না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, আদম ও ইভের পাপ হইতেই মানবের জন্মগত পাপের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানব পাপ নিয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা বলেন—মানবে অনন্ত পবিত্রতা অনন্ত কর্মশক্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহা কালক্রমে বিকশিত হইবে। অন্ধবিশ্বাসের উপর ধর্ম স্থাপিত হোক ইহা তাঁহারা পছন্দ করেন না। তাঁহারা মনে করেন বিবেক ও বিচার শক্তি ও আত্মার স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়াই ধর্ম স্থাপিত হওয়া উচিত। গোঁড়া খৃষ্টিয়ানদের ত্রিমূর্তির মতবাদ ইঁহারা বিশ্বাস করেন না।

এই মতের প্রবর্তক উইলিয়াম ই, চ্যানিং। তাঁহাকে আমেরিকার মার্টিণ লুথার বা রাজা রামমোহন বলিতে পারা যায়। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি নিউ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। রোড দ্বীপের রাজধানী

নিউপোর্টে তাঁহার জন্মস্থান। তিনি প্রথমে অত্যন্ত গোড়া ধর্মযাজক ছিলেন এবং ১৮০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি গোঁড়া মতের সমর্থক ছিলেন। পরে তিনি কেলভিন পন্থীদের অনন্ত নরক ও নরকাগ্নির মতবাদের প্রকাশ্যে নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ভিতরে তিনি আমেরিকার ইউনেটেরিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হন। তিনি অতিশয় ক্ষমতাশালী বক্তা ছিলেন। তাঁহার উদার ও সরল মতবাদ নিউ ইংলণ্ডের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভিতর আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল। বোষ্টন সহরে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে প্রথম ইউনেটেরিয়ান চার্চ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় চার্চ স্থাপিত হয় নিউ ইয়র্কে। আমেরিকায় চ্যানিংই প্রথমে যুক্তির উপর খৃষ্টীয়ান ধর্মকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যশের উচ্চ শিখরে অবস্থান করিতে করিতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে চ্যানিং দেহরক্ষা করেন। এই ইউনেটেরিয়ানগণ ব্রাহ্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমজাদরকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের গির্জাতে "প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্ট সম্বন্ধে" Sermon (বক্তৃতা) দিতেন।

কেথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজকগণ বিশ্বাস করেন যে, শেষ বিচারের দিন কবরে রক্ষিত শরীর আবার পূর্বরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করিবে, সুতরাং সেই শরীরই যদি দগ্ধ হইল তাহা হইলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার উপায় রহিল কোথায়? যাহাদের শরীর দাহ হইল তাহারা অনন্ত কালের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল! সুতরাং কোনও চার্চেই তাঁহার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করার উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ অবশেষে মেট্রোপলিটান্ ওপেরা হাউসে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। মি হোয়াইট্ নামক একজন ইউনেটেরিয়ান ধর্মযাজক প্রেতকৃত্য

অনুষ্ঠান করিলেন। অভেদানন্দ 'মৃত্যুর পরে আত্মার কি অবস্থা হয়' তৎসম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিলেন।

ইহার পর ৬ই এপ্রিল অভেদানন্দ মিঃ লেগেটের নিমন্ত্রণে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তখন ওয়াশিংটন, ডি. সি-র বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ এল্‌মার গেট্‌স উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ এল্‌মার গেট্‌স্ সেই সময়ে জড়বিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে চেভিচেজ্ নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার গবেষণাগারে তিনি উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং রাজযোগের দার্শনিক তথ্য সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিলেন। স্বামিজীর সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিভাত হইল। ডাঃ গেট্‌স্ অভেদানন্দকে তাঁহার গবেষণাগারে পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অভেদানন্দ সুযোগ হইলেই তাঁহার গবেষণাগার দেখিতে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ইহার পরের সপ্তাহে নেশনেল্ হিষ্ট্রী মিউজিয়ামে একাডেমী অব্ সায়ান্সের প্রদর্শনী হইতেছিল। অভেদানন্দ সেই প্রদর্শনী দেখিতে গমন করিলেন। সেদিন সেই স্থানে তরল বায়ুর প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাতাসের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২৪ টনের চাপে থার্মোমিটারের জিরোর (শূন্যের) নীচে ৩০০ ডিগ্রীতে বাতাস তরল হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত তরল বাতাসের খানিকটা টেবিল ক্লথের উপর ফেলিয়া দিলে তাহা বস্ত্রকে সিক্ত না করিয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। একটী ডিমকে এই তরল বাতাসে নিমজ্জিত করিলে তাহা এত শক্ত হইবে যে তদ্দ্বারা হাতুড়ীর কাজও চালান যাইতে

পারিবে, ডিম তাহাতে একটুও ভাঙ্গিবে না। একখণ্ড লোহা এই তরল বস্তুতে কয়েক সেকেণ্ড রাখিয়া বাহির করিলে তাহা এত ভগ্নপ্রবণ হইয়া যাইবে যে, অঙ্গুলির সামান্য চাপেই তাহা ধূলির মত হইয়া যাইবে। এই তরল বস্তু হাতে করিলে হাতকে আগুনের মত পোড়াইয়া ফেলিবে এবং যে ক্ষত হইবে তাহা সারিতে অনেক সময় লাগিবে।

৩০শা এপ্রিল হইতে এই ঋতুর নিউ ইয়র্কের বক্তৃতা, রাজযোগের ক্লাস, গীতা ব্যাখ্যা প্রভৃতি বন্ধ হইল। অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক হইতে স্থানান্তরে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৯৮ খৃঃ ৩০শা এপ্রিল পর্যন্ত সাত মাস অভেদানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রমে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হইতেছিল। বেদান্তের ক্লাসে শ্রোতৃসংখ্যার বৃদ্ধি প্রমাণ করিতেছিল যে, আমেরিকার অধিবাসীগণের মনে বেদান্ত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিউ ইয়র্ক ও উপকণ্ঠের বহু সম্ভ্রান্ত লোক ও ধর্মযাজক তাঁহার বেদান্তের ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেদান্ত সমিতি আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয় এবং তাঁহার আহার ও বাসস্থানের ব্যয় সমস্তই বক্তৃতার শেষে প্রাপ্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের দ্বারা নির্বাহিত হইত। তাঁহার কোনও স্থায়ী বাসস্থানের অবশ্য ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গেলে বোর্ডিং হাউসের থাকিবার ঘর ছাড়িয়া দিতে হইত এবং তখন তাঁহাকে বন্ধুগণের অতিথি রূপেই বাস করিতে হইত। বেদান্ত সমিতি তখন যেন একটী সুটকেশের ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এই ঋতুর সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া দেখা গেল প্রায় ৬০ ডলার উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

তাহা সমিতির কোষাধ্যক্ষ মিঃ ওয়াকারের নিকট জমা রাখা হইল, কিন্তু তাহা আর ফেরৎ পাওয়া যায় নাই।

ইহার পরে তিনি একদিন ব্রুকলীনে যতীমাতার আবাসে গমন করিলেন। সেইস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের বন্ধু ডাঃ জেন্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ডাঃ জেন্‌স ব্রুক্‌লীন এথিকেল সোসাইটীর সম্পাদক ছিলেন। ডাঃ জেন্‌স তাঁহাকে আগামী কেম্ব্রিজ কনফারেন্সে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সে রাত্রিতে তিনি হুইলারদের বাটীতে অবস্থান করিলেন।

অবশেষে ৬ই মে তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া বোষ্টনে গমন করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। ওয়াশিংটনে তিনি তাঁহার বন্ধুদের বাড়ীতে বাস করিয়া এবং ভ্রমণাদি করিয়া খুব শান্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে সাতমাস নিউ ইয়র্কে পরিশ্রমের পর এই বিশ্রাম তাঁহার পক্ষে অমৃত তুল্য হইয়াছিল। এইস্থানে তিনি ভ্রমণাদি ব্যতীত ঘরোয়া বৈঠকে বেদান্ত আলোচনায়ও যোগ দিতেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটনের মৃত্যুস্থান ও ভার্ণান্ পর্বতে তাঁহার আবাস স্থান দেখিতে গমন করিয়াছিলেন।

ওয়াশিংটনের নিকটেই ডাঃ এল্‌মার গেট্‌স্-এর বাড়ী। তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একদিন সহরের উপকণ্ঠস্থিত চেভিচেজে ডাঃ গেট্‌সের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। ডাঃ গেট্‌স তাঁহাকে এই ভাবে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ইহার পরদিন তিনি থিয়োসফি সম্প্রদায়ের একটী ক্ষুদ্র বৈঠকে যোগদান করেন। সেই সভাতে তাহাকে 'বেদান্ত ও থিয়োসফি' বিষয়ক বক্তৃতা করিতে হইল। আমেরিকায় সেই সময়ে থিয়োসফির পূর্ণ প্রভাব, সুতরাং

বেদান্তের সহিত থিয়োসফির সম্বন্ধ প্রদর্শন করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না করিতে পারিলে একদল লোক বেদান্ত আন্দোলনের বাহিরে থাকিয়া যাইত। এই স্থানেই তাঁহার সহিত বিখ্যাত থিয়োসফি নেতা মিঃ কাওয়েসের দেখা হয়।

মিঃ কাওয়েস্ বহু বৎসর থিয়োসফি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। থিয়োসফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ ব্লাভাট্স্কী ওয়াশিংটনে আসিলে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিতেন। মিঃ কাওয়েসের বাড়ীতে অবস্থানকালেই মিসেস্ ব্লাভাট্স্কী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Isis Unveiled* প্রণয়ণ করেন। মিসেস্ ব্লাভাট্স্কী *Isis Unveiled* এ যে সকল তত্ত্ব বর্ণনা করিতেন তাহা তিনি কোনও পুস্তক না পড়িয়াই দিব্যজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারিতেন বলিয়া দাবী করিতেন। প্রথম প্রথম মিঃ কাওয়েস্ মাদামের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। পবে যখন মাদামের পুস্তকে উদ্ধৃত অংশসমূহ মূল পুস্তকেব সহিত মিলাইতে গেলেন তখন দেখিলেন তাহা প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত কোনও উক্তির সহিত মিলে না—তখন বুঝিতে পারিলেন মাদাম তাহার দিব্যজ্ঞানে শুধু ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্যই জানিতে পারিয়াছেন।

মিঃ কাওয়েস্ অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অভেদানন্দ রাত্রিতে মিঃ কাওয়েসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাবা উভয়ে বৈঠকখানায় উপবেশন করিলে অভেদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন:

'মাদাম্, কি ক'রে না পড়েই সব জান্তে পার্তেন?'

মিঃ কাওয়েস্ বলিলেন: 'মাদাম ভারী বুদ্ধিমতী ছিলেন, কিন্তু সেই পরিমানে তাহার বিদ্যা ছিল না। পরে মাদাম জোচ্চোর বলে ধরা পড়েন। আপনি কি 'Isis very much Unveiled' পড়েছেন?'

—'না।'

'ওতে থিয়োসফির সব জোচ্চুরির কথা বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।'

এই ভাবে থিয়োসফি সম্বন্ধে ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহারা নৈশ ভোজন সমাপন করিলেন। অভেদানন্দ ডাক্তারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৬ই মে আলাস্কার গভর্ণর মিঃ ব্রাডির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আলাস্কা মেরুর অতি সন্নিকটে বলিয়া অত্যন্ত শীতপ্রধান। ইহার অধিবাসী মঙ্গোলীয় জাতীয়। তাহারা বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া এসিয়া হইতে এই দেশে আসিয়াছে। এই প্রদেশের স্বর্ণখনি প্রসিদ্ধ। এখানে মাটীতে সোনার টুকরা (nuggets) কুড়াইয়া পাওয়া যায়। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সহস্র সহস্র লোক প্রতিবৎসর এই সকল স্বর্ণখণ্ডের (nuggets) লোভে ছোট ছোট জাহাজে (yacht) করিয়া আলাস্কায় যায়। তাহাদের অধিকাংশই আলাস্কার শীত সহ্য করিতে না পারিয়া বরফে জমিয়া মরিয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা রিক্ত হস্তে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে।

এখানে অবস্থান কালে একদিন তিনি মিঃ হুইলের (Mr. Wheel) সঙ্গে দেখা করিতে গমন করেন। মিঃ হুইল মাটীর নীচে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে এমন এক নূতন ট্রামকার আবিষ্কার করিয়াছেন। মিঃ হুইল অভেদানন্দকে তাঁহার গবেষণাগারে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার নবাবিষ্কৃত ট্রামকারের সমস্ত কলকব্জা, চালনাপ্রণালী প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রদর্শন করিলেন। মিঃ হুইল আশা করেন যে, আমেরিকার প্রতি সহরে তাঁহার এই ট্রামকার ব্যবহৃত হইবে।

ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়। ওয়াশিংটনে তাঁহার বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় যাঁহারা

আসিতেন তাঁহাদিগের ভিতরে আইন সভার মিঃ আর্গিস্‌ও ছিলেন। তিনি স্বামিজীর অভিলাষ জানিতে পারিয়া প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাতের সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ে ম্যাক্‌কিন্‌লি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। অবশেষে ১৯শে মে তিনি মিঃ অর্গিসের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌ কিন্‌লির সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। অভেদানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লি সেই সময় 'কিউবা' যুদ্ধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলে প্রেসিডেণ্ট অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলন ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন এবং বেদান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া অভেদানন্দের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনার পর বিদায় দিলেন।

ওয়াশিংটনে এই প্রকার বিশ্রাম ও আলাপ আলোচনায় তাঁহার কিছুদিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে ডাঃ জেন্‌সের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কেম্ব্রিজ রওয়ানা হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন এবং ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবার পূর্বে আর একবার ডাঃ গেট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

বোষ্টন ষ্টেশনে ডাঃ লিউইস্‌ জেন্‌স তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ জেন্‌স ব্রুক্‌লীন এথিকেল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট এবং ক্যাম্ব্রিজ কনফারেন্সের ডিরেক্টর ছিলেন। অভেদানন্দ ডাঃ জেন্‌সের অতিথিরূপে মিসেস্‌ ওলিবুলের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওলিবুল এই সময় আমেরিকায় ছিলেন না। তিনি তখন ভারতে অবস্থান করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন তিনি ডাঃ জেন্‌সের সহিত হার্ভার্ড বিশ্ববিত্মালয়ে গমন করিলেন। সেদিন গ্রীষ্মাবকাশের পুর্বদিন ছিল। সেই জন্ম বিশ্ব-বিত্মালয়ের রীতি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে ক্লাসে বসিতে দেওয়া হইল। সেই দিন সমস্ত ঋতুতে (season) যাহা পুড়ান হইয়াছে তাহার সমস্তই সংক্ষেপে পুনরালোচিত হইল। প্রথমে idealistic philosopher (আদর্শ-বাদী দার্শনিক) প্রোঃ রয়েস[1] বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার পর প্রোঃ রয়েসের সহিত অভেদানন্দের পরিচয় হইল। এক ঘণ্টা পরে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও প্র্যাগ্‌ম্যাটিষ্ট দার্শনিক প্রোঃ উলিয়াম জেম্‌স্[2] বক্তৃতা করিতে আসিলেন। দর্শকদিগের ভিতর অভেদানন্দকে দেখিতে পাইয়া জেম্‌স্ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ উত্থাপন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। অভেদানন্দ তাঁহার নোটবুকে প্রোঃ জেম্‌সের বক্তৃতার সারাংশ নোট করিয়া (লিখিয়া) লইলেন। বক্তৃতার শেষে প্রোঃ জেম্‌স অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিলেন। প্রোঃ জেম্‌স্ কথায় কথায় বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা স্বামী অভেদানন্দ আগামী ক্যাম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে 'একত্ব' সম্বন্ধে

১ জসিয়া রয়েস্ (১৮৫৫—১৯১৬) প্রথমে কিছুদিন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী অধ্যাপক ছিলেন। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। আমেরিকায় তদানীন্তন কালে আদর্শবাদী (Idealist) দার্শনিক হিসাবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসন লাভ করিয়াছিলেন।

২ উয়িলিয়াম জেম্‌স্ (১৮৪২—১৯১০) আমেরিকার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ হিসাবেই তিনি বিশেষ পরিচিত। তিনি বহুত্ববাদী ছিলেন। এক আবার বহু দুই-ই তাঁহার মতে সত্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। *The Varieties of Religious Experience* এবং *Pragmatism* গ্রন্থ দুইটীতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা ও মতবাদ সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন।

বক্তৃতা করেন। অভেদানন্দের বক্তৃতার বিষয় পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যদি প্রোঃ জেম্‌স্‌ বক্তৃতায় উপস্থিত থাকেন তাহাহইলে বিষয় পরিবর্তন করিয়া 'একত্ব' সম্বন্ধেই তিনি বক্তৃতা দিবেন। প্রোঃ জেম্‌স্‌ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেদিন তাঁহার বক্তৃতায় বিষয় ছিল *Scriptures What do They Teach.* প্রোঃ জেম্‌স্‌ বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিবেন জানিতে পারিয়া বক্তৃতার বিষয় পরিবর্তন করিয়া 'বহুত্ব ও একত্ব' নামক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। এই প্রসঙ্গে অভেদানন্দ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :

"ওলিবুলের বাড়ীতে ২৯শে মে অপরাহ্নে ক্যাম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে আমি 'বহুত্বে একত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলুম। ডাঃ জেন্‌স্‌ সভাপতি হইলেন। প্রোঃ উইলিয়ম জেম্‌স, প্রোঃ ল্যানম্যান সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রোঃ ল্যানম্যান সংস্কৃত ভাষাব পণ্ডিত। তিনি পরে হুইট্‌নির অথর্ববেদের অনুবাদ সম্পাদন কবেন।"

প্রোঃ জেম্‌স্‌-এর দর্শন সম্বন্ধীয় মতের যে আলোচনা হইয়াছিল এখানে আমরা স্বামী অভেদানন্দজীর নিজেব বর্ণনা থেকেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"বক্তৃতা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছিল এবং শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধেব ন্যায় শুন্‌ছিলেন। বক্তৃতাব মাঝেই আমি প্রোঃ জেম্‌স্‌ কর্তৃক একত্বেব বিরুদ্ধে আরোপিত আপত্তি তুলে যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে সে সকল আপত্তির অযৌক্তিকতা ও ব্যর্থতা প্রমাণ করি।

"ডাঃ জেন্‌স্‌ বক্তৃতাব পর দাড়িয়ে বল্লেন : 'স্বামিজী আনন্দের সহিত বক্তৃতা থেকে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন।' প্রোঃ জেম্‌স্‌ তাঁর ছাত্রগণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রশ্ন শিখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। সে সকল প্রশ্ন শোনামাত্র কোনও চিন্তা না করেই আমি

উত্তর দিয়ে যেতে লাগলুম। তা দেখে ডাঃ জেন্‌স্‌ আবার দাঁড়িয়ে বল্লেন : 'স্বামিজী আনন্দিত হবেন যদি প্রোঃ জেম্‌স্‌ নিজে প্রশ্ন করেন।' তাতে প্রোঃ জেম্‌স্‌ বল্লেন : 'সে এ স্থানে নয়।'" আমার মনে হল প্রোঃ জেম্‌স্‌ তাঁর ছাত্রদের সামনে পরাজিত হবার ভয়েই এই ভাবে কথাটি এড়িয়ে গেলেন।

"সভার শেষে প্রোঃ জেম্‌স্‌ আমার করমর্দ্দন কর্লেন এবং একত্ব সম্বন্ধে আমার যুক্তিপূর্ণ ও সরল ব্যাখ্যার ভূয়সী প্রশংসা কর্ত্তে লাগলেন। পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে lunch-এ যোগদান কর্ত্তে আমাকে নিমন্ত্রণ কর্লেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সঙ্গে নিলুম এবং আমার বক্তৃতায় যে তিনি কষ্ট করে এসেছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালুম্‌।

"পরদিন ডাঃ জেন্‌সের সঙ্গে আমি প্রোঃ সেলারের 'Matter and Mind' বক্তৃতা শুনতে গেলুম। বক্তৃতা শুনে ডাঃ জেন্‌সের সঙ্গে প্রোঃ জেম্‌সের বাড়ীতে লাঞ্চে গেলুম। সেখানে আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে প্রোঃ সেলার, প্রোঃ রয়েস, প্রোঃ ল্যানম্যান ছিলেন। লাঞ্চের পর প্রোঃ জেম্‌স একত্বের বিরুদ্ধে বিতর্ক তুল্‌লেন। প্রোঃ জেম্‌স্‌ বিশ্বসত্বার বহুত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বসত্বার একত্ব মান্‌তেন না। আমি একত্বের পক্ষ থেকে যুক্তি তর্ক দিয়ে তার মত খণ্ডন কর্ত্তে লাগলুম। বিতর্ক প্রায় চার ঘণ্টা চলেছিল। প্রোঃ রয়েস্‌, প্রোঃ সেলার, প্রোঃ ল্যানম্যান ও ডাঃ জেন্‌স বিতর্কে আমার পক্ষ নিয়েছিলেন। অবশেষে প্রোঃ জেম্‌স্‌ বলতে বাধ্য হলেন যে, বিশ্বসত্বার একত্বের অনুকূলে আমার যুক্তি অখণ্ডনীয়।"[১]

ডাঃ জেন্‌স পরে অভেদানন্দকে বলিয়াছিলেন যদি এই বিতর্কের সময়ে

১ *Leaves from My Diary*, *p. 31.*

কোনও সাঙ্কেতিক লিপিবিদ্ উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও আশ্চর্য বিতর্ক হইয়া গেল তাহা পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজের জন্য রক্ষিত হইতে পারিত।

বিতর্কের অবসানে প্রোঃ ল্যানম্যান অভেদানন্দ ও ডাঃ জেন্‌সকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রোঃ ল্যানম্যানের লাইব্রেরীতে বেদ, কাব্য, সংহিতা, শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ছিল। অভেদানন্দ বলিতেন : "শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়ে প্রোঃ আমায় জিজ্ঞাসা কর্লেন : 'আপনি এসব বুঝ্‌তে পারেন।' আমি বল্লুম : 'হাঁ, পারি'। তাতে প্রোফেসর কপালে হাত রেখে বল্লে : 'আমার মাথায় ওসব ঢুকে না।' তাতে আমি বল্লুম : 'তোমার একজন গুরু চাই—যে তোমর বুদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে, তা হলেই এ সকল বুঝ তে পার্‌বে।' প্রোফেসর আমার কথা মেনে নিয়ে বল্লেন : 'তুমি ভাগ্যবান, তাই এমন একজন গুরু পেয়েছ।'

"কথায় কথায় আমি আবৃত্তি কল্লুম

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যম্॥

তা শুনে প্রোঃ ল্যানম্যান্ বল্লেন হাঁস কেমন করে দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে শুধু দুধ খেতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি চিন্তা না করেই বল্লুম : এক শ্রেণীর হাঁসের মুখে এসিড্ আছে, দুধ মুখে গেলেই সে এসিডের গুণে তা ছানা হয়ে যায় এবং জল আলাদা হয়ে পড়ে। তখন জলটী মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং হাঁস সার অংশ ছানাটা খেয়ে ফেলে। আমার ব্যাখ্যা শুনে প্রোঃ ল্যানম্যান্ ভারী খুশী হলেন।"

পরে প্রোঃ ল্যানম্যান্ এই বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখেন। তাহা *The*

"*Milk-drinking Hansas of Sanskrit Poetry* নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন : "Now by a singular coincidence, Swami Abhedananda···calling at my study last week···while my mind was upon the subject of this essay···had explained the Hansa fable···by saying that there was a secretion in bird's mouth which coagulated the milky part of the misxture (somewhat after the fashion of rennet), so that the resulting curdy portion became easily separable.···The Swami's theory seems to be essentially like that of Sâyana."

গত সপ্তাহে এই বিষয় যখন আমার মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তখন দৈবাৎ একদিন স্বামী অভেদানন্দ আমার স্টুডিয়োতে আসিলেন। তিনি এই হংস সম্বন্ধীয় প্রবাদ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন যে, এই সকল পাখীর মুখে একপ্রকার এসিড্ আছে। দুগ্ধ মুখে গেলেই সেই এসিডের গুণে তাহা ছানাতে পরিণত হইয়া যায় এবং জল পৃথক হইয়া পড়ে। তখন জল বাদ দিয়া হাঁস ছানা অংশটা আহার করিয়া ফেলে। স্বামিজীর ব্যাখ্যা ভাষ্যকার সায়নের অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়।

সেই দিন হইতে প্রোঃ ল্যানম্যান্ অভেদানন্দের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতি পুনর্গঠন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় অভেদানন্দ কেম্ব্রিজ ও বোষ্টনের উপকণ্ঠস্থিত সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। একদিন তিনি বোষ্টনের দ্বিতীয় ইউনেটেরিয়ান চার্চের বিশপ রেঃ মিঃ ভান্‌নেশ্‌এর সঙ্গে দেখা করিতে গমন করিলেন।

মিঃ ভান্‌নেশ্‌ খুব বড় পণ্ডিত। স্বামিজী তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরদিন তিনি সানেসে গমন করিয়া প্রথম পিউরিটান চার্চ দর্শন করিলেন এবং যে স্থানে ডাইনীদিগকে[১] পোড়াইয়া মারা হইত এবং যে সকল কুটীরে ডাইনীরা বাস করিত তাহা দর্শন করিলেন;

এই স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন মিস্ ফার্মারের সহিত অভেদানন্দের পরিচয় হইল। মিস্ ফার্মার গ্রীন্‌একারে বাস করেন। তিনি স্বামিজীকে গ্রীন্‌একারে গমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

মিস ফার্মার বেদান্তের অনুরাগিণী। তিনি গ্রীন্‌একারে 'মন্‌সাল্‌ভাট্ স্কুল অব্ কম্পারেটিভ্ রিলিজনের' প্রতিষ্ঠাত্রী। এই স্কুলে স্বামী সারদানন্দ বক্তৃতা করিয়াছেন। এই 'মনসাল্‌ভাট্ স্কুল অব কম্পারেটিভ রিলিজনে' বক্তৃতা করিবার জন্যই মিস্ ফার্মার অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন।

নিউইয়র্কের বক্তৃতার ঋতু তখনও আসে নাই সুতরাং অভেদানন্দ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ও বেদান্তের আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ কবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হুইলার দম্পতিব কন্যার বিবাহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইল। তিনি বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া

১। ডাইনী পুড়াইয়া মারা একটী মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় বর্বর প্রথা। কুসংস্কারবদ্ধ ইউরোপীয়গণ মনে করিত মানুষের ভিতর কেহ কেহ ডাইনী ও ডাইনীরা নানাপ্রকার অনিষ্ট ও উৎপাত সৃষ্টি করিতে পারে; সুতরাং গ্রামের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকেও তাহারা ডাইনীদের কার্য বলিয়া মনে কবিত এবং ডাইনী বলিয়া যাহারা খ্যাত হইয়া পড়িত তাহাদিগকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিত। ডাইনী বা witch বলিয়া কোনও অদ্ভুত জীব নাই। বর্তমানকালে এই সকল ডাইনীকে আমরা 'মিডিয়ম' বলি। 'মিডিয়মগণ অনেক সময় দূরদর্শন, দূরশ্রবণের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। মধ্যযুগে ভারতে এই সকল মিডিয়মকেই 'যোগিনী' বলা হইত।

'ভারতীয় বিবাহের আদর্শ' সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন এবং অবশেষে সেই দেশীয় রীতি অনুসারে নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মণ্টক্লেয়ারে অবস্থান কালে একদিন চার্চে রবিবাসরীয় উপাসনা সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। চার্চে উপস্থিত হইলে ভারপ্রাপ্ত পাদরী তাঁহাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বামিজী বলিতেন: "আমি মণ্টক্লেয়ারের ইউনিটি চার্চের বেদীতে দাঁড়িয়ে রবিবাসরীয় উপাসনা পরিচালনা করেছিলুম্। সেদিন আমি প্রায় দুইশত শ্রোতার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে 'নীতির প্রকৃত ভিত্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। চার্চের ইউনেটেরিয়ান্ মিনিষ্টার আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি বাইবেল থেকে একটি প্রার্থনা বের করে তাই দিয়ে উপাসনা আরম্ভ কর্লুম্। আমার সঙ্গে প্রায় দুইশত উপস্থিত নরনারী স্তোত্র পাঠ কর্তে লাগ্‌লো। প্রার্থনার পর 'True Basis of Morality' সম্বন্ধে বক্তৃতা (Sermon) দিলুম। বক্তৃতার পর আর একটী স্তোত্র পূর্বের ন্যায় আবৃত্তি করে Bendiction (আশীর্বাদ) দিয়ে উপাসনা শেষ কর্লুম্।"

১লা জুলাই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো: হার্সেল্ পার্কার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেদিন খোলা ময়দানে এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের (Appalacian Mountain Club) সভা হইতেছিল। পার্কার সেই ক্লাবের সভ্য ছিলেন এবং অভেদানন্দকে সেই ক্লাবের এই সভাতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতে আসিয়াছিলেন। মণ্টক্লেয়ারে এই সভা হইয়াছিল। অভেদানন্দ প্রোঃ পার্কারের সহিত সেই সভাতে উপস্থিত হইলেন। প্রোঃ পার্কার সমিতির সভ্য-

গণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহাদিগের পর্বতারোহণে আনন্দ দেখিয়া অভেদানন্দ সেইদিন এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের সভ্য হইলেন। প্রোঃ পার্কার একজন সুদক্ষ পর্বত আরোহণকারী। সুতরাং যোগাযোগ সুন্দর হইয়াছিল !

সভার কার্য শেষ হইলে তিনি মিসেস্ হুইলারের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। সেই দিন মিসেস্ হুইলারের বাড়ীতে বিখ্যাত গায়িকা এমা থার্সবি উপস্থিত ছিলেন। এমা থার্সবি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্না ছিলেন; সুতরাং অভেদানন্দের সহিত তিনি অতি আনন্দের সহিত বিবেকানন্দ স্বামী ও তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রে অধিকারের কথা আলোচনা করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। এই সময় অভেদানন্দ মণ্ট্ক্লেয়ারে Wheeler-দের অতিথি হইয়া বাস করিতেছিলেন। বক্তৃতার ঋতুর অবসানে ভাড়া বহন করিবার সামর্থ্য না থাকাতে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তখন মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইলে তিনি নিউইয়র্কে গমন করিতেন মাত্র।

মণ্টক্লেয়ারে অবস্থান কালে একদিন তিনি মিসেস্ হুইলারের সঙ্গে মিষ্টার থমাস্ এডিসনের সঙ্গে দেখা করিতে অরেঞ্জ্ সহরে গমন করিলেন। এডিস্ন একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবনকারী। মিঃ এডিসন নানাবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্র, গ্রামোফন, ইলেক্ট্রিক্ বাল্‌ব, ট্রামকারের মেশিন প্রভৃতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বদ্ধকালা এবং লোকের কথা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি নিজেই একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যাহা কাণে লাগাইয়া তিনি লোকের সঙ্গে আলাপ করেন। কোনও বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি হিন্দু যোগীর ন্যায় দিনের পর দিন একাসনে বসিয়া চিন্তা করিতেন। তাঁহাকে আহারের জন্য ডাকাডাকি করিতে নিষেধ ছিল।

সুতরাং ভৃত্যরা নিয়মিত সময়ে তাঁহার আহার্য্য সাজাইয়া দিত এবং তাহা তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী আহার করিতেন। যখন তিনি তীব্র চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন তখনও খাবার দেওয়া হইত বটে, তবে সেই অস্পৃশ্য আহার্য আবার যথাসময়ে অপসারিত করা হইত। অভেদানন্দকে তাঁহার গবেষণাগারে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মিঃ এডিসন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এডিসন অভেদানন্দকে তাঁহার লেবরেটরী প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে এডিসনের সঙ্গে আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন।

মণ্টক্লেয়ার হইতে তিনি বন্ধুবর্গের নিমন্ত্রণে বাফেলো সহরের উপকণ্ঠে Watkins Glen-এ গমন করিলেন। সেদিন সেনেকো হ্রদের তীরে তাঁহাদের বনভোজনের পালা ছিল। বনভোজনের পর তিনি নায়েগ্রা জলপ্রপাত দর্শন করিতে গমন করিলেন। নায়েগ্রা নদীর দুইটী জলপ্রপাত। একটী কানাডার অধীনে আর একটী যুক্তরাষ্ট্রের সীমায়। যুক্তরাষ্ট্রের সীমার জলপ্রপাত খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু অত্যন্ত গভীর। কানাডার দিকের জলপ্রপাতটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, দেখিতে অশ্বের খুরের ন্যায়। নদীতে 'মেড অফ্ মিষ্ট' নামে একখানি জাহাজ আছে। তাহাতে করিয়া আরোহীরা প্রপাতের নিকটে যাইতে পারেন। অভেদানন্দ জাহাজে আরোহণ করিয়া কানাডার দিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জলপ্রপাতের পশ্চাৎ দিকে 'কেভ্ অব্ উইণ্ডস্' (cave of winds) এ গমন করিলেন। নদীর তীর দিয়া একটী পিচ্ছিল পথ দিয়া পদব্রজে কেভ্ অব্ উইণ্ডস্-এ যাইতে হয়। রবারের জুতা ও ওয়াটার প্রুফ্ ভাড়া করিয়া এবং তাহা পরিধান করিয়া অভেদানন্দ ধীরে ধীরে কেভ্ অব্ উইণ্ডস্-এ গমন করিলেন। সেই কেভ্-এ অবিরত ঘূর্ণিবাতাস প্রবাহিত হইতেছিল।

কেভ্-এ প্রবেশ করিয়া তিনি অতর্কিতে সেই ঘূর্ণিতে পতিত হইলেন এবং ভূমিতে পড়িতে পড়িতে দাড়াইয়া উঠিলেন।

জলপ্রপাতের মহানদৃশ্য তাঁহাকে সেই সময় স্থান ও কালের কথা সব ভুলাইয়া দিয়াছিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে ঘন কোয়াসার পর্দা, তাহাতে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব বর্ণসুষমার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরেও তিনি আরও দুইদিন নায়েগ্রায় জলপ্রপাত দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে ২২শে জুলাই অভেদানন্দ বাফেলো ত্যাগ করিয়া গ্রীন্‌একার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় পোটস্‌মাউথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ডাঃ জেন্‌স্ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দুইজনে গাড়ী করিয়া গ্রীন্‌একারে গমন করিলেন।

এই সেই গ্রীন্‌একার যে স্থান স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের পাদস্পর্শে পূত হইয়াছিল। এই স্থানেই পাইন্ বৃক্ষের নীচে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ছাত্রাদিগকে রাজযোগ শিক্ষা দিতেন। সেই অবধি পাইন বৃক্ষটী 'স্বামিজীর পাইন্' নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানে সার্কাসের একটী বিরাট তাঁবুতে অভেদানন্দ তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ছিল 'ধর্ম ও বিজ্ঞান'। পরদিন সকালে 'স্বামিজীর পাইনের' নীচে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল। বিষয় ছিল 'বেদান্ত কি?' এই স্থানেই *In Tune with Infinite*-এর প্রসিদ্ধ লেখক রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ট্রাইনের (Ralph Waldo Trine) সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ট্রাইন্ সেই সময় হইতে অভেদানন্দের ছাত্ররূপে রাজযোগ ও বেদান্তের ক্লাসে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিতেন। গ্রীন্‌একারেই তাঁহার সহিত 'ইমার্সন ক্লাবের' প্রেসিডেণ্ট মিঃ মেলয়ের পরিচয় ও আলাপ হয়। ইনি আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ইমার্সনের বন্ধু ও শিষ্য। মিঃ মেলয়

আগে মুচির ব্যবসা করিতেন। ইমার্সনের সঙ্গগুণে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ হয় এবং তিনি একজন দার্শনিকরূপে পরিচিত হন। মিঃ মেলয় ইমার্সনের কবিতা ও রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়া আমেরিকায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মিঃ মেলয় ইমার্সনের কতকগুলি কবিতার পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামিজীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইমার্সনের কবিতা :

"If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again."

আবৃত্তি করিয়া তাহার মর্মার্থ কি হইবে অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অভেদানন্দ কবিতাটী শোনামাত্রই বলিলেন ইহা গীতার 'য এনং বেত্তি হন্তারং' ইত্যাদি শ্লোকের ভাবানুবাদ মাত্র। অভেদানন্দ তখন গীতার সেই শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া ইমার্সনের পদ্যটীর ব্যাখ্যা করিলেন। অভেদানন্দ তখন জানিতে পারিলেন ইমার্সনের ভাবধারার উৎস কোথায়!

রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো ইমার্সন যখন কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন সেই সময় কার্লাইল্ তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। তাহা চার্লস্ উইল্‌কিন্সের সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ। উপহার প্রদানের সময় কার্লাইল ইমার্সন্‌কে বলিয়াছিলেন: "আমি এই গীতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি। আশা করি তুমিও আমার ন্যায় গীতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে।" পূর্বোদ্ধৃত অংশটি ইমার্সনের 'ব্রহ্ম' নামক কবিতাটীতে রহিয়াছে। ইমার্সন কঠোপনিষদকে অবলম্বন করিয়া

'Immortality' নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অভেদানন্দ ডাঃ জেন্‌স ও মিঃ মেলয়ের সহিত পরে ইমার্সনের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ইমার্সনের সংগ্রহের ভিতর মনুসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণও রক্ষিত আছে।

গ্রীন্‌একারে রীতিমত গীতার ক্লাস আরম্ভ হইল। 'স্বামিজীর পাইন' বৃক্ষের নীচে এই ক্লাস বসিত। অভেদানন্দের সুমধুর আবৃত্তিপ্রণালী এবং সরল ভাষায় গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার কৌশল শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিত। একদিন তাঁহারা অভেদানন্দের গীতা আবৃত্তি শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। তিনি তাহাদের অনুরোধে গীতার একাদশ অধ্যায় আবৃত্তি করিলেন। সার্কাসের একটী তাঁবু তাঁহার আবৃত্তির জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

গ্রীন্‌একারের নিকটেই এপ্‌লেডোরের মহিলা কবি সিলিয়া থাক্সটারের বাড়ী জানিতে পারিয়া অভেদানন্দ সেইস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ইহা স্টার দ্বীপে অবস্থিত। সিলিয়া থাক্সটারের কুটীরখানি ছবির ন্যায় সুসজ্জিত। সিলিয়া থাক্সটার গীতার মর্ম বুঝিতে পারিতেন এবং অত্যন্ত ভগবদনুরাগিণী মহিলা বলিয়া দেশে সম্মানিত হইতেন।

এই সময় অভেদানন্দ পূর্ণ নিরামিষভোজী ছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় ভারতের ন্যায় ব্যঞ্জনাদি ব্যবহার হয় না। নিরামিষ আহার কেবল শাকসবজী সিদ্ধ, ফল, দুধ ইত্যাদি। ক্রমাগত একঘেয়ে খাদ্য আহার করিয়া অভেদানন্দের ভীষণ অরুচি দেখা দিল। তিনি কিছুই আহার করিতে পারিতেন না, ফলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি একটী কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার পাশেই 'ব্যাঙ্গোদের' বাড়ী। তিনি একদিন ব্যাঙ্গোর জননীকে তাঁহার অরুচির কথা বলিয়া তাঁহার রন্ধনশালায় ভারতীয় আহার্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি চাহিলেন। ব্যাঙ্গোর জননী অতি আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মতি দিলেন। তাঁহারা

কৌতূহলের সহিত স্বামিজীর ভারতীয় রন্ধনপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিলেন। অভেদানন্দ খিচুড়ি রন্ধন করিয়া আহার করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার অরুচি সারিয়া গেল।

ডাঃ জেন্‌স স্বামিজীর এই প্রকার অসুখের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তাহার কারণ জানিতে পারিলেন তখন সহাস্যে বলিলেন: "That would not do for you here. 'When you go to Rome, do as the Romans do.' You have a mission in your life, you must take proper nourishing food, otherwise you will be sick."—অর্থাৎ এইভাবে জীবন যাপন এইদেশে চলিবে না। 'যখন রোমে যাইবে তখন রোমানদের মত চলিবে।' আপনার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে; এই ভাবে চলিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অভেদানন্দের শরীরের এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মৎস্যাদি আহার করিবার জন্য অনুমতি দিয়া নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন:

"কল্যাণবরেষু—

"গতকল্য তোমার কুশলসহ এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রেরিত পার্শ্বেল পাইয়াছি। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ জানিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার কার্য ভালরূপ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্জ্বল করিতেছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি এবং আশীর্বাদ করিতেছি তোমার কার্য যেন সফল হয়। তিনি তোমার এই মহৎ কার্যে সহায় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না।

তুমি সেখানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্যাদি আহার করিবে। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে উহা খাইবে। সর্বদা শরীরের দিকে নজর রাখিবে। মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাস করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের মা"

এইস্থানে অভেদানন্দ যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন সেই কয়দিন সঙ্গীদিগের সহিত চতুর্দিকের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। একদিন তিনি সঙ্গীগণের সহিত 'কেনো' (Canoe) জাতীয় নৌকা আরোহণ করিয়া নদীতে বাইচ্ খেলিয়াছিলেন। 'কেনো' হইতেছে একটী সমগ্র বৃক্ষের ভিতরের কাঠ বাহির করিয়া প্রস্তুত নৌকাবিশেষ। ইহাকে ভারতে কোনও কোনও অঞ্চলে 'কুঁদা' নৌকাও বলে। এইভাবে ভ্রমণকালে তাঁহারা একদিন বনভোজনে গমন করিলেন। পর্বতের উপর হ্রদের ধারে তাঁহারা বনভোজনের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া সকলে হ্রদে সাঁতার দিতে নামিলেন। পর্বতারোহণ ও সন্তরণ প্রভৃতিতে অভেদানন্দ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সেইদিন তাঁহাদের সঙ্গে রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো ট্রাইন্‌ও ছিলেন। এইভাবে গ্রীন্‌একারে অবস্থানের কাল শেষ হইলে অভেদানন্দ গ্রীন্‌একার ত্যাগ করিয়া বোষ্টন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বোষ্টন ম্যাচাচুটেজ্ ষ্টেট্-এর রাজধানী। ইহা আমেরিকার সহরগুলির ভিতর আয়তনে পঞ্চমস্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর পশমজাত দ্রব্য ও মৎস্যের ব্যবসায়ে বোষ্টনের স্থান লণ্ডনের পরেই এবং আমেরিকার বন্দরসমূহের ভিতর ইহার স্থান নিউ ইয়র্কের পরে। এখানকার পোতাশ্রয় দীর্ঘে ষোল মাইলেরও অধিক এবং প্রস্থে সাত মাইল। যখন ব্রিটিশ সরকার

আমেরিকার আমদানী চায়ের উপর ৩ পেনি করিয়া শুল্ক আদায় করিতে চেষ্টা করেন তখন ১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এখানে ভীষণ হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছিল। একদল লোক রেড্ ইণ্ডিয়ানগণের পোষাক পরিয়া জাহাজে আরোহণ করে এবং চারিশত চায়ের বাক্স জলে ফেলিয়া দেয়। ইহা ম্যাচাচুটেজ্ উপসাগরের বোষ্টন হারবারে অবস্থিত। বোষ্টন আমেরিকার অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। এখানকার কাপুয়েল হল (Cradle of Liberty) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় বিপ্লবীগণের প্রধান আড্ডা ছিল। ইহা ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নির্মিত হয়। অভেদানন্দ বোষ্টনে উপস্থিত হইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, থিয়েটার ও পার্ক প্রভৃতি দর্শন করিয়া নিউ পোর্ট অভিমুখে গমন করিলেন।

নিউ পোর্ট রোড দ্বীপের সহর এবং রোড দ্বীপে প্রবেশের মুখে অবস্থিত বন্দর। ইহা এখন গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইয়াছে। অভেদানন্দ এখানে একদিন অবস্থান করিয়া ৮ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন নিউ পোর্ট হইতে নিউ ইয়র্কে রেলপথে যাইবার ব্যবস্থা থাকিলেও অভেদানন্দ ৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে Fall River Line-এর S. S. Puritan-এ (এস্. এস্. পিউরিটান) আরোহণ করিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন।

তিনি নিউ ইয়র্কে অবস্থান না করিয়া সেই দিনই অপরাহ্ণে তিনটার সময় ট্রেনে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া লং-আইল্যাণ্ডের ঈষ্ট্ হাম্পটন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি রেঃ হিবার নিউটনের নিমন্ত্রণে কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য রেঃ হিবার নিউটন উপস্থিত ছিলেন। রেঃ হিবার নিউটন নিউ ইয়র্কের এপিস্কোপাল চার্চের প্রধান

ধর্মযাজক। এখানে তিনি তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে বিশ্রাম করিতেছিলেন। নিউ ইয়র্কের মেডিসন এভিনিউতে অবস্থিত অল সৌলস্ চার্চের (All Soul's Church) তিনি প্রধান ধর্মযাজক। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটী বিরাট লাইব্রেরী ছিল এবং তাহাতে বিবিধ ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সর্বপ্রকার গ্রন্থ ছিল।

রেঃ হিবার নিউটন অভেদানন্দকে অতি সমাদরে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন। নিউটন গৃহিণী তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার উদার ও সার্বজনীন মতবাদ শ্রবণ করিয়া রেঃ হিবার নিউটন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আলাপে আলোচনায় তাঁহার দিন বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। সকালে আহারের পর তিনি রেঃ নিউটনের রো বোটে নৌকা চালনা শিক্ষা করিতেন এবং অবসর সময়ে লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পড়িতেন। অভেদানন্দের আগমন উপলক্ষে রেঃ হিবার নিউটন একটী প্রীতিসম্মিলনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সম্মিলনীতে অভেদানন্দ 'যীশু খৃষ্টের অবতারত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর নিউ ইয়র্কের সেণ্ট বার্থোলমিউ চার্চের প্রধান ধর্মযাজকও ছিলেন। তিনি অভেদানন্দের উদার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং সেইদিন হইতে তাঁহার একজন বন্ধুতে পরিণত হইলেন।

ইহার পরদিন নিউটন গৃহিণী তাঁহার পুত্রকে দেখিবার জন্য অভেদানন্দকে সঙ্গে করিয়া মানহাঙ্ক পয়েণ্টে (Manhank Point) গমন করিলেন। সেই স্থানে তখন আমেরিকান সৈন্যগণের ছাউনি পড়িয়াছিল। তাহারা কিউবা যুদ্ধে স্পেনীয়গণকে পরাস্ত করিয়া তখন বিশ্রাম করিতেছিল।

নিউটনের পুত্রও এই দলে ছিল। নিউটন গৃহিণী পুত্রের গৌরবে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। ভারতেও এমন দিন ছিল যখন বীরপ্রসবিনী হইবার জন্য জননীরা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিউটন গৃহিণী অভেদানন্দের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রেঃ হিবার নিউটনের আবাসে সপ্তাহাধিককাল বাস করিয়া অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নিউ ইয়র্কের বক্তৃতার ঋতু আরম্ভ হয় নাই; সুতরাং তাঁহার তখন অখণ্ড অবসর। ইতিমধ্যে একদিন তাঁহার বন্ধু প্রোঃ হার্সেল পার্কার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পার্কার নিউ হ্যাম্পটন্ সায়ারের হোয়াইট্ মাউণ্টেন আরোহণ করিতে যাইবেন। অভেদানন্দকে তিনি তাঁহার সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণেই অভেদানন্দ প্রোঃ পার্কারের অতিথিরূপে হোয়াইট্ মাউণ্টেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্রি ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল। পারা শূন্যের নীচে ৪০° ডিগ্রীতে নামিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা ক্রফোর্ড নচে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল। অভেদানন্দ, পার্কার এবং পার্কারের বন্ধু মিঃ নীলের সহিত নচ্ বা খাদ দেখিতে গমন করিলেন। পায়ে হাঁটা ক্ষুদ্র পথ রেল লাইনের ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। চতুর্দিকের দৃশ্যরাজি আরণ্য ও পার্বত্য সৌন্দর্যে পূর্ণ। দৃশ্যটী কিন্তু চক্ষুর অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ!

পরদিন তাঁহারা উইলিয়ার্ড শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের বরফে আবৃত সাদা ধব্ধবে শৃঙ্গ দেখা যাইতেছিল। পরদিন তাঁহারা মাউণ্ট ওয়াশিংটনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অভেদানন্দ তাঁহার *Leaves from My Dairy*-তে এই সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেনঃ "আমি চিরকাল পাহাড় চড়াই কর্তে ভালবাসি। যখন প্রফেসার পার্কার মাউণ্ট ওয়াশিংটন আরোহণের ব্যবস্থা কর্লেন তখন আমার ভারী আনন্দ হয়েছিল। আমরা সকালে সাড়ে আটটায় কিছু খেয়ে ক্রফোর্ড নচ্ থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার ছিল। আমরা 'ব্রিড্ল পাথ' দিয়ে চড়াই কর্তে আরম্ভ করি। চতুর্দিকের অতুলনীয় শোভা আমাদের চোখ্‌কে আবদ্ধ করে রাখ্‌ছিল। বেলা প্রায় একটার সময় পার্কার বল্লেনঃ 'আসুন কিছু খাওয়া যাক।' তাঁর কথায় আমরা বসে পড়লাম এবং খাবার খুলে খেতে লাগ্‌লাম। আমার ভারী তেষ্টা পেয়েছিল। পার্কার চারিদিকে জল খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন কিন্তু বরফে ঢাকা পাহাড়ে জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। পিপাসা সহ্য কর্তে না পেরে আমি বরফের টুকরা চুষে তাই দিয়ে তেষ্টা দূর কর্লাম। খাবার খেয়ে আমরা আবার চড়াই কর্তে আরম্ভ কর্লুম। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছ্‌লুম। পাহাড়ের চূড়ায় হোটেল ছিল, তাহার নাম সামিট্ হাউস। আমরা সেই হোটেলে উঠ্‌লুম। প্রায় চার ইঞ্চি ঘন বরফের চাপে পাহাড়ের চূড়া ঢাকা পড়েছিল। হোটেলের চাল থেকে লম্বা লম্বা বরফের টুকরা ঝুলছিল। আমার এত পিপাসা পেতে লাগ্‌লো যে চোদ্দ গ্লাস জল খেয়েও তা মিট্‌লো না। পার্কার বল্লেন—বরফ খেলে এমনিতর তেষ্টাই পায়। তাপমান যন্ত্রে পারা সেদিন শূন্যের নীচে ৩৬°তে নেমে গিছ্‌ল। আমার আঙ্গুল সব অসাড় হয়ে পড়েছিল। সপ্তাহ খানেক কিছু আর লিখতে পারি নি।"

ক্রোফোর্ড নচ্ হইতে পাহাড়ের চূড়া প্রায় নয় মাইল। এই নয় মাইল

পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের সাত ঘণ্টা লাগিয়াছিল। হোটেলের ঘরগুলি অগ্নির সাহায্যে গরম রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহারা সমস্ত রাত্রি শান্তিতে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন।

পরদিন ভোরবেলা আটটার সময় তাঁহারা সামিট্ হাউস ত্যাগ করিলেন। পদব্রজে প্রায় আট মাইল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ডার্বি কটেজে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহাদের সহিত ডাঃ লিউইস্ জেন্‌সের দেখা হইল। ডাঃ জেন্‌স এখানে স্বাস্থ্যলাভের আশায় গ্রীন্‌একার হইতে আসিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা অপরাহ্ণ ৫টার সময় ক্রোফোর্ড নচে (Crowford Notch) উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহাদের সহিত বোষ্টন এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন্ ক্লাবের সদস্যগণের দেখা হইল। তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্রোফোর্ড নচ্ ত্যাগ করিলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর)। এখান হইতে তাঁহারা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ডিক্সভিল নচে (Dixville Notch) উপস্থিত হইলেন (গাড়ীখানি বড় মোটরবাসের ন্যায় এবং তাহা চারিটী ঘোড়ায় টানিতেছিল)। পার্বত্য দুর্গম রাস্তায় ১৫ মাইল অতিক্রম করিতে তাঁহাদের দুই ঘণ্টার উপর লাগিয়াছিল।

দলের সহিত ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট প্রোঃ নাইল্‌স্ (Prof. Niles) ছিলেন। তিনি বোষ্টনের টেক্‌নোলজিকেল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভূতত্ত্বের (Geology) অধ্যাপক। প্রাতঃকালে তাঁহারা খাদের ভিতরে অবতরণ করিলেন এবং প্রোঃ নাইল্‌স্ সেই স্থানের বিভিন্ন ভূ-স্তরের বিন্যাসের কারণ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অভেদানন্দের পক্ষে ইহা একটী উত্তম সুযোগ। অপরাহ্ণে অভেদানন্দকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হইল। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে প্রোঃ নাইল্‌স তাঁহার সহিত সভ্যগণের পরিচয় করাইয়া

দিলেন। বিষয় ছিল 'হিমালয়-ভ্রমণ'। বক্তৃতাতে তিনি হিমালয়ের গম্ভীর, চিরসুন্দর ও চিরমহিমাময় প্রকৃতির বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যের বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিয়াছিলেন। যখন তিনি বলিলেন যে নিউ ইংলণ্ডের হোয়াইট পর্বতমালা যদি হিমালয়ের কোনও উপত্যকায় বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না তখন শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রোঃ নাইল্স্ তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সভ্যগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভেদানন্দ এই স্থানে অবস্থান করিলেন। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য সর্বদা ঘরের ভিতরেই থাকিতে হইত। সেই সময় তিনি সঙ্গীদের সহিত বিলিয়ার্ড, বোটল্পুল, পকেটপুল প্রভৃতি খেলিতেন। তিনি এই সময়ে চাইনিজ্ ফ্রাঙ্কলিন বা পিং-পং খেলাও শিখিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি পার্কারের সহিত ৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার ট্রেনে নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিংসটন ষ্টেশনে তিনি নামিয়া পড়িলেন এবং পার্কার সোজা নিউ ইয়র্কে চলিয়া গেলেন।

মিঃ লেগেটের সহিত দেখা করিবার জন্যই তিনি এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। ষ্টেশনে লেগেটের গাড়ী তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিল। তিনি গাড়ীতে করিয়া মিঃ লেগেটের 'ষ্টোন রিজে' অবস্থিত 'রিজ্‌লে ম্যানর' নামক আবাসে উপস্থিত হইলেন। মিঃ লেগেট ও তাঁহার পরিবারের সকলে তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেই সময়ে মিঃ লেগেটের শ্যালিকা মিস্ ম্যাক্লিওড্ ভারতে অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার ঘরেই অভেদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

মিঃ ও মিসেস্ লেগেট তাঁহাকে লইয়া পরদিন সকালে নিকটবর্তী পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেন। মিঃ লেগেটের একখানি কেসিনো (Casino) ছিল। ইহা একখানি স্বতন্ত্র বাড়ী। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলার ব্যবস্থা (indoor games) আছে। পরিবারের সকলে এবং অতিথিগণ এই সকল খেলাধুলায় অবসর বিনোদন করেন। এখানে বল ছুড়িবার সুন্দর পথ ছিল। তাহাতে লোহার বল ছোড়া হইত। সেই বল পথের শেষ মাথায় অবস্থিত দাঁড়ানো এক ফুট আন্দাজ লম্বা কাঠের পিন্‌কে আঘাত করিত। লেগেটের সৎপুত্র তাঁহাকে এই খেলা শিখাইতে লাগিলেন। অভেদানন্দ অল্পক্ষণের চেষ্টাতেই তাহা শিখিয়া ফেলিলেন এবং রীতিমত অন্যান্য খেলোয়াড়দের ন্যায় খেলিতে লাগিলেন। সেই সময় নিউ ইয়র্কের অন্যতম চিত্রশিল্পী মিঃ লেথ্রপ (Lathrop) সস্ত্রীক মিঃ লেগেটের বাড়ীতে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। মিঃ লেগেট তাঁহাদের সহিত অভেদানন্দের পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয়ের পর তাঁহারা তাঁহাকে 'বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম'-সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অভেদানন্দ বিশদভাবে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের মন হইতে মিশনারীদের প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিলেন।

পরদিন চিত্রকর দম্পতি তাঁহাদের সহিত তাঁহাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা 'মোহঙ্ক' (Mohank) হ্রদের নিকট অবতরণ করিয়া পদব্রজে প্রথমে মিনাওয়াস্কা (Minawaska) নামক হ্রদের তীরে গমন করিলেন এবং সেইস্থানে উপবেশন করিয়া লাঞ্চ আহার করিলেন। পরে তাঁহারা কাট্‌সকিল্ পর্বতের ভিতরে অবস্থিত এওষ্টিং (Awosting) হ্রদে গমন করিলেন। কাট্‌স্কিল্ পর্বতমালা সমুদ্র হইতে মাত্র ১৮০০ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান হইতে তাঁহারা

প্রত্যাবর্তন করিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 'রিজ্‌লে ম্যানরে' উপস্থিত হইলেন। পার্কারের সহিত 'হোয়াইট' পর্বতেব কষ্টকর আরোহণের পর এই ভ্রমণ অভেদানন্দের শরীর ও মনের উপর অমৃতের ন্যায় কার্য করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার পর্বতারোহণের সমস্ত শ্রান্তি দূব হইয়াছিল।

প্রায় সতের দিন এইভাবে বিশ্রামলাভ করিয়া তিনি মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সহিত নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানেও তিনি লেগেটের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮ই অক্টোবর তিনি মিসেস্ লেগেট্ ও তাঁহার পুত্র হ্যারীর সহিত নেভি ইয়ার্ডে (Navy Yard) গমন করিলেন। সেই সময় কিউবার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ জাহাজ ও কামান ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

পরদিন তিনি ডাঃ গ্যারেন্সির আহ্বানে তাঁহাকে দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে তাঁহার সহিত মিঃ ল্যান্‌স্‌বার্গের (স্বামী কৃপানন্দ) দেখা হয়। ২০শে অক্টোবর তিনি লেগেটের বাড়ী ত্যাগ করিয়া একটী বোর্ডিং হাউসে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা রেল লাইনের নিকটে ছিল—সেইজন্য সারারাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না। অবশেষে অটো-সাজেসচানের' (auto-suggestion) সাহায্য নেওয়ায় সমস্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সুনিদ্রা হইত।

গ্রীন্‌একারে পরিচিত যোশেফ জেফারসন্ 'রাইভেল' (Rival) নামক হাস্যরসাত্মক নাটকের 'বব একার্সের' (Bob Acres) ভূমিকা অভিনয় করিবেন শুনিতে পাইয়া অভেদানন্দ থার্ড এভিনিউ থিয়েটারে গমন করিলেন। যোশেফ জেফারসন্ বদ্ধ কালা বটে কিন্তু তাঁহার অভিনয়ের দক্ষতা অতি চমৎকার।

শীঘ্রই লেক্‌চার আরম্ভ হইবে, সুতরাং অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের সহিত ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মিঃ লেগেট তাঁহাকে লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন। বেদান্তের অনুরাগী বন্ধুগণের আহ্বানে তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলে সেখানেও তাঁহার সহিত নূতন নূতন লোকের পরিচয় হইতে লাগিল। আমেরিকায় জন-সাধারণ ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারিত কুৎসিত্ গল্পসমূহই তাঁহারা জানেন; সুতরাং অভেদানন্দকে এই সকল লোকের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা আনিয়া দিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বেদান্ত সমিতিকে সংঘবদ্ধ করিতে তাঁহার খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি মিঃ লেগেট্‌কে বেদান্ত সমিতির প্রথম প্রেসিডেন্ট হইতে অনুরোধ করিলেন। মিঃ লেগেট বিদ্বান ছিলেন না, সেইজন্য তিনি ইহাতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। অবশেষে অভেদানন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে তিনি ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হইলেন। বেদান্ত সমিতি নিউ ইয়র্ক নগরীর আইনানুসারে ২৮ অক্টোবর (১৮৯৮ খৃঃ) রেজিষ্ট্রী করা হইল। মিঃ লেগেট প্রেসিডেন্ট হওয়ায় অভেদানন্দের দুর্ভাবনা দূর হইল। বেদান্ত সমিতি নূতন প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইঁহার নামে বাড়ী ভাড়া দিতে বাড়ীওয়ালারা রাজী হইতেন না; সুতরাং মিঃ লেগেটের ন্যায় কোটিপতি ইহার প্রেসিডেন্ট হওয়াতে বাড়ীভাড়া করা সহজসাধ্য হইল এবং নিউ ইয়র্কের এসেম্বলী হল (Assembly Hall, No. 109 E, 22nd Street, near 4th Avenue, United Charities Buildings, New York) ভাড়া করা হইল। এই হলে অভেদানন্দের প্রথম

বক্তৃতা ছিল 'বেদান্ত কি?' তাহাতে ১৫৩ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। লেগেট তাঁহার বক্তৃতায় এইরূপ সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে প্রতি রবিবার ও বুধবার তিনি বক্তৃতা করিতেন এবং শনিবারে রাজযোগের ক্লাশ গ্রহণ করিতেন। ২২শে নভেম্বর বেদান্ত সমিতির কার্যকরী সভার প্রথম সভা হইল। সভাতে যথারীতি মিঃ লেগেট্‌কে প্রেসিডেণ্ট করিবার জন্য অভেদানন্দ প্রস্তাব করিলেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। মিঃ লেগেট্‌কে বেদান্ত সমিতির বক্তৃতাসমূহের জন্য নিজ দায়িত্বে হল (Hall) বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। এই ভাবে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের গোড়াপত্তন হইল। ২৪শে নভেম্বর ধন্যবাদ প্রদানের দিন (Thanks-giving Day)। ইহা আমেরিকাবাসীদের ইংরাজ পিউরিটান পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক ভগবানের প্রতি ধন্যবাদ প্রদানের স্মৃতি উৎসব। ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ যখন রোড্ দ্বীপে প্লিমাউথের পাহাড়ে অনশনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তখন দূরে সমুদ্রের বুকে খাদ্যদ্রব্যবাহী ইংলিস জাহাজ দেখিতে পাইয়া তাহারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। এই উৎসব নিউ ইংলণ্ড ষ্টেট্—এমন কি সমস্ত আমেরিকার জাতীয় উৎসব। যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সমস্ত আমেরিকা এই সময় আনন্দে মত্ত হইয়া যায় এবং সর্ব সম্প্রদায়ের গির্জাতে এই দিনে বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে রোষ্ট টার্কির (আমেরিকার গব্‌লেট্) মাংস দিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার রীতি আছে। এই টার্কী দেখিতে কতকটা ময়ূরীর ন্যায়।

শীতের সময়! নিউ ইয়র্কে ভীষণ তুষার পাত হইল। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার যেন তুষারপাতের পরিমাণ অধিক। এই তুষারের

উপর দিয়া পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষতঃ তুষারপাতের পর বৃষ্টি হইলে রাস্তা ঠিক কাচের ন্যায় পিছল হইয়া পড়ে। যাঁহারা তুষারের উপর দিয়া গমনাগমন করেন তাঁহারা জুতার উপরে আবার রবারের ওভার-সু (overshoe) ব্যবহার করেন। অভেদানন্দের ঐরূপ ওভার-সু না থাকাতে তাঁহার পদস্খলন হইত এবং এমন কি বরফের উপর পড়িয়া যাইতেন। এইরূপ ভীষণ দুর্যোগের সময় রবিবাসরীয় বক্তৃতার দিন উপস্থিত হইল। সেই দিনও রাস্তায় প্রায় দুই ফুট বরফ পড়িয়াছে। অভেদানন্দ সেই দুর্যোগ গ্রাহ্য না করিয়া এসেম্বলী হলে (Hall) উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল এমন দুর্যোগেও সেইদিন ৩২ জন শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে বেদান্তের নবীন প্রচারকের প্রভাবই অনুমিত হয়। তিনি যে আমেরিকা-বাসীগণের হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা তাঁহার পরিচয়।

নিউ ইয়র্কে বেদান্ত ও রাজযোগের নিয়মিত ক্লাস ভিন্ন তিনি তাঁহার ছাত্র ছাত্রীগণের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিয়া তাঁহাদের বন্ধুদের সমক্ষে রাজযোগ ও বেদান্তদর্শনের ক্লাস করিতেন। রাজযোগের ক্লাসে ইংরাজ, জার্মান, ডাচ্, সুইডিস্ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের লোক উপস্থিত হইতেন। এই শ্রোতাদের ভিতর আমষ্টার্ডম নগরবাসী মিঃ হেব্রোমও ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষা জানিতেন। (মিঃ হেব্রোম রামকৃষ্ণ সংঘে এখন স্বামী অতুলানন্দ নামে খ্যাত। ইনি অভেদানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন)।

ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ডাঃ গ্যারেন্সির নিকট হইতে তাঁহার বইখানি চাহিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখিলেন। ভীষণ তুষারপাতের পর সেণ্ট্রাল পার্ক দেখিতে কি রকম হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি ভান্ হাগানের সহিত পার্কে গমন করিলেন। তাঁহারা সেখানে বরফের উপর স্লে (Sleigh)

আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্লে অশ্ববাহিত এক প্রকার চক্রহীন যান। ঘোড়ার গলায় ছোট ছোট ঘণ্টা থাকে তাহাতে সুন্দর শব্দ হয়। তাঁহারা সমস্ত সকালবেলা পার্কে অতিবাহিত করিলেন। পরে অভেদানন্দ ডাঃ গ্যারেন্সিথ নিকট হইতে স্বামী বিবেকানন্দের বইখানি চাহিয়া আনিয়া তাহা ভারতে পাঠাইয়া দিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টমাস। তিনি মিঃ নীলের সঙ্গে সেণ্ট জেভিয়ার চার্চে উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অভেদানন্দের প্রচারকার্য্যের অসাধারণ সাফল্যের কথায় 'ব্রহ্মবাদিনে'র নিউ ইয়র্কস্থ সংবাদদাতা বলেন: "এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে অভেদানন্দের বক্তৃতায় খুব লোক সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার এত লোক হইয়াছিল যে বহুলোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কোনও কোনও বক্তৃতা যেমন 'পুনর্জন্মবাদ' (Reincarnation) শ্রোতাদের মন এমনি ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে তাহা দুইবার এমন কি তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতাসমূহে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ব্যক্তিগণও উপস্থিত হইতেন। অভেদানন্দের সৌজন্য এবং প্রত্যেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদানের আগ্রহ এখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপনের সহায়ক হইয়াছিল। এমন কি নিউ ইয়র্কের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক গির্জায় উপস্থিত নরনারীর ভিতর অভেদানন্দের বক্তৃতার নোটিশ বিলি করিতেন এবং তাঁহাদিগকে অভেদানন্দের বক্তৃতাতে যোগদান করিতে বলিয়া দিতেন।"

'স্বামী অভেদানন্দের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ দখল থাকায় তাঁহার খুবই সুবিধা হইয়াছিল। কারণ পাশ্চাত্য নরনারীরা—যাঁহারা

তাঁহার বক্তৃতায় আসিতেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতই গ্রহণীয় মনে করিয়া থাকেন।"

"বেদান্তের কোনও মতের সহিত যদি হাক্সলি, টিণ্ডেল, স্পেন্সার বা কাণ্টের মতের মিল প্রদর্শন করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহা যেমন শ্রোতৃবৃন্দের মনে লাগিবে তেমন হাজার ভাল ভাল ভারতীয় ঋষি-মুনিদের বচন উদ্ধৃত করিয়াও হইবে না। আর ইহাই স্বাভাবিক। কারণ আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের মাপকাঠী দিয়াই সমস্ত বিচার করিয়া থাকি।"[১]

'স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তের অতি বিচক্ষণ এবং দক্ষ ব্যাখ্যাকার। আলোচ্য বিষয়ের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল এবং তিনি অত্যন্ত আত্মসংযমসম্পন্ন। তিনি অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে বেদান্তেব মূলতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং কখনই খৃষ্টিয়ানী বা অন্য কোনও ধর্মকে আক্রমণ করেন না।

"বক্তৃতাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিশ্রমও অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য প্রশংসনীয়। কারণ নূতন নূতন লোক আসাতে একই প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে বার বার দিতে হয়। তিনি হাসিমুখে কোন প্রকার বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। এমন কি অতি অসম্ভব হাস্যজনক প্রশ্নের সময়ও তাঁহার মুখের একটী মাত্র স্নায়ুও কম্পিত হয় না এবং অতি গম্ভীর এবং সহানুভূতির সহিত তিনি যে উত্তর দান করেন তাহা শুধু প্রশ্নকারী নহে—সমগ্র শ্রোতৃ-মণ্ডলীরও চক্ষু খুলিয়া দেয়।"[২]

১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাস আসিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার উপকূলে

(১) *Brahmavādin* Vol. III No. 14, April 1898, p.567.

(২) *Ibid.*, Vol. III, No. 13. March, 1898.

অবতরণের পর প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই স্বল্পকালের ভিতরেই তিনি বেদান্তের শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা এবং তুলনামূলক দার্শনিক মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি স্বলিখিত ডায়েরীতে লিখিয়াছেন: "এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ষোল মাস বাস ক'রে বেদান্তের প্রাথমিক প্রচার কার্য করেছি। তার জন্য, আমেরিকাবাসীদের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রচার কর্তে নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিয়েছি, ক্লাস করেছি। বক্তৃতার ঋতু শেষ হলে নানাস্থানে বেড়িয়েছি, বহু নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় করেছি, যারা কখনও বেদান্তের নামও শুনে নাই তা'দিগকে বেদান্তের ভাবে আকৃষ্ট করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের খাবার ব্যবস্থাও কর্তে হয়েছে। সহৃদয় আমেরিকাবাসী আমাকে তাদের বাড়ীতে থাকৃতে দিয়েছে—খেতে দিয়েছে। আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌বার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তারাও আবার নূতন নূতন লোকের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যাদের বাড়ীতে রয়েছি তারা কখনও মনে করে নি যে আমি তাদের আত্মীয় নই—ভিন্ন দেশের লোক। তারা আমাকে তাদের গুরুর মত দেখ্‌ত এবং নিজ পরিবারেরই একজন এইভাবে যত্ন কর্ত। তাদের দয়া এবং স্নেহ জীবনে ভুল্‌তে পার্ব না। আমার কোনও প্রকার আহারের সংস্থান নেই এবং আমাকে সাহায্য করবার লোক নাই জেনে তারা আমাকে আহারের সময় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত। এইভাবে তারা আমাকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফলে আমি তাদের সামাজিক আদব-কায়দা, জীবন-যাপনপ্রণালী ও তারা কি পছন্দ করে ও কি অপছন্দ করে সমস্তই ভালভাবে জান্‌তে পেরেছিলাম।"

জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতেই অভেদানন্দ মণ্টক্লেয়ারে হুইলারদের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি একদিন এই স্থানের উদারমনা

ইউনেটেরিয়ান ধর্মযাজক মিঃ গ্রান্টের 'সারমন' শুনিতে গিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি একপ্রকার অদ্ভুত রকমের ভাগ্যগণনার প্রথা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মিসেস্ রজার্স নামক একজন ভদ্রমহিলা তাঁহাদের সঙ্গে চা পানে যোগদান করিয়াছিলেন। চা পানের পর অভেদানন্দের কাপের নীচে যে চা পাতা পড়িয়া থাকিল তাহা তিনি তিনবার নাড়িয়া কাপ উপুড় করিলেন। পাতাগুলি বিভিন্ন আকারে সজ্জিত হইয়া টেবিলের উপর পড়িল। এই বিভিন্ন প্রকাব অবস্থান দেখিয়া তিনি ভবিষ্যৎ গনণা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিবান অর্থাৎ মিডিয়ম তাঁহারাই ইহা হইতে ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারেন।

সেই দিন রাত্রিতে ভীষণ শীত পড়িয়াছিল। অভেদানন্দের সমস্ত শরীর যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। সারা রাত্রিতে তাঁহার একটুও নিদ্রা হইল না। পরদিন দেখা গেল—রাস্তা, ঘাট, বাড়ীর ছাদ, গাছপালা সমস্ত বরফে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই শীতেও তিনি শ্লে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। পা যাহাতে জমিয়া না যায় সেই জন্য পায়ের নীচে একখানি গরম ইট বাখা হইয়াছিল; কিন্তু তবুও পা যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। অপরাহ্নে আহার করিবার জন্য তিনি ডাঃ ডেন্স্লোর বাড়ীতে গমন কবিলেন।

৮ই জানুয়াবী তিনি 'ঈশ্বরের মাতৃত্ব' নামক বক্তৃতা করেন। ইহা শ্রোতৃবৃন্দের এত ভাল লাগিয়াছিল যে তাহাদের অনুরোধে ইহা পুস্তিকার আকারে ছাপিতে হইয়াছিল। যতীমাতা ও মিস্ ওয়াল্ডো এই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে চিকারিং হলে কর্নেল ইঙ্গারসোলের বিরুদ্ধবাদিগণের এক সভা হইতেছিল। অভেদানন্দ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনা

শ্রবণ করিলেন। কর্ণেল ইঙ্গারসোল অত্যন্ত উদারমনা লোক। তাঁহার বক্তৃতার অসাধারণ লোকাকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। ইনি গোঁড়া খৃষ্টিয়ানীর শত্রু এবং প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সেই সময় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে, গোঁড়া খৃষ্টিয়ানীর বিরুদ্ধে তিনি যে যুদ্ধ চালাইয়াছেন তাহাই স্বামী বিবেকানন্দের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে গোঁড়া খৃষ্টানরা তাঁহাকে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় পাথর ছুড়িয়া হত্যা করিত !

ইতিমধ্যে একদিন চিকাগোর অদ্বৈত সোসাইটীর পরিচালিকা স্বামী অভয়ানন্দ তাঁহার 'প্রাণায়াম ও ধ্যান' নামক বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামী অভয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা এবং তাঁহার তিনজন পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্যতম। ইনি বহু লোককে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস দিয়াছেন ! তিনি অভেদানন্দকে বলিলেন তিনি ভারত গমনের উদ্দেশ্যেই নিউ ইয়র্কে আসিয়াছেন। স্বামী অভয়ানন্দ ফরাসী মহিলা ও ইঁহার নাম মেরী লুই। মেরী লুই ভারতে আসিয়াছিলেন ; কলিকাতায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। তিনি ঢাকাতে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বেলুড়মঠে উপস্থিত হন। মঠে সেইদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ছিল এবং পূজার পর হোম হইতেছিল। সেই স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ, সিষ্টার নিবেদিতা, মিসেস ওলিবুল, মিস্ ম্যাকলিউড্ প্রভৃতি হোমের চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র ও মৃগচর্মাসনে বসিয়াছিলেন। মেরী লুই আসাতে অন্য কিছু না পাইয়া তাঁহাকে একখানি ছাগচর্মের আসন দেওয়া হয়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কুপিতা হন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যোগদান করেন এবং কলিকাতায় প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন।

মেরী লুই আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২রা ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ 'সার্কেল অব্ ডিভাইন্ মিনষ্ট্রী' কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের সহিত চা পান করিতে গমন করিলেন। এই সকল নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল ঘরোয়া আলোচনা। এই সকল ঘরোয়া আলোচনাতে বেদান্তের ভাব ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়রূপে আমেরিকায় বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই ডিভাইন্ মিনষ্ট্রীর সভাগণ 'নিউ থট্' (New Thought) সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারা সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া ইঁহারা নূতন সম্প্রদায় গড়িয়াছিলেন। ইঁহারা বলেন, মনই যখন শরীর ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে তখন শুধু মনের সাহায্যেই সকল রোগ নিরাময় করিতে পারা যায়।

৭ই ফেব্রুয়ারী মূক, বধির ও অন্ধ হেলেনা গার্ডনারের পুস্তক পাঠ দেখিবার জন্য তিনি হোটেল এষ্টোরিয়াতে গমন করিয়াছিলেন। হোটেল ওয়ালড্রফ্ এষ্টোরিয়া নিউ ইয়র্কের সর্বোত্তম সৌখীন হোটেল। হেলেনা গার্ডনার তাহার শিক্ষকের হাতের তালুতে অঙ্গুলির চাপ দিয়া লিখিতে পড়িতে ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত। শিক্ষক তাঁহার হাতের চাপের তারতম্যে হেলেনার ভাষা জানিতে পারিতেন এবং তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতেন।

পরদিন 'কেমেয়ারের' জুতার সুখতলার দোকানে আগুন লাগে। ইহা পাঁচতলা দালান। সমস্ত দালানটী পুড়িয়া গেল। অভেদানন্দ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া এয়ার ব্রিগেডের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিতেছিলেন। একজন দর্শক রহস্যচ্ছলে বলিয়া উঠিল, 'অল সোল্স্ আর লষ্ট্, নান্ ওয়াজ সেভ্ড্। হোয়াট্ এ পিটি। (All soles are lost, none was saved—what

a pity). Sole এবং soul বানানে পৃথক হইলেও উচ্চারণ একই; সুতরাং তাহার কথা শুনিয়া মনে হইবে যে সকল লোকই পুড়িয়া গিয়াছে!

১৯শে ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল। পারা তাপমান যন্ত্রে শূন্যের নীচে ৩০° ডিগ্রীতে নামিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের পর এরূপ ঠাণ্ডা নিউ ইয়র্কে পড়ে নাই। সেইদিন আবার গ্যারেন্সিদের বাড়ীতে অভেদানন্দের সন্ধ্যাহারের নিমন্ত্রণ! তিনি সেই ঠাণ্ডা গ্রাহ্য না করিয়া গ্যারেন্সিদের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া রাত্রি সাড়ে আটটার সময় মিঃ লেগেটের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। মিঃ লেগেটের সহিত বেদান্ত সমিতির ভাবী কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি নিজ শয়নঘরে উপস্থিত হইলেন। গ্রীন্‌একার হইতে মিসেস্ ফার্মার অসিয়াছেন, তিনি এমা থার্সবির বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং মিস্ ফার্মারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভেদানন্দ সেই শীত ও দুর্য্যোগেও বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। অভেদানন্দ তাঁহার এই প্রকার বেপরোয়া ভাবে চলাচল সম্বন্ধে ডায়েরীতে লিখিয়াছেন: "১০ই ফেব্রুয়ারী একটী ভীষণ ঠাণ্ডার দিন। প্রচুর বরফপাত হচ্ছিল। বাতাস ঘণ্টায় ৫৮ মাইল বেগে বয়ে যাচ্ছিল। ট্রেন, বাস্ সব চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ভীষণ দুর্য্যোগেও সকালে পোষ্টাফিসে গিয়ে ডাকে চিঠি দিয়ে এসেছি। ঝড়ের বেগ আমাকে প্রায় অন্ধ করে ফেলেছিল। সমস্ত রাস্তা ও গলি বরফে ঢেকে গিয়েছিল। আমি সেই হাঁটু পর্যন্ত বরফের স্তূপ ভাঙ্গ্‌তে ভাঙ্গ্‌তে গিয়েছি এবং নির্দিষ্ট সময় মিসেস্ লিণ্ডকুইষ্টের বৈঠকখানায় ধ্যানের ক্লাস করেছি। সেদিন মাত্র পাঁচজন ছাত্র উপস্থিত ছিল। ক্লাসে ও লেক্‌চারে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে আমাকে কিছুই প্রতিরোধ কর্তে পারেনি।

আমি শীত গ্রীষ্মাদি আব্‌হাওয়ার দাস ছিলুম না। আমার এই নিয়মানু-বর্তিতা ছাত্রদের মনে আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণের সহায়ক হয়েছিল।"

তাঁহার ছাত্র ছাত্রীরা শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ১৭০ ডলার সংগ্রহ করেন। তিনি তাহা ২১ শে তারিখ শ্রীশ্রীমায়ের নামে পাঠাইয়া দেন। ইহা ভারতীয় মুদ্রার প্রায় ৫১০৲ টাকা।

লণ্ডন হইতে আসিবার সময় রেঃ হাউইস্ নিউইয়র্কের এপিস্কোপাল চার্চের প্রধান ধর্মযাজক মিঃ রেইন্‌স্‌ফোর্ডের নামে একখানি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। এতদিন তাহা অভেদানন্দের নিকটেই পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ছাত্রদের অন্যতম নিউ ইয়র্কের একজন প্রধান ধনী মহিলা মিঃ কোলসার্ড স্পেন্সার ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত মনীষীর সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেন এবং নিজ বাড়ীতে একদিন সান্ধ্যভোজের আয়োজন করিয়া উভয়কে নিমন্ত্রণ করেন। এই মিলনের ফল অত্যন্ত ভাল হইয়াছিল এবং গোঁড়া খৃষ্টিয়ান ধর্মযাজকগণের ভিতর একজনকে তিনি সহায় লাভ করিয়াছিলেন, কারণ সেইদিন তাঁহার আলাপে আকৃষ্ট হইয়া রেঃ রেইন্‌স্‌ফোর্ড বেদান্ত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

এই সময়ে অভেদানন্দ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার জন্য 'বেনিভু' নামক একজন ফরাসী মহিলাকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

২রা মার্চ বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের এক সভা আহূত হইল। সভার স্থান হইল ইউনাইটেড্ চেরিটিজ্ বিল্ডিংস্‌এর ট্রাষ্টীগণের গৃহে। প্রায় ৫০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত বারিপাতের জন্য অনেকেই আসিতে পারেন নাই। মিঃ গুড্‌ইয়ার সংক্ষেপে বেদান্ত সমিতির কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ডাঃ ষ্ট্রীট্ (যাহাকে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস দিয়া যোগানন্দ

নাম দিয়াছিলেন, ১৮৯৪ খৃঃ) আমেরিকায় বেদান্তের প্রসার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

৫ই মার্চ সন্ধ্যায় অভেদানন্দ মিঃ লেগেটের বাড়ী গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত মিস্ ম্যাক্‌লিউডের দেখা হইল। মিস্ ম্যাক্‌লিউড্ সবে মাত্র ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন বেলুড়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। মিস্ ম্যাক্‌লিউডের সহিত আলাপ করিয়া তিনি তাঁহার সকল গুরুভ্রাতা এবং ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও কার্য সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইলেন। পরে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় তিনি নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় 'রাজযোগ'-এর আমেরিকান সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। অভেদানন্দ অবসর সময়ে তাহার প্রুফ দেখা প্রভৃতি কার্য করিতেন। তিনি ইহাতে একটী শব্দ নির্ঘণ্ট (glossary) যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

রবিবার ১২ই মার্চ্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। অভেদানন্দ নিয়মিত রবিবাসরীয় বক্তৃতা প্রদান করিলেন। মিস্ কোলষ্টেনোর গৃহে জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হইল। অভেদানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করিলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ও তপস্যার কথা আলোচনা করিলেন। পরে উপস্থিত সকলে অভেদানন্দের সহিত ধ্যান করিলেন। অবশেষে ফল ও মিষ্টি নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। বাড়ী ফিরিতে তাঁহার প্রায় রাত্রি সাড়ে এগারটা হইয়াছিল।

ইহার পরে তিনি যেদিন 'ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন সেদিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ জ্যাক্‌সন তাঁহার বক্তৃতায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন। অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ের বক্তৃতা পূর্বে একদিন হইয়া গিয়াছিল। শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সেদিন ইহা দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। মিস্ ফার্মারের আগমন উপলক্ষে একদিন একটী সান্ধ্যসম্মিলনী আহূত হইল। সভায় মিস্ ফার্মার, 'গ্রীন্একার' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন এবং একটী কবিতা পাঠ করিলেন। মিস্ ফরসিথ 'সিলিয়া থ্যাক্সটারের' একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। মিস ফ্লোরেন্স স্যার এড্উইন আর্ণল্ডের 'লাইট্ অব্ এসিয়া' হইতে কতক অংশ পাঠ করিলেন। মিঃ রাইট্ তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিলেন। সেই সম্মিলনীতে বেদান্ত সমিতির কর্মিদিগকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইল।

মিস্ ম্যাকলিউড্ ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় শ্রীমায়ের একখানি ফটো আনিয়াছিলেন। ফটোখানি সিষ্টার নিবেদিতার আগ্রহাতিশয়ে শ্রীশ্রীমা তুলিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। মিস্ ম্যাকলিউড্ অভেদানন্দকে সেই ফটোখানি উপহার প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীমায়েব ফটো প্রাপ্ত হইয়া অভেদানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ জ্যাক্সন অভেদানন্দের বক্তৃতায় এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার ক্লাসে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ২৬শে মার্চ ২টার সময় অভেদানন্দ প্রোঃ জ্যাক্সনের সহিত লাঞ্চ আহার করিয়া কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেয়ার ওয়েদার বিল্ডিংএ তাঁহার ক্লাসে উপনিষদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন এবং বক্তৃতার পর ছাত্রদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া অপরাহ্ণ ছয়টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরাহ্ণে বেদান্ত সমিতির সাধারণ সভার অধিবেশনে তিনি যোগদান করিলেন। মিস্ এলিস্ বেদান্তের মহান শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। যতীমাতা (মিস্ ওয়াল্ডো) স্বামিজীর 'সন্ন্যাসীর

গীতি' আবৃত্তি করিলেন। মিস্ ফ্লোরেন্স ও মিঃ রাইট একটী 'ডুয়েট্' গাইলেন এবং মিস্ ফরসিথ "মুক্তি ও মায়া" সম্বন্ধে একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন (২৪শে মার্চ)।

মার্চ মাস শেষ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং এবার বক্তৃতার ঋতু অবসান হইল। বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে এসেম্বলী হলে রবিবাসরীয় বক্তৃতা ভিন্ন ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাসে বহু ছাত্রছাত্রী ধ্যান ধারণা শিক্ষা করিতেন। ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে ধ্যানের ক্লাশ করিয়া যাহারা বক্তৃতায় উপস্থিত হইতে অক্ষম তাহাদের সহিত বেদান্ত সমিতির সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পণ্ডিত ধর্মযাজকগণের তাঁহার বক্তৃতায় আগমন হইতে অভেদানন্দের কার্যের সফলতাই সূচিত হইতেছিল। তাঁহার বহু বক্তৃতা দুইবার এমন কি তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। ইহাতেই শ্রোতাগণের আগ্রহের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার 'পুনর্জন্ম' নামক বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, ইহা তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল এবং মিঃ ভাণ্ডারবিল্ট নামক জনৈক ধনী আমেরিকান ইহাতে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 'পুনর্জন্ম' সম্বন্ধীয় অভেদানন্দের তিনটী বক্তৃতা তিনি নিজ ব্যয়ে ২০০০ খানি মুদ্রিত করেন এবং অভেদানন্দকে তাহা উপহার প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন: "এই বক্তৃতাগুলি এতই ভাল হইয়াছে এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তি ও সিদ্ধান্ত এমনই অকাট্য যে প্রত্যেক লোকেরই বইখানি পড়া উচিত।" এই বইখানিতে তিনটী বক্তৃতা ছিল: (১) পুনর্জন্ম কি? (What is Reincarnation), (২) কোনটা বৈজ্ঞানিক—পুনরুত্থান না পুনর্জন্ম? (Which is Scientific—Resurrection or Reincarnation), (৩) ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্ম (Evolution and Reincarnation)।

এই বই বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং অভেদানন্দের অন্যান্য বক্তৃতাবলী মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহাই অভেদানন্দের পুস্তক প্রকাশের প্রথম ভিত্তি।[৩]

৩। এই ঋতুর শেষ বক্তৃতা ২৯শে মার্চ এ প্রদত্ত হইল। বিষয় ছিল 'বর্তমান ভাবধারার উপর বেদান্তের প্রভাব।' প্রকৃতপক্ষে মার্চ মাসে বেদান্ত আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্বামিজীর মার্চ মাসের বক্তৃতার কতকগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তাহা শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে বার বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ সর্বপ্রকার পারিভাষিক ও দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করিয়া অতি সরল ভাষায় ধর্মের মূলতত্ত্ব বিবৃত করিয়া থাকেন। স্বামিজীর বন্ধুসংখ্যা এই দুই ঋতুর বক্তৃতার পর অনেক বাড়িয়াছে এবং তাঁহাদের অনেকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। বেদান্ত সমিতির নিয়মিত চাঁদাদাতৃগণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত ক্রমেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে। স্বামী অভেদানন্দ অতি বিচক্ষণ এবং তাঁহার দক্ষতায় সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দের আবাল্য বিশ্বাস ও মতবাদের সহিত সর্বপ্রকার সংঘর্ষ পরিহার করিয়া নিজের মত অতি সুন্দর ভাবে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন। প্রচলিত মতবাদের স্থলে তিনি নিজের মতবাদ এমন ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ জানিতে পারে না কখন তাহাদের চিরাচরিত প্রিয় মতবাদের স্থান স্বামিজীর মতবাদ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

সোমবার সন্ধ্যা এবং শনিবার প্রাতঃকালের ক্লাস পূর্বের ন্যায়ই চলিয়াছে। বরং গতমাস অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। গত মার্চ হইতে প্রচার কার্যের নূতন ও অভিনব ধারা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছে। ইহা বেদান্ত সমিতির সাপ্তাহিক প্রীতিসম্মিলনী। ইহাতে বেদান্ত অনুরাগী প্রত্যেক সভ্যই পরস্পরের ভিতর ভাব বিনিময় করিবার সুযোগ পাইতেছেন এবং স্বামিজীর সহিত সকলে সমানভাবে মিলিত হইয়া বেদান্তসম্বন্ধে বিবিধ সংশয়

৩১শে মার্চ গুড ফ্রাইডে। বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণকে সভায় যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ৬৫ জন সভ্য ও তাঁহাদের বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। সেইদিনের প্রোগ্রাম ছিল:

(১) বেহালার সঙ্গে দ্বৈতগীত (Duet)—মিস্ কক্রেণ্

(২) ভারত সম্বন্ধে আলোচনা—মিস্ ম্যাক্‌লিওড্।

(৩) 'সন্ন্যাসীর গীতি' আবৃত্তি—মিস্ ফরসিথ্।

(৪) 'ওম্' সম্বন্ধে কবিতা আবৃত্তি—মিসেস্ ফ্লোরেন্স।

(৫) পাঠ—মিসেস্ আর্থার স্মিথ্।

(৬) প্রশ্নোত্তর—স্বামী অভেদানন্দ

(৭) বেহালা বাদ্য (Solo)

(৮) আশীর্বাদ।

নিউ ইয়র্কের বার্ণাড´ ক্লাব সহরের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের মিলন স্থান। পূর্বোক্ত প্রীতিসম্মিলনীর পরদিন তিনি বার্ণাড´ ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া 'হিন্দুদের ধর্ম' নামক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে মিস্ ম্যাক্‌লিওড্ এবং এমা থার্সবি ও উপস্থিত ছিলেন।

২রা এপ্রিল ঈষ্টার মান্‌ডে। অপরাহ্ণ ৩টার সময় ডাঃ কেটি ষ্টান্‌টন্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারিণী হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিবার জন্য আরও ছাত্র ছাত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। লেডি লিণ্ডকুইষ্টের বাড়ীতে অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া স্থির

নিরসন করিতে পারিতেছেন। গতমাসে এইরূপ পাঁচটী প্রীতিসম্মিলনী হইয়াছিল এবং তাহা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।—ব্রহ্মবাদিন্, মার্চ ২৫, ১৮৯৯ খৃঃ

হইল। তাঁহারা সকলে ফুল, ফল ও মাখন হস্তে লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গলিত মাখন দ্বারা আহুতি দিতে লাগিলেন :

(১) আজ সন্ধ্যায়, ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের ২রা এপ্রিল ঈষ্টার মান্‌ডে দিবসে যে সম্প্রদায়ে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমি পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিলাম।

(২) এই মুহূর্ত হইতে আমি বেদান্তের ছাত্র (ছাত্রী) হইলাম।

(৩) আমি পবিত্র জীবন যাপন করিব।

(৪) আমি চিন্তায় ও কার্যে সচ্চরিত্র থাকিব।

(৫) আমি সর্বদা কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি সর্বপ্রযত্নে দমন করিতে চেষ্টা করিব।

(৬) আমি সর্বভূতে ভগবানের প্রকাশ দেখিব এবং সর্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন হইব।

(৭) আমি সর্বপ্রযত্নে অহিংসা ও অদ্রোহ পালন করিবার এবং সত্যবাদী হইবার জন্য চেষ্টা করিব।

(৮) আমি আমার জীবন জীবসেবায় এবং গুরুর কার্যে প্রদান করিলাম।

(৯) আমি সমস্ত প্রলোভন এড়াইবার চেষ্টা করিব এবং কখনই ইন্দ্রিয়সুখ খুঁজিব না।

(১০) স্ত্রী ও পুরুষ ভাব বিহীন এক আত্মা সর্বভূতে বিরাজিত আছেন জানিয়া আমি আইনসঙ্গত বা বে-আইনী সর্বপ্রকার বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

(১১) সর্বদাই মনে রাখিব 'আমি ব্রহ্ম' ও 'আমি শুদ্ধ আত্মা'।

(১২) আমি প্রত্যহ ধ্যান অভ্যাস করিব এবং সর্বদা সর্ব অবস্থায় গুরুর আদেশ মানিয়া চলিব।

প্রার্থনা :

হে ভগবন্, তুমি আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। সর্বদা আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে তোমার প্রেমপূর্ণ আবরণে রক্ষা কর। ওম্ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!

এইরূপে অগ্নিতে আহুতি দান ও প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা সেইদিন ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেইদিন ছয়জন এইভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেকের এক একটী করিয়া নূতন নামকরণ হইল। যথা :

১। মিসেস্ কোল্ষ্টোন্—সেবাপূতা
২। মিস্ মুলফোর্ড—মুক্তিকামা
৩। মিস্ লিণ্ডকুইষ্ট্—সত্যকামা
৪। ডাঃ কেটি ষ্টেন্টন্—শান্তিকামা
৫। মিস্ কোহল্সাট্—প্রেমকামা
৬। মিঃ হেব্রোম্—গুরুদাস

বক্তৃতার ঋতু শেষ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং অভেদানন্দকে বোর্ডিং হাউস ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি তখন তাঁহার বন্ধুগণের বাড়ীতে বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে মিসেস কক্রেণের নিমন্ত্রণে কিছুদিনের জন্য বিশ্রমার্থে তিনি তাঁহাদের বাড়ী ম্যাচাচুটেসের উরসেষ্টারে গমন করিলেন।

উরসেষ্টার (Worcester) ম্যাচাচুটেসের একটী নগরী। ইহা ব্লেকষ্টোন্ নদীর উপর অবস্থিত এবং বোষ্টন হইতে ৪৫ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। নিউ ইয়র্কের সহিত ইহা রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত। ইহা ১৭১৩ খৃঃ অব্দে প্রথম

উপনিবেশরূপে আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইহা একটী নগরীতে পরিণত হয়।

মিস্ কক্রেণ ও মিস্ পোর্টার স্বামী সারদানন্দকে জানিতেন এবং বেদান্তের অত্যন্ত অনুরাগিণী মহিলা। স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে তাঁহারা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। সতীশ বাবু সেইস্থানে ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। ষ্টেশনে মিস পোর্টার উপস্থিত ছিলেন। কক্রেণদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি শান্তিতে বিশ্রামসুখ লাভ করিলেন। নিউ ইয়র্কের ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি এইস্থানে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম করিবার অবসর পাইলেন। কক্রেণ ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রায় ছয় সাতদিন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়া তিনি আবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ডে বিল্ডিংএর ১৯ নং গৃহে এক সভার অধিবেশন হইল। সহরের ইউনিটেরিয়ান মিনিষ্টার রেঃ মিঃ এ. গার্ডার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অভেদানন্দকে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। অভেদানন্দ সেই সভায় 'হিন্দুজাতির ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।[৪] হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীগণ প্রায় কিছুই

৪। The third Swami who has visited Worcester is now staying for a short time with his friends. His title is Swami Abhedananda and he has come from New York, where he has given courses of lectures this winter for the Vedanta Society in New York City. He will leave here sometime, next week to go to Cambridge, where he will lecture as well as in many of the neighbouring cities. Friday night in the Day Buildings, room no 19, he will give a lecture in the

জানেন না, আর যাহা জানেন তাহা খৃষ্টান মিশনারীগণ প্রচারিত মিথ্যা ও অর্দ্ধসত্য গল্পসমূহ। সুতরাং অভেদানন্দের বক্তৃতায় ভারত ও ভারতীয় ধর্মসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বক্তৃতা ছাড়াও তিনি নগরীর ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষিত লোকের সহিত বেদান্ত দর্শন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারত সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত ও কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখানে তিনি মিস্ পোর্টারের নিকট হইতে ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য স্থানের ভিতর এখানকার বিস্কুটের ,কারখানা অতি সুন্দর। কিরূপ হস্ত-সংস্পর্শশূন্য বিস্কুট গম হইতে প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি একদিন মিঃ পার্কির বিস্কুটের কারখানায় গমন করিলেন।

১৭ই এপ্রিল তাঁহার আর একটী বক্তৃতা হইল এবং বিষয় ছিল 'পুনর্জন্ম'।[৫] এখানকার কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান অতি সুন্দর। প্রথমে শিশুদের স্বভাবিক মনোবৃত্তির সহায়ে তাহারা ভাবী জীবনে কি হইবে তাহার

subject of the Hindu Religion.— *Worcester Evening Gazette*, Thursday, April 13, 1899.

৫। The Swami Abhedananda, the Hindu Monk, lectured on Aryan Philosophy and Religion in room no I9, Day Buildings last night.— *Worcester Evening Gazette*, April 18th.

The Swami Abhedananda lectured again last night before a large audience in L' arien Hall 206 Main Street. The subject last night was 'The Vital Force and Reincarnation'.— *Worcester Spy*, April 18th.

পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষাপ্রণালী অভিনব ও নূতন। একটী ঘরে বিভিন্নপ্রকার খেলনা, গানের যন্ত্র, মেশিন, মেশিনের অংশ প্রভৃতি রক্ষিত আছে। শিশুদিগকে সেই ঘরে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে দেওয়া হয়। শিক্ষক তাহাদের দ্রব্য-বিচার লক্ষ্য করেন। শিশু যে দ্রব্য লইয়া খেলিতে ভালবাসে তাহা হইতে তাহার ভাবী জীবনের আভাস বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাকে তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকগণকে তৈয়ারীর বিদ্যালয়ও এখানে আছে। অভেদানন্দ কক্রেণ ভগিনীদ্বয়ের সহিত এই দুইটী বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলেই মহিলা। মহিলাদের হৃদয় স্নেহপ্রবণ বলিয়া শিশুগণ অতি সহজে তাহাদের বাধ্য হয় এবং শিক্ষাদান কার্য সুগম হয়। আমেরিকার সহিত ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির তুলনা করিয়া তিনি ভারতের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

উরচেষ্টারে প্রায় তের দিন অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ কেম্বি্জে গমন করিলেন। ষ্টেশনে মিঃ বেঙ্গো উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গোদের সহিত গত বৎসর তাঁহার গ্রীন্‌একারে দেখা হইয়াছিল। এখানে তিনি কেম্বি্জ কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিউইস্ জেন্‌স্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইতিমধ্যে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ ন্যাথানিয়েল স্কিম্‌ড্‌ট্ (Nathenial Schimdt) 'মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অভেদানন্দ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গমন করেন। পরে প্রোঃ স্কিম্‌ড্‌ট্ ও অভেদানন্দ বেঙ্গোদের বাড়ীতে লাঞ্চে সম্মিলিত হন এবং উভয়ের ভাব বিনিময় হয়।

এখানে তাঁহার সহিত আবার প্রোঃ জেম্‌সের সাক্ষাৎ হয় এবং প্রোঃ

জেম্‌সের নিমন্ত্রণে একদিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস করেন। কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে বোষ্টনের উপকণ্ঠস্থ লীন্ (Lynn) সহরের 'নর্থ সোর ক্লাব' তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করে। ইহা একটী মহিলা ক্লাব। এখানে প্রায় দুইশত শ্রোত্রীর সম্মুখে তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।[৬] এখানকার পাদরী একজন পণ্ডিত লোক। তাঁহার নাম ভান্ বুরেন। তিনি অভেদানন্দের আগমন সংবাদ পাইয়া সস্ত্রীক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং বহুক্ষণ বেদান্তসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন।

লীন (Lynn) হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অভেদানন্দ পরদিন বোষ্টনের আর একটী উপকণ্ঠস্থিত নগরী ওয়ালথামে গমন করিলেন। এখানে প্রসিদ্ধ ঘড়ির কারখানা আছে। এই কারখানা হইতে প্রত্যহ ১০০টী করিয়া ঘড়ি নির্মিত হয়। এখানেও তিনি "ভগবৎপ্রেম কাহাকে বলে?" নামক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে তিনি কেম্ব্রিজে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এখানে কেম্ব্রিজ বা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'এপিস্কোপাল্ থিয়োলোজিকেল স্কুলের' (Episcopal Theological School) ছাত্রদের 'মাই-নেইবার্‌স্' ক্লাবে (My Neighbours' Club) বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইল। সেদিন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ এল পেইনের সঙ্গে তিনি সান্ধ্যাহার করিয়া আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[৭]

৬। At the regular meeting of the North Shore Club on Tuesday, Swami Abhedananda spoke on Vedanta Philosophy * * Swami Abhedananda spoke clad in his oriental costume, a long terracota robe, with the head bound about with a yellow scarf. He is at present stopping with Prof. James of the Harvard University.—*Daily Evening Item*, Lynn, Mas, April 26th, 1899.

৭। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে কয়েকজন উৎসাহী গ্রাজুয়েট্ মিলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

৩০শে এপ্রিল কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। ডাঃ লিউইস্ জেন্‌স্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "প্রাচীন ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা।" সভাতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ ল্যান্‌ম্যান্ উপস্থিত ছিলেন।

কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতার পর অভেদানন্দ মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোলের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিলেন। বোষ্টন থিয়েটারে বক্তৃতা হইতেছিল এবং বিষয় ছিল: 'সেক্সপীয়র'। যখন ইঙ্গারসোল বলিলেন: "কেলভিন্ মারা গেলেন আর সেক্সপীয়র জন্মিলেন, কি গৌরবময় বিনিময়!" তখন তাহা শুনিয়া অভেদানন্দ অত্যন্ত মোহিত হইলেন।

ইঙ্গারসোলের বক্তৃতার পরদিন অভেদানন্দ ডাঃ লিউইস্ জেন্‌সের সহিত তাঁহার এপেলেসিয়ান্ মাউণ্টেন ক্লাবের বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহাদের সহিত সমস্ত অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তিনি আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহা বোষ্টনের উপকণ্ঠে কেম্ব্রিজে অবস্থিত। প্রথমে ইহার নাম 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়' ছিল। পরে জন হার্ভার্ড নামক এক ধনী ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ইহা পুনর্গঠিত হওয়ায় ইহার বর্তমান নাম 'হার্ভার্ড' হইয়াছে। ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে ম্যাসাচ্যুটেসের উপনিবেশ-কারীগণ ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ইহার প্রথম বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। প্রথমে কয়েকজন ওভারসীয়ার লইয়া বোর্ড গঠিত হয়, পরে যখন ১৬৫০ খৃঃ অব্দে ইহা কর্পোরেশনে পরিণত হয়। তখন ন্যাথানিয়েল ঈটন ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি হয় প্রেসিডেণ্ট সি. ডব্লিউ. ইলিয়টের আমলে (1869—1909)। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। মেডিকেল স্কুল বোষ্টনে, কৃষিকলেজ জ্যামেইকাতে, আরবরেটাস্ (Arboretus) পশ্চিম রক্সবারীতে, জ্যোতিষের শাখা এণ্ডিজ্ পর্বতে এবং ফরেষ্ট স্কুল প্যাটারশামে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বড় লাইব্রেরী, অবজারভেটরী এবং মিউজিয়াম আছে।

বোষ্টনের ২৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে কন্‌কর্ড সহর। ইহা ইমার্সনের জন্মস্থান জানিতে পারিয়া অভেদানন্দ তাহা দেখিবার জন্য কন্‌কর্ডে গমন করিলেন। সেইস্থানে ইমার্সনের বাড়ী, পড়িবার ঘর, কুঞ্জ প্রভৃতি আছে। কন্‌কর্ডে, থরো, হথর্ণ এবং কর্নেলি 'অল্‌কট্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এখানে ম্যাসাচুটেসের অধিবাসীগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। এখানে মার্কিন সৈন্যগণের নিকট ইংরাজ সৈন্যগণ ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল পরাস্ত হয়।

ওলিবুলের বাড়ীতে তখনও কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্স চলিতেছিল। প্রোঃ রয়েস্ সেদিন 'অমৃতত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি ডাঃ জেন্‌স্ অভেদানন্দকে কিছু বলিতে আহ্বান করিলেন। অভেদানন্দ 'অমৃতত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণা' নামক বক্তৃতা করেন।[৮] এখানে

৮। স্বামী অভেদানন্দ সমস্ত মে মাস বোষ্টনের উপকণ্ঠে বিবিধ স্থানে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ৩রা মে বোষ্টনের এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাব তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল। গত শরৎকালে তিনি যখন হোয়াইট্ মাউণ্টেন আরোহন করিতে গিয়াছিলেন তখন ইঁহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানে অবস্থান কালে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত প্রোফেট রালফ ওয়ালডো ইমার্সনের বাড়ী দেখিতে গমন করিয়াছিলেন।
৭ই মে মিসেস্ ওলিবুলের বাড়ীতে কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্স চলিতেছিল। ওলিবুল সেই সময় ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে লণ্ডনে। এই সভাতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো. জে. রয়েস্ 'অমৃতত্ব' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার পরবর্তী বক্তা ছিলেন এবং তিনিও 'অমৃতত্ব' সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিলেন। অভেদানন্দ প্রায় পঁচিশ মিনিট জোরালো ভাবে বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সভাতে হার্ভার্ডের অধ্যাপকমণ্ডলী, প্রধান প্রধান ধর্মযাজক এবং বিদ্বান নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন্। ৯ই মে বোষ্টনের 'শান্তি' সভাতে বক্তৃতাকালে তিনি হিন্দুগণের শান্তিপ্রিয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।—ব্রহ্মবাদিন্, জুন ১৫ই, ১৮৯৯

অবস্থানকালে একদিন টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী ক্লাবে বক্তৃতার পর তিনি তাঁহার বন্ধু ওয়াল্থামের প্রসিদ্ধ ঘড়ি নির্মাতা ডানিয়েল ওহারার আহ্বানে তাঁহার ফিচ্বার্গস্থিত বাড়ীতে গমন করেন। ফিচ্বার্গ বোষ্টন হইতে ৪৯ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। অভেদানন্দ এখানে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের এক সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। সভাতে তের জন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় হোটেলে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিষয় ছিল 'Institutional Church Movement.'

ইহার পর ২৬শে রাত্রিতে বোষ্টনের ভেণ্ডোম্ হোটেলে, সাব মাষ্টার ক্লাবের 'লেডিস নাইট' উপলক্ষে প্রীতিসম্মিলনী ছিল। অভেদানন্দ এই সভায় সম্মানিত অতিথি ও বক্তা হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সভায় 'ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সম্মিলনী সম্বন্ধে বোষ্টন হেরাল্ড বলেন: "গত রাত্রে সাব মাষ্টার ক্লাবের লেডিস নাইট্ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মিসেস্ জুলিয়া ওয়ার্ড হাউকে তাঁহার অশীতি বর্ষ অতিক্রম হওয়ায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য প্রায় ৪৫ জন পুরুষ ও মহিলা সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথিগণের ভিতর ষ্টেট্ বোর্ড অব এডুকেশনের মিসেস্ কেটি গ্রেনেট্ এবং স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন।"[১]

"সকলের শেষ বক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তাঁহার বক্তৃতা সকলে অতি আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন। নিজ সম্প্রদায়ের গৈরিক বস্ত্রধারী,

১। The Sub-Master's Club had its Annual Ladie's Night at the Hotel Vendome, last night, and 45 members with ladies welcomed as guests Mrs. Julia Ward Howe, who was on the eve of her 80th birthday, Mrs. Kate Granette Wells of the State Board of Education and Swami Abhedananda of India.—*The Boston Herald*, Saturday, 7th May 1899.

শিশুসুলভ কমনীয় মুখকান্তি, এবং চিন্তাশীলতার প্রতীক চক্ষুসম্পন্ন হিন্দু অতিথি তাঁহার জাতিসম্বন্ধে মহান্ কীর্তিসমূহ দাবী করিতেছিলেন এবং সভ্যতার আদি জন্মভূমির সম্মান তাহার মাতৃভূমিরই প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতেছিলেন। তিনি বলেন: "ভারতের সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা আপনাদের প্রীতিকর হইবে এবং আপনারা রবিবাসরীয় স্কুলে (Sunday School) যে সকল ভ্রান্ত ধারণা লাভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ সংশোধনও হইতে পারে। আমার এখনও মনে আছে, প্রথমে যখন শুনিলাম হিন্দুজননীরা তাঁহাদের সন্তানকে কুমীরের মুখে অর্পন করেন তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল। প্রথমতঃ গঙ্গাতে কুমীর বাস করে না, কারণ গঙ্গার স্রোত এমন তীব্র যে এরূপ বেগবতী স্রোতস্বতীতে কুমীর বাস করিতে পারে না। আমি কলিকাতার গঙ্গায় সাঁতার দিয়াছি কিন্তু কখনও কুমীরের কথা শুনি নাই। আমি গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপ করার কাহিনী কোথাও শুনি নাই।"

তিনি আরও বলেন: "যদিও পিথাগোরাসকে জ্যামিতির উদ্ভাবক বলা হয় তথাপি ইহা সত্য যে, পিথাগোরাসের জন্মের দুই শতাব্দী পূর্বেও ভারতেই জ্যামিতির বিশদ আলোচনা হইত। আরবদের বহু পূর্বেই ভারতে দশমিক প্রণালীর প্রচলন ছিল এবং মিশরীয়গণের পূর্বে ভারতেই প্রথমে বীজগণিত ও ত্রিকোণমতির উদ্ভব হয়।"

অভেদানন্দের বক্তৃতার সারাংশ বোষ্টনের সংবাদপত্রসমূহে যেমন বোষ্টন গ্লোব্, বোষ্টন জার্ণেল এবং বোষ্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে বাহির হইয়াছিল।[১]

1. *Boston Herald, Boston Traveller, Boston Journal, Boston Evening Transcript*, 2nd June 1899.

এই বক্তৃতায় তাঁহার দেশপ্রীতি ও আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই দিনের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আয়ুর্বেদও যে ভারতে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বলেন এবং সর্বশেষে বেদান্তের সমন্বয়-বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

১লা জুন নিউ ইংলণ্ড শবদাহ সমিতির অধিবেশন হইল। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর উত্তর পূর্ব ষ্টেট্সমূহ লইয়া নিউ ইংলণ্ড গঠিত। পূর্বে এই সকল ষ্টেট গ্রেট ব্রিটেনের অধীন ছিল। নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভার্মণ্ট, ম্যাসাচুসেট্স, রোড আইল্যাণ্ড এবং মেইন্ ও কনেক্‌টিকট্ লইয়া নিউ ইংলণ্ড গঠিত। এই স্টেট্সমূহের অধিবাসীগণ স্কট্ প্রেস্‌বাইটেরিয়ান ও ইংলিশ পিউরিটান। সাধারণতঃ ইহাদিগকে ইয়াঙ্কি বলা হয়।

সভার অধিবেশন ওয়েস্‌নিয়ান্ হলে হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত বক্তাদের ভিতর অভেদানন্দও ছিলেন। শবদাহ সমিতির সভাপতি মিঃ ওটিস্ এপ্‌থ্রপ্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম বক্তা ছিলেন রেভাঃ পল্ রেভারিক ফর্দিংহাম্। রেভাঃ সামুয়েল. এস্. ক্রোদার্স দ্বিতীয় বক্তা। তৃতীয় বক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ এবং চতুর্থ বক্তা জন্ ষ্টোবার কব্ ও পঞ্চম বক্তা রেভাঃ জেঙ্কিন্স লয়েড।

প্রথম বক্তা ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন প্রাচীন জাতিসমূহ, যেমন মিশরীয়, চীনা, ইহুদী, রোমান প্রভৃতি শবদাহ করিত। দ্বিতীয় বক্তা শবদাহপ্রথার মন্থর প্রচলন সম্বন্ধে বলিলেন যে, ইহা বাইবেলের প্রভাবের ফল। কারণ যাঁহারা বাইবেলে বিশ্বাস করেন তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, মানুষ কবরে শান্তিতে নিদ্রা যায় এবং শেষ বিচারের দিন তাহারা ভগবানের আদেশে কবর ত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। সুতরাং মৃতদেহ যদি পোড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভগবানের

আহ্বানে কে যাইবে? তৃতীয় বক্তা অভেদানন্দ বলিলেন: "হিন্দু-ভারতে দাহই একমাত্র শব-সৎকারপ্রথা। কারণ হিন্দুরা জানেন দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী। দেহের নাশের সহিত আত্মার নাশ হয় না। শরীব আত্মার সাময়িক আবাস-স্থান মাত্র। যখন আত্মা সেই আবাস ত্যাগ করিয়া যায় তখন আর সেই শূন্য গৃহের কি প্রয়োজন? এই জন্যই ভারতে শব-সৎকার সমিতির প্রয়োজন অনুভূত হয় না। মিশরীরা কিন্তু আত্মার সহিত শরীরেব নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিত। তাহারা একটী বাদ দিয়া অপরটীর কল্পনা করিতে পারিত না। সেই জন্য তাহাবা শরীবকে বাঁচাইয়া রাখিবার অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কার কবিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে অভেদানন্দ পারসীকগণেব শব-সৎকাবপ্রথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহাবাও যে শরীরের অনিত্যত্ব স্বাকার কবিতেন তাহাও বলেন। হিন্দুবা কিন্তু স্মবণাতীত কাল হইতে এই আত্মা ও শরীরের পার্থক্য জানিতেন।"

পরবর্তী বক্তা নিউ ইংলণ্ডের শবদাহ সমিতিব প্রতিষ্ঠাতৃগণেব অন্যতম জন্ ষ্টোরার্ কব্। তাঁহাকে এই সমিতির অর্গেনাইজার বলিয়া পরিচিত করা হয়। তিনি আমেরিকার শবদাহের প্রথার সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন: "শবদাহসম্বন্ধে প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৮৭৪ সালে নিউ ইয়র্ক সহরে। আমেরিকার প্রথম শ্মশান (Crematorium) ওয়াশিংটন সহরে ব্যক্তিগতভাবে নির্মিত হয় ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে নিউ ইয়র্কে প্রথম শ্মশান নির্মিত হয়। এই সময় হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় সর্বশুদ্ধ পঁচিশটী শ্মশান বা Crematorium নির্মিত হইয়াছে। ইহাদেব ভিতব মিড্ল্টনের ক্রিমেটারী কখনও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ওয়াশিংটনের ক্রিমেটারী অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই

সকল ক্রিমেটারীর অর্ধেকেরও উপর সমাধি স্থানের সহিত সংলগ্নভাবে নির্মিত এবং তিনটী শবদাহ সমিতির অধীনে। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ৪৪৪৩ শবদেহ দাহ করা হইয়াছে। কেবল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দেই ১৬৯৯টী দাহ করা হইয়াছে। সমগ্র ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে মাত্র ১৬৬৪টী মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে।

ওয়ালডর্ফের (Woldorf's) ইন্‌স্যুরেন্স এন্‌সাইক্লোপেডিয়াতে শবদাহ সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। পৃথিবীর সমস্ত আয়তন বর্গফুটে পরিবর্তন করিয়া এবং পৃথিবীতে যত লোক আছে তাহাদের প্রত্যেকের কবরের জন্য পরিমিত জমির ব্যবস্থা করিতে হইলে দেখা যায় তজ্জন্য যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন, শবদাহ প্রবর্তন করিলে সেই জমির পরিমাণ ১২৮ ভাগের এক ভাগে পরিণত হয়। অবশ্য এই হিসাবে গরু ইত্যাদির কথা ধরা হয় নাই। ইংলণ্ডের হাউস্ অব্ লর্ডসে শবদাহ নিয়ামক বিল্ উত্থাপিত হইয়াছে এবং হাউস্ অব্ কমন্সে ইহার দ্বিতীয় রীডিং হইয়া গিয়াছে। সর্বত্রই শবদাহপ্রথা লোকের মন আকর্ষণ করিতেছে। জার্মাণীতে ৪০টী শবদাহ সমিতি আছে, তাহাদের সভ্য সংখ্যা ১২০০। আমাদের দেশে (আমেরিকায়) পঁচিশটী শবদাহের স্থান আছে, ইটালীতে বাইশটী। প্যারীতে ১৯০০ সালে ৫৮২৫টী শবদেহ দাহ করা হইয়ছে। এবং ইংলণ্ডে গত কয়েক বৎসরে কয়েক সহস্র। শবদাহ সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহা ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় এবং রাসায়নিক। কারণ মানব-শরীর পচন হইতে যে অল্প নাট্রেজেন পৃথিবীতে থাকিত তাহাও থাকিবে না। ইহার উপর আইনের তর্কও আছে। তাড়াতাড়ি দাহ করিলে বিষপ্রয়োগের বা আঘাতাদির চিহ্ন চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। * * * * * একজন ইংরাজ বিশপ এরূপ একটী সমাধিক্ষেত্র

উৎসর্গ করিবার সময় বলিয়াছিলেন : "আজ আরও একশত একর জমী ফল ও ফশল উৎপাদক জমী হইতে চিরকালের জন্য কাড়িয়া লওয়া হইল। পৃথিবীটা মৃতের জন্য নহে, জীবিতের জন্য।" (—আমেরিকান্ মেডিসিন ১৯০০)। ওয়ালথামের ঘড়ি নির্মাতা মিঃ ওহারার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ বোষ্টন এবং বোষ্টনের উপকণ্ঠস্থিত সহরগুলিতে বক্তৃতা দিতে এবং ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেই সময় সবেমাত্র প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীগণকে হত্যা করিবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক চেয়ার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাকে ইলেক্‌ট্রো-কিউশন চেয়ার বলা হয় (Electrocution chair)। অভেদানন্দ মিঃ ওহারার সহিত একদিন সেই চেয়ারের ব্যবহার দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। ২রা জুন বোষ্টনের হলিস্ ষ্ট্রীট্ থিয়েটারে তাঁহার বক্তৃতা দেওয়ার কথা। তিনি ওয়ালথাম হইতে বোষ্টনে আসিলেন। সঙ্গে মিঃ ও মিসেস ওহারা ও তাহাদের দুইজন বন্ধু ছিলেন। এখানে বেলা ১০টার সময় বক্তৃতা দিয়া মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড্, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ হিস্‌লপ্ এবং অপরাপর কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত তিনি লাঞ্চ আহার করিলেন। অপরাহ্নে কর্ণেল ইঙ্গারসোলের বক্তৃতা। অভেদানন্দ তাহা শুনিবার জন্য বোষ্টনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বক্তৃতার পর কর্ণেল ইঙ্গারসোলের সহিত তিনি করমর্দন ও আলাপ করিলেন। অবশেষে তিনি মিঃ ওহারার সঙ্গে ওয়ালথামে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রবার্ট গ্রীন্ ইঙ্গারসোল (Ingersoll) প্রসিদ্ধ আমেরিকান রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কংগ্রিগেসনেল ধর্মযাজকের পুত্র। ইঙ্গারসোল আইন পড়িতে গিয়াছিলেন এবং আইনব্যবসায়ীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে 'ডিমোক্রেটিক' দলে ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি কংগ্রেসের মেম্বার হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে

পারেন নাই। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ১১ সংখ্যক ইলিওনিস্ (Illeonis) অশ্বারোহী সৈন্যদলের কর্ণেল ছিলেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে তিনি ইলিওনিসের এটর্ণী জেনারেল পদে নিযুক্ত হন এবং 'ডিমোক্রেটিক' দল ছাড়িয়া 'রিপাব্লিকান্' দলে যোগদান করেন। তাঁহাব অসাধাবণ বক্তৃতা করিবাব ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তাহা খৃষ্টিয়ান ধর্মেব বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া আমেরিকায় বিরাট ধর্মদ্বেষী দলের সৃষ্টি করেন। কর্ণেল ইঙ্গারসোল অতি ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহাব হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। তাঁহার আয়ের বড অংশই দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ মোচনে ব্যয় হইত।

বোষ্টনের সাইকোলজিকেল রিসার্চ সোসাইটীর নিমন্ত্রণে প্রোঃ হিস্লপ 'প্রেততত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছিলেন। ৪ঠা জুলাই তাঁহার বক্তৃতা হইল। প্রোঃ হিস্লপের বক্তৃতার পর ডোলবিয়ার বক্তৃতা দিলেন। অভেদানন্দ তাঁহাদেব বক্তৃতা শুনিতে মিঃ বেঙ্গস্এর সঙ্গে বক্তৃতাস্থলে গমন করিয়াছিলেন। ওয়ালথাম হইতে দশ মাইল দূরে ওয়েলেস্লীতে মহিলা কলেজ। মিসেস্ ওহারা ও তাঁহার মাতার অনুরোধে অভেদানন্দ সেই কলেজ দেখিতে গমন করিলেন। ইহা একটী হ্রদের তীরে অবস্থিত। হ্রদের অপর তীর হইতে কলেজটী একটী পরীরাজ্যের রাজপ্রসাদের ন্যায় সুন্দর দেখায়। রুডোডেণ্ড্রোনের ফুল ফুটিয়া স্থানটীকে স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা সেখানকার কলেজ দেখিয়া অপরাহ্ণ ৩টার সময় ওয়ালথামে ফিরিলেন।

৯ই জুন তাঁহারা ওয়াল্ডেন লেক্ ও কন্কর্ডে গমন করিলেন। রাস্তায় তাঁহারা মিঃ মেলয়কে সঙ্গে লইলেন। ওয়াল্ডেনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা হ্রদের তীরে বসিয়া লাঞ্চ্ আহার করিলেন। যে স্থানে 'থরো'র কুটীর ছিল এবং যে স্থানে তিনি নিজ হাতে সীম রোপণ করিতেন তাঁহারা সেই স্থান দর্শন করিলেন।

জীবন-কথা

হেন্‌রি ডেভিড্ থরো একজন লেখক ও প্রকৃতিবিদ্। তিনি ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কন্‌কর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড-এ শিক্ষালাভ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা ও সার্ভেয়ারের কাজ করিয়াছিলেন। তাহা তাহার প্রকৃতির সহিত মিল না হওয়াতে তিনি সেই কাজ ছাড়িয়া দেন এবং নিভৃতে শান্তিময় জীবন যাপন করিবার জন্য ওয়াল্ডেন পল্লীর নিকটে একটী কুটীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বৃক্ষ, লতা ও পশুপক্ষীর জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং 'ওয়াল্ডেন' বা 'অরণ্যজীবনে' তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি পরে ইমার্সনের বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার নিকটে কন্‌কর্ডে বাস করিতে থাকেন। কন্‌কর্ডেই তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহারা যে পাইন বিথীতে নির্জনে ভ্রমণ করিতেন অভেদানন্দ তাহা দর্শন করেন। রাল্‌ফ্ ওয়াল্ডো ইমার্সন আমেরিকান কবি, লেখক ও দার্শনিক। তিনি প্রথমে বোষ্টনে শিক্ষা লাভ করেন। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ইউনেটারিয়ান্ ধর্মযাজকের পুত্র এবং একজন ইউনেটারিয়ান্ ধর্মযাজকরূপেই জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইমার্সন ১৮২৯ সালে এলেন লুইসা টন্‌সারকে বিবাহ করেন। তিন বৎসরের ভিতর তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করেন। অবশেষে তাঁহার সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি ধর্মযাজকের কাজ ছাড়িয়া দেন এবং ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। এই ভ্রমণের সময় তাঁহার সহিত কার্লাইলের সাক্ষাৎ হয় এবং ইমার্সনের জীবনের ধারায় আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। ইহার পর হইতে তিনি ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রধান দার্শনিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আমেরিকায় আসিয়া তিনি কনকর্ডে

বাস করিতে থাকেন এবং লিডিয়া জেক্‌সন্‌কে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইমার্স ন দেহত্যাগ করেন।

ওয়ালথামে ১১ই জুন পর্যন্ত অবস্থান করিয়া ১২ই জুন অভেদানন্দ ওয়ালথাম্ ত্যাগ করিয়া নিউপোর্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মিঃ ওহারা (O' Hara) বোষ্টন পর্যন্ত তাঁহাকে আগাইয়া রাখিতে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৫-৪০ মিনিটের সময় তিনি নিউ পোর্টে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে মিস্ স্টেণ্টন্ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সমুদ্র স্নান, ভ্রমণ ও পর্বতারোহণ করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন তাহারা বিশপ বার্কলেব চেয়ার নামক শিলাখণ্ড দেখিতে গমন করিলেন। বিখ্যাত আদর্শবাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলে এই শিলাসনে উপবেশন করিয়া দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। অভেদানন্দ তাঁহার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এখানেও তাঁহার বন্ধুদের্ সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন এবং সুবিধা পাইলেই সম্মিলিত শিক্ষিত লোকের সমক্ষে ভারতবর্ষ ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই ভাবে তিনি মিস্ লোডা ও মিস্ সোয়ানের বৈঠকখানায় তাহাদের বন্ধু বান্ধব ও শিক্ষিত লোকের সমক্ষে বেদান্ত সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা দান করিলেন। এইস্থানে এই ভাবে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৩০শে জুন তিনি নিউপোর্ট ত্যাগ করিয়া বোষ্টনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি মিঃ ওহারার সহিত পয়েণ্ট্ এলবার্ট গমন করিয়া সারা রাত্রি সেই স্থানে বাস করিলেন।

পরদিন তাঁহার এপেলেসিয়ান্ মাউণ্টেন ক্লাবের সদস্যগণের সহিত নর্থ উড্‌ষ্টকে যোগ দিবার কথা, সুতরাং রাত্রি প্রভাত হইলেই তিনি ষ্টীমারে করিয়া বোষ্টনে আসিলেন এবং বোষ্টন হইতে ট্রেনে করিয়া নর্থ

উড্‌ষ্টকে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার সহিত ডাঃ লিউইস জেন্‌স ও দলের অপর সভ্যগণের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাবা প্লিমাউথ লাঞ্চ্‌ আহার করিলেন। গাড়ী মেরিমেল নদীব পাশ দিয়া মান্‌চেষ্টার, কনকর্ড অতিক্রম করিয়া চলিল।' অবশেষে অপবাহ্ন ৩টায় তাঁহারা নর্থ উড্‌ষ্টকে উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের খেলার মাঠ দেখিতে গমন করিলেন। এখানে তাঁহারা ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। অভেদানন্দ এখানে তাঁহার বন্ধুগণের সহিত মুসিলাঙ্ক ও লুমপত মাউণ্টেন, লোফিট মাউণ্টেন প্রভৃতি আরোহণ করিলেন। মুসিলাঙ্ক হইতে সমগ্র হোয়াইট্‌ মাউণ্টেনের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে দেখা যাইতেছিল। দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দব ও চিত্তাকর্ষক। লোফিট শিখর হইতে সমস্ত ব্লু, গ্রীন্‌ ও এডোরেণ্টাস্‌ পর্বতের দৃশ্য দেখা যাইতেছিল। দূব হইতে মনে হইতেছিল তাহা যেন কোনও ঘুমন্ত পুবী। এই স্থানে এইভাবে ভ্রমণ শেষ করিয়া অভেদানন্দ মিঃ পার্কারের সহিত নিউ উড্‌ষ্টক্‌ ত্যাগ করিয়া বোষ্টনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইস্থানে আসিয়া ওহারাদের সঙ্গে দেখা কবিলেন এবং লঞ্চে আহার করিয়া প্রোঃ পার্কারের সহিত এলবার্ট পয়েণ্টে গমন কারয়া সমুদ্র স্নান কবিলেন। এখানে তাঁহারা রাত্রি অতিবাহিত কবিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ ওহারাও ছিলেন। পরদিন সকালে তাঁহারা সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া বোষ্টনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বোষ্টনে আসিয়া অভেদানন্দ উরচেষ্টারে গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার জন্য অপরাহ্নে ৪টার ট্রেণে আরোহণ করিয়া ৫টাব সময় উরচেষ্টারে উপনীত হইলেন।

১৩ই জুলাই ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের (Clarke University) গ্রীষ্মকালীন

ক্লাশ আরম্ভ হইল। অভেদানন্দ এই বিদ্যালয়ে 'দেহতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় ক্লাশে যোগদান করিলেন। পূর্বাহ্নে তিনি মিসেস কক্রেনের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন বক্তৃতায় উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে দুইটী বক্তৃতা শুনিলেন। এখানে তিনি ১৪দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে ৩০টী বক্তৃতাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং মাইক্রোস্কোপ সহায়ে বিভিন্ন জীব জন্তু ও নরদেহের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে ২৩শে জুলাই রীড্ লোটনের গৃহে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইল। সেই সভাতে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকের সভায় তিনি দেড়ঘণ্টা ব্যাপী 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উবচেষ্টার স্পাই পত্রিকা বলেন: "গতকল্য স্বামী অভেদানন্দ নামক একজন হিন্দু ছাত্র—যিনি ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, ভারতীয় দর্শনসম্বন্ধে মিসেস্ এইচ্. ই. রীড্ লোটনের ভবনে এক বক্তৃতা করেন। মিসেস লোটনের বৈঠকখানায় শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই অতি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত স্বামিজীর স্বদেশ ও ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়াছিলেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ লুই. এন্. উইলসন্ স্বামিজীকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।"[২]

2. (a) Swami Abhedananda, a Hindu student, who has been studying at Clarke University, gave an interesting talk on Hindu Philosophy at the home of Mrs. S. E. Reed Louton yesterday afternoon. The audience which taxed the sitting capacity of Mrs. Louton's parlour to the utmost, enjoyed the talk and gleaned much informations regarding Swami's native country. Prof. Louis. N. Wilson of the Clarke University introduced the speaker.—*Worcester Spy*, July 24th 1899.

(b) After the lecture, the students of the summer school availd themselves of the opportunity to be introduced to the Swami, whose handsome feature and dignified figure have been a matter of no

এই বক্তৃতায় স্বামিজী প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, গণিত শাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যোতিষ, ভৈষজ্যতত্ত্ব এবং দর্শন সম্বন্ধীয় ধারণা ভারত হইতেই বিদেশীরা গ্রহণ করিয়াছে।

বক্তৃতার পর সামার স্কুলের ছাত্রগণ এই সুযোগে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। ডাঃ হল্ এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের ক্লাসে সুন্দর চেহারা এবং আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁহাদিগকে স্বামিজীর প্রতি কম কৌতূহলাক্রান্ত করে নাই। তিনি বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডাঃ মেয়রের অধীনে জীবতত্ত্ব আলোচনা এবং স্নায়ুতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই বিভাগের লেবরেটারীতে অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা কার্য করিতেছিলেন।

এখানে আরও চারিদিন চতুর্দিকের দৃশ্য দর্শন করিয়া হ্রদে নৌকাচালনা করিয়া এবং বিভিন্ন লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ে অতিবাহিত হইলে ৩১শে জুলাই অপরাহ্নে উরচেষ্টার ত্যাগ করিয়া তিনি লিলি ডেল অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সমস্ত রাত্রি তিনি আপার বার্থে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন এবং প্রাতঃকালে 'ইরি' হ্রদের পূর্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত ডানকার্ক সহরে অবতরণ করিলেন। এই স্থান হইতে বাসে করিয়া তিনি এ, ভি, আর, আর, স্টেশনে (A. V. R. R.) ট্রেণে উঠিলেন এবং বেলা নয়টার সময় লিলি ডেলে উপস্থিত হইলেন। ডাঃ হাইড্ (Hyde)

little curiosity at the lecture of Dr. Hall. and other courses; particularly he is following the scientific biological work of Dr. A Adolf Meyer in Neurology and his lecture course, and is interested in the laboratory work of that department.— *Worcester Telegram*, Monday, July 24th 1899.

তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে তিনি অন্যান্য প্রতিনিধির সহিত প্লাটফর্মে উপবেশন করিলেন। লিলি ডেলে প্রেততত্ত্ববিদগণের সভা আহূত হইয়াছিল। আমেরিকার প্রায় সকল স্থান হইতে প্রেততাত্ত্বিকগণ সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

পরদিন ২রা আগষ্ট প্রাতঃকালে অভেদানন্দ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিলেন এবং অপরাহ্নে মিসেস্‌ লেসির প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। রাত্রে তিনি ম্যাদাম্‌ ভিজিনের বৈঠকখানায় মিসেস্‌ ব্রিভার ও মিঃ এমেলের সহিত সার্কেলে উপবেশন করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

৩রা আগষ্ট তাঁহার বক্তৃতার দিন। প্রায় ৮০০ শ্রোতার সম্মুখে তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দিলেন। রাত্রে তিনি মিসেস্‌ মসের মেটিরিয়ালাইজিং (materializing) সিয়ান্সে গমন করিলেন এবং সেখানে বহু মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

৪ঠা আগষ্ট সকালে তিনি মিঃ হোয়াইট্‌-এর বক্তৃতা শুনিতে গমন করিলেন এবং অপরাহ্নে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাত্রিতে অভেদানন্দ মিঃ কেম্পবেলের, টাইপরাইটিং, শ্লেটরাইটিং ও পোর্সিলেনরাইটিং সিয়ান্সে গমন করিলেন। তিনি সেদিন স্বামী যোগানন্দকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে শুধু 'যোগানন্দ' এই শব্দ প্রাপ্ত হইলেন।

৫ই সকালে ১০টায়, অভেদানন্দ মিঃ কুলারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্লেটরাইটিং-এর সিয়ান্স্‌ বসিয়াছিল। টেবিলের উপর দুইখানি শ্লেট একখানির উপর আর একখানি রাখা হইয়াছিল।

দুইখানি শ্লেট দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার ভিতর ছোট একটী পেন্সিল দেওয়া হইল। কতক্ষণ পরে ঐ দুই শ্লেটের ভিতর হইতে পেন্সিলের খচ্ খচ্ শব্দ হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ পরে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। পরে খুলিয়া দেখা গেল—বাংলা, ইংরাজী ও গ্রীক ভাষায় লেখা রহিয়াছে। বাংলা ও ইংরাজীতে স্বামী যোগানন্দের নাম রহিয়াছে। তাঁহাদের ভিতর কেহই গ্রীক জানিতেন না, সুতরাং সেই লেখাটী পড়া গেল না। অভেদানন্দ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি চিরকালই সিয়ান্স্ প্রভৃতিকে জুয়াচুরী বলিয়াই মনে করিতেন, কিন্তু এই শ্লেটের লেখা দেখিয়া তাঁহার সেই ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি মিঃ কুলারের নিকট হইতে শ্লেট দুইখানি চাহিয়া লইলেন। শ্লেট দুইখানি তাহার অভ্যন্তরের লেখার সহিত এখনও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে আছে। বেলা ২টার সময় তিনি আর একস্থানে গমন করিলেন, সেইস্থানে একজন মিডিয়ম ফুলের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্রের কথা বলিয়া দিতে লাগিল। এখান হইতে তিনি আবার মিঃ কেম্পবেলের বৈঠকখানায় গমন করিলেন। সেই স্থানে ওয়াশিংটনের পরিচিত মিসেস রিচ্মণ্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাত্রিতে তিনি মিসেস্ মস্-এর সিয়ান্সে গমন করিলেন। সেইস্থানে মিডিয়ম লিলির মুখ দিয়া থিয়োডোর পার্কার কথা কহিতেছিলেন। তিনি সেই সিয়ান্সে অভেদানন্দের বন্ধুর (যোগেন?) সহিত আসিয়াছিলেন এবং লিলির মুখ দিয়া বলিলেন যে, অভেদানন্দ ভগবানের চিহ্নিত লোক ইত্যাদি।

৬ই আগষ্ট চারিটার সময় তিনি প্রশ্নোত্তর ক্লাশ করিলেন। রাত্রিতে তিনি মিঃ রাইট্-এর ট্রাম্পেট্ সিয়ান্সে গমন করিলেন, সেদিন সেই ট্রাম্পেটের ভিতর দিয়া যোগেন মহারাজ কথা বলিয়াছিলেন।

যোগেন মহারাজ অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "এ দেশ তোমার কেমন লাগছে ?"

অভেদানন্দ : "খুবই ভাল লাগ্‌ছে'

"আমার ভাল লাগে না। বলরামবাবু আমার সঙ্গে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে। আমি মাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

৮ই আগষ্ট অভেদানন্দ সকালে স্নান করিবার কালে নৌকাচালনা করিলেন। দ্বিপ্রহরে তিনি মিসেস্ নেক্‌ল্‌স-এর সাইকোমেট্রিক রিডিংএ গমন করিলেন। রাত্রিতে তিনি মিসেস্ মস্-এর সিয়ান্সে গমন করিলেন। সেদিন বলরামবাবু শরীর ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাদা দাড়ী ছিল এবং মাথায় সাদা পাগড়ী, সেই পাগড়ী হইতে জ্যোতিরাশি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন পাগড়ীতে ছোট ছোট অসংখ্য ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌ব্ বসান আছে। তিনি কোনও কথা কহিলেন না, শুধু দক্ষিণ হস্ত তাঁহার (অভেদানন্দের) মাথায় দিয়া দুইবার আশীর্বাদ করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর শূন্যে মিলাইয়া গেল। যোগেন মহারাজ মিডিয়ম লিলির মুখ দিয়া কথা বলিলেন এবং রাত্রে তাঁহার ঘরে আসিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। রাত্রে তিনবার দরজায় টোকা শুনিয়া অভেদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন : "কে যোগেন ?" উত্তর হইল : "হাঁ।' তখন তিনি সেইদিনের লেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগেন মহারাজ বলিলেন তাঁহার সহিত একজন গ্রীক্ দার্শনিক ছিলেন।

এইরূপে লিলি ডেলে নয় দিন অবস্থানকালে তাঁহার জীবনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। অবশেষে ১০ই আগষ্ট তিনি লিলিডেল ত্যাগ করিলেন এবং বাফেলো এবং রচেষ্টার হইয়া ১৩ই

আগষ্ট উর্‌চেষ্টারে উপনীত হইলেন। উর্‌চেষ্টারে তিনদিন 'কক্রেন্‌'-দের বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া তিনি ১৬ই আগষ্ট বোষ্টন যাত্রা করিলেন এবং বোষ্টনে উপস্থিত হইয়া মিঃ. ব্রাউনের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। পরদিন তিনি ব্রাউনের সহিত দক্ষিণ উড্‌ষ্টক্‌-এ রওয়ানা হইলেন। ট্রেন ফেল করায় তাঁহারা মোটরে করিয়া উড্‌ষ্টক গমন করিলেন। সেখানে মিঃ ব্রাউনের ভ্রাতা বাস করেন। উড্‌ষ্টকে পৌছাইতে তাঁহাদের প্রায় রাত্রি আটটা হইয়াছিল। সেইদিন জ্যোৎস্না রাত ছিল সুতরাং চাঁদের আলোতে ভ্রমণ তাঁহাদের অত্যন্ত প্রীতিদায়ক হইল।

এখানে তাঁহারা ২০শে আগষ্ট পৌছাইলেন। অভেদানন্দ এখানে একদিন মিসেস্‌ টাউনসেণ্ড-এর পিয়াজাতে (piazza) বক্তৃতা দিলেন। হ্রদে সাঁতার কাটিয়া এবং অরণ্যের ভিতরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অতি আনন্দেই এই কয়দিন অতিবাহিত করিলেন। অবশেষে ২১শে আগষ্ট তাঁহারা বোষ্টন অভিমুখে রওনা হইলেন এবং ১২-৩০ মিনিটের সময় বোষ্টনে উপস্থিত হইয়া এক রেঁস্তোরাতে আহার করিলেন। অভেদানন্দ সেইদিন অপরাহ্ন ৩-১০ মিনিটের ট্রেণে গ্রীন্‌একার অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ৫-৪৫টায় ইলিয়টে উপনীত হইলেন। ইলিয়ট হইতে তিনি বাসে করিয়া গ্রীন্‌একার পৌছাইলেন। গ্রীন্‌একারে অভেদানন্দ ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি স্বামিজীর পাইনের নীচে ও সার্কাসের তাঁবুতে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাস স্বামিজীর পাইনের নীচে করিতেন। এই স্থানে জৈনধর্ম্মের প্রচারক মিঃ গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিঃ গান্ধী

জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই গ্রীন্‌একার কনফারেন্স্‌ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেন: "চিকাগোর ধর্মমহাসভার অধিবেশনের পর বৎসর ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে গ্রীন্‌একার কন্‌ফারেন্সের সুত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে বেদান্তের সার্বভৌম মুক্তির বাণী গ্রীন্‌একার কন্‌ফারেন্সের ভাবধারা নিয়ন্ত্রণে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বেদান্তের আচার্যগণ ভারত হইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রায় প্রতি বৎসরই এই কন্‌ফারেন্সে বেদান্তের প্রচারকরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই আচার্যগণকে 'স্বামী' বলে। স্বামী শব্দের অর্থ আচার্য। আচার্যগণের ভিতর স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথমে এই কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দান করেন। তিনি সেই সময় বিশ্বধর্মসম্মিলনে যোগদান করিবার পর আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। হিন্দু আচার্যগণের ভিতর তিনিই সর্বপ্রথমে আমেরিকা আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতা এবং লোকাকর্ষণকারী চরিত্রের বলে আমেরিকায় এই উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার আমেরিকা ত্যাগের পর, তাঁহার স্থলবর্তী স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে গ্রীনএকারে আগমন করেন এবং পর পর দুইবার এই কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবসুন্দর ব্যবহার, মানবের প্রতি অহৈতুক ভালবাসার সহায়ে তিনি সেখানকার প্রত্যেকের মনে গভীরভাবে বেদান্তের ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘরোয়াভাবে মিশিয়াছেন বা স্বামিজীর পাইনের নীচে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

স্বামী সারদানন্দের পরে বর্ত্তমান লেখক ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে গ্রীন্‌একারে আগমন করেন। এই সময়ে তিনি সার্কাসের তাঁবুতে সর্বসাধারণের এক সভায় 'বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম' নামক বক্তৃতা দান করেন এবং ডাঃ লিউইস্ জেন্‌স প্রতিষ্ঠিত মন্‌শাল্‌ভাট্ স্কুল অব্ কম্পারেটিভ্ রিলিজনে (Monsalvat School of Comparative Religion) চারিটী বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান বর্ষে (১৮৯৯ খৃঃ অব্দে) এই ঋতুতে বিভিন্ন সহরে কাজের অধিক চাপ থাকায় বর্ত্তমান স্বামী গ্রীন্‌একারে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তিনটীর অধিক বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। 'হিন্দুধর্ম্ম কি বহু ঈশ্বরের উপাসনা সমর্থন করে?" "পুনর্জন্ম" এবং "পাশ্চাত্যের উপর ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাব" তিনি এই তিনটী বক্তৃতা করিয়াছেন। এবার গ্রীন্‌একরের বক্তৃতা শেষ হইবার পর আরো ২।৩ দিন তিনি এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ট্রাইন্ দম্পতী (Ralph Waldo Trine) আসিয়াছিলেন। মিঃ ট্রাইন্‌কে তিনি 'Re-incarnation' পুস্তকখানি উপহার প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা মিস্ ফার্মারের কন্‌ফারেন্স সমাপ্তিসূচক বক্তৃতা শুনিতে গমন করিলেন। অভেদানন্দ শান্তিপাঠ করিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি তাঁহার লগেজ বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং ২-৩০ মিনিটে গ্রীন্‌একার ত্যাগ করিয়া বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোষ্টনে পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিটের সময় উপস্থিত হইয়া তখনই নৌকায় করিয়া এলবার্ট পয়েণ্টে যাত্রা করিলেন। এলবার্ট পয়েণ্টে তাঁহার সহিত মিঃ ও মিসেস ও-'হারার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাঁহাদের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ওখানে অবস্থানকালে

৭ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের 'তার' নানাস্থানে ঘুরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া অভেদানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই সেইস্থান হইতে রওনা হইলেন এবং বোষ্টন হইয়া রাত্রি প্রায় ৯-টায় রিজ্‌লে ম্যানর-এ মিঃ লেগেটের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত অভেদানন্দের মিলন তিনজনের মনেই আনন্দের সঞ্চার করিল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার কার্যের সাফল্যদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ী হইয়াছে জানিতে পারিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'I knocked the door of New York thrice but it did not open' নিউ ইয়র্কের দরজায় আমি তিনবার ঘা দিয়াছি কিন্তু ইহা খোলে নাই, এখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে আমাদের একটী স্থায়ী হেড্‌কোয়াটার্স হইয়াছে।

কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন যে, তাঁহার আমেরিকার বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের খবর শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং তাঁহাকে আমেরিকায় আহ্বান করেন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ এবং গুরুভ্রাতাগণের শুভেচ্ছা লইয়া ২০শে জুন প্রিন্সেপ ঘাট হইতে এস্. এস্. গোলকুণ্ডাতে আরোহণ করিয়া রওনা হন এবং ৩১শে জুন লণ্ডনে উপনীত হন। ষ্টীমার ঘাটে তাঁহার দুইজন আমেরিকান ছাত্রীকে দেখিতে পাইয়া তিনি বিস্মিত হন। লণ্ডনে তিনি ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত ছিলেন এবং ঐ দিনই আমেরিকার বন্ধুগণের সাদর

নিমন্ত্রণে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং দশ দিনের পর অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিষ্টার নিবেদিতা ছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা এখন লণ্ডনে আছেন, শীঘ্রই নিউ ইয়র্কে আসিবার কথা।

অভেদানন্দ এখানে দশ দিন অবস্থান করিয়া নিউ ইয়র্কে গমন করিলেন। উরচেষ্টারে অবস্থান কালে তিনি মিউজিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, সেইজন্যই এত শীঘ্র স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি নিউ ইয়র্কে চলিয়া আসিয়াছিলেন। পরদিন তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া উরচেষ্টারে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় মিঃ নিসান-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহার অনুরোধে তিনি মিঃ নিসান-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি মিসেস্ উইলিংটনের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং মিস্ ফার্মারের বক্তৃতার পর একটি ছোটখাট বক্তৃতা করিলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে মিউজিক ফেষ্টিভেল (Music Festival) আরম্ভ হইল। অভেদানন্দ এই কয়দিন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। মিস্ পোর্টার এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ৩রা অক্টোবর বোষ্টনে চলিয়া গেলেন। অভেদানন্দও সেইদিন উরচেষ্টার ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্ক গমন করিলেন।

নিউ ইয়র্কে আসিয়া তাঁহাকে নূতন হাঙ্গামায় পড়িতে হইল। তাঁহাকে এক সপ্তাহের ভিতরে তিনবার বাড়ী পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ১৫ই তারিখ তিনি ডাঃ হিবার নিউটনের 'সারমন্' শুনিতে গমন করেন এবং নিউটন গৃহিণীর নিমন্ত্রণে তাঁহার সঙ্গে আহার করিয়াছিলেন। রাত্রিতে

বেদান্ত সমিতির ছাত্রগণ বক্তৃতার ঋতু আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে অভেদানন্দকে সমিতি ভবনে অভিনন্দিত করিল।

এই ঋতুর প্রথম বক্তৃতা হইল ২২শে অক্টোবর। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দর্শন ও ধর্ম।' এই সময় নিউ ইয়র্কের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। অবিরাম বৃষ্টি হইতেছিল এবং ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার ক্লাসে প্রায় ২০০ শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতেই অভেদানন্দের বক্তৃতাসমূহের লোকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭ই নবেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত সমিতির আফিসে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া অভেদানন্দ তাঁহার আবাসস্থান বোর্ডিং হইতে আগমন করিলেন। বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভেদানন্দ আর সেদিন বক্তৃতা করিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত সভ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশেষে অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে লেগেটের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

৮ই নবেম্বর প্রাতঃকালে অভেদানন্দ মিঃ লেগেটের বাড়ী গমন করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত দেখা হইলে তাঁহারা উভয়ে ডাঃ গ্যারান্সির বাড়ীতে গমন করিলেন এবং ডাক্তারের অনুরোধে সেইস্থানে মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করিলেন। অভেদানন্দ বেলা দুইটার সময় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। অপরাহ্নে প্রোঃ পার্কার আসিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া 'মারে হিল্' হোটেলে সন্ধ্যাহার সম্পন্ন করিলেন। পরে অভেদানন্দ কার্যকরী সমিতির সভায় যোগদান করিলেন।

৯ই নবেম্বর সকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মিসেস হুইলার সমিতি ভবনে আসিয়া অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার দ্বিপ্রহরে আসিয়াছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে লইয়া মিঃ লেগেটের বাড়ী গমন করিলেন। অপরাহ্নে যতীমাতা আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কেমন আছেন সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

১০ই নভেম্বর অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য মিঃ গ্যারেন্সির বাড়ী উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দিত করা হইল। সেই সভায় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য, বন্ধুবর্গ এবং বেদান্ত সমিতির সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে যথারীতি অভিনন্দিত করা হইলে স্বামী বিবেকানন্দ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ী হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পনর দিন নিউ ইয়র্কে বাস করিয়াছিলেন। তিনি কখন লেগেট্‌দের কখনও ডাঃ গ্যারান্সির বাড়ীতে বাস করিতেন। ডাঃ গ্যারান্সির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের মৃতপুত্রের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিবেকানন্দকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতিরিক্ত বর্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের শরীর এখানে ভাল যাইতেছিল না। মাঝে মাঝে একটু একটু জ্বর হইতেছিল। অভেদানন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রত্যহ একবার করিয়া গমন করিতেন।

১১ই নবেম্বর শনিবার হইতে শিশুদের ক্লাস আরম্ভ হইল। প্রথমদিন

৫টী শিশুসহ তাহাদের জননীরা আসিলেন। এই শিশুদের ক্লাস এতই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল যে শিশুদের জননীগণ রীতিমত ইহাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহারাই স্বামিজীর অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং শিশুদের ক্লাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। ইহার পর জননীদের আর শিশুদের ক্লাসে যোগ দিতে দেওয়া হইত না। এই ক্লাস এতই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল যে একটী বালক মণ্টক্লেয়ার হইতে হাঁটিয়া এই শিশুদের ক্লাসে যোগ দিবার জন্য আসিত। ১৪ই নভেম্বর হইতে প্রথম বরফ-পাত আরম্ভ হইল। পরবর্তী শনিবার হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও শিরি সোয়ানান্দার শিশুদের ক্লাসে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিরি 'পুরাণ ভকতের' গল্প দিয়া ক্লাস আরম্ভ কবিলেন।

২০শে নভেম্বর অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য মিঃ লেগেটের বাড়ী গমন করিলেন, সেই স্থানে ওলিবুলের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ২২শে নভেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো যাত্রা করিলেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরের ৭ই জুনের পূর্বে নিউ ইয়র্কে আসিলেন না।

বেদান্ত সমিতির কাজ নিয়মিত চলিতে লাগিল। রবিবারে সাধারণ বক্তৃতা। মঙ্গলবার ক্লাস-লেক্চার এবং শনিবার শিশুক্লাস।

স্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্টক্লেযাবে অবস্থান করিয়া ক্লাস ও বক্তৃতা দিতে লাগিলেন এবং নিউ ইয়র্কে শিশুদের ক্লাসে 'হিতোপদেশে'-র উপাখ্যান শিশুদিগের নিকট বর্ণনা করিয়া অভেদানন্দের কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ডিসেম্বরের প্রথমেই অভেদানন্দ কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ কন্ফারেন্সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসার-গণের সমক্ষে 'শঙ্করাচার্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করায় ডিসেম্বরের প্রথম হইতেই অভেদানন্দ পূর্বের ন্যায় একাকী প্রচার কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও ক্লাসে পূর্বাপেক্ষা অধিক লোক আসিতে লাগিল। কোন কোন বক্তৃতায় তিন শতেরও অধিক শ্রোতৃ সমাগম হইত।

৪ঠা ডিসেম্বর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে ৪০৫৲ টাকা প্রেরণ করিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর খৃষ্টমাস। বেদান্ত সমিতিতে যথারীতি উৎসবের আয়োজন হইল। মোমবাতিশোভিত 'খৃষ্টমাস ট্রী' বসান হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিশু-উৎসবেরও ব্যবস্থা ছিল। শিশুগণকে গল্প আবৃত্তি করিতে বলা হইল। তাহারা প্রত্যেকে একটী একটী করিয়া গল্প বলিল। একটী অন্ধ যুবক পিয়ানো বাজাইল। 'স্বামিজী' সান্টাক্লোজ সাজিয়া আলখাল্লা পরিয়া উপহার বিতরণ করিলেন।

সান্টাক্লোজ সেন্ট নিকোলাসের অপভ্রংশ। সান্টাক্লোজ শিশুদিগের রক্ষাকারী বলিয়া খৃষ্টান সমাজে সর্বত্র তাঁহার পূজা হয় এবং ডাচ্ নগরী-সমূহে খৃষ্টমাসের পূর্বদিন বাড়ীর সম্মুখে মোজা ঝুলাইয়া দেওয়ার প্রথা আছে। উদ্দেশ্য, ইহাতে সান্টাক্লোজ শিশুদিগের জন্য উপহার প্রদান করিবেন। নিকোলাস এসিয়া মাইনরের লিসিয়া প্রদেশের পেটারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। (৩৪৩ খৃঃ) তিনি মিরা'-র (myrrha) আর্ক বিশপ হন। এবং 'নিসিয়া'র কাউন্‌সিলে আরিয়ানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে ক্যাথেড্রালের ভিতরেই সমাহিত করা হয়। অবশেষে ১০৮৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহাবশেষ, ইটালীর বাণী নগরীর সেন্ট্ নিকোলাই চার্চে সমাহিত করা হয়। সেখানে প্রতি বৎসর সহস্র

সহস্র তীর্থযাত্রীর ভিড় হইয়া থাকে। তিনি রুসিয়ার পেট্রন সেন্ট্ এবং সমুদ্রযাত্রী, পথিক, বণিক ও শিশুদিগের এবং হঠাৎ বিপন্ন লোকের রক্ষাকারী বলিয়া উপাসিত হন। এই উৎসব উদ্‌যাপন সম্বন্ধে নিউ ইয়র্ক হিরাল্ড বলেন: "গত সন্ধ্যায় যে সকল বালক বালিকা হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দের খৃষ্টমাস্ ডে উদ্‌যাপনে যোগদান করিতে গমন করিয়াছিল তাহারা সত্যই ভাগ্যবান। স্বামী অভেদানন্দ সকল ধর্মের উৎসবই উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন! তিনি প্রচার করেন যে ঊনবিংশ শত বর্ষ পূর্ব্বে যিনি বেথেলহামে জন্মিয়াছিলেন, তিনি অবতারগণের অন্যতম মাত্র। স্বামিজী প্রতি বৎসরেই খৃষ্টমাস-ট্রীর ব্যবস্থা করেন এবং বালকগণের ভিতর উপহার বিতরণ করেন। তিনি বৎসরে দুইবার এই প্রকার উৎসব করেন। আগষ্টে শ্রীকৃষ্ণের এবং ডিসেম্বরে যিশুখৃষ্টের জন্মতিথি উপলক্ষে।

"লম্বা আলখাল্লা পরিধান করিয়া স্বামিজী ১৬৪ নং ইষ্ট ৫৫ নং ষ্ট্রীটে অবস্থিত বেদান্ত সমিতির ভিতরের দিকের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টমাস-ট্রীর (Tree) নিকটে বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতে-ছিলেন। খৃষ্টমাস ট্রী (Tree) পঞ্চাশটী মোমবাতির দ্বারা সজ্জিত হইয়া ঘরের ভিতর আলো বিকীরণ করিতেছিল। তাঁহার কথার ভিতর আন্তরিকতা থাকায় বালকগণ তাহাদের হিন্দু সান্টাক্লোজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য খৃষ্টমাসের পেট্রন্ সেন্ট্ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহারা সহিত এই কৃশকায় ভারতীয় সন্ন্যাসীর আকৃতির কোনও মিল নাই। খৃষ্টমাস ট্রির উপর হফ্‌ম্যান্ অঙ্কিত যিশুখৃষ্টের ছবি। স্বামিজী ধূপদানী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ধূপের গন্ধ আরবীয় সুগন্ধির ন্যায় সমস্ত গৃহ আমোদিত করিল। অবশেষে উপহার

বিতরণ আরম্ভ হইল। ইহা আমাদের (Yuletide) ইয়ুলটাইড্ উৎসবের ন্যায় সম্পাদিত হইল।" খৃষ্টমাসের আর এক নাম Yuletide (ইয়ুলটাইড্) ইহার অর্থ অজ্ঞাত। খৃষ্টমাস্ যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবের দিন বলিয়া পরিগণিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীহইতে খৃষ্টমাস ২৫শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথম শতাব্দী সমূহে যিশুখৃষ্টের জন্মোৎসব বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হইত। নিউ টেষ্টামেণ্ট হইতে যিশুখৃষ্টের জন্মের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। রোমে নাটালিস্ ইন্ ভিকৃটি (Natalis Invicti) নামক সূর্যের জন্মোৎসব ২৫শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইত! বর্বর রোমানগণ যাহাতে কোনও প্রকার বাধা দিতে না পারে সেইজন্য তখনকার উৎপীড়িত খৃষ্টানগণ ঐ দিনই যিশুর জন্মোৎসব করিত। ৪র্থ শতাব্দীর শেষ হইতে রোমে উদ্‌যাপিত খৃষ্টমাসের তারিখই যিশুখৃষ্টের জন্ম তারিখ বলিয়া চিহ্নিত হইল। অখৃষ্টান বা পেগান রোমে ১লা জানুয়ারী উপহার প্রদানের দিন ছিল। খৃষ্টানগণ রোমানদের নিকট হইতে এই অখৃষ্টান প্রথা গ্রহণ করিয়াছে। খৃষ্টমাস ট্রী, যোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমে খৃষ্টান জগতে প্রবেশ লাভ করে।

ডাঃ হিবার নিউটন খৃষ্টমাস উপলক্ষে অভেদানন্দকে নিজ আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পল্ ডয়সনের *Six System of Philosophy* উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। অভেদানন্দ নিউটন গৃহিণীকে তাঁহার একখানি ফটো উপহার প্রদান করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী তার ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ নিয়া অন্তর্হিত হইল। নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহ, তারুণ্য লইয়া বিংশ শতাব্দী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পৃথিবীর কৃষ্টির ইতিহাসে

চিরকাল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এই সময়েই সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নবদেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রয়াণ করেন এবং. স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়বাণী পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজনের মারফতে সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দেন। আমাদের জীবনের গৌরবময় দিন চলিয়া গেলেও তাহার স্মৃতি যেমন আমাদের মনে উদিত হইয়া আমাদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত করায় তেমনি এই গৌরবময় উনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্ধানে তাহার স্মৃতি আমাদের মনকে আলোকিত করিয়া থাকে এবং আমরা বিচার করিতে বসি উনবিংশ শতাব্দীর ভালমন্দ, জয় পরাজয়। নিউ ইয়র্কে বেদান্তের প্রচার কার্য আরম্ভ হয় ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে। স্বামী বিবেকানন্দ পার্লিযামেণ্ট অব রিলিজনে বক্তৃতা দিবার পর যখন আমেরিকার নানা স্থানে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন সেই সময় তিনি নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা করিবার জন্য পর পর তিন বার আগমন করেন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ভিতর নিউ ইয়র্কে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। তাহাদের অনেকগুলি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র সমবেত হইয়া নিউ ইয়র্কে একটী বেদান্ত সমিতি গঠন করেন। ইহার সম্পাদিকা ছিলেন মিস্ ফিলিপ্স্।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা ত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ নিউ ইয়র্ক ও কেম্ব্রিজে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেছিলেন।

নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতির আহ্বানে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নিউ ইয়র্কে পদার্পণ করেন। অভেদানন্দ সেই

সময়ে দশমাস ধরিয়া লণ্ডনে বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন। অভেদানন্দ সেপ্টেম্বর মাস হইতে মট্ মেমোরিয়েল হলে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। অল্পকালের ভিতরেই তিনি বেদান্তের একজন উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত হন। বক্তৃতা-ঋতুর অবসানে গ্রীষ্মকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' নামক সংঙ্ঘ গঠন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ভারতীয় কার্যের জন্য স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী স্বামী সারদানন্দ, মিসেস্ ওলি বুল ও মিস্ ম্যাক্লিওড্ সমভিব্যাহারে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে অভেদানন্দ এসেম্বলী হলে ধারাবাহিকভাবে পাঁচ মাস বক্তৃতা করিলেন। গ্রীষ্মকালে তিনি নিউ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্য-রাষ্ট্রসমূহে বক্তৃতা দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে নিউ ইয়র্ক নগরীর আইন অনুসারে বেদান্ত সমিতি সংঘবদ্ধ করা হইল। "দুই বৎসরের সফলতাপূর্ণ কার্যের পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর হইতে স্বামী অভেদানন্দ, মেডিসন্ এভিনিউতে অবস্থিত ৫৯নং ষ্ট্রীটের টাক্সেডো (Tuxedo Hall) হলে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এই বক্তৃতা ১৮৯৯-১৯০০ সালে সমস্ত শীত ও বসন্ত ঋতু ধরিয়া অপরাহ্ণ তিনটায় সময় প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত স্বামিজী প্রতি সপ্তাহে ১৪৬ ইষ্ট ৫৫নং ষ্ট্রীটে লেক্সিংটন (Lexington) থার্ড এভিনিউর মাঝে অবস্থিত বেদান্ত সমিতির আফিস ও লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস গ্রহণ করিয়াছেন।"

বেদান্ত প্রচার কার্যের আনুষঙ্গিক কার্য যেমন, বাড়ীভাড়া, স্বামিজীর আহার, বস্ত্রাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য বেদান্ত সমিতি সংঘবদ্ধ হইতেছে। বেদান্ত সমিতির সভ্য-তালিকা নাই বা কোনও প্রকার মজুত টাকা নাই। সুতরাং বেদান্ত সমিতির কার্য-পরিচালনা শুধু স্বতঃ-প্রণোদিত দান ও বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত অর্থ ইত্যাদির সাহায্যেই নির্বাহ করিতে হইয়াছে। যাঁহারা অভেদানন্দের নিকট যোগশিক্ষা করিতেন, তাঁহাদিগকে ক্রমে রীতিমত সভ্যশ্রেণীতে পবিণত করিয়া বেদান্ত সমিতির (১৮৯৯ খৃঃ ১৫ই অক্টোবর) চাঁদা দাতৃগণের নামের তালিকা প্রস্তুত হইল। বেদান্ত সমিতির এই সকল উৎসাহী ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যেই বেদান্ত সমিতিব আফিস ও ক্লাসের জন্য ঘর ভাড়া করা হইল। ইহাই বেদান্ত সমিতিব প্রথম স্থাযী বাস-ভবন। এই সময় হইতে আর বক্তৃতার ঋতুর (season) পবে নিউ ইয়র্কের কার্য বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইত না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে ১১ই নভেম্বর অভিনন্দন প্রদান করা হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ এখানে নিউ জার্সির অন্তর্গত মণ্ট ক্লেয়ারে ক্লাশ কবিতেছেন এবং মাঝে মাঝে নিউ ইয়র্কে শিশুদের ক্লাশে সাহায্য করিতেছেন।

"১৮৯৯ খৃঃ অব্দের বক্তৃতার ঋতুর অবসানেব পর এবং অক্টোবর মাসের পূর্ব পর্যন্ত স্বামিজী প্রায় দুই হাজার মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে কয়েক সহস্র লোকের সহিত মিশিবার ও কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সকল লোকদের ভিতর আমেরিকার বহু বিখ্যাত পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক, দার্শনিক ও বক্তা ছিলেন।

অন্য কোনও রূপে ইঁহাদের সহিত মিশিবার উপায় ছিল না।"—ব্রহ্মবাদিন্

১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাস হইতে নূতন উদ্যমে কার্য আরম্ভ হইল। নিয়মিত বক্তৃতা, শিশুদের জন্য ক্লাস ও বক্তৃতা ভিন্ন একটা নূতন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৫শে জানুয়ারী হইতে নিউ ইয়র্কবাসী যুবকদের জন্য 'ইয়ং ম্যানস্ যোগ এসোসিয়েসন' নামক সংসদ্ গঠিত হইল। ইহাতে বেদান্ত প্রচারকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দেখা দিল। এতাবৎকাল শুধু বয়স্ক লোক, পণ্ডিত প্রভৃতি মাত্রই বেদান্ত আলোচনায় যোগ দিতেন। তাঁহাদের আবার নিজ নিজ দৃঢ় সংস্কারসমূহ রহিয়াছে, সুতরাং কাট্‌ছাট্ করিয়া নিজের সুবিধামত তাঁহারা বেদান্তের ভাব নিতে পারিতেন মাত্র। কিন্তু তরুণ যুবকগণের মন ঐ প্রকার কোনও বদ্ধমূল সংস্কার দ্বারা মসীলিপ্ত না হওয়াতে তাহা নব নব ধারণা ও ভাব গ্রহণের পক্ষে সমধিক অনুকূল। স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সময়ে মণ্ট ক্লেয়ারে প্রচার-কার্য করিতেন এবং মাঝে মাঝে শিশুদের ক্লাশ গ্রহণ করিবার জন্য নিউ ইয়র্কে আসিতেন।

২৮শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ভারতের প্রসিদ্ধ বক্তা, কংগ্রেস নেতা ও রাজনীতিবিদ্ বিপিনচন্দ্র পাল স্বামী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় মনীষীর সম্মিলন অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। ভারতের বর্তমান রাজনীতির অবস্থা এবং তাহার পরিবর্তন সম্বন্ধে উভয়ের ভিতর সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল।

এই সময় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ জ্যাক্‌সন্ তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন : "প্রিয় স্বামী অভেদানন্দ, আপনি

গত বৎসর অনুগ্রহ ক'রে আমার ক্লাসে 'উপনিষদ্' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এবার আমি অনুরোধ কচ্ছি 'সংস্কৃত সাহিত্য' সম্বন্ধে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে বক্তৃতা করার জন্য। আমি যে প্রতি মঙ্গলবার অপরাহ্নে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক ক্লাস করি, ইহা তাহারই অংশস্বরূপ। সঙ্গে যে প্রোগ্রাম পাঠান গেল তাতে সব দেখ্‌তে পাবেন। তা থেকে বুঝতে পার্‌বেন কি জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়, আপনি যদি সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করেন তো তাহা খুব চিত্তাকর্ষক হয়। গত বৎসরের ন্যায় ৪৫ মিনিটকাল বক্তৃতা দিলেই চল্‌বে। গত বৎসরের আপনার বক্তৃতাটী আমার ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুগণের উপযোগী ব'লে আমার যেরূপ ধারণা ছিল, ঠিক তদনুরূপই হয়েছিল। আপনার বক্তৃতা আবার শোনা আনন্দের কথা। ইতিপূর্বেই আমি আপনার বক্তৃতা শুন্‌তে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এবার শীত ঋতুটী আমার পক্ষে অত্যন্ত কর্মবহুল। শুধু মঙ্গলবার ৩-৩০ হইতে ৪-২০ পর্যন্ত সময়ই মাত্র আমি সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্যে ব্যয় কর্‌তে পারি। এই মঙ্গলবার যদি আপনার কাজ হইতে অবসর না থাকে তবে অপর এক অপরাহ্ন বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট কর্‌তে পারি। আসল কথা হ'ল আপনার বক্তৃতা শুন্‌তে আমরা ভালবাসি এবং পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সামান্য লাঞ্চ একসঙ্গে আহার কর্‌তে ইচ্ছা রাখি। আমি আপনার উত্তর পেতে পারি তো ? আপনি আমার প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

পুনশ্চ—ঠিকানা লেখা খামখানা পাঠাচ্ছি আপনার সময় যাতে অযথা নষ্ট না হয় তার জন্য। কারণ আমি জানি—আমার এই পত্র আপনার কতখানি সময় নষ্ট কর্‌বে।"—জানুয়ারী ২৮, ১৯০০

অভেদানন্দ প্রোঃ জ্যাকসনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইয়া গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতাতে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মিসেস কুলষ্টোন্‌ও উপস্থিত ছিলেন।

জানুয়ারী মাস হইতে প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে ধ্যানের ক্লাস এবং অপরাহ্নে শিশুদের ক্লাস গ্রহণ করা হইত। শিশুদের ক্লাস মাঝে মাঝে স্বামী তুরীয়ানন্দও গ্রহণ করিতেন।

সপ্তাহে একবার করিয়া বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের প্রীতি-সম্মিলনী হইত। তাহাতে পরস্পরের সহিত সমিতির সভ্যগণের আলাপ পরিচয় হইয়া পরস্পরের ভিতর প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইত। ২৮শে ফেব্রুয়ারী যোগ ক্লাসের ছাত্রদের প্রীতি-সম্মিলনী হইল।

২রা মার্চ্চ শুক্রবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো ফুলের মালায় সজ্জিত হইল। অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর কতক অংশ পাঠ করিলেন। পরে স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া নিবেদিত ফুল ও ফল বিতরণ করিলেন। এই উৎসবে, মি ভান্, ডাঃ ষ্টেন্‌টন্, মিস্ হো, মিস্ মিনিবুক্, মিসেস্ এণ্ডার্সন, মিস্ কুল্‌ষ্টোন্ উপস্থিত ছিলেন। মিস্ মিনি বুক্ 'শান্তি আশ্রম'-এর জন্য জমি দান করিয়া রামকৃষ্ণ-সংঘে বিখ্যাত হইয়া আছেন। ইনি অভেদানন্দের ছাত্রী এবং আশ্রম করিবার জন্য স্থান দান করিবেন বলিয়া অভেদানন্দকে বলেন। এত দূর হইতে আশ্রম পরিচালনা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া অভেদানন্দ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমেরিকায় সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে এই স্থানের কথা পুনরায় বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা শুনিয়া এই জায়গাটী গ্রহণ করিতে অভেদানন্দকে নির্দেশ দান

করিলেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে সেই স্থান গ্রহণ করা হইল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিতে মিস্ মিনি বুক্‌কে বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যা বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। মিনিবুক্ অভেদানন্দেরই ছাত্রী ছিলেন।

আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অতি সাবধানে বলিতেন, পাছে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রচার হইয়া সমস্ত প্রচার-কার্য পণ্ড হইয়া যায়। অভেদানন্দ যখন আমেরিকায় আসিলেন তখন বেদান্তের অনুরাগী লোকের সংখ্যা কম ছিল না। সুতরাং তখন ভয়ের কারণও কম ছিল। অভেদানন্দ আমেরিকায় পদার্পণের প্রথম বর্ষ হইতেই (১৮৯৮ খৃঃ অব্দে) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ঋতুর শিশুদের ক্লাস সম্বন্ধে ৪ঠা মার্চের 'নিউ ইয়র্ক হিরাল্ড' বলেন :

"বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ব্যাপর হইতেছে ভারতবর্ষ! যে ভারতবর্ষ হিদেন এবং অভিশপ্তগণের বাসভূমি বলিয়া সর্বত্র প্রচারিত—সেই ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ধর্ম প্রচাবের জন্য মিশনারী প্রেরণ করিতেছে! এই নিউ ইয়র্কে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কয়েকজন সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম ও দর্শন প্রচার করিবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাব এত শীঘ্র প্রচারিত হইতেছে যে এই সহরেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম শিক্ষা করিবার জন্য প্রতি শনিবার বালকগণকে তাঁহাদের পদতলে বসিয়া প্রাচ্য ধর্ম ও সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হইতেছে।

"প্রতি শনিবার অপরাহ্নে একদল বালক বালিকা ইষ্ট ৫৫নং ষ্ট্রীটের বেদান্ত সমিতি ভবনে উপস্থিত হয়। তাহারা এক ঘণ্টার মত

অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিতে এবং তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যা শুনিতে পায়। ব্যাখ্যাগুলি অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর করিয়া বলা হয়। শিশুগণ হাস্যোজ্জ্বল মুখে উপস্থিত হয় এবং চেয়ার লইয়া প্রাচ্য আকারবিশিষ্ট স্বামিকে ঘেরিয়া বসে। স্বামিজী রক্তবর্ণ আলখেল্লা পরিয়া এবং হাতে একখানি 'হিতোপদেশের' বই লইয়া তাহাদের দলের ভিতরে উপবেশন করেন। স্বামিজী প্রতি উপদেশের সহিতই যিশুখৃষ্টের কোনও না কোনও বাণী বা জীবনের ঘটনা দেখাইয়া বিষয়টী শিশুদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন।

"স্বামিজী প্রতি শনিবারের জন্য হিতোপদেশ হইতে একটী গল্প নির্বাচন করেন। গল্পগুলি রাজা, রাণী এবং পশু পক্ষীদের সম্বন্ধে। পশুপক্ষীগণ দ্বিধাহীন ভাবে যে প্রকার আলাপ করে তাহা শিশুগণের গ্রহণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আশ্চর্যের বিষয়—শিশুরা স্বামিজীর প্রত্যেকটী কথা যেন অমৃতের ন্যায় পান করে। এইরূপে রহস্যময় ভাষায় অতিপ্রাকৃত উপাখ্যানের সাহায্যে হাসি তামাসা রহস্যের ভিতর দিয়া শিশুগণের উপযোগী করিয়া পুনর্জন্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও সদুপদেশ দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই এই সকল কাহিনী ও তাহাতে নিহিত উপদেশ শিশুমনে চিরকালের জন্য রহিয়া যাইবে।"

১১ই মার্চ নিউ ইয়র্ক সান-এ (The Sun) অভেদানন্দের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন: "৬ই মার্চের সানে মিসেস্ হেরিয়েট টাইট্লর লিখিত 'হিন্দুদের প্রাচীন রীতি' নামক ভ্রান্তিপূর্ণ প্রবন্ধের ভ্রান্তিমূলক অংশ প্রদর্শন করিতেছে।

"মিসেস্ টাইট্‌লার দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে মীরাট পর্যন্তও গিয়াছিলেন। তিনি নদীতে বহু কুমীর দেখিয়াছেন এবং হিন্দু জননীগণ তাহাদের সন্তান নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ সকল কুমীর পোষণ করিয়া থাকেন! একজন মহিলার উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত। প্রকৃত কথা হইতেছে কোনও হিন্দু জননীই এই প্রকার বর্বর ও নৃশংস প্রথার কথা জানেন না। ভারতে অবস্থান কালে আমি কখনও এরূপ ঘটনার কথা শুনি নাই। ইহার জন্য মনে করিলে ভুল হইবে যে, আমি চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। আসল কথা হইতেছে হিন্দুদের ভিতর এই প্রকার অমানুষিক প্রথা প্রচলিত নাই। আমি পদব্রজে সমস্ত গঙ্গা নদীর তীর ধরিয়া তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে সমুদ্র সঙ্গম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। এই ষোল শত মাইল রাস্তা ভ্রমণ করিবার কালে বহু প্রকার লোকের সঙ্গে বাস করিয়াছি কিন্তু কোথাও কুমীর দেখিতে পাই নাই বা হিন্দু জননীরা তাহাদের সন্তানগণকে কুমীরের মুখে দিয়া থাকেন এমন কথা শুনি নাই। এই কাহিনী এই দেশে খৃষ্টান মিশনারীরাই প্রচার করিতেছে। তাহারা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের পুস্তকে এই সকল চিত্র দিতেছে শুধু তাহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সত্য প্রচারের জন্য নহে। মিসেস্ টাইট্‌লারের ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে আরো অধিক জ্ঞান থাকা উচিত ছিল এবং জানা উচিত ছিল যে মীরাট গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত নহে।

"গঙ্গাতে কুমীর থাকা সম্বন্ধে আমি আপনার পাঠকগণকে বলিতে পারি যে, গঙ্গার ন্যায় খরস্রোতা নদীতে কুমীর বাস করিতে পারে না।

আমি দেশে অবস্থান কালে প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাতে স্নান করিয়াছি, সাঁতার দিয়াছি, কিন্তু কখনও কুমীর দেখিতে পাই নাই। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় (মিসেস্ টাইট্‌লারের বিবরণ অনুযায়ী) যে, ইউরোপীয় ভ্রাতাগণকেই কুমীর আহার করিয়া থাকে, কিন্তু সত্য কথা হইল কুমীর দেশবাসী কাহাকেও কখনও আক্রমণ বা আহার করে না। তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে কুমীরগুলি কাল মানুষ অপেক্ষা সাদা মানুষ আহার করিতেই অধিক ভালবাসে।”

স্বামিজীর এই বিবৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ। ইহাতে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন :

(১) সতীদাহ

(২) জগন্নাথের রথের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা।

(৩) হিন্দুনারীর প্রতি নৃশংস আচরণ।

সিষ্টার নিবেদিতা এই সময়ে আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত এক সঙ্গে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লণ্ডনের কাজ শেষ না হওয়াতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমেরিকায় আসিতে পারেন নাই। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। মিসেস্ ওলিবুল তাঁহাকে এই বিষয় নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। ২১শে মার্চ্চ সিষ্টার নিবেদিতা ও মিস্ ম্যাক্‌লিওড্ বেদান্ত সমিতি-⁻বনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার দুইদিন পরে সিষ্টার নিবেদিতা মিস্ থাসবির বাড়ীতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৫শে মার্চ রবিবার 'ভালবাসা ও মুক্তি' নামক বক্তৃতা দিবার পর অভেদানন্দ মিঃ লেগেটের বাড়ী আহার করিতে গমন করিলেন। সমিতির উপবিধি (bye-law) নিয়া তাঁহার সহিত লেগেটের মতদ্বৈধ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সময় স্বামী অভেদানন্দের পক্ষ নিয়া লেগেটের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলেন।

ইহার দুইদিন পরে তিনি সিষ্টার নিবেদিতার সহিত দেখা করিবার জন্য মিঃ লেগেটের বাড়ী গমন করিলেন। পরদিন বেদান্ত সমিতি ভবনে বক্তৃতা দিবার জন্য সিষ্টার নিবেদিতা আগমন করিলেন এবং অপরাহ্ণে সাড়ে আট্‌টায় 'ভারতে শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই দিন বক্তৃতান্তে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সমস্তই সিষ্টার নিবেদিতাকে তাঁহার ভারতীয় কার্যের জন্য প্রদত্ত হইল।

১লা এপ্রিল অভেদানন্দ তাঁহার শেষ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রোতৃ সংখ্যা তিন শতেরও উপর ছিল। মিসেস্ ওলিবুল ও মিসেস্ হিবার নিউটন্ বক্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন।

৪ঠা এপ্রিল মিঃ লেগেট্ বেদান্ত সমিতির এক সভা আহ্বান করেন। কিন্তু সভাতে তিনি না আসাতে সভার কার্য হইল না। মিঃ লেগেটের সহিত উপবিধি নিয়া মতান্তরের কারণ ছিলেন মিসেস্ ওলিবুল। ওলিবুলের ধারণা ছিল তিনিই আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের অভিভাবিকা। স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় আসিয়াছিলেন তখন তিনিই স্বামী সারদানন্দের কর্মপ্রণালী ও কার্য্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিউ ইয়র্ক সমিতির কার্যও সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অভেদানন্দ তাঁহার নির্দেশ মানিয়া

চলেন। স্বামী সারদানন্দজী নিরীহ ভালমানুষ লোক ছিলেন। তিনি সহজে নিজের মত চালাইতে যাইতেন না। অভেদানন্দ সেইরূপ ছিলেন না। সুতরাং প্রারম্ভেই গোলমালের সৃষ্টি হইল। ফলে মিঃ লেগেট্‌কে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইল এবং তাঁহার স্থানে প্রোঃ হার্শেল পার্কার নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

মতদ্বৈধ হইয়াছিল নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভাবী 'স্বামী' বা ধর্মোপদেশক অভেদানন্দের পরে কে হইবেন তাহা লইয়া। মিসেস্ ওলিবুল বলিলেন, তাঁহারা যাহাকে খুশী যে কোনও সম্প্রদায়ের লোককে ধর্মোপদেষ্টারূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। অভেদানন্দ ইহাতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে, একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও সন্ন্যাসীই ইহার ভাবী ধর্মোপদেশক হইবেন। অভেদানন্দের দৃঢ়তায় মিসেস্ ওলিবুল অত্যন্ত কুপিতা হইয়াছিলেন এবং এখানে কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ মধ্যস্থ হইয়া এই মতানৈক্য মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

৬ই এপ্রিল অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। এই ঋতুর কার্যের সফলতার কথা 'ব্রহ্মবাদিন' এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "অক্টোবর হইতে যে ঋতু আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বেদান্ত সমিতির কার্যের খুবই প্রসার হইয়াছে। এই সময়েই ১৪৬ ইষ্ট, ৫৫ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বেদান্ত সমিতির আফিস, লাইব্রেরী ও ক্লাসের ঘরের স্থান হইল। এই সময় হইতে এখানে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে এবং শনিবার প্রাতে রীতিমত ক্লাস চলিতে লাগিল। এই ক্লাস-

সমূহে প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হইতে লাগিল। রাজযোগ এবং বেদান্ত ক্লাসের ছাত্র এবং তাহাদের বন্ধুগণ এবং ট্যাক্সেডোহলে অভেদানন্দের রবিবাসরীয় বক্তৃতায় যাঁহারা গমন করিতেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেই এই সকল ক্লাসে উপস্থিত হইতেন। এই ক্লাস লেক্চারসমূহ এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে অনেক অধিক শ্রোতা বক্তৃতাতে আগমন করিতেন। এই ঋতুর শেষ বক্তৃতা হইল ১লা এপ্রিলে, বিষয় ছিল 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন।' স্বামী অভেদানন্দের স্বভাবসিদ্ধ চিরসুন্দর ব্যাখ্যাপ্রণালী এবং মিষ্ট ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই ঋতুর কঠোর কর্ম কৃতকার্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া অভেদানন্দ তাঁহার বন্ধুদের নিমন্ত্রণে বোষ্টনের উপকণ্ঠস্থিত কেম্ব্রিজ, ওরচেষ্টার, ম্যাসাচুটেজ্ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে ক্লাস ও বক্তৃতাসমূহ স্বামী তুরীয়ানন্দই পরিচালনা করিবেন। নিউ ইয়র্কে এইরূপ একটী স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অভেদানন্দ বেদান্ত প্রচার আন্দোলনকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। ফলে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এখন আর গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্লাস বন্ধ করিয়া পুনর্বার অক্টোবরে আরম্ভ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন সারা বৎসরই ক্লাস চালাইতে পারা যাইবে। এই বৎসর অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে আমরা স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের খুবই সুবিধা হইয়াছে। গত শনিবার সকালে তিনি গীতার ক্লাস করিয়াছিলেন এবং গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। রবিবারে তিনি 'চিত্তশুদ্ধি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত

হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বেদান্ত সমিতির সভ্য-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্যদের ভিতর বেদান্তের ছাত্রই অধিক। তাহারা রীতিমত বার্ষিক চাঁদা দিয়া থাকেন। এই চাঁদা হইতেই বেদান্ত সমিতির বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি এবং স্বামিজীদের খরচ চালানো হয়। অভেদানন্দ শুধু প্রচারক হিসাবেই দক্ষ এবং সুযোগ্য নহেন। তিনি সমিতির বিভিন্ন প্রয়োজন অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করিয়া তাহা মিটাইবার চেষ্টা করেন। যে সমস্ত কাজে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও মনীষার প্রয়োজন হয়, সেই সকল বিষয়ও তিনি অবলীলাক্রমে মীমাংসা করিয়া দিয়া সমিতির উন্নতি সাধন তো করেনই, এতদ্ব্যতীত তিনি নূতন ছাত্রদের নিকট বেদান্তের তত্ত্ব ও তাহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় তাহাদের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া থাকেন। যদিও তিনি পাশ্চাত্যের ব্যবসাপদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন তথাপি বেদান্ত সমিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে তাহা তিনি তাঁহার বিপুল বিচারবুদ্ধির সহায়ে অতি সহজে মীমাংসা করিতে পারেন। বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের ভিতর অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও স্বামী অভেদানন্দের সাহায্য না পাইলে তাহারা ঐ সকল সমস্যার সুমীমাংসা করিতে পারিতেন না"—ব্রহ্মবাদিন্, মে, ১৯০০।

আমরা দেখিয়াছি স্বামী বিবেকানন্দ ২২শে নভেম্বর নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া কালিফোর্ণিয়াতে গমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রগণের অনুরোধে তাঁহাকে চিকাগোতে অবতরণ করিতে হইল। এখানে যে কয়দিন ছিলেন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নিজেদের বাড়ীতে আহ্বান করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। তিনি

চিকাগো ত্যাগ করিয়া কালিফোর্ণিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং লস্ এঞ্জেলিস্ নগরে উপনীত হইলেন। মিস্ ম্যাকলিয়ড্ ও তাঁহার ভ্রাতা এই সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিসেস ব্রজেট্-এর অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভাল হইতেছিল। তিনি সকাল ও সন্ধ্যায় পরিবারের সকলের সহিত ধর্ম ও দর্শন এবং ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই শীর্ণ শরীরেও মাঝে মাঝে তাঁহার মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শোনা যাইত এবং শেষ রাত্রে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সকলের মনে এক অপার্থিব জগতের স্মৃতি আনিয়া দিত। কিছুদিন এখানে বাস করার পর তাঁহার আগমন সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে হইল।

লস্ এঞ্জেলিস্ ত্যাগ করিয়া তিনি ওক্ল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি ওক্ল্যাণ্ডের ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চের (First Unitarian Church) রেঃ ডাঃ বেঞ্জামিন্ ফে মিলের অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। এখানে সেই সময় 'কংগ্রেস অব্ রিলিজন'-এর অধিবেশন চলিতেছিল। বিবেকানন্দ ২০০০ হইতে ৩০০০ হাজার লোকের সমক্ষে এখানে প্রায় আটটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এখানে কয়েকদিন বাস করিয়া সান্ ফ্রান্সিস্কোর বন্ধুবর্গের আহ্বানে তিনি সেইস্থানে গমন করেন এবং সেখানে মে মাস পর্যন্ত বাস করেন। এখানেও তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন এবং মাঝে মাঝে ওক্ল্যাণ্ড ও আলামেডাতেও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

৬ই এপ্রিল বেলা ১২টার সময় অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক হইতে উরচেষ্টার

অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং অপরাহ্ন তিনটার সময় উরচেষ্টারে উপনীত হইয়া কক্রেণদের বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

৯ই এপ্রিল সোমবার বোষ্টনের উপকণ্ঠের লীন্ নগরীতে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। অপরাহ্ন চারিটার সময় তিনি ওরচেষ্টার ত্যাগ করিলেন এবং ৭-২০ মিনিটের সময় 'লীন'-এ উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে মিসেস্ ব্লিজার্ড তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। গাড়ী করিয়া তাঁহারা অক্সফোর্ড ক্লাব হলে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে প্রায় ৩০০ শতাধিক উপস্থিত শ্রোতার সম্মুখে অভেদানন্দ 'হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন' সম্বন্ধে এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করিলেন। সেই রাত্রে মিসেস্ ব্লিজার্ডদের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া পরদিন বোষ্টন হইয়া অপরাহ্নে ওরচেষ্টারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে 'ডেইলী ইভ্নিং আইটেম' লিখিয়াছেন: "সোমবার সন্ধ্যায় স্বামী অভেদানন্দ আউট্লুক ক্লাবের সভ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া 'হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে, তাহাদের ধর্ম বা সামাজিক নিয়ম নাই, তাহারা তাহাদের শিশুদিগকে কুমীরের খাদ্য যোগাইবার জন্য গঙ্গায় বিসর্জ্জন করে, ইত্যাদি কথা আমরা হিন্দু জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। এই কুসংস্কার ইউরোপ ও আমেরিকার উদারমনা ব্যক্তিদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে।

"এই দেশের পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বহু ভারতীয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতীয় ধর্মই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের জননী। ভারত বর্তমানে পরাধীন সত্য,

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার সন্তানদের হৃদয় ধর্মের দৈবীশক্তি সহায় এখনও স্বমহিমায় দীপ্তিময় এবং তাহা এখনও অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। পৃথিবীর এমন কোনও জাতি নাই যাহাদের জীবনে ধর্ম এমন ব্যাপকভাবে কার্যকরী হইয়াছে। আমেরিকায় যে 'নিউ থট্ আন্দোলন' চলিতেছে তাহা নূতন নহে, তাহা অনন্তকাল হইতেই বিরাজিত ছিল। পৃথিবীতে নূতন বলিয়া কিছুই নাই। যাহাকে আমরা নূতন বলি তাহা পুরাতনেরই নব আবিষ্কার।

"ভারতীয় মনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যই হইল জীবের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয়। তাহারা (ভারতবাসীরা) এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে স্থানের উর্ধ্বে জীবন মন অগ্রসর হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মন ও শরীরের বিভিন্ন প্রকাশ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিয়াছেন। টারসাসের 'সলের' জন্মের শত শত বর্ষ পূর্বে তাঁহারা ক্রমবিকাশের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যাহা যুক্তির বিরোধী এবং দার্শনিক মতের পরিপন্থী তাহা কখনই ধর্ম নহে। ধর্মটা কতকগুলি মতবাদ বা বিশ্বাস মাত্র নহে। ইহা আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান আমাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

"তাহাদের (হিন্দুদের) বাইবেল, যাহা বেদ নামে খ্যাত, তাহা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদ মানে জ্ঞান। সেইজন্য বেদ ঈশ্বরের জ্ঞানসমষ্টি। জ্ঞান আত্মা হইতেই আসে, কারণ মানব-আত্মা ঈশ্বরের আত্মার অংশ মাত্র। বেদ সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। সত্য সর্বদাই এক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

"ঈশ্বরের কোনও রূপ নাই, তিনি আমাদের অন্তরেই বাস করেন, তিনি জগৎ ছাড়া নহেন। এই জগৎ হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা ঈশ্বরের শক্তিরূপে তাঁহাতেই সুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। ঈশ্বর অনাদি এবং অনন্ত এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন বিবর্জিত। তিনি ক্রমবিকাশের নিয়মের অধীন নহেন। তিনি স্ত্রীও নন অথবা পুরুষও নন, তবে ইচ্ছা করিলে তিনি স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারেন। তাঁহারা (হিন্দুরা) বিশ্বাস করেন যে সকলেই এই পৃথিবীতে পূর্ণত্ব লাভ করিবে। হিন্দুরা তাঁহাদের সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন করেন না এবং করিলেও গঙ্গার ন্যায় খরস্রোতা নদীতে এমন কুমীর থাকিতে পারে না যাহারা সেই সকল শিশু আহার করিবে। তাঁহারা নারী জাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, কারণ তাহাদের মতে নারী জগদম্বার অংশ।

"আমরা (খৃষ্টীয়ানগণ) বিশ্বাস করি জন্মের সময় আত্মা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, আত্মা জন্মের পূর্বেও থাকেন এবং পরেও থাকিবেন। এই বিশ্বাস জীবনের বহু সমস্যা মীমাংসা করিয়া দেয়। জগতে যে বৈষম্য দেখা যায়, এই মতে তাহার মীমাংসা পাওয়া যায়। সুখ ও দুঃখ পূর্ব পূর্ব জন্মে শুভ ও অশুভ কর্মের ফল মাত্র। আমরা আমাদের ভাগ্য সৃষ্টি করি। আমরা আমাদের বাসনানুযায়ী কলেবর ধারণ করি। দেখিবার ইচ্ছা হইতে চক্ষু এবং শুনিবার ইচ্ছা হইতে কর্ণ হইয়াছে। শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক আত্মা পূর্ণত্ব লাভ করিবেই। আত্মার নাশ নাই। স্বর্গ ও নরক মনের অবস্থা ভেদ মাত্র। স্ব স্বরূপে অবস্থানই সর্বোচ্চ অবস্থা। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জগতে বহু বুদ্ধ জন্মিয়াছেন।

ফলের দিকে না চাহিয়া কর্ম করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। প্রকৃত ভালবাসা প্রতিদান চায় না।

"স্বামী অভেদানন্দ, প্রাচ্যদেশীয় গাঢ় রক্তবর্ণের পোষাক এবং হলদে রঙের পাগড়ী পরিধান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর ক্লাবের সভ্যগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করিলেন এবং এরূপ শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।"

১৮ই এপ্রিল ওয়ালথামে সাইকোমথে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। বিষয় 'ঈশ্বরের মাতৃভাব'। ১৬ই এপ্রিল তিনি ওরচেষ্টার ত্যাগ করিয়া ওয়ালথামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ও'হারাদের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮ই এপ্রিল তিনি সাইকোমথে (Psychomath) বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর তাঁহাকে বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া ইমার্সনের বন্ধু এবং বোষ্টন ইমার্সন ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট চার্লস্ মেলয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার পর ২০শে এপ্রিল তিনি সুইডেনবর্গীয়ান মিঃ হোয়াইট্‌হেডের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

২২শে এপ্রিল কেম্ব্রিজ কনফারেন্সে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। এই বক্তৃতায় হার্ভার্ডের বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ ল্যানম্যান ও প্রোঃ ফে অতি আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। স্বামিজীর পর প্রোঃ ল্যানম্যান 'হিন্দুগণের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া স্বামিজীর মত সমর্থন করিয়াছিলেন। বোষ্টনের 'চ্যানিং ক্লাব'-এর অতিথিরূপে তাঁহাকে ভেণ্ডোম হোটেলে ডিনারে নিমন্ত্রণ করা হইয়া-

ছিল এবং এই ডিনারের পর 'ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে' বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে অহ্বান করা হইয়াছিল। এই সান্ধ্য-সম্মিলনীতে আমেরিকার বিখ্যাত কবি লং ফেলোর কন্যা মিস্ লং ফেলো (Miss. Longfellow) উপস্থিত ছিলেন।

২৪শে এপ্রিল হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত বোষ্টনের ফার্ষ্ট ইউনেটেরিয়ান্ চার্চে লিবারেল কংগ্রেস্ অব্ রিলিজনের অধিবেশন হইল। ২৪শে তারিখে প্রথম বক্তা ছিলেন নিউ ইয়র্কের প্রধান ধর্মযাজক রেঃ হিবার নিউটন। তিনি 'ধর্মে প্রতীক' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ইহাতে তিনি প্রদর্শন করিলেন 'ক্রূশ' খৃষ্টান জগতে ধর্মের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইবার শত শত বর্ষ পূর্বে হিন্দুরা ক্রূশকে ধর্মের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিতেন। এই বক্তৃতায় রেঃ হিবার নিউটন হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকগণের অতি উচ্ছসিতভাবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পরে স্বামিজী তাঁহার এই প্রকার উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন: "আপনি আজ আমাদিগের ধর্মকে বিশেষ সম্মান দিলেন।" হিবার নিউটন দৃঢ়ভাবে বলিলেন: "আপনাদের ধর্মের ইহা প্রাপ্য।" ইহার পরদিন প্রোঃ স্থালার, প্রোঃ জেঙ্কিন্স, ডাঃ এভারেট্ ও প্রোঃ ডলবিয়ার বক্তৃতা দিলেন। অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দুগণের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা'। তাঁহার বক্তৃতার পর মিঃ ক্রোদার্স এবং বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতাটী অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। ব্রহ্ম-বাদিন্ পত্রিকা এ সম্বন্ধে বলেছেন: "স্বামী অভেদানন্দ হিন্দুগণের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা-বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন 'হিন্দু-ধর্মকে আত্মবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায়

ইহাও শত শত ধর্মান্বেষী ব্যক্তির অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ। ইহাতে অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নাই, ইহাতে মানবের স্বরূপ সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়া থাকে। আমরা নিজেরাই আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। সমস্ত কর্মের কেন্দ্রই আমাদের অন্তরে বিরাজিত। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই বিশ্ব কোনও বিশেষ একটী সময়ে যে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ঠিক নয়। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে আত্মার সৃষ্টি হয় নাই, ইহা অনাদি ও অনন্ত। আমাদের বর্তমান আমাদের অতীত কর্মের ফল এবং আমাদের ভবিষ্যৎও বর্তমান কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান ধার্মিককে পুরস্কার দেন আর অধার্মিককে শাস্তি দেন, আমরা আমাদের কর্মের দ্বারাই পুরস্কৃত হই বা শাস্তি পাই। হিন্দুরা কখনও পুতুল পূজা করেন না। যাহাকে পুতুল বলা হয় তাহা প্রতীক মাত্র—সূক্ষ্মভাবের স্থূল প্রতীক।"

অভেদানন্দের পর বাবু বিপিন চন্দ্র পাল বক্তৃতা করিলেন। তিনি 'হিন্দুধর্মের সহিত খৃষ্টানধর্মের তুলনা' নামক বক্তৃতা করেন। হিন্দুধর্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খৃষ্টানধর্ম যে একাধিক-ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহাও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন দুইজন খৃষ্টের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু একজন কল্পিত। অপর যিনি তাঁহাকে আমরা হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বর্তমান কালে খৃষ্টানধর্মে যে বিবাদ ও হতাশার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু উচ্চতম তত্ত্বের সহিত উপাসনার রীতিনীতির সংযোগ স্থাপন দ্বারাই মীমাংসিত হইতে পারে।

অভেদানন্দের বক্তৃতা অতি হৃদয়স্পর্শী হওয়ায় তাঁহাকে আর একবার

বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ এই সম্মিলনীতে কোনও বক্তাকেই অর্ধঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২৮শে এপ্রিল অপরাহ্নে কংগ্রেস অব্ রিলিজনের অভ্যর্থনা-সভায় যোগ দিবার জন্য তিনি, কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড স্কোয়ারে অবস্থিত ফিলীপ্ ব্রুকের গৃহে গমন করিলেন। সেইস্থানে তিনি প্রেসিডেণ্ট ইলিয়ট, মিঃ এভারেট, প্রো: লিওঁ (Prof Lyons) এবং প্রো: ফে (Prof. Fay)কে দেখিতে পাইলেন। পরদিন তিনি কেম্ব্রিজে প্রো: রয়েসের নিট্সে (Nitzche) সম্বন্ধে বক্তৃতাতে গমন করিলেন। রয়েসের বক্তৃতার পর অভেদানন্দ নিট্সে সম্বন্ধে কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩০শে এপ্রিল তিনি নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অপবাহ্নে সমিতি ভবনে গমন করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহাদের বাড়ী ছাড়িযা দিতে হইবে। সভা করিযা কিছু স্থির করিবার তখন আর অবসর ছিল না। সুতরাং সকল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তিনি বাড়ী পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২রা মে প্রাতঃ-কালে একখানি গাড়ী (moving van) আনিয়া তাহাতে সমিতির সমস্ত মালপত্র তুলিয়া দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে গাড়ীর সহিত আসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। অভেদানন্দের সহিত একজন রিয়াল এষ্টেট (Real Estate) এজেণ্টের অল্প পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একখানি ভাল বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন। এজেণ্ট বলিলেন: "হাঁ, আমি একটী বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। একটী সজ্জিত বাড়ী আমার হাতে আছে, তাহার ভাড়া বেশী, মাসে পঁচাত্তর ডলার করিয়া পড়িবে। এক মাসের

ভাড়া প্রথমে দিতে হইবে এবং এগ্রিমেণ্ট সহি করিতে হইবে।" তখন অভেদানন্দের হাতে অতি সামান্য অর্থই ছিল। তিনি তাঁহাকে দশ ডলার দিয়া বাকী পরে দিবেন স্বীকার করিলেন। অভেদানন্দের সারল্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এজেণ্ট তখনই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন সেই ভ্যানে রক্ষিত জিনিষপত্র বাড়ীতে তুলিয়া সাজাইয়া রাখিলেন। বাড়ীওয়ালা আসিয়া হাঙ্গামা করিলে এজেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে শুনিয়া চলিয়া গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ অভেদানন্দের এইরূপ অসমসাহসিক কর্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—তিনি এইরূপ কাজ করিতে পারিতেন না।

পরদিন মিস্ ফিলিপ্‌সের বাড়ীতে এগ্রিমেণ্ট সহি করা হইল। বেদান্ত সমিতির নিয়মিত ক্লাস ও বক্তৃতা তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ করিতেছিলেন। ৬ই মে, রবিবার স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ছিল 'মুক্তির পথ'। অভেদানন্দ এই প্রথম তাঁহার বক্তৃতা শুনিলেন। বক্তৃতা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দের বক্তৃতার পর তিনি আবার কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

এই সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিউ ইয়র্কে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডাঃ হিবার নিউট্‌নের অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত দেখা করিবার জন্য অভেদানন্দ ডাঃ হিবার নিউটনের বাড়ী গমন করিলেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ নিউটনের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাত্রিতে আহার করিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ডাঃ নিউটনের চার্চে ১৫ই মে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অভেদানন্দ সেই বক্তৃতাতে উপস্থিত

ছিলেন। ২৮শে মে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরাণী ভাষার অধ্যাপক প্রোঃ জ্যাক্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মিণ্ট্‌ হোটেলে গমন করিলেন। সেই স্থানে দুইজন প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে আহার করিলেন। অবশেষে অভেদানন্দ প্রোঃ জ্যাক্‌সনকে বেদান্ত সমিতির অবৈতনিক সভ্য হইতে অনুরোধ করিলেন। প্রোঃ জ্যাক্‌সন্‌ তাহাতে সানন্দে সম্মত হইলেন। ২০শে মে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আবার বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার স্থান ছিল ডাঃ কনিয়ারের চার্চ এবং বিষয় ছিল 'একত্ব'। ইতিমধ্যে তাঁহার এক ছাত্রী অভেদানন্দের তিনটী বক্তৃতা ছাপাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি—স্বামী বিবেকানন্দ কালিফর্ণিয়াতে স্বাস্থ্য পরিবর্তন মানসে গমন করিয়া রীতিমত কার্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছেন। কালিফর্ণিয়াতে অবস্থানকালে এবং নিউ ইয়র্কে পুনর্বার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি প্রায় শতাধিক বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বন্ধুগণ ইহাতে শঙ্কিত হইলেন। ইতিমধ্যে মিঃ লেগেট্‌ লণ্ডন হইতে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহাদের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে গমন করিতে আহ্বান করিলেন। প্যারিস এক্‌জিবিসনে 'হিন্দুধর্মের ইতিহাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্যও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। সুতরাং বন্ধুবান্ধব সকলের অনুরোধে তিনি কালি-ফর্ণিয়ার প্রচারকার্য ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে তিনি চিকাগো ও ডেট্রয়টে দুই এক দিন অবস্থান করিয়া ৭ই জুন নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন এবং অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

বর্তমান বেদান্ত সমিতির বাড়ীটি ১০৩ ইষ্ট ৫৮ নং ষ্ট্রীটের উপর

অবস্থিত এবং পাড়াটি অত্যন্ত ভাল। সমিতি সমস্ত বাড়ীটাই ভাড়া করিয়াছে। ইহার বৈঠকখানা, রিডিং রুম, লাইব্রেরী ও অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার কাজে লাগিত। গ্রীষ্মকালে রবিবাসরীয় সভাতে যখন অল্প লোক হয়, তখন রবিবাসরীয় বক্তৃতা সমিতির ক্লাশ-রুমে হইতে পারে। বৈঠকখানার উপরের তলাতে স্বামীজীদের থাকিবার ঘর।

গ্রীষ্মকালের ক্লাশ স্বামী তুরীয়ানন্দই পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কাজে অভেদানন্দও মাঝে মাঝে সাহায্য করেন।

বেদান্ত সমিতির বাড়ীতে মাত্র একখানি তক্তাপোস ছিল। তাহা স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যবহার করিতে দিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ মেজেতে শয়ন করিতেন।

নিউ ইয়র্কে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে ক্লাশ করিতে লাগিলেন। ৯ই জুন তিনি প্রাতঃকালের ক্লাশ করিলেন। পরের দিন রবিবার। স্বামী বিবেকানন্দ সমিতির হলে (Hall) বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করিলেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকা আসিবার পর নিউ ইয়র্কে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। শ্রোতা একশতের উপর ছিল। রাত্রিতে তাঁহারা মিস্ ফিলিপ্‌সের বাড়ীতে আহার করিয়া পদব্রজে বেদান্ত সমিতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৪ই জুন অপরাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ এবং কেটি ষ্টেন্‌টন্ কনে দ্বীপে গমন করিলেন। অভেদানন্দ ব্যতীত সকলে দ্বীপে অবতরণ করিলেন আর অভেদানন্দ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মুষলধারায় তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে অভেদানন্দ সন্ধ্যা সাতটায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। ১৫ই জুন অপরাহ্নে স্বামী বিবেকা-

নন্দকে সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ীতে থাকিতে পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সহর্ষে বলিলেন: "আমি তিনবার নিউ ইয়র্কের দরজায় আঘাত দিয়াছি কিন্তু তাহা খুলে নাই; এখন আমি বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ী হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত।" ১৬ই জুন শনিবার স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতঃকালের ক্লাশ করিলেন এবং গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। পরদিন ১৭ই জুন রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বাহ্নে 'ধর্ম কি' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় ১২০ হইয়াছিল এবং অপরাহ্নে সিষ্টার নিবেদিতা 'হিন্দুনারীর আদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সিষ্টার নিবেদিতার বক্তৃতায় ১৬ ডলার সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা সিষ্টারকে দেওয়া হইল তাঁহার ভারতীয় কার্যের জন্য।

রবিবার বেদান্ত সমিতি ভবনে সিষ্টার নিবেদিতা 'ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিন ডলার সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সংগৃহীত অর্থ সিষ্টারকে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া হইল।

২৮শে জুন স্বামী অভেদানন্দ যোগের ক্লাশের এই ঋতুর সমাপ্তিসূচক সভাতে যোগদান করিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা এই দিন অপরাহ্নে প্যারী রওনা হইলেন।

৩রা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তুরীয়ানন্দ গেলেন সানফ্রান্সিস্কো অভিমুখে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণ করিতে এবং হামিল্টন পাহাড়ে 'শান্তি আশ্রম' স্থাপন করিতে। এদিকে বেদান্ত সমিতির এই ঋতুর ক্লাশ ও বক্তৃতা ৮ই জুলাই হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১০ই জুলাই স্বামী

বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট্ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার নিউ ইয়র্কে আগমনের পর মাত্র দুই দিন অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতিতে ছিলেন। ১২ই জুলাই তিনি প্রোঃ পার্কারের সহিত এডিরসিডাক্স্ (Adirocidocks) অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা সারারাত্রি ট্রেণে যাপন করিয়া প্রাতঃকালে লেক্ প্ল্যাসিড ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দের পর্বতারোহণ করিতে যাত্রা করিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ আরও সাত দিন নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ডেট্রয়েটে তিনি যে ছয় দিন (৩রা জুলাই—৯ই জুলাই) বাস করিয়াছিলেন এবং নিউ ইয়র্কে আসিয়া প্যারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে কয়দিন বেদান্ত সমিতিতে বাস করিয়াছিলেন সেই কয়দিন তিনি বেশ শান্তি উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কয়দিন পুরাতন বন্ধু ও ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্রাম্ভালাপে তাঁহার দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। অবশেষে ২০শে জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ত্যাগ করিয়া প্যারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অভেদানন্দ ও প্রোঃ পার্কার লেক্ প্লাসিড ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া হোটেলে উপনীত হইলেন। সারাদিন বিরামহীনভাবে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। পরদিন সকালে তাঁহারা মাউণ্ট হুইট্নিতে আরোহণ করিলেন এবং অপরাহ্নে হ্রদে নৌকা চালনা করিয়া অবসর বিনোদন করিলেন। এই স্থানে হ্রদে সাঁতার কাটিতে ও নৌকা চালাইতেই তাঁহাদের আনন্দ ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন এবং টেনিস্ খেলিতেন। কোনও দিন নৌকা চালনা করিয়া তাঁহারা দশ মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে হ্রদে

সাঁতার দিতেছেন। সেই হ্রদের জল ভীষণ ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডাতে প্রো: পার্কারের হাত পা অবশ হইয়া আসিল। তিনি আর সাঁতার দিতে না পারিয়া ডুবিয়া যাইবার মত হইলেন। অভেদানন্দ তাহা দেখিতে পাইয়া এক হাতে প্রো: পার্কারের জামাতে ধরিয়া এবং এক হাতে সাঁতার দিতে দিতে তীরে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সেইদিন অভেদানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতির জন্যই প্রো: পার্কারের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

১৯শে জুলাই প্রাতঃকালে তাঁহারা হোয়াইট্ ফেস্ ল্যাণ্ডিং (White Face landing) পর্যন্ত নৌকায় গমন করিলেন। সেখান হইতে হোয়াইট ফেস শিখরে আরোহণ করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের দলে মন্‌ট্রীলের মিঃ আর্মষ্ট্রং (Mr. Armstrong) এবং পলগ্রীস্থ নামক একটী বালকও ছিল। তাঁহারা সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও হোয়াইট্ ফেস্ শিখরে আরোহণ করিতে পারিলেন না এবং ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হোয়াইট্ ফেস্ ল্যাণ্ডিং-এ আগমন করিলেন এবং পাঁচ মাইল নৌকা চালাইয়া হোটেলে উপস্থিত হইলেন। ২৪শে জুলাই অভেদানন্দ ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। প্রো: পার্কার ভাড়ার টাকা দিয়াছিলেন। রাত্রিতে শয়ন করিবার ব্যবস্থাসহ পার্কারকে প্রায় ১৬ ডলার ৫০ সেণ্ট বা ৪৯॥০ টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। পরদিন বেলা দেড়টার সময় তিনি ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে মিস্ ওয়াল্‌টনের ভ্রাতা থমাস্ ওয়াল্‌টন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে জুলাই তিনি থমাস্ ওয়াল্‌টনের সহিত ঘোড় দৌড় দেখিতে গমন করিলেন। ২৮শে জুলাই অভেদানন্দ মিস্ ওয়াল্‌টন, তাহার দুই ভ্রাতা এবং তাহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত ইরি

হ্রদে অবস্থিত পুট্-ইন্-বে (Fut-in-Bay) নামক দ্বীপে গমন করিলেন। এই স্থানে পৌছিতে প্রায় চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। এই স্থানটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কমোডোর পেরি—যিনি আমেরিকার বিপ্লবের সময় যুদ্ধে ইংরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা সকলে পেরি কেভ্ দেখিতে গমন করিলেন। এই স্থানটী নিউ জার্সির কনে দ্বীপের মত, তবে আয়তনে অনেক ছোট।

এখানে অবস্থানকালে একদিন তিনি ক্লীভল্যাণ্ডের ধনকুবেরদের অন্যতম মিঃ হলডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মিঃ হলডেন বেদান্তের সার্বভৌমিক ভাবে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অভেদানন্দের সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আবাসস্থানে আগমন করিলেন এবং বহুক্ষণ বেদান্তদর্শন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার পর তাঁহাকে নিজ মোটরে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলেন। ক্লীভল্যাণ্ড ওহিও ষ্টেটের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগরী। ইহা 'ইরি' হ্রদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এবং চিকাগো হইতে ইহা ৩৭৫ মাইল পূর্বে। আমেরিকার হ্রদনগরীসমূহের ভিতর ইহা একটী প্রধান নগরী। ইহাকে 'ফরেষ্ট সিটি' বা অরণ্য নগরী বলা হয়! কারণ এই নগরীর রাস্তার দুই পার্শ্বে ঘন বৃক্ষবীথি রহিয়াছে এবং নগরীতে প্রায় ২০০০ একর পার্ক আছে। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইহা নগরীতে পরিণত করা হয়।

ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটের চেষ্টারফিল্ডে প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের সভায় অভেদানন্দের বক্তৃতা করিবার কথা। সেই জন্য অভেদানন্দ ৩রা আগষ্ট ক্লীভল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া চেষ্টারফিল্ড অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং ৩টায় চেষ্টারফিল্ডে উপস্থিত হইয়া সাড়ে তিনটার সময় কেম্পে যোগদান করিলেন।

গ্রীষ্মকাল সুতরাং ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। ৫ই আগষ্ট রবিবার তিনি এই স্থানে প্রথম বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতা প্রায় সাত হাজার। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্থাণুর মত নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন। অদ্যকার বিষয় ছিল 'হিন্দুদের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা'।

এইস্থানে তিনি একটী তাঁবুতে বাস করিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত অপর একজন ডেলিগেট সেই তাঁবুতে ছিলেন। ভীষণ গরমে অভেদানন্দ আপাদমস্তক ঘর্মাক্ত হইতেছেন, কলার ভিজিয়া ভিজিয়া গলিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গী ভদ্রলোকটী তখন তাঁহাকে রবারের কলার ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলেন। অভেদানন্দ পরদিন এণ্ডার্সনে গমন করিলেন এবং কয়েকটি রবারের কলার কিনিয়া আনিলেন।

৭ই আগষ্ট তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অমৃতত্ব'। তিনি একঘণ্টারও উপর 'অমৃতত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। এইদিনও তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর ট্রাম্পেট মিডিয়ম মিসেস্ ভাস্কেলেব সিয়ান্সে তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন। ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল।

৯ই আগষ্ট বুধবার তাঁহার তৃতীয় এবং শেষ বক্তৃতা হইল, বিষয় ছিল 'পুনর্জন্ম'। তিনি প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাঁহাকে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া শ্রোতৃবর্গের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল।

১০ই আগষ্ট তিনি চেষ্টারফিল্ড ত্যাগ করিয়া গ্রেট্ বেরিংটন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ইণ্ডিয়ানা আমেরিকার মধ্যে ষ্টেট্‌গুলির সর্ব পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহা মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ তটে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ উপকূল ভাগ অধিকার করিয়া আছে। ইহা বিশেষভাবে কৃষিপ্রধান রাজ্য। ইণ্ডিয়ানা পলিস এই ষ্টেটের রাজধানী।

গ্রেট বেবিংটনে দশ দিন অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ গ্রীন্-একার অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২০শে আগষ্ট অপরাহ্ণ চারিটার সময় গ্রীন্-একার উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ২৫শে আগষ্ট 'স্বামীজীর পাইন'-এর নীচে 'গীতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ২৬শে আগষ্ট তিনি মিঃ জর্জ হেলের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিলেন। ইনি চিকাগোর সেই মিঃ হেল, যাঁহার স্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় যত্নে ও স্নেহে বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার মেয়েরা স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ অগ্রজের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক সময় খেয়ালী ছেলের মত কাজ করিয়া বসিতেন। স্বামীজীর প্রতি ভালবাসায় ইঁহারা তাহা হাসিমুখে সহ্য করিতেন। একবার মিঃ হেলের কন্যা অভেদানন্দকে স্বামীজী সম্বন্ধে একটী ছোট ঘটনা বলেন। তাহাতে স্বামীজীর স্কেটিং —বরফের উপর দিয়া ছুটাছুটী শিক্ষার আমোদজনক অভ্যাস। একবার স্বামীজীর স্কেটিং শিখিতে ইচ্ছা হয়। তিনি দুইখানি স্কেটিং-এর কাঠের পাদানী পায়ে বাঁধিয়া কার্পেটের উপর স্কেটিং অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে এত দামী কার্পেট যে নষ্ট হইতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। দুই তিন দিন অভ্যাস করার পর স্কেটিং শিক্ষা হইয়া গেল! তখন কোথায় স্কেটিং কোথায় কি! এত বিদ্যা, এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং তাহার সহিত এই শিশুসুলভ আচরণ! ইহা অপূর্ব!

২৮শে আগষ্ট অভেদানন্দ সকালে গীতার ক্লাশ করিলেন এবং সন্ধ্যায় 'স্বামীজীর পাইন'-এর নিম্নে ধ্যান করিলেন। মিস্ ট্রুম্যান অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া বেদান্তের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ধ্যান অভ্যাস করিতে লাগিলেন। 'স্বামিজীর পাইন'-এর নিম্নে ধ্যান করিবার সময় মিস্ ট্রুম্যান প্রত্যহই উপস্থিত থাকিতেন। ২রা সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের *My Master* (মদীয় আচার্য্য-দেব) পাঠ কবিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ Sailing পার্টি বা নৌকারোহী দলের সহিত ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদের দলের ভিতর ডাঃ মুর, ট্রাইন্, ফ্রেড, বেদে ও আরভিং (বালক) ছিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত করিলেন, পিক্নিক্ করিয়া আহার করিলেন এবং অপরাহ্নে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরাহ্নে 'স্বামিজীর পাইন'-এর নীচে তিনি মিস্ ট্রুম্যানকে দীক্ষিত করিলেন এবং ধর্মকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

৮ই সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ মিঃ লেথ্রপের সহিত গ্রীন্-একার ত্যাগ করিলেন এবং অপরাহ্ণ ৫টার সময় পোর্টল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাহারা উড্ল্যাণ্ড স্প্রিং দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। পরদিন তাঁহারা গাড়ী করিয়া মাউণ্ট জয় ঝিলে গমন করিলেন, এবং পরে উডেন অবজারভেটারী দর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরে ট্রেণে করিয়া বোডেন কলেজে (Bowdain Colloge) গমন করিলেন। এই কলেজে লংফেলো ও হথর্ণ (Longfellow and Hawthorne) শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা আর্ট গ্যালারীতে গমন করিলেন এবং কলেজে চ্যাপেলের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রসমূহ দর্শন করিলেন। এই চিত্রগুলি মিঃ লেথ্রপ ১৮৭৭ খৃঃ] অব্দে অঙ্কিত করিয়াছিল। এখানে

দুইজন মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। পরদিন তাঁহারা জাহাজে করিয়া সোয়াগা হ্রদ দেখিতে গমন করিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা বোষ্টন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

পোর্টল্যাণ্ড মেইন (Maine) রাজ্যের নগরী। ইহা এই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সহর। ইহা কাসকো (Casco) উপসাগরের তীরে অবস্থিত। বোষ্টন হইতে ইহা ১০৬ মাইল উত্তর, উত্তরপূর্ব (N N. E)। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়ে এবং উপকূলবাহী ষ্টীমার করিয়া এই স্থানে যাওয়া যায়। এখানে রোর্টিং পোতাশ্রয় আছে। এই পোতাশ্রয়ের উপর দিয়া সেতুর সাহায্যে এই নগরী দক্ষিণ পোর্টল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত। এই নগরী অনেকগুলি দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। এই নগরীতে সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে। ইহা রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত নাম মোচিপনি দ্বারাই পরিচিত ছিল। প্রথম উপনিবেশকারিগণ রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল এবং ১৬৯০ খৃঃ অব্দে ফরাসীদের সহিত যোগ দিয়া রেডইণ্ডিয়ানরা এই সহর ধ্বংস করে। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীদের সহিত সন্ধি হওয়ার পর উপনিবেশকারীরা আবার প্রত্যাবর্তন করে। এই সময় ইহার নাম ফল্‌মাউথ রাখা হয়। পরে স্বাধীনতার যুদ্ধে এই সহরবাসী যোগদান করেন (১৭৭৫)। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে এই নগরীর বর্তমান নাম পোর্টল্যাণ্ড রাখা হয়।

১১ তারিখ তিনি বোষ্টন হইয়া উরচেষ্টারে গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি প্রায় নয় দিন ছিলেন। উরচেষ্টারে তখন কৃষিপ্রদর্শনী হইতেছিল এবং তাহার সহিত ঘোড়দৌড় প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ-

প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। তিনি এই হোটেলে বাস করিতেছিলেন। একদিন মেলাতে তাহার সহিত সতীশ চক্রবর্তীর দেখা হইল। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি উরচেষ্টার ত্যাগ করিয়া নিউ প্যাল্‌জে উপস্থিত হইলেন। হাতে পয়সা না থাকায় তাঁহাকে সেদিন অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। পুগিপ্‌সি হইয়া নিউ প্যাল্‌জে আসিবার সময় তাহার সহিত মিস্ ওয়াডোর দেখা হইয়াছিল। নিউ প্যাল্‌জে তিনি মিসেস্ জ্যাক্‌সনের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং মিস্ কক্রেনের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার হইল। মিস্ কক্রেন বেদান্ত সমিতির সভ্য হইলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার দেয় চাঁদা ১২ ডলার অভেদানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি নিউ প্যাল্‌জ্‌ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যতীমাতা ও মিসেস্ স্মিথ উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনে প্রোঃ পার্কারের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং উভয়ে মিনাওয়াস্কাতে অবতরণ করিয়া হোটেলে উঠিলেন। পরদিন অপরাহ্নে এপেলে-সিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের অন্যান্য সভ্যগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন তাঁহারা মাউণ্ট মিন ব্রেকে আরোহণ করিয়া জাট্রুড্‌স্ নোজ বা জাট্রুডের নাক নামক পর্বতের শৃঙ্গ দর্শন করিলেন। পরদিন তাঁহারা আবার পর্বত আরোহণ করিয়া বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া বেলা একটার সময় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অপরাহ্নে অভেদানন্দ নৌকায় করিয়া হ্রদ ভ্রমণ করিলেন। পরদিন সাড়ে নয়টায় প্রোঃ পার্কারের সহিত তিনি এওটিং হ্রদে গমন করিলেন। অপরাহ্নে দাবা খেলার পর অভেদানন্দ দুইসেট টেনিস খেলিলেন এবং আটটি গেম জিতিলেন। সন্ধ্যার সময় অভেদানন্দ পার্কারের সহিত নৌকায় করিয়া বেড়াইতে গেলেন এবং রাত্রের আহারের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা (স্বামিজী ও পার্কার) মিনাওয়াস্কা ত্যাগ করিলেন। প্রো: পার্কার সোজা নিউ ইয়র্কে চলিয়া গেলেন এবং অভেদানন্দ নিউপ্যাল্‌জে অবতরণ করিয়া মিসেস্ জেক্‌সনের আবাসে উপনীত হইলেন। এই স্থানে যতীমাতা ও মিসেস্ স্মিথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই স্থানে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করিয়া তিনি শনিবারে ফিস্ কিল্ (Fish Kill) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে প্রায় আট দিন অবস্থান করিয়া ৮ই অক্টোবর সোমবার তিনি প্রত্যাগমন করিলেন।

১৬ই অক্টোবর মেডিসন স্কোয়ারে মিঃ ব্রায়েনের (Bryan) বক্তৃতা হইবে। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ম্যাক্‌কিন্‌লির প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। সভাতে প্রায় চৌদ্দ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। অভেদানন্দ ইত:পূর্ব্বে এরূপ বিরাট জনতা দেখেন নাই। মিঃ ব্রায়েন খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও মিঃ ব্রায়েনের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর অভেদানন্দ তাঁহাকে একখানি *India and Her People* উপহার দিয়াছিলেন। মিঃ ব্রায়েন পরে পত্র লিখিয়া সেই পুস্তকের অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

সকালে ১০টার সময় মিস্ বেনিডিক্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা দুই ভগ্নী। বেদান্ত সমিতির বাড়ী হইয়াছে বটে কিন্তু আসবাব-পত্র কিছুই ছিল না। বেনিডিক্ট ভগিনীগণ প্রায় পাঁচ হাজার ডলার ব্যয় করিয়া বেদান্ত সমিতি সজ্জিত করিয়া দেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ঘড়িটী এখনও কলিকাতা বেদান্ত মঠে রক্ষিত আছে। অভেদানন্দ বলিতেন যে, আমেরিকায় অবস্থানকালে যখনই তাঁহার কোনও কিছুর অভাব হইত বা কোনও আহার্যের প্রয়োজন হইত তখনই যেন কোথা

হইতে লোক আসিয়া তাহা করিয়া দিয়া যাইত। তাহারা হয়ত দুই বৎসর কি তিন বৎসর বা আরো কম বেদান্ত সমিতির কার্যে সাহায্য করিত তারপর কোথায় যে চলিয়া যাইত তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া যাইত না। শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন তাঁহার কাজের জন্য লোক টানিয়া আনিতেন এবং তাঁহার কার্য শেষ হইলে তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেন। ভারতেও অভেদানন্দের জীবনে এরূপ বহু ঘটনা আমরা জানি। আমরা দেখিয়াছি, বেদান্ত সমিতির কাজের জন্য একটী লোক হয়ত প্রাণ দিয়া খাটিতেছে। এক বৎসর, দুই বৎসর এইরূপ হয়ত সে খাটিয়াছিল, তারপর অকস্মাৎ তাহার আর পাত্তা নাই। যাঁহারা স্বামিজীর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই কথা জানেন।

নিউ ইয়র্কে 'মেটাফিজিকেল সোসাইটী'-তে অভেদানন্দ 'বেদান্তের সার্বভৌমিকত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ইহা মনো-বৈজ্ঞানিক, মনোচিকিৎসক (Mental Healer), বিশ্বাস-চিকিৎসক (Faith healers) প্রভৃতি মনের জোরে রোগ আরোগ্যকারীদের সভা ছিল। অভেদানন্দ এই বক্তৃতাতে প্রদর্শন করিলেন যে, মনের এই সকল বিভিন্ন শক্তি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতে পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং সেই সকল পরীক্ষার সিদ্ধান্ত 'রাজযোগ', 'হটযোগ' প্রভৃতি যোগনামে বর্তমানে অভিহিত হইতেছে।

২১শে অক্টোবর তিনি উদারমনা পাদরী রেঃ হেনরী ফাঙ্কের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিয়াছিলেন। ইনি জন সাধারণের সভা করিয়া খৃষ্টান গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরে 'নিউ থট্ আন্দোলনে' যোগদান করিয়াছিলেন।

২৩শে অক্টোবর অভেদানন্দ আমেরিকা কংগ্রেসের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিঃ রুজভেল্টের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিলেন। এই দিনও প্রায় ১৩০০০।১৪০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল।
২৭শে অক্টোবর আবার মিঃ ব্রায়নের বক্তৃতা হইল। সেদিন এই উপলক্ষে দীপসজ্জা হইয়াছিল। রাত্রি ৯টায় ব্রায়েন উপস্থিত হইলেন।
৬ই নভেম্বর প্রতিনিধি মনোনয়নের ফল প্রকাশিত হইল। ব্রড্ওয়েতে লোকে লোকারণ্য! অবশেষে ঘোষিত হইল যে মিঃ ম্যাক্‌কিন্‌লি (Republican) প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইলেন এবং ব্রায়েন (Democrat) পরাস্ত হইয়াছেন।
৪ঠা নভেম্বর হইতে এই ঋতুর কার্য আরম্ভ হইল। অক্টোবর মাসে প্রোঃ ম্যাক্সমূলারের দেহত্যাগ পৃথিবীর সকল প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ এবং সংস্কৃতজ্ঞ লোকের নিকট দুঃখময় সংবাদরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্সমূলারের স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন হইল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে অভেদানন্দকে প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছিল। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রোঃ জ্যাক্সন অভেদানন্দকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন।
"প্রিয় মিঃ অভেদানন্দ,
"আপনি আমার ভালবাসা জানিবেন। আপনি কি ৭ই নভেম্বর সাড়ে চারিটার সময় প্রোঃ ম্যাক্সমূলারের স্মৃতি-সভাতে উপস্থিত হইয়া 'হিন্দু দর্শনের সহিত ম্যাক্সমূলারের সম্বন্ধ' সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিবেন? কয়েকজন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক অধ্যাপক বক্তৃতা করিবেন। তিন চার মিনিটের ভিতর বক্তৃতা শেষ করিতে হইবে। আমার মনে হয় একজন হিন্দুর মুখ হইতে এ বিষয়ে কিছু শুনিলে আমরা আনন্দিত

হইব। ম্যাক্সমূলারের মৃত্যু সত্যই দুঃখের কারণ। আপনার উত্তরের আশায় রহিলাম। আপনার কুশল হউক। —প্রোঃ জ্যাক্সন।"

৭ই নভেম্বর অভেদানন্দ ম্যাক্সমূলারের স্মৃতি-সভাতে গমন করিলেন এবং ভারতের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিয়া দেখাইলেন যে, ম্যাক্সমূলার ভারতের জন্য কত করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট কত কৃতজ্ঞ। "অন্যান্য বহু বিষয়ের সহিত '*Sayings of Ramakrishna*' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাশ্চাত্য জগতে প্রচারের জন্য আমাদের পরলোকগত বন্ধু ম্যাক্সমূলার ভারতবাসীর নিকট চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিলেন।"

২১শে নভেম্বর নিউ ইয়র্ক এসেম্ব্লী হলে 'নিউ ইয়র্ক গ্রেট্ রিলিজিয়ন কন্ফারেন্স'-এর অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন চার্চের বহু ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'ধর্মই জীবাত্মাতে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ' ("The Religion is the life of God in the Soul") সভাতে উপস্থিত কেহই আলোচনা আরম্ভ করিতেছেন না। তখন সকলেই অভেদানন্দকে আলোচনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। অভেদানন্দ তখন দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতার মূল বিষয়ের সূত্র সম্বন্ধে দশ মিনিট বক্তৃতা দিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তখন সেই সূত্র ধরিয়া সকলেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। আলোচনা শেষ হইলে, আলোচনাতে উত্থাপিত যুক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। মহা মহা পণ্ডিত-ধর্মযাজকগণের সভায় আলোচনা আরম্ভ করা বিশেষ সম্মানের কথা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় আমেরিকায় বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি কতদূর প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বেদান্ত সমিতির নিয়মিত কার্য ব্যতীত এই সকল বক্তৃতাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে দিতে হইত। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি 'কাউন্সিল অব্ জিউইস উওম্যান্' (Council of Jewish Woman) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের 'টেম্পল ইস্রাইলে' গমন করিলেন এবং 'ইহুদী পর্ব' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন। সময় ছিল দশ মিনিট মাত্র। তিনি বলিলেন: "প্রাচীন কালে দুইটী বড় জাতি পৃথিবীর ধর্মজগতের নীতি ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহাদের একটী আর্য অপরটি সেমিটিক। এই উভয় জাতিই বড় বড় ধর্মসংস্কারক উৎপাদন করিয়া ধর্মজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দুই জাতির নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভিতর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনু ও মুশার স্মৃতিতে অপূর্ব সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্‌গণ মুশা, মিশরের মেনিস, গ্রীসের মিনস্ এবং ভারতের মনুর নামের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদের নামের ভিতর কোথাও একত্ব রহিয়াছে মনে করেন।" তাঁহার এই বক্তৃতায় ইহুদী শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

খৃষ্টমাসের পূর্বদিন, শনিবার প্রাতঃকালে বেদান্ত সমিতির ঘরগুলিতে একদল আনন্দোৎফুল্ল শিশু সুন্দর 'খৃষ্টমাস বৃক্ষে'র চারিদিকে জড় হইয়াছিল। তাহাদের হাসি এবং আনন্দ রোল বহুদূর হইতে শোনা যাইতেছিল, গান, খেলা, নৃত্য প্রভৃতিতে তাহারা আনন্দের হাট বসাইয়া দিয়াছিল। অভেদানন্দ সমবেত শিশুদের ন্যায় আনন্দোচ্ছল বদনে তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগের নিকট সরল ভাষায় খৃষ্টমাসের উৎপত্তি কিরূপ হইল তাহা বলিয়া তাহাদিগের হাতে হাতে খৃষ্টমাসের উপহার প্রদান করিলেন। উপহার

প্রাপ্ত হইয়া শিশুগণ স্বামিজীকে অভিনন্দন জানাইয়া হাসিমুখে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল।

খৃষ্টমাস রাত্রিতে স্বামিজী খৃষ্টমাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া এবং প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসব উদ্‌যাপন করিলেন।

এই ঋতুর কর্মসূচী নিম্নলিখিত ভাবে করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা : রবিবার ৩-১৫, কার্ণেগী লাইসিয়াম।

ক্লাস বক্তৃতা : মঙ্গলবার ৮-০ (অপরাহ্নে), সমিতি ভবন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতি রবিবাবের বক্তৃতার পর পরবর্ত্তী মঙ্গলবারের ক্লাশ বক্তৃতার বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইত। সভ্যগণের প্রবেশ ফ্রি। যাঁহারা সভ্য নন তাঁহাদেব জন্য প্রবেশ ফি ২৫ সেণ্ট।

প্রীতিসম্মিলনী : প্রতি মাসেব দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার।

যোগের ক্লাশ : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ; বিঃ দ্রঃ—সভ্যগণের জন্য।

শিশুক্লাস : শনিবার—১১টা।

বিঃ দ্রঃ—৮ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার জন্য। ইহার ভার সিরি সোয়ানান্দার নামক অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর উপর ন্যস্ত আছে।

দৈনিক ধ্যান—প্রত্যহ ৪—৫টা।

এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই নিয়মে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত প্রচার কার্য চলিয়াছিল। নববর্ষের প্রথম বক্তৃতা হইল 'বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয় ধর্ম'। এই বৎসরের প্রথম ভাগে 'কি করিয়া যোগী হওয়া যায়', 'প্রাণায়ামের ফল' এই দুই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বহু লোক যোগ ক্লাশে যোগদান করিতে আসিতে লাগিল। ধীর স্থির ও প্রকৃত শিক্ষাভিলাষী ছাড়াও বহু লোক আসিতে লাগিল—যাহারা রাতারাতি যোগী হইয়া যোগজ ঐশ্বর্য লাভ করিতে চায়। স্বামিজী এই জাতীয় লোকের অতি আগ্রহ
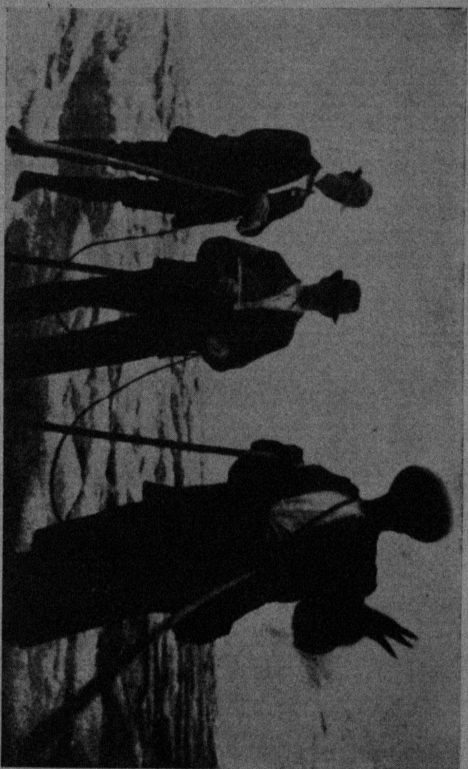
(ক) (খ)

তুষারগিরি-অভিযানে

(ক) প্রোঃ পার্কার (খ) স্বামী অভেদানন্দ

নিউ ইয়র্ক বেদান্তক্লাশের তরুণ শিক্ষার্থীগণ

উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে বেদান্ত সমিতির সভ্য হইবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং যোগ শিক্ষার ক্লাসে যোগ দিবার জন্য যথারীতি দরখাস্ত দিতে বলিতেন। তাহারা যোগ শিক্ষার জন্য কেন এত আগ্রহশীল তাহাও বর্ণনা করিতে বলিয়া দিতেন। তিনি ধৈর্য সহায়ে তাহাদিগকে যোগ শিক্ষার পথে নানাবিধ বিঘ্ন ও বিপদের কথা বলিয়া, এই পথে যে অতি সাবধানে চলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। রাতারাতি যে যোগী হওয়া যায় না তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

ক্রমে যোগ ক্লাশের সভ্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে একটীর স্থানে দুইটী করিয়া ক্লাশ করিতে হইল। নূতন শিক্ষার্থীগণের জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যা আটটায় এবং পুরাতনদের জন্য ক্লাশ বসিত সন্ধ্যা সাড়ে আটটায়। যোগ শিক্ষার্থীগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি দুই ক্লাশের দ্বারাও পর্যাপ্তভাবে শিক্ষাদান সম্ভব না হওয়াতে যোগের তৃতীয় ক্লাশ আরম্ভ করিতে হইল। ইহা শিশু ক্লাশের এক ঘণ্টা পূর্বে প্রতি শনিবার দশটার সময় বসিত। এই যোগ ক্লাশের অধিকাংশই তরুণ যুবক এবং তরুণী মহিলা। যোগ শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আগ্রহশীল বলিয়া মনে হইল।

তাঁহার যোগ ক্লাসে যাহারা যোগ দিতে আসিতেন তাঁহারাই কালে বেদান্ত সমিতির সভ্যতে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে, আমরা দেখিয়াছি, বেদান্ত সমিতির স্থায়ী বাড়ী ভাড়া করা সম্ভব হইয়াছিল। বক্তৃতার ঋতু ভিন্ন অন্য সময়েও বক্তৃতালব্ধ অর্থ সংগ্রহ হইতে আয় বন্ধ হইয়া গেলেও এখন আর বাড়ী ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন হইত না।

এই ঋতুর প্রথম হইতে শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছয় শতে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে বেদান্ত প্রচারকের সাফল্যই সূচীত হয়। ২০শে

ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। সমিতিভবনে উৎসব হইল। প্রায় কুড়ি জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই দিন দুই জনের দীক্ষা হইল। ৩০শে মার্চ এই ঋতুর শিশু ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১লা এপ্রিল মিঃ ও মিসেস ট্রাইন্ এবং অনিতা ট্রুম্যান সমিতি ভবনে দ্বিপ্রহরে আহার করিলেন। আমরা দেখিয়াছি ১৮৯৮ খৃঃ অব্দ হইতে মিঃ ট্রাইন্ স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলোচনা, পর্বত ভ্রমণ, পিক্‌নিক্ প্রভৃতিতে যোগ দিতেছেন এবং বেদান্ত বক্তৃতায় উপস্থিত হইতেন। অভেদানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশায় মিঃ ট্রাইনেব মত বেদান্ত অনুযায়ী গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। 'Every Living Creature নামক তাঁহার গ্রন্থখানিতে স্বামী অভেদানন্দের Why a Hindu is a Vegetarian' হিন্দুরা নিরামিশাষী কেন নামক বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ তুলিয়া তিনি জীবহিংসা যে অকল্যাণজনক তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে মিঃ ট্রাইনের এই গ্রন্থখানি স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতার ভাষ্য এবং সমগ্র গ্রন্থে এই বক্তৃতার ভাবটী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থে তিনি স্বামিজীর নাম পর্যন্তও করেন নাই। শুধু লিখিয়াছেন, 'একজন হিন্দু লেখক এবং প্রচারক যাঁহাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু লোক জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন।' ট্রাইনের বই প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে কিন্তু দেখা যাইতেছে তিনি তাহার আরও পূর্ব হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে অভেদনান্দের পরিচিত এবং বেদান্তের ছাত্র-রূপে তাঁহার ক্লাশে যোগ দিতেছেন। ইহার পূর্বে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'Greatest Thing Ever Known' এই গ্রন্থখানিতে প্রথম হইতেই বেদান্তের

ভাব অতি প্রকট, ইহাতে যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের প্রকৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় ইহা স্বামী অভেদানন্দের ভাবধারা এবং যুক্তিপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহার পরে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'In Tune with the Infinite' প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। ইহাতেও স্বামী অভেদানন্দের ভাবধারার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। আশ্চর্যের বিষয় কোনও গ্রন্থেই মিঃ ট্রাইন তাঁহার ঋণের কথা উল্লেখ করেন নাই। যেন তিনিই এই সকল ভাবের স্রষ্টা এইরূপই প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি যে সকল ধারণার অবতারণা করিয়াছেন এবং যে ব্যাখ্যা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পুর্ণ ভারতীয় এবং বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রবর্তিত নূতন পদ্ধতির সদৃশ।

২৮শে এপ্রিল এই ঋতুর রবিবাসরীয় বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গেল। অভেদানন্দ নিয়মিত ক্লাস এবং বক্তৃতার অবসর সময় তাঁহার বন্ধু প্রোঃ হার্সেল পার্কার এবং ক্রিসেণ্ট ক্লাবের সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার খেলাধূলায় অবসর যাপন করিতেন। কখনও তাঁহাদের সহিত থিয়েটারে, বক্তৃতায় বা সঙ্গীত সম্মিলনীতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ইতিমধ্যে ডাঃ জেন্‌স্ বোষ্টন হইতে লিখিলেন যে মিস্ মূলার বোষ্টনে আসিয়াছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাতে গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে। অভেদানন্দ তাহাকে জানাইলেন যে তিনি বোষ্টনে যাইতেছেন এবং এই সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। ইতিমধ্যে মিস্ মূলার বোষ্টন ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন এবং এখানেও অনুরূপ বক্তৃতা দিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। ৩রা মে পূর্বাহ্ন ১০-৩০ মিনিটে অভেদানন্দ মিস্ মুলারের সহিত দেখা করিবার জন্য 'হোটেল এষ্টোরিয়া'তে উপনীত হইলেন। এইস্থানে মিস্ মুলারের সহিত অভেদানন্দের দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল মিস্ মুলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে সম্মত নহেন। বরং বলিতে লাগিলেন যে, ভারত ঈশ্বর পরিত্যক্ত দেশ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপর আর আস্থা রাখেন না এবং মহাত্মারাই সত্য ইহা বিশ্বাস করেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল যে তিনিই তো স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে আসিবার পাথেয় দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন যে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত ভুল হইয়াছে এবং এরূপ ভুল তিনি আর কখনই করিবেন না। মিস্ মুলার থিয়োসফিষ্ট। ভারত প্রত্যাগমনের পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিলেও যাহাতে লণ্ডনের বেদান্ত প্রচার কার্য অব্যাহত থাকে, সে জন্য তিনি একজন বেদান্ত প্রচারককে লণ্ডনে রাখিয়া যাইবার জন্য তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে অনুরোধ করেন এবং প্রচারকের ভারত হইতে লণ্ডন পর্যন্ত আসিবার পাথেয় দিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার টাকাতেই স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে উপস্থিত হন। মিস্ মুলারের বাড়ীতে সেই সময়ে একটী ভারতীয় যুবক বাস করিত। দেখা যাইত প্রায় সর্বদাই মিস্ মুলারের বিছানাতে হিমালয় এবং তিব্বতবাসী মহাত্মাগণের পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মিস্ মুলার ইহাতে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন। অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গে এবং

মহাত্মাগণের সমস্ত চিঠি তিনি স্বামিজীর হস্তে অর্পণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া আলাপ করিতে-ছিলেন। তিনি সেই চিঠিগুলি পড়িয়া রহস্যচ্ছলে যেন অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন এমনিভাবে 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া সমস্ত চিঠিগুলিই অগ্নিতে অর্পণ করিলেন। স্বামিজীর ধারণা ছিল যে, ঐ ভারতীয় যুবকই অবসর মত যখন মিস্ মুলার ঘরে না থাকিতেন, তখন চিঠিগুলি রাখিয়া যাইত। ৫ই মে রবিবার অভেদানন্দ মিসেস্ ক্রেণ, মিঃ ও মিসেস্ ট্রাইন্ বন-ভোজনে গমন করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিন বাহিরে অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ন পাঁচটার সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মিস্ ফার্মার আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অভেদানন্দ ১০ই মে মিস্ এমা থার্সবীর বাড়ীতে গমন করিলেন। মিস্ ফার্মার তাঁহাকে 'গ্রীন্‌একার মনসাল্‌ভাট্' স্কুলে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ২৯শে মে পর্যন্ত অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে অবস্থান করিয়া এইরূপে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে-ছিলেন। কখনও বা পার্কারের সহিত 'ক্রিসেণ্ট এথ্‌লেটিক্ ক্লাবে'র সদস্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া খেলাধূলায় কালহরণ করিতেছিলেন। এট্‌লাণ্টিক সিটিতে গমন করিয়া তাহারা লব্ পোর্টে নৌকা আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সহিত হিন্দু জ্যোতিষী মোহিনীর পরিচয় হইল এবং তাঁহার নিমন্ত্রণে মোহিনীর বাড়ীতে একবেলা আহার করিলেন।

বোষ্টনে এই সময় 'ফ্রি রিলিজিয়াস্ এসোসিয়েশন' কর্তৃক এক সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে অভেদানন্দের বক্তৃতা দিবার কথা। তিনি ৩০শে মে বৃহস্পতিবার ১২টার সময় নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া

উরচেষ্টার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেইস্থানে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া পরদিন পূর্বাহ্ন ৮টায় বোষ্টনে উপস্থিত হইলেন এবং বেলা ৯টার সময় 'ফ্রি রিলিজিয়াস্ এসোসিয়েসন'-এ 'খৃষ্ট কি কোনও নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেইস্থানে তিনি ডাঃ জেন্‌স্, প্রোঃ স্মিড্‌ট্ (Prof. N. Schimidt) এবং মিসেস্ জেন্‌সের সহিত একসঙ্গে দ্বিপ্রহরে আহার সম্পন্ন করিলেন।

অভেদানন্দ বোষ্টন সহরে ৬ই জুন পর্যন্ত অবস্থান করিয়া নিউ ইয়র্ক প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৮ই জুন 'কলোডিয়ান টিম' ও 'ক্রিসেণ্ট এথলেটিক ক্লাব'-এর ভিতর লাক্রসী (La-crosse) নামক খেলা হইতেছিল। প্রোঃ পার্কারের সহিত অভেদানন্দ খেলা দেখিতে গমন করিলেন।

লা-ক্রশী (La-crosse) কানাডার জাতীয় খেলা। ইহা রেড্ ইণ্ডিয়ানগণের নিকট হইতে গৃহীত। এই খেলা দুই দলের ভিতর হয়। প্রত্যেক দলে ১২ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকে। এই খেলার বৈশিষ্ট্য হইল, বলটীকে হাত বা পা দিয়া ছুঁইতে পারিবে না। ক্রশী হইতেছে লম্বা হাতলওয়ালা এবং আলগাভাবে ষ্ট্রীং (String) দিয়া গাথা একখানি র‍্যাকেট। ইহার আবার একদিক খোলা। এই ক্রশীতে করিয়া বল লইয়া যাইতে হইবে এবং বিপক্ষ দলের গোল পোষ্টের ভিতর প্রবেশ করাইতে হইবে।

২২শে জুন তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া বাফেলো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাফেলোতে এই সময় প্যান আমেরিকান এক্সপোজিসন্ (Pan American Exposition) হইতেছিল। বাফেলো সহর ইরি হ্রদের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহা নিউ ইয়র্ক হইতে ৪২৫ মাইল দূরে

অবস্থিত। ইহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সহরে পরিণত হয় তখন ইহার নাম ছিল নিউ আমষ্টার্ডম। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও রেড্ ইণ্ডিয়ান ইহাকে পোড়াইয়া দেয়। এই স্থানেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

স্বামিজী বাফেলো হইতে শান্তি আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড ও চিকাগোতে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। এবার তাঁহার ভ্রমণের বৈশিষ্ট্যই হইল কোনও প্রকার বক্তৃতাদি না করা। পথে অবশ্য তিনি সব স্থানেই তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল বন্ধুদের কেহ কেহ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন কেহ বা তাঁহার পুস্তিকাসমূহ পাঠ করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বক্তৃতা না দিলেও তিনি ঘরোয়া বৈঠকে বেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মের সহিত বেদান্তের কি সম্বন্ধ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। চিকাগোতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় ওক্‌ল্যাণ্ডে ট্রেণ থামিলে ডাঃ লোগান তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে তিনি ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ক্রনিকেল বলেন: "স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক সহর হইতে গত শনিবারে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। সান্‌ফ্রান্সিকোর পথে তিনি সমস্ত মহাদেশ অতিক্রম করিয়া ইয়েলো ষ্টোন পার্ক এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে ডাঃ লোগানের অতিথিরূপে বাস করিতেছেন। ডাঃ লোগান সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির সভাপতি। গত শনিবার ডাঃ লোগানের বাড়ীতে যে অভিনন্দনের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে স্বামী অভেদা-নন্দ ছিলেন 'গেষ্ট অব্ অনার' সম্মানিত অতিথি। স্বামী অভেদানন্দ

পূর্ব-ভারতীয় এবং আভিজাত্যপূর্ণ মুখাবয়বসম্পন্ন। তিনি অতি দ্রুত বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। তাঁহার কথাও স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় শোনায়। একটীর পর একটী বাক্য যেন পৃথক্ পৃথক্ চিন্তার ধারা বহন করে। যেমন 'কালে সমস্তই হয়' 'ধৈর্য অবলম্বন কর' ইত্যাদি। গত রাত্রিতে ডাঃ লোগানের গৃহ পুষ্পপত্র এবং আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়া অতি মনোহররূপ ধারণ করিয়াছিল।—(সান্-ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকেল—১লা আগষ্ট ১৯০১)।

৬ই আগষ্ট সান্ফ্রান্সিস্কো ত্যাগ করিয়া অভেদানন্দ সান্ যোশী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই স্থানে ভেণ্ডাম হোটেলে রাত্রিবাস করিলেন। পরদিন সকালে তিনি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া 'শান্তি আশ্রম' অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বেলা প্রায় দেড়টার সময় মাউণ্ট হ্যামিণ্টনে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমেরিকার 'লিক্ অবজার-ভেটারী' বর্তমান। অভেদানন্দ সেই স্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং 'লিক্ অবজারভেটারী' দর্শন করিতে গমন করিলেন। এইস্থান হইতে 'শান্তি আশ্রম' আরও কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। অভেদানন্দ ঘোড়ার গাড়ীতে সেই কুড়ি মাইল অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা ছয়টায় 'শান্তি আশ্রমে' উপস্থিত হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী গুরুদাস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

'শান্তি আশ্রমে' চারদিন অবস্থান করিয়া তিনি সান্ফ্রান্সিস্কো অভিমুখে যাত্রা করেন। 'শান্তি আশ্রম' তখন সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। সেইস্থানে স্বামী তুরীয়ানন্দ সর্বপ্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া বেদান্ত শিক্ষার্থীদের সহিত প্রফুল্লচিত্তে বাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী গুরুদাসের উপর স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাব সমধিক লক্ষিত হইল।

স্থানটী নির্জন এবং সাধনার অনুকূল হইলেও তখনও ইহা ঠিক বাসোপযোগী হয় নাই। আশ্রমে জলের অত্যন্ত অভাব অনুভূত হইত। বহুদূর হইতে জল আনিতে হইত।

১২ই আগষ্ট অভেদানন্দ 'শান্তি আশ্রম' ত্যাগ করিয়া সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে মিঃ ও মিসেস্ ওয়াল্‌বার্গের অনুরোধে তিনি কয়েকদিন সান্‌যোশীতে অবস্থান করিালন। ১২ই তারিখ অপরাহ্নে তিনি 'ডটার্‌স্ অব্ কালিফর্ণিয়া' নামক মহিলা সমিতিতে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ভিন্ন এখানে আর কিছুই করেন নাই। শুধু স্থানীয় বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ১৫ই আগষ্টের 'সান্‌যোশী হিরাল্ড' বলেন: "স্বামী অভেদানন্দ নামক এক বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক, লেখক ও ধর্মপ্রচারক কয়েকদিন হইল হোটেল ভেণ্ডোমে বাস করিতেছেন।

"তিনি বর্ত্তমানে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং স্থানীয় সমিতি বা সংঘ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তিনি সবেমাত্র মাউণ্ট হ্যামিল্‌টনের অপর পার্শ্বে অবস্থিত সান্‌এণ্টোনিও উপত্যকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিনয়ী ও সরল। তিনি সাবলীলভাবে দ্রুত ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। তিনি আমাদের বাইবেল এবং আমাদের দেশের দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষিগণের লেখার সহিত পরিচিত।

তিনি অদ্য সন্ধ্যায় লস্ এঞ্জেলস্ গমন করিবেন পথে যোশেমাইট খনি এবং মেরি পোসার বৃহত্তম বৃক্ষসমূহ দর্শন করিবেন।"

স্বামী অভেদানন্দ সান্‌যোশী ত্যাগ করিয়া ২১শে তারিখ উওওয়াতে

পৌঁছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ৭টায় উওওয়া ত্যাগ করিয়া বেলা ১২টার সময় যোশেমাইট্ উপত্যকাতে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে 'ব্রিডেলভিল ফল্' দর্শন করিয়া তিনি 'যোশেমাইট্-ফল্-এ'র (জলপ্রপাত) নীচে উপস্থিত হইলেন। ২৬শে আগষ্ট তিনি মেরিপোসার বৃহত্তম বৃক্ষসমূহ দর্শন করিয়া ২৭শে আগষ্ট সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৮শে তারিখ প্রাতঃকালে সান্‌ফ্রান্সিসকোতে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ডাঃ লোগান উপস্থিত ছিলেন। ৩০শে আগষ্ট অভেদানন্দ বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। সেইদিন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনের অধ্যাপক প্রোঃ হাউইসন্ জন ফিস্কের 'থ্রু নেচার টু গড' পুস্তকের উপর বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতার পর প্রোঃ হাউইসনের সহিত অভেদানন্দের আলাপ হইল। প্রোঃ হাউইসন তাঁহাকে 'ফিলোসোফিকেল ইউনিয়নে' বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন! পরদিন অভেদানন্দ প্রোঃ হাউইসনের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে ডিনারে গমন করিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি ইউনিয়ন হলে 'বেদান্ত কি?' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রায় ৩৫০ লোক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল। এখানে বেদান্ত সমিতির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইল, তাহাতে তিনি সভ্যগণের সহিত আলোচনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অবশেষে হাউইসনের নিমন্ত্রণ ক্রমে অভেদানন্দ ৬ই সেপ্টেম্বর কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফিলোসোফিকেল ইউনিয়নে' বক্তৃতা দান করিলেন। প্রোঃ হাউইসন্ তাঁহাকে শ্রোতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই ইউনিয়ন আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মিলনস্থান ছিল। এই স্থানে প্রোঃ রয়েস্ ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে দর্শনের

ধর্ম সম্বন্ধীয় অংশ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। তিনি আবার ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে 'ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা' নামক বক্তৃতাও ধারাবাহিক ভাবে প্রদান করেন। পরে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে প্রোঃ উইলিয়াম জেম্‌স্ এই স্থানে প্রোঃ প্রাইসের প্র্যাগম্যাটিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আর এবার ১৯০১ খৃঃ অব্দে স্বামী অভেদানন্দ 'বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে প্রায় চারিশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ভিন্ন তিনি এই ভ্রমণের সময় কোথাও বক্তৃতা দান করেন নাই। তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিয়া লস্ এঞ্জেলিসে গমন করিলেন এবং বিভিন্ন দৃশ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে তিনি সল্ট্‌লেক্ সিটিতে উপনীত হইলেন। সল্ট্‌লেক্ সিটি মর্মন্‌দের প্রধান আড্ডা। মর্মনরা ঠিক খৃষ্টান নয়। ইহাদের নেতা জোশেফ স্মিথ ভগবানেব নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেয় বলিয়া দাবী করেন। ইহাদের মত :—

(১) অবিরত ভগবৎ সান্নিধ্য বা আবির্ভাব। (২) মৃতের দীক্ষা।
(৩) স্বর্গীয় বা প্রকৃত বিবাহ।

মৃতের দীক্ষা একটী অদ্ভুত ব্যাপার। ইহাদের মতে য়্যাপোস্‌ল্ পল-এর (Apostle St. Paul) দেহত্যাগের পরে পৃথিবী হইতে প্রকৃত দীক্ষা লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং খৃষ্টান মিশনারীগণ যে দীক্ষাদান করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অদীক্ষা। ইহারা মনে করেন ভগবন্নির্দিষ্ট একমাত্র য়্যাপোস্‌ল্ জোশেফই এই মৃতের ও অদীক্ষিতের দীক্ষাদানে সক্ষম। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ইচ্ছা করিলে তাহার উদ্দেশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ প্রকার দীক্ষার ফল মৃত ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইবে।

স্বর্গীয় বিবাহ বা বহু বিবাহ মর্মনদের ভিতর বহুল প্রচলিত। ইহা খৃষ্টান ধর্মানুমোদিত নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে একটীর অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। কুমারী যদি বাগদত্তা না হয় তাহা হইলে যে কোনও যুবককে বিবাহ করিতে পারে। একটী পুরুষ এই প্রকারে দশটী বিবাহ করিলেও তাহার পাপ হয় না।

মর্মনদের এই সকল বাইবেলবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে সল্টলেক্ সিটি হইতে মর্মন উপনিবেশ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। অবশ্য দূর পার্বত্য অঞ্চলে বা পল্লীগ্রামে মর্মনদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী এখনও তাহাদের ধর্মবিধি অনুসারে জীবন যাপন করে।

এই স্থানে অবস্থান কালে অভেদানন্দ মর্মনদের প্রধান ধর্মযাজক হুইট্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করেন। একদিন তাঁহার নিমন্ত্রণে অভেদানন্দ মর্মনদের টেবারনেকেল বা উপাসনার স্থানে গমন করিয়া প্রায় চারিশত মর্মনদের প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সল্টলেক্ সিটি হইতে অভেদানন্দ কলরডো স্প্রীং-এ গমন করিলেন এবং সেই স্থান হইতে নিউ ইয়র্ক অভিমুখে রওনা হইয়া পথে চিকাগো হইতে টরণ্টো এবং টরণ্টো হইতে নৌকাযোগে কুইবেক, সহস্র-দ্বীপোদ্যান প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া ৭ই অক্টোবর নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন।

নিউ ইয়র্কে এই সময়ে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। অভেদানন্দের 'হিন্দুধর্মে নারীর স্থান' (১৬ ডিসেম্বর ১৯০০ খৃঃ) নামক বক্তৃতা খৃষ্টান মিশনারীগণকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা

উত্তেজিত হইয়া অভেদানন্দকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ নিউইয়র্কের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের ভিতর ক্ষমতাশালী রাইট্ রেভারেণ্ড হেনরী সি পটার (Rt Rev. H. C Potter) চার্চম্যান (Church Man) নামক এপিস্কোপাল্ সম্প্রদায়ের পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধসমূহে অভেদানন্দের 'হিন্দুধর্মে নারীর স্থান' হইতে অংশসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অভেদানন্দকে একজন যথার্থ ভদ্রলোক এবং পণ্ডিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং মিশনারীগণের এই প্রকার সত্যকে বিকৃত করিবার চেষ্টাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর অভেদানন্দকে সমিতি-ভবনে সম্বর্ধিত করা হইল। ইহার পরের রবিবার ৩রা নভেম্বর হইতে আবার রীতিমত বেদান্ত প্রচার কার্য আরম্ভ হইল। এই ঋতুর কার্য প্রণালী নিম্নলিখিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

রবিবাসরীয় বক্তৃতা—কার্ণেগী লাইসিয়াম।

মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ আটটা—ক্লাশ বিশেষ কোর্স। মেম্বরগণ কার্ড প্রদর্শন করিবেন। যাঁহারা মেম্বার নহেন তাঁহাদের জন্য ২৫ সেণ্ট।

বৃহস্পতিবার—যোগক্লাশ—সন্ধ্যা আটটা। (মেম্বারগণ)

শনিবার—যোগক্লাশ—পূর্বাহ্ণ দশটা (মেম্বারগণ)

শিশুক্লাশ—পূর্বাহ্ণ এগারটা। বক্তৃতা ফ্রি। ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ অজ্ঞাত হিন্দু সন্ন্যাসী হইতে সর্বজন পরিচিত দার্শনিক বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন। আমেরিকার দার্শনিক মহলে তিনি এখন সুপরিচিত। প্রোঃ জেম্‌স্‌, প্রোঃ রয়েস, প্রোঃ হাউইসন্‌, প্রোঃ ল্যান্‌ম্যান প্রভৃতির সহিত তিনি বেদান্তদর্শন নিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ 'মট্‌ মেমোরিয়েল' হলে ধারাবাহিকভাবে বেদান্ত সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ভ্রমণ করিয়া বেদান্ত প্রচার করেন এবং ফ্রান্সিস্‌ এইচ, ই, লেগেট্‌কে সভাপতি করিয়া বেদান্ত সমিতি পুনর্গঠন করেন। অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রেব আইনানুযায়ী সমিতি বিহিতভাবে রেজিষ্ট্রী করা হইল। স্বামী বিবেকা-নন্দের পুস্তকগুলি এতকাল মিঃ লেগেটের গুদামে পচিতেছিল। তাহা উদ্ধার করিয়া সমিতি-ভবনে বিক্রয়ের জন্য রাখা হইল। বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর অসম্ভবরূপ অধিক মাশুল থাকাতে আমেরিকায় স্বামিজীর 'রাজযোগ' বইখানি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি হইতে রাজযোগ-এর নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অভেদানন্দ তাহা আগাগোড়া সংশোধন করিয়া এবং তাহাতে একটী নির্ঘণ্ট (Glossary) যোগ করিয়া দিলেন। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের পাঁচ মাস তিনি ধারাবাহিকভাবে নিউ ইয়র্কে বক্তৃতা করেন এবং গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রসমূহে পর্যটন করিয়া বক্তৃতা করেন। বেদান্তের ও রাজযোগের ছাত্র এবং বেদান্ত আন্দোলনের শুভানুধ্যায়ী

ব্যক্তিগণের সাহায্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেদান্ত সমিতির লাইব্রেরী ও আফিস ঘরের জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইল। ইহাতে কার্যের অনেক সুবিধা হইল। এখন বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়, বেদান্ত শিক্ষা ও আলোচনা এবং রাজযোগের এবং ধ্যানের ক্লাসের এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যের জন্য স্থানের অভাব রহিল না। যাঁহারা বিশেষ ফি দিয়া রাজযোগের ক্লাশে যোগ শিক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে সমিতির সভ্য করিয়া লওয়া হইল। এইভাবে কার্যপ্রসারেব ফলে সমিতি ভবনে স্থানাভাব হওয়াতে ১০২ ইষ্ট ৫৮নং বাড়ীতে বেদান্ত সমিতি স্থানান্তরিত হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ও বসন্তকালের অধিকাংশ সময় স্বামিজী নিউ ইংলণ্ড ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই বৎসর শীতকালে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত হইতে আগমন করেন ও কিছুদিন সমিতি ভবনে বাস করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এপ্রিল ও মে মাসের সমস্তটা সমিতি ভবনে বক্তৃতা ও ক্লাস করেন। এই বৎসরই প্রথম প্রেসিডেন্ট মিঃ লেগেট্ পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রফেসার হার্শেল সি পার্কার বেদান্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯০০-১৯০২ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতার স্থান 'মট্ মেমোরিয়াল হল' হইতে প্রশস্ততর কার্ণেগী লাইসিয়ামে পরিবর্তিত হয়। এই বক্তৃতা-ঋতুর শেষ ভাগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহে ভ্রমণ করেন এবং কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি নিউ ইয়র্কে কার্ণেগী লাইসিয়ামে যথারীতি বক্তৃতা ও ক্লাশ করিতে থাকিলেন।

নবম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

কার্য প্রসার

অভেদানন্দের নিউ ইয়র্কে অবতরণের পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। বেদান্ত আন্দোলন এখন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নববর্ষ নবরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেদান্ত সমিতির কার্য্য কিন্তু নিজ গতি অনুসরণ করিয়া চলিল। রবিবাসরীয় বক্তৃতা, শিশুক্লাশ ও যোগক্লাস এবং যাঁহারা নিউ ইয়র্কের বাহিরে থাকেন, সেই সকল যোগ শিক্ষার্থীগণের জন্য 'পত্রে যোগ' পদ্ধতি অবলম্বিত হইল। এই পদ্ধতিতে অতি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজযোগের শিক্ষার্থীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইত।

১২ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পড়িয়াছিল। বেদান্ত সমিতি-ভবনে জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইল। ব্রহ্মবাদিন্ (১৯০২, এপ্রিল) বলেন : ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ১২ মার্চ পড়িয়াছিল। এই জন্মোৎসব এবার যে শুধু ভারতে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল তাহা নহে, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিসকো এবং কালিফর্ণিয়ার পর্বতশিখরেও তাহা উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উৎসবের পূর্বদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া স্বামী অভেদানন্দ উৎসবের অধিবাস করিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতা অতি সরল এবং সর্বপ্রকার নাটকীয় ভাববর্জিত হইলেও যাঁহারা এই বক্তৃতা

শুনিয়াছেন তাঁহাদের মনে হইল যেন তাঁহাদের চোখের উপব দিয়া এই মহাপুরুষের জীবনের দিনগুলি কাটিযা গিয়াছে।

আমাদের আচার্য শিষ্যরূপে শ্রীভগবানের নিকট থাকিয়া যে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়াছিলেন—যে বাণী শুনিয়াছিলেন, যেন তাঁহাব শিষ্যদের প্রতি অনুকম্পায় আবার সেই জীবন যাপন কবিতে স্বীকৃত হইলেন যাহাতে আমরা তাঁহার শিষ্যগণও সেই জীবন যাপন করিতে পারি। আচার্য অভেদানন্দ কথিত কাহিনী শ্রবণ করিতে কবিতে যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেব চিত্রসমূহ জীবন্ত, প্রাণবন্ত-ভাবে আমাদেব চোখের সম্মুখ দিয়া একে একে চলিযা যাইতে লাগিল। আমবা দেখিলাম সেই মহাপুরুষ গ্রামে বাল্য-সঙ্গীগণের সহিত শান্ত জীবন যাপন কবিতেছেন—সকলের ভালবাসার পাত্র কিন্তু কাহারও নিকট কিছুর প্রত্যাশী নহেন। আমরা মনশ্চক্ষে তাঁহার সহিত কলিকাতায় গিয়া দেখিলাম—যে বিদ্যা আমরা দুর্লভ জ্ঞান করি তিনি হেলাভরে তাহা ত্যাগ কবিলেন। যখন সেই মহাপুরুষ তীব্র ব্যাকুলতার সহায়ে মাটীব দেহকে তুচ্ছ করিয়া মর্ত্য জগতে অমৃত আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন আমবা তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেই তীব্র ও কঠোর তপস্যা অবলোকন করিলাম। অবশেষে স্বামীজী যখন তাঁহার গুরুব আগমন-প্রসঙ্গ বলিতে লাগিলেন—যে গুরু মহীয়সী নারীরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন—যে গুরু আগমন করিয়াই সকলে যাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিত ও অবজ্ঞা করিত—তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন—যখন সেই মহীয়সী নারী 'ইনিই তিনি', 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব' এই বাণী প্রচার করিয়া সকলের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া

দিয়াছিলেন, তখন মনে হইতেছিল আমরা পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সেই মহামিলনের দৃশ্য দর্শন করিতেছি। তারপর সর্বশেষ অংশের কাহিনী আরম্ভ হইল। যখন সেই মহান্ পুরুষ দিনের পর দিন সাধনার ও উপলব্ধির সাগরে ডুবিয়া গেলেন - যে উপলব্ধি পরবর্ত্তী কালে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। আচার্যপাদ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সেই কঠোর দৈনন্দিন সাধনা ও উপলব্ধির কথা বলিতে লাগিলেন শ্রোতাদের সকলেই তদ্‌গতচিত্তে শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। দেখা গেল আচার্যপাদের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিয়াছে।

খৃষ্টমাস ইভের ন্যায় জন্মতিথির পূর্বদিন এইভাবে ভগবানের চরিত শ্রবণ করিয়া সকলেরই মন ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পরদিন যখন জন্মতিথি পূজা উপস্থিত হইল তখন সকলে ভক্তি বিনম্রভাবে পুষ্প, তোড়া, ফল ইত্যাদি উপহার হস্তে সমিতি-ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনেকে আবার ভারতে প্রেরণ করিবার জন্য অর্থও আনিয়াছিলেন।

যে স্থানে স্বামিজীর চেয়ার স্থাপিত হয়, সেই প্ল্যাটফর্মের উপরে তারকাচিহ্নের নিম্নে একটী টেবিল স্থাপিত হইল। অতি সুন্দর কাজ করা ভারতীয় সিল্কের একখানি চাদর টেবিলের উপর বিছান হইল এবং তাহার উপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র স্থাপিত হইল। পুষ্প-সম্ভারে শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল। ফুলের তোড়া, পুষ্পসমন্বিত ফুলের গাছ এবং আঙ্গুর, কমলা ষ্ট্রবেরীর কুড়ি প্ল্যাটফর্মের সমস্তটাই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

যাঁহারা গরম দেশে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবক উপহার ভক্তদের কতটুকু ভক্তির পরিচায়ক।

কারণ এই দেশে শীতকালে সামান্য পুষ্প সংগ্রহ করা এক মহা বিলাসের ব্যাপার। সুতরাং অনেকেই বেশ বড় রকম ত্যাগ স্বীকার করিয়াই এই সকল পুষ্পসম্ভার ভগবানের চরণসমীপে লইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা এই দূরদেশস্থিত তাঁহার ভক্তদের অন্তরে কি ভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বেলা ১১টার সময় স্বামিজী ধ্যান ঘরের দরজা খুলিয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং সমাগত ভক্তগণকে ভিতরের কুঠরীতে আহ্বান করিলেন। তিনি বেদীর পার্শ্বে মৃগছালের উপর উপবেশন কবিলেন। যাঁহারা তাঁহার মত আসন করিয়া বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাঁহারা সকলে মেজেতে বসিলেন। যাহাদের মেজেতে বসার অভ্যাস ছিল না তাহাদের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত ছিল। সমাগত ভক্তের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ধ্যান-ঘরে সকলের স্থান হইল না, সুতরাং অনেককে বাহিরে বসিতে হইল। প্রায় দেড ঘণ্টাব্যাপী উপাসনা চলিয়াছিল। ধ্যান এবং স্তোত্র আবৃত্তি ইহার অঙ্গ ছিল। মাঝে মাঝে স্বামিজী অতি ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা-দেবীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন।

ধ্যান শেষ হইলে প্রসাদ বিতরিত হইল। যাঁহারা স্বামিজীর সহিত উপবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা ছাডা অপর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সর্বশেষে স্বামিজী নিবেদিত পুষ্প বিতরণ করিয়া উৎসব সমাপ্ত করিলেন।—(ব্রহ্মবাদিন—এপ্রিল, ১৯০২)

২৯শে এপ্রিল হইতে বেদান্ত সমিতির সমস্ত ক্লাশ বন্ধ হইয়া গেল। এই বৎসর স্বামিজী মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও মাউণ্ট ব্রিমেন আরোহণ করিবার জন্য সুইজার্লণ্ডে যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইউরোপ যাত্রার পূর্বে

তিনি ফিলাডেলফিয়া গমন করিয়া 'বেদান্ত কি' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার পর তিনি প্রোঃ পার্কারের সহিত সারাটগা উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ দেখিবার জন্য গমন করিলেন।

সারাটগা নিউ ইয়র্ক রাজ্যের একটি সহর। ইহা এলবানী হইতে ৩৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার মিনারেল প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ। এই সকল প্রস্রবণের জলে কার্বনেট থাকাতে তাহা বাত ও অজীর্ণের ঔষধ-রূপে বহুল ব্যবহৃত হয়। এই জল বোতলে পুরিয়া চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এইস্থানে আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের সময় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড হাওকে (Howe) সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত জেনারেল জন্ বার্গইনের সৈন্যদের সহিত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকারীদের সেনাপতি হরেশিও গেট্সের সৈন্যদলের সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে হরেশিও গেট্স্ জয়লাভ করেন এবং ব্রিটিশ সেনাপতি ৫০০০ হাজার সৈন্যের সহিত আত্মসমর্পণ করেন।

এখানকার গেইজার স্প্রীং নামক উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণের জল ফোয়ারার ন্যায় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা-দিগকে গেইজার বলে। গেইজার অগ্ন্যুৎপাতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তাহাদের জলের উষ্ণতা অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হইয়াই ইহাদের উৎপত্তি হয়। ইহাদের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ইহাদের মুখে সঞ্চিত হয়। অন্তঃ-সলিলা উষ্ণ জলাধার হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার সময় এই জলরাশি যে টিউবের মত পথ করে তাহাতেই জল আশ্রয় করে। কোনও কোনও গেইজার হইতে একপ্রকার কাদামাটি বহির্গত হয়। ইহার উত্তাপ ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক বলিয়া, বেদনা আরামের জন্য দেশবাসী

এই কাদার প্রলেপ ব্যবহার করিত। বৈজ্ঞানিকগণ এই কাদার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া যে প্রলেপ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে 'এ্যান্টিফ্লজিষ্টিন' নামে পরিচিত। নর্থ আইল্যাণ্ডে এরূপ গেইজার আছে এবং নিউজিল্যাণ্ডে এইরূপ শত শত উষ্ণপ্রস্রবন, গেইজার, কাদা প্রস্রবণ রহিয়াছে। আমেরিকার উইভিং সহরের ওল্ড ফেইথফুল (Old faithful) নামক গেইজার প্রতি ৬৩ মিনিট অন্তর নিয়মিতভাবে ১৫০ ফুট উচ্চে উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। নিউ জিলেণ্ডের 'ক্রোজ্ নেষ্ট' গেইজার প্রতি ৯০ মিনিট অন্তর দুইবার জল উৎক্ষেপণ করিয়া থাকে।

এইস্থানে এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের বন্ধুগণসহ ২৮শে জুন পর্যন্ত অবস্থান করিয়া ঐ দিনই তিনি সঙ্গীদের সহিত সাগামুরে উপস্থিত হইলেন। এখানে লেকে নৌকা চালনা এবং পর্বতে আরোহণ ও প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রীন্ আইল্যাণ্ডের চতুর্দিকে নৌকা চালনা করিয়া তিনি ভ্রমণ করিলেন। কাট্স্কিল পর্বতে আরোহণ করিবার সময় অভেদানন্দের পা মচকাইয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীরা ম্যাসেজ্ করিয়া তাঁহাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা ক্লীভল্যাণ্ডের পথে নিউ ইয়র্ক প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৭ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ দুইটার সময় অভেদানন্দ 'এস্, এস্, লুকানিয়া নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন এবং ৯ই আগষ্ট পূর্বাহ্ণ ৯টার সময় জাহাজে লিভারপুল উপস্থিত হইলেন। লিভারপুল হইতে তিনি গ্লাসগো গমন করিলেন। গ্লাসগোর সুন্দর সুন্দর পার্বত্য হ্রদসমূহ প্রতি বৎসর বহু ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে। স্বামিজী এখানে আসিয়া দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং

এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও হ্রদসমূহ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

৩৯৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে গ্লাসগো প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেণ্ট নিলোয়ান এই সময়ে খৃষ্টান নরনারীদের মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গ্লাসগোতে প্রথম কবরস্থান প্রস্তুত করেন। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে সেণ্ট ম্যাঙ্গো এই স্থানে একটী অতি সেকেলে ধরণের গির্জা নির্মাণ করেন। ইহার পর প্রায় ৬০০ বৎসর পরে ১১১৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় ডেভিড্ ইহাকে প্রথম রোমান বিশপের অধীনে আনয়ন করেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে বিশপ রেই ক্লাইড্ নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ করেন তাহা ৫০০ বৎসর লোক চলাচলের উপযোগী ছিল। গ্লাস্গো বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্লাইড্ নদীতে অধিক জল থাকিত না ইহা ক্রমেই পলিমাটিতে ভরাট হইতে থাকে এবং শেষে ইহাতে মাত্র দুই ফুট জল থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বিপদ দেখিতে পাইয়া ড্রেজারের সহায়তায় ক্লাইড্ নদী গভীর করা হইয়াছে। এখন সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজও অক্লেশে ক্লাইড্ নদীতে গমনাগমন করিতে পারে।

গ্লাসগো হইতে অভেদানন্দ ওবান, ইন্ভারনেস্, পার্থ, এডিনবরা, ম্যান্চেষ্টার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন এবং চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন হইতে ডোভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডোভার হইতে জাহাজে করিয়া তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হইলেন। সেই দিন চ্যানেল পুকুরের ন্যায় শান্ত ছিল। ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ক্যালে এবং ক্যালে হইতে প্যারী হইয়া তিনি জেনেভায় উপস্থিত হইলেন। জেনেভা নগরী সুইজারল্যাণ্ডের সহর, ইহা জেনেভা হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম

কোণে, রোণ ও আর্ভে নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। রোণ নদী সহরের মধ্যস্থল দিয়া গমন করিয়া সহরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নদীর দুই তীর অনেকগুলি সেতুদ্বারা সংযুক্ত। এই স্থানের ঘড়ির কারখানা প্রসিদ্ধ।

জেনেভা হ্রদ ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যস্থানে অবস্থিত। ফরাসীরা ইহাকে 'লীম্যান' বলিয়া থাকে। ইহা লম্বায় ৪৫ মাইল প্রস্থে দশ মাইল। ইহা কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রের আকার। ইহার ক্ষেত্রফল ২২৫ বর্গমাইল। ইহার দক্ষিণ তীরের অধিকাংশই ফরাসী এলাকা, বাকী সুইস্। ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে ১২২০ ফিট্ উচ্চ এবং ইহার গভীরতা ২৪০ হইতে ১,০৯৪ ফুট। ইহা প্রকৃতপক্ষে রোণের দহ্। রোণ নদী পলীমাটীতে ভর্ত্তি হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রবেশ করে এবং নীলাভ স্বচ্ছসলিলা হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া বহির্গত হয়।

সাতই সেপ্টেম্বর তাঁহারা জেনেভাতে অবস্থান করিয়া এখানকার সেণ্ট-পিটারের কেথিড্রাল, এবং জেনেভা হ্রদের উপর দিয়া টারিটাতে গমন করিয়া প্রাচীন চিনিওন ক্যাসেল দর্শন করিলেন। পরদিন তাহারা মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও মাউণ্ট ব্রিমেনের মধ্যস্থানে অবস্থিত কেমোনি সহরে উপনীত হইলেন।

কেমোনি ফরাসী রাষ্ট্রের একটী গ্রাম। ইহা কার্ভে নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। রমণীয় দৃশ্যের জন্য কেমোনি প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাউণ্টব্ল্যাঙ্ক এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে মাউণ্ট ব্রিমেন্‌ও আইওনিস্ পর্বতমালা। মাউণ্ট্ ব্ল্যাঙ্কের অনেকগুলি তুষার নদী এই উপত্যকাতে নামিয়াছে। ইহাদের একটীর নাম বয়। ইহা মাউণ্ট্ ভার্টের উপরে প্রকাণ্ড তুষার হ্রদে পরিণত হইয়াছে। কেমোনি ভ্রমণকারী

এবং মাউন্ট্ ব্ল্যাঙ্ক ও মাউন্ট ব্রিমেন আরোহণকারীগণের প্রধান আড্ডা ১০ই সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ লা ফ্লেগেরি নামক পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। এই স্থান হইতে মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক অতি সুন্দর দেখায়। এখানে অবস্থান করিয়া তিনি বিখ্যাত বেসভিন্ গর্জে গমন করিলেন এবং গর্জের অভ্যন্তরে অবতরণ করিয়াছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি মাউন্ট ব্রিমেন শিখরে আরোহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইল। এখানকার তুষার নদী গ্লেসিয়ার ডি-বসন্ দর্শন করিয়া তিনি মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক আরোহণ করিবার জন্য কেমোনি ত্যাগ করিলেন।

এই স্থান হইতে তাঁহারা ভিস্প উপত্যকার জারমুট নামক সুইস গ্রামে গমন করিলেন। ভিস্প (visp) বা ভিস্পাক্, (ফরাসী ফিয়েজি) সুইজারল্যাণ্ডের একখানি গ্রাম, ইহা রোণ ও ভিস্প নদীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। এই স্থান হইতে জারমুট্-গামী রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে। জারমুট্ (Zermutt) একটী সুইস্ গ্রাম। ইহা ভ্রমণকারীগণের প্রধান আড্ডা। চতুর্দিকে পর্বত পরিবেষ্টিত উপত্যকাতে জারমুট্ অবস্থিত। ইহা ম্যাটার হর্ণ ও রমণীয় মণ্টে বোমার পাদমূলে অবস্থিত। এখানে তিনি গর্ণার গ্রেট্ শিখরে আরোহণ করিলেন এবং রাইফেল আল্পস্ ও রাইফেল বার্গের রাস্তা দিয়া ফিণ্ডারলেন তুষার নদী দিয়া নামিয়া আসিলেন। পরে ষ্টেফল (Stafle) আল্পস্এ স্কোয়াটার্জ পর্যন্ত গমন করিলেন। এই স্থানের সকল পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি লুসেনে একরাত্রি বাস করিয়া ষ্টীমারে জেনেভা হ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া জেনেভাতে আগমন করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি প্যারীতে গমন করিলেন। প্যারীতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাত দিন অবস্থান

করিয়া, নোতারদাম, ইফেল টাওয়ার, লুভার, সেণ্ট ডেনিস্ গির্জা, বাস্তিল, প্রভৃতি দর্শন করিলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের পথে বলোন হইয়া ইংলিস চ্যানেল উত্তীর্ণ হইলেন। লণ্ডনে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করিয়া মিঃ ষ্টার্ডি প্রমুখ পুরাতন বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেই দিনেই সাউদাম্পটন্ হইতে 'ফাষ্ট বিসমার্ক' নামক জাহাজে করিয়া তিনি নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন।

নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার প্রধান কার্য হইল স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা আহ্বান করা। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ সময়ে অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে ছিলেন না। তারপর গ্রীষ্মকালে নিউ ইয়র্কবাসীদের অনেকে সহর হইতে চলিয়া যাওয়াতে স্মৃতিসভা আহ্বান করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই।

স্বামিজীর স্মৃতিসভাতে বেদান্ত সমিতির সভ্য বা স্বামিজীর বন্ধু বান্ধব ছাড়াও বহুলোক যাঁহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামিজীর চিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রের নীচে বসান হইয়াছিল এবং তাহা পুষ্পে পুষ্পময় হইয়াছিল।

স্বামী অভেদানন্দ সভার উদ্বোধন করিলেন এবং ভারত হইতে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ লিখিত পত্রে বর্ণিত স্বামিজীর অপূর্ব দেহত্যাগের সংবাদ পাঠ করিলেন। বক্তৃতার সময় মনে হইতেছিল অভেদানন্দ আর বুঝি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রভূত যত্নে তিনি নিজ হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাব-প্রবাহ সংবরণ করিলেন। এবং অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহারা বীর প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের নিকট কত ঋণী।

পরে সমিতির সভাপতি প্রোঃ হাসেঁল পার্কারের বক্তৃতা শেষ হইলে সভা হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইল :—

(১) বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ এবং বেদান্তের ছাত্রগণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য, পূত চরিত, স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুতে এই সমিতির কতদূর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

(২) এই সমিতির সভ্যগণ তজ্জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা, শিষ্য ও বন্ধুগণ যাঁহারা বেলুড় মঠ, মাদ্রাজ, লণ্ডন এবং অন্যত্র আছেন তাঁহাদের সকলেব শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিলেন।

(৩) এই সমিতির সভ্যগণের আন্তরিক ইচ্ছা, স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাব্লিক হলে স্মৃতিসভার আয়োজন হয় এবং বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়।

(৪) এই প্রস্তাবের কপি বেদান্ত সমিতির ফাইলে রক্ষিত হউক এবং ভারত ও আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরিত হউক। মিঃ গুড্ ইয়ার, মিসেস ওলিবুল, মিস্ ম্যাক্লিওড্, ডাঃ ষ্ট্রীট্ (যোগানন্দ) প্রভৃতি একে একে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ভারত গমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ১০ দিন পরে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০০ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে অবস্থান করিয়া কখনও 'শান্তি আশ্রমে' কখনও লস্ এঞ্জেলিসে, অবস্থান করিতেছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি বক্তৃতা হইবার পর, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে 'বেদান্ত ক্লাশ' নামক সংঘ গঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার ভারতীয় কার্যে সাহায্য করা এবং বেদান্ত শাস্ত্র পঠন পাঠন'। এই ক্লাশ ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিলেন যে স্বামী অভেদানন্দের ছাত্রী মিনি বুক্‌ সাণ্টা ক্লারা জিলার সান্‌ এণ্টোনিও উপত্যকাতে ১৬০ একর জমী দান করিতে রাজী আছেন 'শান্তি আশ্রম' স্থাপনের জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ এই দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিতে এবং প্রশান্ত মহা সাগরের তীরে প্রচার কার্যের ভার গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ ইয়র্ক হইতে রওয়ানা হইয়া ৮ই জুলাই লস্‌ এঞ্জেলিস-এর আল্‌হাম্ব্রা নামক স্থানে উপনীত হইলেন! পরে লস্‌ এঞ্জেলিসে গমন করিয়া সেই স্থানে দুই সপ্তাহ বক্তৃতা ও ক্লাস করিয়া ২৪শে জুলাই লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ ত্যাগ করিয়া ২৬শে তারিখে সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তিনি ৬ গ্রেরি ষ্ট্রীটে ক্লাশ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ২৯শে জুলাই 'হোম অব ট্রুথে' গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই স্থানে ২রা আগষ্ট পর্যন্ত তিনি মিঃ প্যাটার্সনএর গৃহে প্রাতে দশটার সময় ধ্যানের ক্লাশ করিলেন।

১৯০০ সালের ৩রা আগষ্ট দ্বাদশজন বেদান্তের ছাত্রসহ 'শান্তি আশ্রম' স্থাপন করিবার জন্য তুরীয়ানন্দ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিলেন।

এই লোকালয়ত্যাগী ক্ষুদ্র দলটির সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা সমস্ত দেশ জুড়িয়া চলিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের কোলাহলের মাঝে এই দলটী

সত্যই অদ্ভুত! সুতরাং চারিদিক হইতে লোকে প্রশ্ন করিতে লাগিল ইহারা কে? ইহারা থিয়োসোফিষ্ট? আল্‌ট্রুরিয়ান্‌স্‌ (Altrurians)? ইহারা শেকার (Shakers) (মাথা নাড়ার দল)? ইহারা পাগলা গারদের ছাত্র, নব ইউটোপিয়া স্থাপন করিতে যাইতেছে? এরা ব্রহ্মচারী নিরামিষাশী মাথা পাগলার দল? এই সকল এবং আরও বহু প্রকার প্রশ্ন সান্‌এন্টোনিও উপত্যকার লোকের মনকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে।

একদল অদ্ভুত অপরিচিত লোকের আগমন উপলক্ষ্য করিয়া শান্তিপূর্ণ সান্‌এন্টোনিও উপত্যকাতে মাসেক ধরিয়া এইপ্রকার গুজব উপত্যকার অধিবাসীগণের ভিতর প্রচারিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় দল যে দিন মানবের বাসস্থানের শেষ চিহ্ন সান্ যোশী ত্যাগ করিয়া সভ্যতার সীমার বাহিরে গমন করিয়াছেন সেই দিন হইতে মাউণ্ট হামিণ্টনের উচ্চ শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর গিরি গহ্বর পর্যন্ত, পর্বতেব অপর দিকে প্রকৃতির সুষমায় হাস্যময়ী ইসাবেলা উপত্যকার ভিতর দিয়া কায়াট্‌ নদীর শুষ্ক ও সর্পগতিসম্পন্ন খাত ধরিয়া, 'বিফ ক্ষেত্র' নামক গোপালন রেঞ্চ বা ক্ষেত্র, এবং যে স্থানে তাঁহারা বাস করিতেছিলেন সেই সান্‌ এন্টোনিও উপত্যকাতে এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র দলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃত গুজব রটিয়া গিয়াছিল।

'সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ক্রনিকেলে'র রিপোর্টার বলেন: "শান্তি আশ্রমে তীর্থ-যাত্রাকালে পথে চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসা হইতে লাগিল, 'এঁদের চেনেন কি?' 'আমি তাঁদের সম্বন্ধে জান্‌তেই সান্‌ফ্রান্সিসকো থেকে আসছি।' এই উত্তর দেওয়া ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না। যদিও আমি দৃঢ় নিশ্চয় করেছিলাম যে, রাস্তার গুজবে কর্ণপাত কর

না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখি, আমি গুজব শ্রোতাদের পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। গাড়ীর চালক চুপি চুপি এই ব্যক্তিরা যে ভূতুড়ে তা বল্‌ছিল। যতই গোধূলি ধীরে ধীরে অন্ধকারে বিলীন হয়ে রাত্রিতে পরিণত হতে লাগ্‌ল ততই গল্পটী ভয়াবহ ও বিস্ময়কর রূপ ধারণ কর্‌ছিল। দূর হ'তে তাঁবুর অগ্নি সেই দলের অস্তিত্ব জ্ঞাপন কর্‌ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধে আশ্চর্য মেস্‌মেরিজিমের গল্প শুন্‌তে লাগলাম, তিনি নাকি তাঁ'র আমেরিকান শিষ্যগণকে সম্মোহিত করেছেন। আর শুন্‌লাম, তাঁ'র সম্মোহিত শিষ্যগণ কিভাবে সম্মোহন চক্র রচনা করে তাঁবুর অগ্নির চারিদিকে উপবেশন করে এবং অদ্ভূত সুর সংযোগে স্তব আবৃত্তি করে এবং কি ভাবে অগ্নি কুণ্ড হতে অদ্ভূত অদ্ভুত প্রাণী নির্গত হয়ে ক্যাম্পের চারিদিকের বড় বড় বৃক্ষ আশ্রয় করে! যা'রা এই সম্মোহন চক্রের নিকটবর্তী হতে সাহস করে তারা সকলে এই সব দেখতে পাবে, গাড়োয়ান আমাকে এই সকল বল্‌লে। পাছে আমি তাকে বোকা মনে করি, সেইজন্য সে বল্‌লে, 'আমি অবশ্য এই সকল গল্পে বিশ্বাস করি না।'

'পথে গ্রামবাসীগণ যে রহস্যময় দলের কথা বলিতেছিল, আমরা তাহা-দিগের নিকটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেইস্থানে অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে, জলন্ত আগুনের লক্ লক্ জিহ্বার শব্দ এবং বাতাসে পাইন গাছের মর্মর ধ্বনি ভিন্ন সেইস্থানে কোনও প্রকার শব্দ ছিল না। সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার ভিতর হিন্দুগণের প্রদত্ত নামে পরিচিত ভগবানের উপাসনাকারী একদল লোক অগ্নির চতুর্দিকে যাদুবৃত্ত করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। সেই বৃত্তের একপার্শ্বে অচঞ্চল ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তির ন্যায় স্থিরভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দ ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও

গভীর নিস্তব্ধভাবে সেই স্থানে অচঞ্চলভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। মাঝে মাঝে সংস্কৃত স্তোত্রের সুমধুর আবৃত্তি শোনা যাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত সেইস্থানের ঝাউগাছের শব্দ ব্যতীত আর কোনও শব্দ ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধ দল হইতে একজন উঠিয়া আসিলেন এবং গাড়োয়ান ও পথপ্রদর্শককে বিদায় দিয়া আমাকে রান্না ঘরে লইয়া গেলেন এবং আহার করিতে দিলেন। আহারের পর আমরা সেই দলের ভিতরে গিয়া উপবেশন করিলাম।

তাঁহাদের বৃত্তের ভিতরে অগ্নির সান্নিধ্যে উপবেশন করিয়া আমি তাঁহা-দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, স্বামীজীকে বাদ দিলে ইহা আমেরিকার ক্যাম্প ফায়ার ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে করা যায় না।

আমেরিকায়—যে দেশে পর্যাপ্ত হরিণ, খরগোষ, হাঁস, ঘুঘু প্রভৃতি অরণ্যে চরিয়া বেড়ায় সেই আমেরিকার অরণ্যের ক্যাম্পে একটা বন্দুকও নাই! কল্পনা কর, 'ক্লিমেন্টিন (Clementene) বা স্পেনিস্ কেভেলিয়ার'-এর স্থানে রাত্রে ক্যাম্প-ফায়ারের সান্নিধ্যে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি হইতেছে'। কল্পনা কর শিকারের শত শত দুঃসাহসিক কার্যের গল্পের বদলে সৃষ্টি-রহস্য আলোচিত হইতেছে! সংক্ষেপে কল্পনা কর ক্যাম্প সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহার স্থানে অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তির অনুসন্ধান চলিতেছে, তাহা হইলেই শান্তি আশ্রমের চিত্র মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিবে।

আমি বলিলাম—'স্বামীজী আমি আপনার সম্বন্ধে পত্রিকায় লিখিব।'

তুরীয়ানন্দ—"আমরা সভ্যতার রাজ্য ছেড়ে এতদূর এসেছি, কিন্তু

হায়, ইহা আমাদের পাছে পাছে এখানে এসে উপস্থিত! শিব শিব।"

"আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন আপনাদের সংবাদ নিয়ে যেতে। আপনি কি বলবেন, আপনি কি করতে চান? শান্তি-আশ্রমের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য কি?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই, ইহা সমস্তই রাজযোগের প্রথমে দেওয়া হয়েছ। আসুন আমরা পড়ি।"

রিপোর্টার শান্তি-আশ্রমের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। শান্তি-আশ্রমে জলের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। প্রায় ৪ মাইল দূর হইতে জল আনিতে হইত। স্বামী তুরীয়ানন্দের ছাত্রগণ জলের জন্য অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং সৌভাগ্যক্রমে অর্ধ মাইল দূরে একটী প্রস্রবনের সন্ধান পান। স্বামীজী এইস্থানে সকলের সহিত সমানভাবে জল ও কাঠ আহরণ করিতেন।

১৯০১ সালের ১০ই জানুয়ারী হইতে তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্‌কোর কার্য আরম্ভ করিলেন। ৩১শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত প্রত্যহ পূর্বাহ্ন দশটার সময় ধ্যানের ক্লাশ হইত ৭৭০ ওক্ ষ্ট্রীটে। মঙ্গল-বার এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে যথাসময়ে গীতা ও রাজযোগের বক্তৃতা হইত।

২৬শে মার্চ স্বামীজী লস্ এঞ্জেলিসে গমন করিলেন। এইস্থানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই বৎসরের জুলাই মাসে স্বামী অভেদানন্দ শান্তি-আশ্রমে পদার্পণ করিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কয়েকজন ছাত্রের সহিত

সিয়ারাতে অবস্থিত ডোনার হ্রদ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। ডোনার হইতে তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে আগমন করিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি লস্‌ এঞ্জেলিসে গমন করেন এবং জানুয়ারী মাসেই আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে ২২শে মে তুরীয়ানন্দ বিবেকানন্দের এক পত্র পাইলেন। তাহাতে তাঁহাকে স্থান পরিবর্তনের জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

নিউ ইয়র্কে বিবেকানন্দ স্বামীর স্মৃতি তর্পণের পর ২রা নভেম্বর হইতে রীতিমত কার্য আরম্ভ হইল। নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুযায়ী এপ্রিল মাস পর্যন্ত বেদান্ত সমিতিব কার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

বক্তৃতা—রবিবার—অপরাহ্ন ৩-১৫ মিঃ।

ক্লাশ বক্তৃতা (বিশেষ শ্রেণী) মঙ্গলবার—অপবাহ্ন ৮টা।

যোগ ক্লাশ—বৃহস্পতিবাব—অপরাহ্ন ৮টা।

যোগ ক্লাশ—শনিবাব পূর্বাহ্ন ১০টা (সভ্য)।

শিশু ক্লাশ—শনিবার—পূর্বাহ্ন ১১টা (ফ্রি)।

ধ্যান—প্রত্যহ—অপরাহ্ন ৪-৫ মিঃ।

এতদ্ব্যতীত স্বামী অভেদানন্দ ছাত্র ও বন্ধুগণের সহিত বুধবার অপবাহ্ন ৩-৪ টার ভিতরে সাক্ষাৎ করিতেন।

স্বামীজীর নিয়মিত বক্তৃতা ব্যতীত সমিতির উদ্যোগে কার্ণেগী লাইসিয়ামে এমিলি নোবেল 'দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণগণের মাঝে' নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় বাবা ভারতী নামক বৈষ্ণব সাধু আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

২২শে জানুয়ারী সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশনে, সমিতির আয় ব্যয়

কর্মপ্রগতি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা হইল। সভায় উপস্থিত সভ্য-সংখ্যা পূর্ব বৎসর হইতে অনেক অধিক। সমিতির কার্যবিবরণী পাঠ হইলে দেখা গেল প্রতি বিভাগেই আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। সমিতির সভাপতি মিঃ পার্কার সমিতির গত বৎসরের কার্য সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন। গৃহ কমিটির চেয়ারম্যান জানাইলেন যে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে বহু ভলান্টিয়ার রহিয়াছেন। ফলে তিনি ঘর পরিষ্কার প্রভৃতি কার্যের জন্য ডবল সেট কর্মী নিয়োগ করিয়াও বহু স্বেচ্ছা-সেবিকাকে কার্য দিতে পারেন নাই। লাইব্রেরীতে বহুসংখ্যক নূতন পুস্তক এবং পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য অর্থ পাওয়া গিয়াছে। কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট হইতে জানা গেল গত বৎসর পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতে অধিক খরচ হইলেও তহবিলে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। পুস্তক প্রচার বিভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লক্ষিত হইল। এই বৎসর ৫২৫০ পুস্তিকা ও ২৫০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। (ব্রহ্মবাদিন—১৯০৩)

দেখা গেল এই বৎসরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি সর্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিয়াছে।

১লা মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি। পূর্বদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া অভেদানন্দ রাত্রিতে উপবাস করিয়া রহিলেন। ব্রহ্মবাদিন (এপ্রিল ১৯০৩) বলেন : "এবার নিউ ইয়র্কের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব ভারতের মঠে উদ্‌যাপিত উৎসবের একই দিনে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীভগবানের পূত জীবনচরিত আলোচনা করেন। সরল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ভগবানের অপরূপ জীবন কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই দিনের কার্য শেষ হয়।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পুষ্পসম্ভার হস্তে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর পুষ্পে পুষ্পময় হইয়া গেল। ঘরে যত ফুলদানী, গ্লাস, পাত্রাদি ছিল তাহার প্রত্যেকটি আনিয়া পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত করিয়া দিয়াও বহু পুষ্পগুচ্ছ অবশিষ্ট রহিল। শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও অভেদানন্দের প্রতিকৃতি সজ্জিত করিয়া মালা দেওয়া হইল। অভেদানন্দ অতি সন্তর্পণে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্র পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিয়া বাকী সমস্ত ফুল ভায়োলেট, গোলাপ, টিউলিপ প্রভৃতির গুচ্ছ টেবিলের নীচে মেজেতে সাজাইয়া রাখিলেন। গৃহটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তিলধারণের স্থান ছিল না। স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। যথারীতি উপাসনা শেষ করিয়া ভক্তগণের ভিতর প্রসাদ ও প্রসাদী পুষ্প বিতরিত হইল। অপরাহ্নে বক্তৃতা আছে সুতরাং স্বামীজী উপাসনার পর নিজ গৃহে গমন করিলেন। কার্ণেগী লাইসিয়ামে 'আধুনিক মহাপুরুষ' নামক বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক লোক হইয়াছিল। বক্তৃতার পর বাড়ীতে আগমন করিয়া স্বামীজী উপবাস ভঙ্গ করিলেন!

ইহার পর ৮ই মার্চ ব্রুক্‌লীনের 'ইয়ং উওমেন্‌স্ খৃষ্টীয়ান্ এসোসিয়েশন'-এ উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দ 'প্রাচ্য সাহিত্য' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। রীতিমত সমিতির কার্য পরিচালনা ব্যতীত ইহার পর তিনি আর কোনও বক্তৃতা করিলেন না।

অবশেষে এই ঋতুর কার্য শেষ হইলে, ১৫ই মে ইটালী ভ্রমণ ও আল্‌প্‌স্ পর্বত আরোহণ মানসে অভেদানন্দ, এস্, এস্, লাহ্ন নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া নেপল্‌স্ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। 'স্বামী অভেদানন্দ, প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম' প্রচারক ও বক্তা তাহাদের সহযাত্রী

জানিতে পারিয়া জাহাজের যাত্রিগণ তাঁহাকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহাদের অনুরোধে তিনি দেড় ঘণ্টা ধরিয়া 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ২২শে মে জাহাজ জিব্রাল্টারে প্রবেশ করিল।

জিব্রাল্টারের প্রাচীন নাম 'কাল্পে'। ইহা স্পেনের দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্য দুর্গ। পাহাড়টি দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা একটী দেড মাইল লম্বা ও অর্ধ মাইল প্রশস্ত যোজকের দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত। ব্রিটিশ ও স্পেনীয় সীমার মধ্যে 'নিউট্রেল' জোন, অর্থাৎ তাহা কাহারও রাজ্য নহে। জিব্রাল্টারে যে নূতন জেটী নির্মিত হইয়াছে তাহাতে বৃহত্তম সমুদ্র-গামী জাহাজ থাকিতে পারে। ২৬০ একর ভূমির উপর নির্মিত পোতাশ্রয়টী পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত সাংঘাতিক বাতাস ও ঝড় হইতে নিরাপদ।

জিব্রাল্টার ত্যাগ করিযা ভূমধ্যসাগবেব ভিতর দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল এবং ২৭শে মে নেপল্‌স্‌-এ উপনীত হইল। নেপলস্‌-এর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বিসুভিয়স আগ্নেয় গিরি। ইহা নেপলস্‌ সহর হইতে দশ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত। বিসুভিয়স্‌ আগ্নেয়গিরি দর্শন করিযা ৩০শে মে অভেদানন্দ রোমের পথে নেপল্‌স্‌ ত্যাগ করিলেন।

অবশেষে তিনি রোমে উপস্থিত হইলেন। সিজার, ব্রুটাস, নেরো কনষ্টাণ্টাইন্‌, পরে পোপ মণ্ডলীর সহস্র স্মৃতি বিজড়িত রোম! নেরোর অত্যাচারলব্ধ-শক্তি, অবজ্ঞাত, হেয় রোমকদাসগৃহীত খৃষ্টানী বিজিত রোম! গৃহীতখৃষ্টানী, নিসিয়ান ক্রীড্‌ চালিত, স্বাধীন মত, স্বাধীন

চিন্তা রোধক, বৈজ্ঞানিক হত্যাযজ্ঞকারী রোম! পূর্ব গৌরব বিস্মৃত জীবন মাত্র ধারণকারী রোম!

রোমে অবস্থানকালে তিনি এখানকার সমস্ত প্রধান প্রধান গির্জা, ভ্যাটিকান নামক পোপের প্রাসাদ, ক্যাটাকুম প্রভৃতি দর্শন করিলেন। রোমে তিনি তের দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থান-কালে তিনি একদিন সেণ্টপিটারের গির্জায় উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং একদিন তিনি ইটালীর রাজার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। রোম হইতে পিসা ও পিসা হইতে তিনি ফ্লোরেন্সে গমন করিলেন। ফ্লোরেন্সে অবস্থানকালে ২৪শে জুন 'সেণ্টজন্ ডে' উপস্থিত হইল। তিনি এইস্থানের ডুমো ও ব্যাপ্‌টিষ্ট্রী ও ফণ্ট দর্শন করিলেন। যেস্থানে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং যে সকল দ্রব্য দীক্ষার সময় প্রয়োজন হয় তাহাকে ব্যাপটিষ্ট্রি বলে। ফণ্ট অর্থ জলাধার। যে জলাধারে স্নান করাইয়া দীক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে ফণ্ট বলে। ফ্লোরেন্স হইতে বলোন্ হইয়া তিনি ভেনিসে উপনীত হইলেন। এইস্থানে তাঁহার সহিত চিকাগোর জর্জ হেল ও মিসেস উলির সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারাও ইউরোপ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ভেনিস হইতে ভেরোনা এবং ভেরোনা হইতে তিনি মিলানে উপস্থিত হইলেন। মিলান হইতে তিনি কোমোতে উপনীত হইলেন এবং এইস্থান হইতে জাহাজে করিয়া রাত্রে হ্রদের পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন।

১৩ই জুলাই তিনি ইটালীর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। এবারে ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণ অংশ ভ্রমণ ও দর্শন করা। এবার তিনি সুইজারল্যাণ্ডের সুন্দর সুন্দর

হ্রদসমূহ দর্শন কবিয়া এবং নৌকাতে সেই হ্রদে ভ্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

এইস্থান হইতে আল্পস্-এর বিভিন্ন শৃঙ্গ অতি সুন্দর ভাবে দেখা যাইতেছিল এবং ভয়ঙ্কর তুষার নদীসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে অভেদানন্দকে পর্বত শৃঙ্গ, তুষাব নদী, পার্বত্য খাদসমূহ যেন এক অপূর্ব প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়াছিল! তাই ভ্রমণে বহির্গত হইলেই পর্বত ভ্রমণই তাঁহাব উদ্দেশ্যে পবিণত হয়। ৫ই আগষ্ট তিনি গাসেনবার্গ হর্ণ নামক পর্বত শৃঙ্গে আবোহণ করিতে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে পথ প্রদর্শক ছিল। তিনি রাস্তায় বড তুষার নদী প্রায় এক ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং দুই ঘণ্টায় পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তিনি এইস্থানের অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। পার্বত্য দৃশ্যসমূহ দর্শন করিয়া পথে বিভিন্ন স্থানে এক দিন, এক রাত্রি বা দুই দিন অবস্থান কবিতে করিতে অভেদানন্দ অবশেষে কলোনে উপস্থিত হইলেন। কলোন হইতে ব্রসেল্স্-এ গমন করিয়া তিনি ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করিলেন। এইস্থান হইতে তিনি এণ্টিওয়ার্পে গমন করিলেন এবং এণ্টিওয়ার্প হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ওয়াবউইকে অবতরণ করিলেন। ওয়ারউইক হইতে লিভারপুলে উপস্থিত হইয়া তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাস করিলেন। এই সময়ের ভিতর তিনি তাঁহার পুরাতন বন্ধুগণের সহিত এবং বেদান্ত সমিতির অন্যতম কর্মী মিস্ স্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি সাউদাম্পটন্ হইতে নিউ ইয়র্ক যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করিলেন। ৬ই

অক্টোবর জাহাজ আমেরিকায় পৌছিলে তিনি গাড়ী করিয়া বেদান্ত সমিতি-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র রুদ্র নামক বাঙ্গালী যুবক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় পড়িতে আমেরিকায় আসিয়াছিলেন, একদিন তিনি এবং বোম্বাইয়ের ডাঃ নায়েক অভেদানন্দের সহিত দেখা করিতে সমিতি ভবনে আগমন করিলেন। ইহার পর ডাঃ রুদ্র প্রায় মাঝে মাঝে সমিতি ভবনে আসিতেন। ডাঃ নায়েক ও ডাঃ রুদ্র একদিন সমিতি ভবনে আহার করিলেন। একদিন শরৎচন্দ্র রুদ্রের বক্তৃতা হইল। অভেদানন্দ সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন।

২৭শে অক্টোবর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্ প্রোঃ হিরাম কর্শন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমিতি ভবনে আসিলেন। তিনি সেইদিন হইতে বেদান্ত সমিতির সভ্য হইলেন। অভেদানন্দ এইদিন লাটু মহারাজের নামে ৩—১০ শিলিং বা ৫০৲ টাকা প্রেরণ করিলেন।

অপরাহ্ণে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে গমন করিলেন। মিঃ রুদ্র ও প্রোঃ পার্কার তাঁহাকে ইঞ্জিনিয়ার ক্লাব প্রদর্শন করিলেন এবং পরে তাহারা—প্রোঃ পার্কার, রুদ্র, প্রোঃ কেপ ও অভেদানন্দ একসঙ্গে আহার করিলেন।

২৮শে অক্টোবর হুইলার দুহিতার বিবাহে তিনি মণ্টক্লেয়ারে গমন করিলেন এবং নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়া সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১লা নভেম্বর হইতে বেদান্ত সমিতির নিয়মিত কার্য আরম্ভ হইল। এই দিন রবিবার ছিল, সুতরাং পাব্লিক লেক্‌চার হইয়া এই ঋতুর কার্য

আরম্ভ হইল। নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত এই ঋতুর কার্য প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

বক্তৃতা—রবিবার—অপ—৩ ১৫ মিনিট—কার্ণেগী লাইসিয়াম্। মার্চ ও এপ্রিল সমিতি ভবনে।

ক্লাশবক্তৃতা—মঙ্গলবার—অপ—৮-০—সমিতি ভবনে।

যোগক্লাশ—বৃহস্পতিবার—৮-০ সমিতিভবনে।

যোগক্লাশ—শনিবার— পূর্ব্বাহ্নে ১০-৩০ মিঃ—সমিতি ভবনে।

ধ্যান—প্রত্যহ—অপরাহ্ন ৪-০—সমিতি ভবনে।

স্বামী অভেদানন্দ ছাত্র ও অভ্যাগতগণের সহিত বুধবার অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪টায় আলাপ করিতেন।

দেখা গেল এই বৎসর হইতে শিশুক্লাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমিতির বিভিন্ন কাজের চাপে এই দিকে নজর দিবার আর স্বামীজীর অবসর ছিল না। এখন হইতে শিশুক্লাশের সময় যোগ ক্লাশের জন্যই ব্যয়িত হইতেছিল। তাহার উপর যোগক্লাশ করিয়া শিশুক্লাশ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং শিশুক্লাশ বন্ধ হইয়া গেল।

১৮ই নভেম্বর স্বামী নির্মলানন্দ ভারত হইতে আগমন করিলেন, তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য অভেদানন্দ জেটিতে গমন করিলেন। ১৯শে নভেম্বর বক্তৃতাতে ধর্মপাল উপস্থিত ছিলেন। পরদিন সমিতি ভবনে আহার করিবার জন্য তিনি ধর্মপালকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর হইতে স্বামী নির্মলানন্দ সংস্কৃত ক্লাশ আরম্ভ করিলেন্। যথারীতি খৃষ্টমাস উদ্‌যাপিত হইল। এই ভাবে এই বৎসরের কার্য শেষ হইল।

এই বৎসর হইতে ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং

সমিতিরও জন্মোৎসব উদযাপিত হইবার জন্য নির্ধারিত হইল। এই বৎসর ১২ই জানুয়ারী মঙ্গলবার পড়িয়াছে, মঙ্গলবার ক্লাশ বন্ধ হইয়া গেল। পুষ্প ও ছোট ছোট গাছ প্রচুর পরিমাণে আসিতে লাগিল। স্বামী বিবেকানন্দের ফটো শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর নীচে টেবিলের উপর বসান হইল। লম্বা মালা দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর চিত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ফুল ও ফুলের তোড়া স্বামীজীর ফটোর চতুর্দিকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। বেলা ৩টার সময় ধ্যান ঘরের দরজা খুলিয়া সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত ঘর বেদান্তের ছাত্র ও স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধুতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মঙ্গলাচরণ করিয়া অভেদানন্দ উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সকলে নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান করিলেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ উপনিষদ্ পাঠ করিলেন। ছয়টার সময় উপাসনা শেষ হইল। অনেকে তখনও বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। রাত্রি ৮টার সময় সভা আরম্ভ হইল। স্তোত্র পাঠ করিয়া অভেদানন্দ সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দুইচার কথা বলিয়া তিনি স্বামী নির্মলানন্দকে উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় জীবন যাপন প্রণালীর এবং তপশ্চর্যার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছিল এবং ভারতে তাঁহার কর্মপন্থার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। নির্মলানন্দের পরে স্বামীজী প্রোঃ পার্কারকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিলেন। প্রোঃ পার্কার স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত লোকাকর্ষণী শক্তির কথা নিয়া আলোচনা করেন। মিঃ গুড্ইয়ার স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার কার্যের একটী মোটামুটী ইতিহাস প্রদান করিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ তখন অল্প কথায় সকলের বক্তৃতার সার সঙ্কলন করিয়া বলিলেন, যে স্বামী বিবেকানন্দ যে এতবড় আচার্য ও কর্মী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্যই। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরূপেই তিনি তাঁহার মহান জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া যে ভাবে কার্য করিয়াছে, ঠিক সেইভাবে আমাদের ভিতর দিয়াও কার্য করিবে যদি আমরা আমাদের জীবন বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগের সাহায্যে পবিত্র ও সর্ববিধ কলুষ হইতে মুক্ত করিতে পারি। ইহার পর অভেদানন্দ সন্ন্যাসীর গীতি আবৃত্তি করিয়া সেই দিনের উৎসব সমাপন করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ ও অভেদানন্দ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা আহার করিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ ধ্যানের ক্লাশ করিতেন ও মাঝে মাঝে রাজযোগের ক্লাশ গ্রহণ করিতেন। প্রোঃ পার্কার বেদান্ত সমিতির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই সমিতিতে অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দের সহিত একসঙ্গে আহার করিতেন। কখনও বা তিনজনে মিলিয়া ব্রুকলীন ক্রিসেণ্ট এথ্‌লেটিক ক্লাবে গমন করিয়া ক্লাবের রেস্তোরাঁতে আহার করিতেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্ প্রোঃ হিরাম কর্সনের নিমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। ইথাকাতে আসিয়া তিনি প্রোঃ হিরাম কর্সনের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি 'বেদান্তদর্শন ও ধর্ম' নামক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে ইথাকা জার্নেল বলেন: "স্বামীজী তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ

দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও আমেরিকান বক্তাই তাহাদের মাতৃভাষাতেও এরূপ দ্রুত ও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন নাই—যেরূপ এই হিন্দু দিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের বিখ্যাত দর্শন প্রভৃত সহানুভূতি ও শক্তির সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৫টায় স্বামী অভেদানন্দ প্রো: হিরাম কর্সনের বাড়ীতে প্রীতি সম্মিলনীতে যোগ দিয়াছিলেন'।

"The Swami surprised the audiance by his mervallous command of English, it was the unanimous testimony of those who heard him that seldom has an American speaker at Cornel displayed such fluency and polish in using his tongue as did this Hindu speaker, x x x. The Swami Abhedananda was at home this afternoon from 3 to 5 o'clock in the residence of Prof. Hiram Corson (Ithaka Journal February 25th, 1904).

২৬শে ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ ইথাকা হইতে নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইথাকা হইতে আসিয়া তিনি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ যোগক্লাশ গ্রহণ করিলেন। ৯ই এবং ১৬ই মার্চ তিনি ব্রুক্‌লীন্ এসেম্ব্লী হলে, 'সার্বভৌম বেদান্তদর্শন' এবং 'আত্মাতত্ত্বের রহস্য' নামক দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

৫ই মার্চের নিউ ইয়র্কের মেইল এণ্ড এক্সপ্রেস পত্রিকাতে স্বামী অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ ও বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশিত হইল। ইহাতে লেখা ছিল, "অনেকেই শুনিয়া ভীত না

বেদান্ত-প্রচারকেন্দ্র
৬২ ডব্লিউ, ৭১ ষ্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো —"শান্তিআশ্রম"
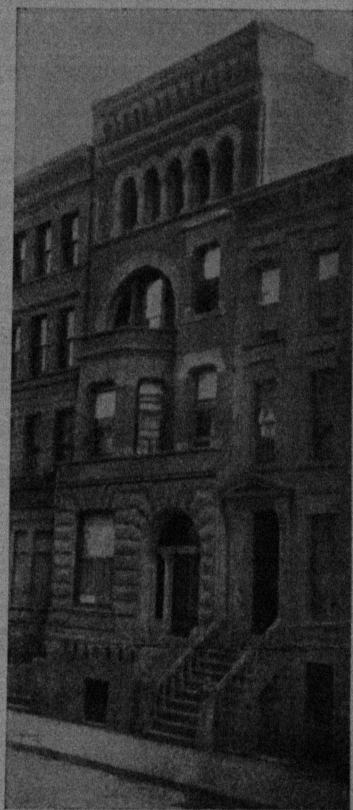
হইলেও চমকিত হইবেন, যে দুইজন হিন্দু সন্ন্যাসী- যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অবলম্বন করিয়া ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা এই সহরের বহু লোককে তাঁহাদের মতানুসারী করিয়াছেন, এবং অবিরত তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সহরে কতকটা চার্চ ও কতকটা ক্লাবের মত সমিতি তাঁহারা গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সমিতি ৫৮নং ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। এই বাড়ীতে মন্দিব ও পবিত্র প্রতীক সমূহ আছে। এই স্থানে সন্ন্যাসীদের একজন প্রত্যহ ধ্যানের ক্লাশ পরিচালনা করেন। যাহারা ধ্যান করিতে আসেন, তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহাকে যদি আমেরিকার ভিতরে হিদেনদের (Heathen) প্রবেশ না বলি তাহা হইলে এই সকল ভীরু লোককে জিজ্ঞাসা করি ইহা কি ?

যদি তাহারা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ১০২ ইষ্ট ৫৮ ষ্ট্রীটে গমন করেন এবং সম্মুখের বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহারা আরো ভীত হইবেন। তাহারা দেখিতে পাইবেন স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে জানিবার জন্য এক ঘর লোক, স্ত্রী ও পুরুষ উদ্‌গ্রীব্ হইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে তাহারা যেন কোন বড় পশারওয়ালা ডাক্তারের বাড়ীতে ভ্রম ক্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। পার্শ্বের ঘরে স্বামীজী তাঁহার লাল কাপড় পরিয়া দর্শকদিগের সহিত কথা বলেন এবং ডাক্তারের ন্যায়ই এক একজন করিয়া দর্শককে আহ্বান করেন। অবশ্য এই স্থলে তিনি রোগীর শরীরের চিকিৎসা না করিয়া তাহাদের আত্মার চিকিৎসা করিয়া থাকেন।”

৪ঠা মে বেদান্ত সমিতি ৬২ ওয়েষ্ট ৭১নং ষ্ট্রীটের প্রশস্ত বাড়ীতে

স্থানান্তরিত করা হইল। এই বাড়ীর হলঘরে এক সঙ্গে তিনশত শ্রোতার বসিবার আসন ছিল। সুতরাং এখন হইতে বক্তৃতার জন্য বাহিরে ঘর ভাড়া করিতে হইবে না। ইহাতে ফলও ভাল হইল। শ্রোতাগণ সাক্ষাৎভাবে বেদান্ত সমিতির সংস্রবে আসিতে লাগিল। ধ্যান ঘর এখন হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্যই খোলা থাকিত। সারাদিন কাজকর্মের ফাঁকে যাহার যখন অবসর হইত তখনই আসিয়া ধ্যান করিত। ৮ই মে রবিবার গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইল।

২৪শে মে অভেদানন্দ সেণ্ট লুইর বিশ্বমেলায় গমন করিলেন। ২৬শে তারিখ তিনি সেণ্ট লুইতে উপস্থিত হইয়া মিঃ কার্টারের অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এই মেলাতে তিনি বেদান্ত সমিতির পুস্তকাদি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। এই মেলাতে আমেরিকার সকল স্থানের লোক উপস্থিত ছিলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বেদান্ত সমিতির পুস্তক প্রদর্শনী করার ফলে সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসীকে বেদান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাদিগকে অন্য কোনও উপায়ে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি মিসিসিপি নদীতে নৌকা-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। এখানকার ওয়েবষ্টার গ্রোভ্ সোসাইটী (Webster Grove Society) একটি মহিলা সমিতি। একদিন তাহাদের নিমন্ত্রণে সমিতিতে গমন করিয়া তিনি ভারতীয় নারী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতে বৃদ্ধা কুমারী নাই। ইহা বর্তমান সভ্যতার ফল। ভারতে বিধবার সম্মান কম নহে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা হয় ইত্যাদি। ১৬ই জুন তিনি নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

২৭শে জুন পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে অবস্থান করিয়া তিনি সমিতির বিবিধ কার্য সম্পাদন করিলেন এবং ২৮শে জুন অষ্ট্রীয়া ও বাভেরিয়ার টাইরলের হাই আল্প্‌স্‌ আরোহণ করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। এবার তিনি হল্যাণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিলেন। জাহাজে সহ-যাত্রীদের অনুরোধে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রেঃ হুইট্‌নেয়ার স্বামীজীর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে উভয়ের ভিতর বিতর্ক হইল। রেঃ হুইট্‌নেয়ার তর্কে হারিয়া চুপ করিয়া গেলেন। ৮ই জুলাই অভেদানন্দ হল্যাণ্ডের হুক বন্দরে অবতরণ করিলেন এবং এখানে তিনি বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিতে করিতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পিনোজার বাটী দর্শন করিতে গমন করিলেন। হল্যাণ্ডের দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রসিদ্ধ। তিনি এখানকার একটী প্রসিদ্ধ ফার্মে গমন করিয়া তাহাদেব চীজ্‌ ও মাখন প্রস্তুত প্রণালী দর্শন করিলেন। হুক্‌ হইতে তিনি আমষ্টার্ডম এবং আমষ্টার্ডম হইতে বাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে উপনীত হইলেন। মিউনিক হইতে বাভেরিয়ান্‌ আল্পস্‌ মাত্র ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আল্প্‌স্‌ বাভেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহা বাভেরিয়াকে অষ্ট্রীয়ান টাইরোল হইতে পৃথক করিয়াছে। ৭ হইতে ১২ আগষ্ট পর্যন্ত তিনি মিউনিকে অবস্থান করিয়া এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান ও দৃশ্য দর্শন করিলেন। এখানকার মিউজিয়ম খুব বড়। ইউরোপেব মধ্যে এই স্থানেই সর্বাপেক্ষা অধিক মদ চোলাই হয়। এখানকার 'অগাষ্টিনা বিয়ার গার্টনে' প্রত্যহ ৩০ হইতে ৪০ হাজার লোক মদ্য পান করে। মিউনিক হইতে বাভেরিয়ান আল্পস্‌ গমন করিবার জন্য তিনি প্রিয়েম যাত্রা কলিলেন। প্রিয়েম হইতে ইন্‌স্‌ব্রুক এবং ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে তিনি টবলাক গমন করিলেন।

পথে তুষার নদী এবং তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর মনোরম দৃশ্য চোখে পড়িতে লাগিল। অবশেষে তিনি ইটালীর সীমার ভিতর গমন করিলেন। তাঁহার সমস্ত মাল পত্র অম্‌নিবাসে তুলিয়া দিয়া, তিনি ট্রে-কসি গিরি-বর্ত্ম ধরিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকের শোভা সত্যই অতুলনীয়! পরদিন তিনি দক্ষিণ দিকের ঘন-অরণ্যানী বেষ্টিত বেগুিউন হ্রদ দর্শন করিতে গমন করিলেন। এই স্থান হইতে তিনি লুভলু শিখরে আরোহণ করিতে গমন করিলেন। ইহাতে তাঁহার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। এই স্থান হইতে তিনি ট্রেফই গমন করিলেন এবং তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের উপর আরোহণ করিলেন। সমস্তদিন তুষারপাত হইতেছিল। এই পর্বতশিখরে ঘন অরণ্যানীর ভিতর অবস্থিত উৎস এবং উপত্যকা দর্শন করিয়া এবং তুষার নদী অতিক্রম করিয়া তিনি ইটালী ও বাভেরিয়ার দিক হইতে আল্‌প্‌স্ পর্বত চড়াই ও উৎরাই করিলেন। অবশেষে ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি প্যারী অভিমুখে রওযানা হইলেন। তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্যারীতে অবস্থান করিযাছিলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি প্যারী ত্যাগ করিলেন এবং ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে উপনীত হইলেন। এখানে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ছিলেন। এই দিনেই তিনি নিউ ইয়র্ক রওযানা হইলেন এবং ১৬ই অক্টোবর তিনি নিউ ইয়র্কে অবতরণ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

আবার নিয়মিত কর্মপ্রবাহে! স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া মিসেস্ ওলিবুল, মিসেস এমা থার্সবির সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন। প্রোঃ পার্কারের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ক্রিসেণ্ট এথেলেটিক্ ক্লাবের

বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১লা নভেম্বর হইতে রীতিমত বেদান্তের বক্তৃতা ও ক্লাশ আরম্ভ হইল। নিম্নলিখিতভাবে এই ঋতুর কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল।

নভেম্বর হইতে :—

বক্তৃতা—রবিবার—পূর্বাহ্ন ১১টা, সমিতি-ভবন।

গীতাক্লাশ —মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৮টা।

যোগ ক্লাশ—বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৮টা।

শনিবার—পূর্বাহ্ন ১০-৩০ মি।

ধ্যান—প্রত্যহ রবিবার ব্যতীত অপরাহ্ন ৪টা।

(স্বামী নির্মলানন্দ গ্রহণ করিবেন)

এতদ্ব্যতীত প্রতি বুধবার ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ছাত্র এবং বন্ধুগণের সহিত অভেদানন্দ আলাপ করিয়া থাকেন।

২১শে নভেম্বর তিনি প্রোঃ পার্কারের সহিত এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন্ ক্লাবের প্রীতি সম্মিলনী ও ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। সেইস্থানে ক্লাবের সভ্যগণের সমক্ষে তিনি এপেলেসিয়ান মাউণ্টেন ক্লাবের সভ্যগণের ভিতব যে প্রীতির বন্ধন রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২৮শে ডিসেম্বর ওয়েষ্ট চেষ্টার মহিলা-সমিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি অপরাহ্ন তিনটার সময় 'হিন্দুগণের ধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩রা জানুয়ারীর ডেইলী আর্গাস বলেন: "যাহারা স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শান্ত, সহৃদয় এবং সরল প্রকৃতির প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন: আব্রাহামের শত শত বর্ষ পূর্বে হিন্দুরা পার্শিয়া হইতে ভারতে আগমন

করিয়াছেন। ইহারাই আদি আর্য। এই আদিম আর্য হইতেই ইহুদী ও আরব ভিন্ন সমস্ত ইউরোপ ও এসিয়ার অধিকাংশ লোকের উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা গত চারি সহস্র বৎসরের অধিক সময় হইতে নিজেদের কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, শুধু গ্রীক, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি আক্রমণকারীদের আগমনে ভারত সাময়িক ভাবে পরাধীন হইয়াছে ইত্যাদি।

১৬ই জানুয়ারী সোমবার প্রোঃ পার্কার 'কানাডার আল্পস্ আরোহন' নামক বক্তৃতা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে সমিতি-ভবনে প্রদান করিলেন। প্রবেশ ফি হইল ২৫ সেণ্ট। এই বৎসরের ইহা সমিতির একটী নূতন উদ্যম। এই বৎসর হইতে বিখ্যাত বক্তাদিগকে আনিয়া সমিতি-ভবনে বক্তৃতা দেওয়া হইত।

২৭শে জানুয়ারী সমিতির দশম বার্ষিক উৎসব এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি উৎসব বেদান্ত সমিতি ভবনে উদ্‌যাপিত হইল। অপরাহ্ন ৩টার সময় দেড় ঘণ্টাব্যাপী ধ্যান ও উপাসনা হইল। পরে স্বামী নির্মলানন্দ উপনিষদ পাঠ করিলেন। সন্ধ্যা ৮টায় সভা হইল। সভাতে শ্রোতৃ-বৃন্দ উপবেশন করিলে অভেদানন্দ কিছুক্ষণ শান্তভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, পরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া কার্য আরম্ভ করিলেন। সভাতে প্রথমে প্রোঃ পার্কার, গুড্ ইয়ার ও মিস্ গ্লেন বক্তৃতা দিলেন এবং মিসেস কেপ এবং যতীমাতা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সর্বশেষে অভেদানন্দ সকলের বক্তৃতা হইতে সার মর্ম আহরণ করিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন। ইহার পর তাহারা কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলে পর অভেদানন্দ শান্তি-বাণী উচ্চারণ কয়িয়া সভার কার্য শেষ করিলেন। সভাতে দৈনিক সংবাদপত্রের কয়েকজন রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন।

৩০শে জানুয়ারী পার্কাব, নির্মলানন্দ ও অভেদানন্দ ব্রুকলীন গমন করিয়া সেইস্থানে একটী কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এই কেন্দ্রের কার্যভার নির্মলানন্দের উপর ন্যস্ত হইল।

১লা ফেব্রুয়ারী টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আহ্বানে বক্তৃতা দিবার জন্য অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যা ৯-৩০ মিঃ সময় টরণ্টোতে উপস্থিত হইলে তিনি মিঃ রেজিনাল্ড জেমিয়াসনকে দেখিতে পাইলেন। তাহাবা উভয়ে কিং এড্‌ওয়ার্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর 'গ্লোবের' রিপোর্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের প্রাতঃবাশের সময় টরণ্টো নিউজের রিপোর্টার আসিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী টবণ্টো নিউজে এই সাক্ষাতের বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল:

"কড়া নাড়ার শব্দ হইলে ভিতর হইতে গম্ভীর সুমিষ্ট স্বরে প্রশ্ন হইল, 'কে কড়া নাড়ে?' রিপোর্টার বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, স্বামিজী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টার দেখিয়া বলিলেন, 'আমাব ঘরটী এখন অভ্যাগতকে বসিতে দিবার অবস্থায় নাই, আসুন গোল বৈঠকখানায় যাই।" তিনি মাথায় হ্যাট না দিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন।

রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আপনি কি মহাত্মা?'

তাহা শুনিয়া স্বামীজী মৃদু হাসিলেন।

রিপোর্টার বলিতে লাগিলেন: 'আপনি জানেন স্বামীজী আমরা এই সকল গম্ভীর মহাত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, তাহারা কিছু আহার না করিয়া দিনের পর দিন বাস করিতে পারেন শুধু আকাশের দিকে

তাকাইয়া এবং নানাপ্রকার অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া—আপনি কি তাহা হইলে—'

তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "না না নিশ্চয়ই না। আমি মানুষকে মহাত্মা হইতে শিক্ষা দিয়া থাকি। প্রত্যেকেই এক একজন মহাত্মা হইতে পারে।"

আমি আশান্বিত হইলাম। স্বামী যদি হিন্দুবেশে সজ্জিত হইতেন, তাঁহার ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং মৃদুস্বরে গান গাইতেন, বেদ আবৃত্তি করিতেন বা ভবিষ্যৎবাণী করিতেন তাহা হইলে অধিকতর প্রাচ্য, অধিকতর মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারিতেন। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে স্বামী অভেদানন্দ কী অদ্ভূত নাম! যদিও তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাস করেন নিউ ইয়র্কে যে নিউ ইয়র্ক অত্যধিক ভাবপ্রবণ মহাপুরুষগণকে জেলে ভর্তি করিয়া দেয়!

"স্বামীজী আপনি কি আপনার ধর্মবিজ্ঞানের পক্ষে নিউ ইয়র্ককে খুব শক্ত জায়গা মনে করেন না?"

"না তাহার ঠিক উল্টোই আমি মনে করি। আমরা নিউ ইয়র্ক এবং অন্যান্য সহরে সমিতিসমূহ স্থাপন করিযাছি। আমেরিকানরা খুব কার্যতৎপর, অন্ততঃ কানাডাবাসীদের চেয়ে অধিক কর্মতৎপর তো বটেই। বেদান্ত শিক্ষার জন্য কর্মীলোকই আমরা খুঁজিয়া থাকি।"

"বেদান্ত কাহাকে বলে?"

"বেদ মানে জ্ঞান অন্ত মানে শেষ।"

"হিন্দু বাইবেল বুঝি? আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে খৃষ্টান বাইবেলই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ?"

"জগতে বহু বাইবেল আছে, যেমন, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা।"

"আপনি কি বুদ্ধে বিশ্বাসী?"

"হাঁ, বুদ্ধও যিশুখৃষ্টের ন্যায় একজন ধর্মপ্রচারক।"

"আচ্ছা মনে করুণ, আপনি একজন লোককে বেদান্তী করিতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি যদি পিয়ারপর্ট মর্গান বা রক্‌ফেলার হন (Pierpoit Morgan or Rockfeller) তাহা হইলে তাঁহাকে সর্বপ্রথম কি শিক্ষা দিবেন?"

"তাঁহাকে আমার আদেশ মেনে চলতে হবে। তাহাকে চিন্তায় ও কথাবার্তায সত্যবাদী হতে হবে এবং আচার ব্যবহারে পবিত্র থাকতে হবে, তবে তাহার শরীবের জন্য আমি যে সকল প্রক্রিয়া করতে শিক্ষা দিব তা কবতে হবে এবং তাঁহাকে কিছুকাল নির্জন স্থানে অবস্থান করতে হবে তা' হলে তিনি সত্য দর্শন করতে পারবেন।"

"কিন্তু স্বামিজী এই সকল সময মিঃ মর্গান বা রকফেলারেব নিকট রাশি বাশি অর্থের জনক—প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ ডলাব! আচ্ছা, প্রকৃত মহাত্মা কি টাকা উপার্জন কবতে পারেন?"

"হাঁ, যদি তিনি তাহা সাধুভাবে কবেন।"

"আর এই সকল প্রক্রিয়া কি? নিশ্চয়ই শ্বাস প্রশ্বাসেব ব্যাপার?'

"হাঁ ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অত্যন্ত সাহায্য করে। ইহা ভগবানের নিকট হইতে আসে। যাহারা ভালভাবে শ্বাস ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন, তাহারা জানেন কি করিয়া সুস্থভাবে জীবন যাপন করা যায়।"

"আর খাদ্য সম্বন্ধে? আপনি আহার নিয়ন্ত্রণকারী?"

"আমি নিরামিষাশী, আমি ফল এবং শাকসব্জী ভালবাসি, দাল্ ডিম ও দুধ পছন্দ করি।"

"তাহা হইলে আপনি বিমর্ষ যোগী নহেন যিনি দিনে খেয়াল দর্শন করেন এবং দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন।"

"আমি বরং সাফ্‌ল বোর্ড পছন্দ করি। জীবনটা একটা মস্ত খেলা"। সাফল্ বোর্ড (Suffle Board or Shovel Board) এক প্রকার খেলা। এই খেলা ছোট টেবিলের উপর হয়। The game was very popular in the 16th aud the 17th centuries when it was played generally on a small board or table with pieces of money which were shoved with the hand. Besides this form others are now played on a larger scale, in one of which the board is 30 fit long and pieces are heavy weights." এখানে Suffle Boardএর কথা বলিয়া অভেদানন্দ খেলা-ধুলার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"রেস খেলা নিশ্চয়ই নয় স্বামীজী?"

তিনি মাথা নাড়িলেন।

"তাহা হইলে আপনি স্বর্গে বিশ্বাস করেন?"

"হাঁ, স্বর্গ অনেক আছে। যে স্থানে মানবের কামনা পূর্ণ হয় তাহাই স্বর্গ। এই জগতেই আমাদিগকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে হইবে।"

"আপনি কি সামাজিক আদব কায়দা মানেন?"

"হাঁ নিশ্চয়ই। তবে আমাদের ধারণা অন্য রকম। যখন আমি একজন মহিলাকে দেখিয়া টুপী খুলি তখন আমার মনে এই ধারণা হয় যে, সেই মহিলার ভিতরে যে জননীরূপী ঈশ্বর আছেন তাহাকেই আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

"তাহা হইলে আপনি কঠোর সন্ন্যাসী হইলেও চতুর্দিকের সৌন্দর্য দর্শন করেন ?"

"হাঁ. হাঁ, ইহাতে অদ্ভুত কিছুই নাই। ইহা ইন্দ্রিয়ের শিক্ষামন্ত্র। হাঁ, আমরা শিল্পকলা, কাব্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং বক্তৃতা করিবার সমিতিতে বিশ্বাস করি। সপ্তস্বর গ্রীকরা হিন্দুদের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। চাইনীজ্‌রা পাচটা মাত্র জানিত। এখন ক্ষমা করিতে হইবে আমার একজন বন্ধু আসিতেছেন দেখিতেছি।"

আজ স্বামীজীর সহিত লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গভর্ণরের সাক্ষাৎ হইবে। রাত্রিতে হিষ্টরিকেল সোসাইটী (Historical Society) তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ ভোজনে আপ্যায়িত করিবে। আগামী কল্য সন্ধ্যায় কনজার-ভেটারী হলে "বেদান্তের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করিবেন। প্রোঃ ক্লার্ক সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।" (Toronto News, Feb. 2nd 1905)

অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটের সময় অভেদানন্দ মিঃ ডেনিসনের সহিত লেপ্টেনেণ্ট্‌ গভর্ণর, প্রোঃ ক্লার্ক ও অন্যান্য কয়েকজন নামজাদা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। রাত্রিতে হিষ্টরিকেল ক্লাবে (Historical club) গমন করিয়া তিনি বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

পরদিন ৩রা ফেব্রুয়ারী সকালে মিঃ রেজিনাল্ড জেমিয়াসন আসিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া ওণ্টেরিও হ্রদের (Lake Onterio) উপর তুষার নৌকায় আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিলেন। সন্ধ্যায় কন্‌জারভেটারী অব্‌ মিউজিক্ হলে (Conservetory of Music Hall) তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি ছিলেন প্রোঃ ক্লার্ক। বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্‌টার তাহাকে শ্রোতৃবৃন্দের

সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রোতৃসংখ্যা তিন শতেরও উপরে ছিল।

এই বক্তৃতাতে তিনি ক্রমবিকাশ ও 'ঈশ্বরের মাতৃত্ব' 'কর্মফল দাতা কে' প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষে তাঁহাকে শ্রোতৃ মণ্ডলীর পক্ষ হইতে নানাবিধ প্রশ্ন করা হইল। তিনি অতি সরল ভাষায় তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলকে নিরস্ত করিলেন। টরণ্টো ওয়ার্ল্ড্ (Toronto World) বলেন: 'বক্তা গভীর তত্ত্বসমূহ নিয়া আলোচনা করিলেন। শ্রোতাদিগের ভিতর কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া ঐ সকল মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী প্রত্যেক প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সুন্দর ইংরাজী এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং শিক্ষিত কানাডা নগরবাসীদের থিওরীওয়ালা প্রশ্ন-কারীদের অস্পষ্ট ও ভগ্নস্বর পরস্পরের ভিতর পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছিল।"

পরদিন তিনি কানাডার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। ইহাদের ভিতর পালিটিকেল ইকনমির অধ্যাপক প্রোঃ মেয়োভির (Mayovir) ও প্রোঃ কর্টমান (Prof. of Physiological Psychology) ও প্রেসবাইটারিয়ান ধর্মযাজন ডাঃ ব্লেক ছিলেন। পরদিন তিনি নায়েগ্রা প্রপাতে গমন করিলেন এবং শ্লে আরোহণ করিয়া হর্স সো (Horse Shoe) প্রপাতে গমন করিলেন এবং নূতন টানেল দিয়া প্রপাতের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি ১২০ ফুট লম্বা তুষার কণা (Icicle) দর্শন করিলেন এবং তুষার সেতুর উপর দিয়া নায়েগ্রা প্রপাত পার হইলেন। সমস্ত

প্রপাতটী যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের প্রভাবে হঠাৎ প্রস্তরীভূত হইয়া তাহার পূর্ব রূপ ভীষণ গর্জন সমস্ত হারাইয়া মৃতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সমিতি ভবনে ধর্ম ও জ্যোতিষ এবং তাহাদের সহিত বেদের সম্বন্ধ নামক বক্তৃতা করিলেন। টরণ্টোতে তাঁহার এই বক্তৃতার সাফল্য সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিনের (এপ্রিল ১৯০৫) নিউ ইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা জানাইছেন, "অভেদানন্দ সবেমাত্র কানাডার টরণ্টোতে কৃতকার্য হইয়া প্রত্যবর্তন করিয়াছেন। তিনি টরণ্টো ইউনিভারসিটির ঐতিহাসিক সমিতিতে একটী এবং জনসাধারণের ভিতর আর একটী বক্তৃতা দিবার জন্য গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতাতে টরণ্টো সহরের পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। সভাতে কয়েকশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সহজ ও সরল ভাষায় 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা এবং বক্তৃতার পর বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দানের অদ্ভুত ক্ষমতাতে শ্রোতাগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রোতৃগণ তাঁহার উত্তর দানের প্রণালীতে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সভার কার্য মধ্যরাত্র পর্যন্ত চলিয়াছিল।"

"টরণ্টোর ন্যায় গোড়া খৃষ্টিয়ানের সহরে এরূপ বিজয়লাভ কর্মশক্তির পরিচয় নহে। ইহা যে সত্যই বেদান্তের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতেছে তাহা জনৈক রিপোর্টারের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন: "স্বামী অভেদানন্দ, যাহার বক্তৃতায় টরণ্টোর সকল অপ্রতিদ্বন্দী উদারমনা সংস্কারকগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার টরণ্টোতে চার দিন অবস্থানের সময় তিনি সকলের আগ্রহের বস্তু

হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ট্রিনিটী কলেজ পরিদর্শন করেন এবং চ্যান্সেলার এবং প্রভোষ্টের সহিত আলাপ করেন এবং প্রো: ক্লার্কের সহিত তিনি যে আলাপ করেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। রবিবার রাত্রে তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তিনি নিরামিষাশী ও মদ্যপানে বিরত বলিয়া তিনি সব সময় ভোজে যোগ দিতে না পারিলেও তাহার প্রতিভাশালী বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকল অভ্যাগতকে আকর্ষণ করিয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার এবং প্রাদেশিক আইন সভার শিক্ষামন্ত্রী পদপ্রার্থী মিঃ হিউজেস্ দ্বিতীয় সভার সভাপতি ছিলেন। সহরের একজন প্রধান মেথডিষ্ট ধর্মযাজক বক্তৃতার শেষে সর্বপ্রথম উঠিয়া স্বামীজীকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য অভিনন্দিত করেন এবং তাঁহার পুস্তকাবলী পাঠ করিবার জন্য শ্রোতাগণকে অনুরোধ করেন। একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রেস্ বাইটেরিয়ান ধর্মযাজক (Pastor) অভেদানন্দকে তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাহাকে অতি যত্ন ও স্নেহের সহিত নিজ বাড়ীতে সম্বর্ধনা করেন। টরণ্টোর ভিন্ন ভিন্ন প্রধান লোক ছাড়াও, স্বামীজী লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের বাড়ীতে অভ্যর্থনায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার আগমনে এমন উৎসাহের সঞ্চার হইরাছিল যে টরণ্টোতে বেদান্ত সমিতির শাখা স্থাপন করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।'

তাহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ নিউ ইয়র্ক সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম বক্তৃতা দান করিলেন। বিষয় ছিল 'ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বৈদিক ধারণা'। তাহার সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং বিষয় বস্তুকে নিয়া আলোচনা করিবার ক্ষমতাতে

সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি যে বলেন তাঁহার বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইল।

স্বামী নির্মলানন্দ ব্রুকলীনের কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

এদিকে বেদান্ত সমিতি ভবনে ব্রুকলীনের নরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাগার 'পেরুবাসিগণের ধর্ম ও জ্যোতিষ এবং তাহার সহিত বেদের সম্বন্ধ' নামক এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। মার্চ মাসের ৬ই তারিখ অভেদানন্দ ডাঃ মাইরিক (Myriek) এর সহিত ধর্মযাজকগণের এসোসিয়েসনে বক্তৃতা দিবার জন্য ভেণ্ডোম হোটেলে উপস্থিত হইলেন এবং 'আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

৮ই মার্চ বুধবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। সকলে ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত ধ্যান করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর অভেদানন্দ চণ্ডী পাঠ করিলেন। নির্মলানন্দ ধ্যানের ক্লাশ নিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিলেন, সন্ধ্যার পর উপাসনা শেষ হইলে মিস্ গ্লেন 'গস্পেল' (Gospel of Ramakrishna) পাঠ করিয়া উৎসব সমাপ্ত করিলেন। ২৪শে মার্চ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ জ্যাক্সন তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য বেদান্ত সমিতিতে আসিলেন, কিন্তু দেখা না হওয়াতে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: 'আমি এতদিন ধরিয়া আপনার নিকট পত্র লিখিব লিখিব কিংবা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব মনে করিতেছি। এই শীতে কাজের এত চাপ পড়িয়াছে যে আমি তাহা করিতে পাই নাই। আপনি মিস্ কেপ্‌কে অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলবেন কি যে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণে বেদান্ত সমিতি

ভবনে বক্তৃতা দিতে না পারাতে কত দুঃখিত। এবার কাজের চাপ এত পড়িয়াছে যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়টী সাধারণ বক্তৃতা দিব ভাবিয়াছিলাম তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে। আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দ (বড় মতি) লস্ এঞ্জেলিসের বেদান্ত সমিতি পরিচালনা করিতেছিলেন। আমেরিকার আবহাওয়া তাঁহার সহ্য না হওয়াতে তাহার স্নায়বিক দৌর্বল্যের উদয় হয়। সেই সময় তিনি একা থাকিতে ভয় পাইতেন। সেই জন্য তিনি অভেদানন্দকে অনুরোধ করেন যেন তাহাকে তাঁহার নিজের কাছে লইয়া যান। ইহার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে স্বামী ত্রিগুণাতীত সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছিলেন। তিনি স্বামী সচ্চিদানন্দ বা মতি মহারাজের অসুখের সংবাদ জানিতে পারিয়া লস্ এঞ্জেলিসে আগমন করেন এবং বুঝিতে পারেন মতিমহারাজের বায়ুরোগ হইয়াছে। ঔষধাদি প্রয়োগ করাতে তাঁহার রোগ সারিয়া যায়। পরে মতি মহারাজ প্রকৃতই পাগল হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাকে ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রশান্ত উপকূলের বেদান্ত প্রচার কার্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হন। ডাঃ লোগান ও অন্যান্য সকলে তাহকে সম্বর্ধিত করেন। কয়েক মাসের ভিতরেই তিনি 40 Steiner Streetএ বেদান্ত সমিতির জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতিভবনে স্বামী ত্রিগুণাতীত নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা ও ক্লাশ করিতেন।

রবিবার—বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর—সন্ধ্যা ৮টা—সমিতি-ভবনে
সোমবার—ক্লাশ (গীতা) সন্ধ্যা ৮টা,
প্রশ্নোত্তর (অর্ধ ঘণ্টা)
বুধবার—সংস্কৃত ক্লাশ, অপরাহ্ন ১-৩০ মিঃ
বৃহস্পতিবার—বেদ, সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ.
ধ্যান, সন্ধ্যা ৮টা।
প্রশ্নোত্তর বক্তৃতার পর।
শুক্রবার—সংস্কৃত ক্লাশ, সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ।

সংস্কৃত ক্লাশে শুধু সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইযা থাকে। এই ক্লাশে ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয় না। ইহা ১৯০৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে আরম্ভ করা হয়। বক্তৃতাতে সদস্য ও যাঁরা সদস্য নন সকলের প্রবেশ মূল্য ২৫ সেণ্ট এবং সংস্কৃত ক্লাশে প্রবেশ মূল্য ৫০ সেণ্ট এবং প্রত্যেক বিষযে ৫০ সেণ্ট ধার্য হইল।

এতদ্ব্যতীত গত বৎসর মে, জুন ও জুলাই মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীত লস্ এঞ্জেলিস-এ গমন করিয়া কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং বৎসরে একবার করিয়া যোগ-শিক্ষার্থীগণের সহিত শান্তি-আশ্রমে গমন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

বেদান্ত-সমিতি (নিউ ইয়র্ক) ভবনে ২৫শে মার্চ প্রোঃ গ্রিগ্‌স্ (E. H. Griggs) প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ইহার পর অভেদানন্দ ২৭শে মার্চ ওয়াশিংটন মহিলা-সমিতিতে বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও কথোপকথনে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন উৎসাহী সত্যলাভার্থী ওয়াশিংটনে একটী বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিতে আগ্রহশীল হইলেন। মঙ্গলবার ইহাদের একটী সভা

হইল, তাহাতে ২৭জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের পাঁচ জনকে নিয়া একটী ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইল। স্থির হইল যে, এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হইবে ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যায়। মিঃ ও মিসেস ডাফে (Mr and Mrs. Duffey) তাঁহাদের বৈঠকখানা এই কাজের জন্য ব্যবহার করিতে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরদিন ওয়াশিংটন ত্যাগ করিয়া অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩১শে মার্চ তিনি ব্রুক্‌লীন এসেমব্লীজ্ হলে প্রায় তিনশত শ্রোতার সমক্ষে 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথমেই প্রথম সংখ্যা বেদান্ত বুলেটিন প্রকাশিত হইল। এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই Mr. Wade তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৭ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অভিযানকারী কাপ্তেন কুক রঙ্গিন স্লাইডের (Slides) সাহায্যে 'দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারকাহিনী' নামক বক্তৃতা সমিতি-ভবনে প্রদান করিলেন। ইহার পরদিন অভেদানন্দ ওয়াশিংটন গমন করিয়া দুইটী সভায় যোগদান করিলেন এবং সমিতিতে ৯জন এসোসিয়েট্ সভ্য যথারীতি মনোনীত হইলেন। ২৫শে এপ্রিল তাঁহার গীতার বক্তৃতামালা (Gita Lectures) সমাপ্ত হইল। সর্বশুদ্ধ ৬৪টী বক্তৃতা দিয়া একাদশ অধ্যায় গীতার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। ৪ঠা মে অপরাহ্নে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। সেই দিন প্রোঃ পার্কার জগদীশচন্দ্র বসুর 'জড় ও চেতনের সাড়া' (Response of the Living and Non-living) নামক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

৫ই জুন মেরীকে (Mary) সম্প্রদান করিবার জন্য তিনি এপিস্কোপাল

চার্চে উপস্থিত হইলেন এবং বধূর বেশে সজ্জিত মেরীকে সম্প্রদান করিয়া বিবাহের ভারতীয় আদর্শসম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৮ই জুন তিনি মেডিসন এভিনিউ কনসার্ট হলে শকুন্তলার অভিনয় দর্শন করিতে গমন করিলেন। সেইস্থানে বাবা ভারতীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাবা ভারতীকে তিনি পরদিন বেদান্ত সমিতিতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন।

১লা জুন বেদান্ত সমিতির বিশেষ অধিবেশনে এসোসিয়েট্ মেম্বার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, যাঁহারা দূরদেশে অবস্থান করেন তাঁহারা বার্ষিক ৫ ডলার চাঁদা দিলে এসোসিয়েট্ মেম্বার হইতে পারিবেন এবং তিনি তখন স্বামীজীদের নিকট হইতে সাধন সম্বন্ধীয় সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি বিনামূল্যে বেদান্ত বুলেটিন পাইবেন। কোনও স্থানে কয়েকজন এসোসিয়েট সভ্য হইলে তাঁহারা একটি শাখা সমিতি স্থাপন কবিয়া নিজেদের ভিতর একজনকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং স্বামীজীদের কাহারও নির্দেশ অনুযায়ী চলিবেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে গমন করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাহা ছাড়া যখন এই সংঘ একজন স্বামীজীকে আহার জোগাইয়া রাখিতে পারিবে তখন ইহা একটী রীতিমত কেন্দ্রে পরিণত হইবে।

এই সভাতে আরও একটী বিষয় উত্থাপিত হইল—তাহা বেদান্ত সমিতির একটী বিশ্রাম স্থান। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর যেমন 'শান্তি-আশ্রম' আছে তেমনি নিউ ইয়র্কের জন্য আটলান্টিক উপকূলে একটী আশ্রমের অভাব অনুভূত হইতেছিল। জুন মাসে যোগের ক্লাসে অত্যধিক লোক সমাগম হইতে লাগিল ; সুতরাং সপ্তাহে দুইদিন যোগের ক্লাশ চালাইতে হইল।

ইহার পরে অবশ্য শুধু একদিনই যোগের ক্লাশ গ্রহণ করা হইতে লাগিল। আলাস্কার গবর্ণর মিঃ ব্রাডির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে এবং কানাডিয়ান পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে প্রোঃ পার্কার সহ অভেদানন্দ ২৯শে জুন নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া টরণ্টো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। টরণ্টো হইতে ফোর্ট উইলিয়ম হইয়া তাঁহারা উইনিপেগ গমন করিলেন। এইস্থানে ট্রেণে উঠিয়া একদিন ও এক রাত্রি তাঁহারা প্রেইরী দিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা কানাডিয়ান রকির সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ, তুষার-নদী অতিক্রম এবং নদী ও হ্রদে নৌকা চালনা করিয়া তাঁহারা ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত এই অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৫ই আগষ্ট তাঁহারা এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ন ছয়টার সময় ভাঙ্কুবারে উপনীত হইলেন। ভাঙ্কুবার হইতে ষ্টীমারে করিয়া অভেদানন্দ আলাস্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় যে সকল স্থানে জাহাজ থামিতে লাগিল সে সকল স্থানে নামিয়া পার্বত্য দৃশ্য ও সহর দর্শন করিতে লাগিলেন। সোনার খনি এবং যে পথ দিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের হতভাগ্য স্বর্ণ অন্বেষণকারীরা তাহাদের মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সেই সকল স্থান দর্শন করিলেন। আলাস্কাতে উপনীত হইয়া মিঃ ব্রাডির (Mr, Brady) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রাডির ভগিনী তাঁহাকে গাড়ীতে করিয়া লইয়া রেড্ ইণ্ডিয়ানগণের পরিত্যক্ত বাড়ীসমূহ এবং টটেম খুটি প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা পোর্টল্যাণ্ডের (Portland) মেলাতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানে মিঃ জি. মুখার্জীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জি. মুখার্জী আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত

উৎসাহী এবং শুধু নিজেব চেষ্টাতেই মেলাতে বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী করিয়াছিলেন।

কেনন (Cannon or Canyon) বলিতে দুইধারে খাড়া পর্বত সমন্বিত গভীব নদীর উপত্যকা বুঝায়। এই প্রকাব কেনন কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অধিত্যকাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় উপত্যকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে বহু আছে। কলরডো নদী প্রায় ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়া নিজ গতিপথ নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। কলরডো নদীর সবাপেক্ষা গভীর খাদ হইল ওবিজবার গ্র্যাণ্ড কেনন। এইস্থানে নদী প্রায ২০০ মাইল পথ পর্বত শিখর হইতে ৬০০০ ফুট নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

মেক্সিকোর পথে তাঁহারা সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ও লস্ এঞ্জেলিসে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী সচ্চিদানন্দের সহিত অবস্থান করিলেন। সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কোর বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হইতেছিল। এই স্থানে স্বামী সারদানন্দেব ভাই সতীশ চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। লস্ এঞ্জিলিসে বেদান্ত সমিতিতে তিনি স্বামী সচ্চিদা-নন্দের সহিত বাবা ভারতীকে দেখিতে পাইলেন। লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে তাঁহারা কলরডো কেনন (Cannon বা Canyon) দর্শন করিতে ট্রেণে করিয়া গমন করিলেন। রাস্তার দুই পার্শ্ব বৃক্ষলতাশূন্য। গ্রীষ্মের অত্যন্ত গরমে অভেদানন্দ কাতর হইয়া পড়িলেন। এই স্থান হইতে তাঁহারা মেক্সিকো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিবারাত্রি গাড়ী মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে তিনদিন তিনরাত্রি গাড়ীতে মরুভূমির উপব দিয়া চলিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা মেক্সিকো সহরে উপনীত হইলেন। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে বেদান্ত বুলেটিন

(নভেম্বর, ১৯০৫) বলেন : "লস্ এঞ্জেলিসে স্বামী সচ্চিদানন্দ অভেদানন্দকে অভিনন্দন প্রদান করেন। উত্তরে স্বামীজী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই স্থানের বেদান্ত সমিতির সভ্যগণের আগ্রহ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শুধু এই স্থানে নয়, তিনি যেস্থানে গিয়াছেন সেই স্থানেই বেদান্তের প্রতি লোকের আগ্রহ দর্শন করিয়াছেন। সেণ্ট লুইতে (St. Louis) তাঁহাকে একদিন অবস্থান করিয়া প্রায় ৫০ জন লোকের বেদান্ত সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল।" আলাস্কা যাইবার সময় এবং টরণ্টো যাইবাব সময় জাহাজের সহযাত্রীগণের অনুরোধে বক্তৃতা প্রদান করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। মেক্সিকোর পথে ভ্রমণ করিবাব সময় একজন স্পেনীয় ভদ্রলোক তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহার সহিত কথা কহিতে গিয়া অভেদানন্দ দেখিলেন, ভদ্রলোকটী নিজের পকেট হইতে তাঁহার কতকগুলি মুদ্রিত বক্তৃতা বাহির করিতেছেন। তাহার ভিতর একখানি ছিল Re-incarnation. এই ভদ্রলোকটী আরও অনেক লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন। ইহারা সকলেই বেদান্ত সম্বন্ধে পুস্তক ও পুস্তিকা পাঠ করিয়াছেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মেক্সিকো ত্যাগ করিলেন। মেক্সিকো ত্যাগ করিবার পূর্বে এই স্থানের আজটেক ও রেডইণ্ডিয়ানগণের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া সমস্ত অক্টোবর মাস তিনি বিশ্রাম করিলেন। অবশেষে ৩১শে অক্টোবর সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি সেই সভাতে তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। স্বামীজীর অবর্তমানে স্বামী নির্মলানন্দ বেদান্ত সমিতির

ক্লাশ ও বক্তৃতা যথারীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। ৫ই নভেম্বর হইতে রীতিমত এই ক্লাশ আরম্ভ হইল। এই সমস্ত ক্লাশে পৃথিবীর মহান মহাপুরুষগণের এবং প্রধান প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে সমিতি-ভবনে বক্তৃতা হইল। এই ঋতুর ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার তিনি ব্রুক্‌লীন ইনষ্টিটিউটে 'ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতাতে প্রত্যহ ৩০০ হইতে ৪০০ শ্রোতৃ সমাগম হইত। তাঁহার এই বক্তৃতামালা পরে *India and Her People* নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী নির্মলানন্দ এই সময় অভেদানন্দের স্থলে উপনিষদের ক্লাশ এবং প্রতি সোমবার ও বুধবার অপরাহ্ণ ৮টায় ধ্যানের ক্লাশ গ্রহণ করিতেন।

ক্রমে নববর্ষ আরম্ভ হইল। নূতন উদ্যমে সমিতির সভ্যগণ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১১ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশন হইল। এই সভাতে সমিতির গত বর্ষের কার্যবিবরণী পঠিত হইল এবং সমিতির নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সেই সভাতেই ৮০০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। ইহাতে স্থির হইল প্রথম মর্টগেজ দিয়া ১০ বৎসরের ম্যাদে ৩॥০ পারসেণ্ট সুদে ৫০ ডলার মূল্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বণ্ড (bond) বিক্রীর জন্য বাজারে দেওয়া হউক। এই বণ্ড (bond) নিউ ইয়র্কের প্রথম শ্রেণীর রিয়েল এষ্টেট (Real Estate) সিকিউরিটীরূপে রাখা হইবে। সুতরাং এই বণ্ড (bond) গবর্ণমেণ্ট সিকিউরীটী বণ্ডের পরেই স্থান পাইবে। এই বৎসর দেখা গেল ৭৫৬৩ খানা পুস্তক পুস্তিকা বিক্রীত হইয়াছে। বেদান্ত সমিতির পুস্তকের ক্রেতা পৃথিবীর নানাস্থানে আছে। টেক্সাস (Texas), আলাস্কা, হাওয়াই, ফিলিপাইন, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট

ইণ্ডিজ, ভঙ্কুবার, মেক্সিকো, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে পুস্তকের অর্ডার আসিয়াছে। বেদান্ত প্রচারকদের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং শত শত লোকের মনে শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দিতেছে!

ইহুদীদিগের সংঘের রডল্‌ফ্‌ শলম্‌ (Rodolph Sholom)-এর ধর্মযাজক রাবি গ্রস্‌ম্যান (Rabbi Grossmen)-এর নিমন্ত্রণে অভেদানন্দ সেই মন্দিরের 'তরুণ যুবক যুবতীর সংস্কৃতি-সমিতি'-তে বক্তৃতা করিতে গমন করিয়াছিলেন। ১৫ই জানুয়ারী রাবি গ্রসম্যান তাঁহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া গেলেন। এই বক্তৃতাতে স্বামীজী প্রদর্শন করিলেন যে, বৌদ্ধরা কখনই ইহুদীদিগের উপর অত্যাচার করেন নাই। রাবি গ্রসম্যানও তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়া বলিলেন খৃষ্টীয়ান, পার্শিয়ান এবং মুসলমানদের অত্যাচারের কথা থাকিলেও বৌদ্ধ কর্তৃক কোনও প্রকার অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই। স্বামীজীর কথায় খুব চাঞ্চল্যেব সঞ্চার হইল এবং বেদান্ত-আন্দোলন সম্বন্ধে সকলে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

ইহার পরে ১৭ই জানুয়ারী সমিতির বার্ষিক উদ্বোধন-উৎসব এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইল। ৩টা হইতে সভার কার্য আরম্ভ হইল। নির্মলানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বহু অপ্রকাশিত ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই সভাতে সিংহলের সলিসিটার জেনারেল রামনাথন (Solicitor General Ramanathan) উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সময় আমেরিকা ভ্রমণে আসিয়াছিলেন এবং বেদান্ত সমিতিতে অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিতে পূর্বে একদিন আসিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর অভেদানন্দ স্বামী বিবেকান্দের শিশুসুলভ সরল চরিত্রের কথা বর্ণনা করিলেন। রামনাথন স্বামীজীকে সিংহলে

যে বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। স্বামীজী সেই সময় রামনাথনের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। সঙ্গীত ও আশীর্বাদের পর সভা ভঙ্গ হইল।

২২শে জানুয়ারী সুইডেন বর্গীয়ান ধর্মযাজক মিঃ স্মিথ (Mr. Smith) নিউ চার্চ ক্লাবেব ভোজে অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজের পর স্বামীজী 'বহুত্বে একত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর মিঃ স্মিথ বেদান্ত সমিতিব রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখাইলেন যে, বেদান্তের মতেব সহিত সুইডেনবার্গের মতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। স্বামীজী কিন্তু আবার উঠিয়া বলিলেন—সুইডেনবার্গ শুধু দ্বৈত এবং বেদান্তের প্রাথমিক মত মাত্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বেদান্তের মূলতত্ত্ব তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ২৭শে জানুয়ারী স্বামী নির্মলানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং সমিতিতে অভেদানন্দ একাই রহিলেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বেদান্ত সমিতির নিয়মিত কার্য চলিতে লাগিল। ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি লাটু মহারাজের নামে কিছু টাকা (দুই পাউণ্ড) পাঠাইলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ ভীমগড়া ষ্টোরে গমন করিলেন। ভীমগড়া একজন হিন্দু মার্চেণ্ট। তাহার ষ্টোর্সে বরকত উল্লার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইহার পরদিন 'হিন্দু ডে' উপলক্ষে মেরী এণ্টোনিও হোটেলে প্রীতি-সম্মিলনী ছিল। সেই স্থানে তিনি ভীমগড়া তাঁহার পুত্র, বরকতুল্লা ও কেশী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন।

২রা মার্চ অল্ সোলস্ চার্চে (All Souls Church) লীগ অব্ ইউনেটেরিয়ান উইমেনস্ ক্লাবের কমিটিতে অভেদানন্দ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ৩রা মার্চ পূর্ব পূর্ববারের মত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইল। এই সময়ে তদানীন্তন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক বিক্রয় হইতে লাভের শতকরা ২৫৲ টাকা মঠে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ৮ই মার্চ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে ৭৮০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্রুক্‌লীনে ভাবী ধর্মপ্রচারকদের শিক্ষিত করিবার জন্য একটী স্কুলের পরিকল্পনা চলিতেছিল। ২রা এপ্রিল এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক সভা আহূত হইল। নিমন্ত্রিতগণের ভিতর অভেদানন্দও ছিলেন। তিনি সেই স্থানে উপনীত হইয়া প্রোঃ হুপার (Prof Hooper), প্রোঃ গ্রিগ্‌স্ ও ডাঃ নিকোলাস উপস্থিত ছিলেন।

৮ই এপ্রিল বুদ্ধের ২৪৫০ তম জন্ম উৎসব উদ্‌যাপন করিবার জন্য বেদান্ত সমিতি-ভবন দেওয়া হইল। জাপানের প্রধান পুরোহিত মাকু উৎসব সম্পাদন করিলেন। সর্বপ্রথমে অভেদানন্দ 'বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করিলে উৎসবের কার্য আরম্ভ হয়।

১১ই মে শুক্রবার ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের এক ভোজের ব্যবস্থা হয়। তাহাতে তাঁহারা অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মিঃ ভীমগডা, পেটাথী, বরকতুল্লা, বেরামজী এবং আমেরিকান মিশনের হিউম্ প্রভৃতির সহিত আহার করিলেন। এই সময়ে বরোদার মহারাজা নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভেদানন্দ যখন পরিব্রাজক হইয়া সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি কিছুদিন মহারাজার অতিথিরূপে বাস করিতেছিলেন।

অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ আছেন জানিতে পারিয়া মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিজ ভ্রাতাকে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ১৩ই মে রাজভ্রাতা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং মহারাজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা নিউ ইয়র্কে ওয়ালডর্ফ এষ্টোরিয়া হোটেলে বাস করিতেছিলেন। অপরাহ্ন ৩টার সময় পণ্ডিত স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ীসহ উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ও মহারাণীর সহিত তিনি প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ করিলেন। মহারাজ তাঁহার রাজ্যের উন্নতিকল্পে কি নূতন পন্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডাটোরের সহিত আরও এক ঘণ্টা এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন। মিঃ ডাটোর ও পণ্ডিত তাঁহাকে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন।

১৬ই মে স্বামীজী ভারতে রওনা হইবেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে ১৪ই মে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হইল। সেইদিন বরোদার মহারাণী ও মহারাজকে বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্বাগত অভিনন্দনও দেওয়া হইয়াছিল।

অভেদানন্দকে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হইলে তিনি 'ভারতের বর্তমান শিক্ষার অবনত অবস্থা' সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বলিলেন: "যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে ভারতের এই শিক্ষার অবনত অবস্থা অনেকটা দূরীভূত করিতে পারে।" তাহার পর তিনি তাঁহার অতীত জীবন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন: "আমি যখন সমস্ত ভারত সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন মহারাজ আমাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়াছিলেন।

তিনি আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন ও সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা আমার চিরকাল ছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তাঁহাকে বেদান্ত সমিতি ভবনে অভ্যর্থনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিব।"

মিঃ গার্ডনার কতকটা রহস্যচ্ছলে, কতকটা গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন: "আমরা ছোটবেলা একটী সঙ্গীত শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। 'গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুষার ক্ষেত্র হইতে ভারতের গ্রীষ্ম প্রধান দ্বীপ পর্যন্ত' হিদেনগণের বাস এবং বাল্যকাল হইতে এই হিদেনগণকে সত্যের পথে আনিবার জন্য আমি এক পেনি দুই পেনি করিয়া বাঁচাইয়া এই হিদেনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য মিশনারীদের ভাণ্ডারে জমা দিয়াছি। এখন দেখিতেছি তাহারা আমাকে ঠকাইয়াছে!"

অভিনন্দন দেওয়ার পর অভেদানন্দ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ভীমজী দুই চার কথা বলিলেন। তাহার পরে মহারাজা অভেদানন্দকে বিদায় অভিনন্দন দিতে উঠিয়া বলিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়াছেন তাঁহার দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য নূতন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহা জানিবার জন্য এবং অভেদানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে তিনি প্রশংসা করিলেন। মহারাজের বক্তৃতার পর অভেদানন্দ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গার্ডনারের বক্তৃতার পর মহারাজ আবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার শেষে অভেদানন্দ তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত মহারাজ ও মহারাণীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজ ও মহারাণী অপরাহ্ন ৭-৩৫ মিনিট হইতে ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল

বেদান্ত সমিতি-ভবনে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ১০-৩০ মিনিটের সময় সভা ভঙ্গ হইল।

১৬ই মে বুধবার হোয়াইট্ ষ্টার লাইনের ম্যাজেষ্টিক নামক জাহাজে করিয়া তিনি ভারতের দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য স্বামী বোধানন্দ ১৫ই এপ্রিল বোম্বে হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি ১লা জুন হইতে বেদান্ত সমিতির নিয়মিত কার্য আরম্ভ করিলেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি স্বামী ত্রিগুণাতীত কালিফার্ণিয়ার সান্-ফ্রান্সিস্কোতে বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বেদান্ত সমিতির বাড়ী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই বাড়ীর প্ল্যান তিনি নিজে করিয়াছেন এবং সমস্ত কাজ-কর্মের তদারকও তিনিই করিয়াছেন।

অবশেষে ১৯০৬ খৃঃ অব্দের ৭ই জানুয়ারী তিনি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির উদ্বোধন করেন। "সেই দিন সকালে আটটার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবার কথা থাকিলেও সেই সুন্দর উপাসনা গৃহটীতে ৬টা হইতে না হইতে লোক আসিতে লাগিল। গাড়ীগুলি লোকপূর্ণ হইয়া অবিরত আসিতে লাগিল। এই উপাসনাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত উপনিষদ হইতে প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অর্গ্যান বাজিতে লাগিল। তাহার পর গান হইলে তিনি 'বেদান্ত কি' নামক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর আবার সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের পর জলযোগ হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল। এইরূপে পাশ্চাত্য দেশে প্রথম হিন্দু

মন্দির স্থাপিত হইল। মন্দিরটীর নীচের তলায় হল ঘর এবং স্বামিজীর থাকিবার ঘর এবং দ্বিতলে সভ্যদের থাকিবার ঘর এবং এক পার্শ্বে সহরের সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে উপাসনা-গৃহ বা মন্দির, ইহার উপরটী ভারতীয় মন্দিরের গম্বুজের ন্যায়।

এই মন্দির নির্মানের ব্যয়ভার বহন করিয়া সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। ইহার উপর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে মেম্বারগণের প্রায় সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছিল। অবশ্য মন্দিরের কোন অনিষ্ট না করিয়াই অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের এই বিপদের সংবাদ জানিতে পারিয়া অভেদানন্দ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া এক পত্র লিখিলেন। তাহার উত্তরে স্বামী ত্রিগুণাতীত লিখিয়াছিলেন: "তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বর্তমানে কোনও টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে লিখিব। তুমি জান যে, আমরা আমাদের সকল খরচ কমাইয়া দিয়াছি এবং আমরা এখানকার রিলিফ কমিটির নিকট হইতে প্রচুর খাবার পাইতেছি। ঐ স্থানের সমিতির মেম্বার এবং আমাদের বন্ধুদিগকে এই কথাটী অনুগ্রহ করিয়া জানাইও। তাহাদিগকে আমরা আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিসেস পেটারসন এবং মিঃ ও মিসেস্ উলবার্গ তোমাদের নিকট স্বতন্ত্র পত্রে সমস্ত জানাইয়াছেন। আমি এই রবিবার হইতে রবিবাসরীয় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছি" —(৪ঠা এপ্রিল ১৯০৬)।

অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিবার পর স্বামী বোধানন্দ নিউ ইয়র্কে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ক্লাশ ও

বক্তৃতা চালাইতে থাকেন। এদিকে সানফ্রান্সিস্‌কো আশ্রমের জন্য স্বামী প্রকাশানন্দ ২রা আগষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমেরিকাতে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া বেদান্ত আলোচনা চলিতেছে। বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ সমগ্র আমেরিকায় বেদান্তের প্রচার কার্য চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আমরা দেখিতেছি, নিউ ইয়র্ক, মণ্টক্লেয়ার, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, বোষ্টন, লস্ এঞ্জেলিস্, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, চিকাগো প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় বেদান্ত অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ সংঘবদ্ধ হইয়া রীতিমত বেদান্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের ভিতর এই সময় তিন জন মাত্র আমেরিকায় উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইয়র্কে অভেদানন্দ, লস্ এঞ্জেলিসে সচ্চিদানন্দ এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে ত্রিগুণাতীতানন্দ।

এই সময়ের ভিতর অভেদানন্দ সমস্ত আমেরিকায় সহস্র সহস্র মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। শত শত লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া শত শত নরনারী জীবনে শান্তি পাইয়াছেন ও জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছেন। যাঁহারা শরীর মনে চিরকালের জন্য বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এরূপ বহুলোক তাঁহার আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। এই সকল লোকের লিখিত শত শত পত্র এখনও ইহার সাক্ষী দান করিতেছে।

মনে হইতে পারে বেদান্ত শুধু পণ্ডিত, শুধু শিক্ষিত লোকের নিকটই স্বামীজীরা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বেদান্ত

প্রকৃতপক্ষে খনির শ্রমিক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভিতর বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বেদান্ত বুলেটিনের ১৯০৫ সালের নভেম্বর সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছিল : "বিস্ময়ের বিষয় যে, বেদান্ত আলোচনার এই সকল কেন্দ্রসমূহের ভিতর দক্ষিণ ডাকোটার ঘন বসতিসম্পন্ন খনি জিলাসমূহের অন্যতম। এক বৎসরেরও কম হইল, এই স্থান হইতে বার বার পুস্তকের অর্ডার আসিতে লাগিল। প্রত্যেক বার পূর্ববারের হইতে অধিক মূল্যের। শেষে এক পত্র আসিল যে, বিবেকানন্দের রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ ডজন হিসাবে নিলে কত কমিশন পাওয়া যাইবে। ইহাব পরেই ২৫ ডলার বা ৭৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তকের জন্য এক অর্ডার আসিল। এই অর্ডার আসার পর সমিতি হইতে তাহাদিগকে লেখা হইল যে, তাহারা এত বই দিয়া কি করে? তাহার নিম্নলিখিত উত্তর আসিল : "আমাদের নিকট বেদান্ত-দর্শনের ভাব বহন করিয়া আসিয়াছেন ডাঃ—(একজন আমেরিকান ডাক্তার), তাঁহাকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ইহার (বেদান্তের) ব্যাখ্যাপ্রণালী অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট বলিয়া আমরা এই মত গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহা আমরা পছন্দ করি। আমরা যখনই কাহাকেও এই মতের প্রতি আকৃষ্ট দেখি তখনই তাহার নিকট এই অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার করি। আমরা প্রায় সকলেই মজুর এবং বিবাহিত, তবে আমাদের ভিতর যে দুই একজন অবিবাহিত আছে তাহাদিগকে বেদান্তের ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হইতে পারে। আমি জানিতে চাই এই দেশে কি সন্ন্যাসীদের কোনও সংঘ আছে? সমিতি কি এই—ভাব-প্রচারকদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়াছেন? বেদান্তের সর্বপ্রধান মহান্ ভাব হইল যে ইহা বাইবেলের (New Testament)এর

সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করে। ইহার সাহায্য না পাইলে বাইবেলের বেশী ভাগই অবোধ্য এবং প্রহেলিকাময় থাকিয়া যাইত। আমার মনে হয় এই বেদান্তের ভাব প্রচারের ফলে খৃষ্টীয়ধর্মে অনেকগুলি বিশেষ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইবে।" উত্তর নিউ ইয়র্ক হইতে একজন লোক বেদান্ত সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়া পত্র শেষ করিয়াছে: "আমি গরীব মজুর, দামী বই কিন্‌বার আমার সামর্থ্য নাই।" পেনসিলভেনিয়া হইতে আর একজন লিখিয়াছে: "আমি Trackman রূপে নয় ঘণ্টা দৈনিক কাজ করিয়া মাত্র ১ ডলার ৩২ সেণ্ট পাই। আমার এই আয়ে যোগ শিক্ষার কি করিতে পারি?" এই নিউ ইয়র্ক সহরে নিয়মিত ক্রেতা ছিল এক মোটর-চালক। তাহার এত পুস্তক ক্রয় করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল: "There were a lot of boys at the car-house reading these books' (গাড়ীর ঘরে একদল বালক আসিয়া এই সকল পুস্তক পাঠ করে)।

গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাক্‌কালে এক রবিবারে দেখা গেল একটী লোক রাস্তায় পায়চারী করিতেছে এবং মাঝে মাঝে সমিতি-গৃহের জানালার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। মনে হইল সে যেন গৃহে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছে না। অবশেষে সাহস করিয়া অর্ধভেজান দরজার এক পাশ দিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং পকেট হইতে একটী ডলার বাহির করিয়া বই কিনিতে চাহিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কি বই চাই? তাহাতে সে বলিল: "তা জানি না। যিনি আমাকে বই কিনিতে বলিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে Bag নামক বই আমার পড়া উচিত। তিনি শুধু বলিয়াছেন অন্ততঃ পঞ্চাশবার পড়িলে আমি ইহা বুঝিতে পারিব।" স্বরে স্কচ্‌ আওয়াজ বেশ ধরা পড়িতেছিল। তখন

তাহাকে ভগবদ্গীতা এবং আরও কয়েকখানি পুস্তিকা দেওয়া হইল। প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সে বলিল : "যদি মিঃ হেডেলিন্ কখনও এই স্থানে আসেন তাহা হইলে তাহাকে বলিবেন যে জাহাজের কাঠমিস্ত্রি 'ম্যাক্' এখানে আসিয়াছিল।"

আমেরিকাতে এইভাবে বেদান্ত প্রচারে রত থাকিলেও ভারতেও তিনি আমেরিকা হইতে কিছু কিছু কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। নেশনের প্রসিদ্ধ সম্পাদক এন্. এন্ ঘোষের নামে তিনি বেদান্ত সমিতির পুস্তক পাঠাইয়া তাহা তাঁহার পত্রিকায় সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অনুরোধ রক্ষিত হইযাছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় ছাত্রগণের তিনি অভিভাবক রূপে ছিলেন। অনেককে তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেন। নানা স্থানে তাহাদিগকে ভর্তি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। একবার একজন ভারতীয়কে আমেরিকাব সিটিজেনশিপ শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে উচ্চ রাজ কর্মচারীকে পর্যন্ত সুপারিশ করিতে হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়

ভারতে ছয় মাস

অভেদানন্দ লণ্ডন হইতে এস্. এস্. মুলতানে (S. S. Multan) আরোহণ করিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলম্বোতে উপস্থিত হইলেন। কলম্বোতে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য আয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং কলম্বোতে জাহাজ উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ এবং কলম্বোর প্রধান প্রধান নাগরিকদের কয়েকজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে জাহাজে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণানন্দ রহিয়া গেলেন। তাঁহারা ভারতে বেদান্ত আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন: "স্বামীজীর দেহত্যাগের পর হইতে সারদানন্দ-প্রমুখ সকলেই হতাশাপীড়িত হইয়া কার্যে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় কার্যের গতি প্রায় রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ভাব দূর করিতে হইলে সমস্ত ভারতে বক্তৃতাদির দ্বারা নব চেতনার সঞ্চার করিতে হইবে।" রামকৃষ্ণানন্দের নিকট হইতে ভারতীয় কর্মের এবংবিধ অবস্থা জানিতে পারিয়া অভেদানন্দ চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার পরামর্শই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি সহায়ে তিনি দেশে নব চেতনার সঞ্চার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অপরাহ্নে কলম্বোর প্রধান প্রধান নাগরিকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অভেদানন্দকে ষ্টীমলঞ্চে করিয়া তীরে লইয়া গেলেন। তীরে অবতরণ করিলে সহস্র সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বারিষ্টার থিয়াগ রাজা (Thyagaraja) অভেদানন্দকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিলেন। সেই জনসমুদ্রের ভিতর তাঁহার বন্ধু অনাগরিক ধর্মপালকে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ছাদহীন ঘোড়ার গাড়ীতে অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দ শোভাযাত্রার সহিত ধীরে ধীরে কোটাহিনা (Kotahina) নামক বাড়ীতে উপনীত হইলেন। এখানেও অভেদানন্দকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করা হইল। ফটক (Gate) হইতে গৃহদ্বার পর্যন্ত শ্বেতবস্ত্র বিস্তৃত ছিল! গৃহস্বামী সহচরগণ সহ অভেদানন্দকে তাহার উপব দিয়া ধীরে ধীরে গৃহে লইয়া গেলেন। সেই সময় সিংহলী সঙ্গীত চলিতেছিল। সিঁড়িতে গৃহকর্তা মিঃ নমঃশিবায়ম্ তাঁহাকে আবার মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিলেন। সকলে উপবেশন করিলে কলম্বোর হিন্দু নাগরিকের পক্ষ হইতে অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করা হইল। তিনি অভিনন্দনের উত্তরে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পরে বিশ্রাম করিবার জন্য তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং সাধারণভাবে দর্শনার্থীদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেক প্রণত দর্শনার্থীর কপালে ভস্মের টিপ্ দিয়া তাঁহাদিকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

কলম্বোতে অবস্থান কালে স্থানীয় 'বিবেকানন্দ সমিতি'-র পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে তিনি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

এতদ্ব্যতীত এখানকার প্রাইজ পার্ক থিয়েটারে (Prize Park Theatre) 'সনাতন ধর্ম' ও 'ধর্মের আদর্শ' নামক দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এইস্থানের প্রধান প্রধান মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করেন। স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শ্যামের যুবরাজ। তিনি যত্নের সহিত স্বামীজীকে মন্দিরের বিরাট অর্ধশায়িত বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নসমূহ প্রদর্শন করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা স্থানীয় থিয়োসফিকেল সোসাইটী (Theosophical Society) দর্শন করিতেও গমন করিয়াছিলেন।

কান্দির প্রসিদ্ধ 'দন্ত-মন্দির' দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা কলম্বো ত্যাগ করিলেন। এই মন্দিরে বুদ্ধের একটী দন্ত রক্ষিত আছে। অশোকের পুত্র মহিন্দ ইহা আনয়ন করেন। কান্দি ষ্টেশনে অভেদানন্দকে রাজোচিতভাবে সম্বর্ধিত করা হইল। কলম্বো ও কান্দিতে অবস্থান কালে দূর গ্রাম অঞ্চল হইতেও বহু নরনারী ফল ফুল হস্তে অভেদানন্দকে দর্শন করিতে আসিত। তাহাদের সরল ব্যবহার অভেদানন্দকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহাদের সহিত দোভাষীর সাহায্যে আলাপ করিতেন। সরল গ্রামবাসীগণ তাহাতে নিজেদের ধন্য মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গমন করিত।

কান্দির দন্ত-মন্দির পর্বতবেষ্টিত একটী স্বচ্ছ হ্রদের তীরে অবস্থিত। চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী সবুজ গুল্ম লতায় আবৃত থাকিয়া এই স্থানের সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মন্দির ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। এখানে অভেদানন্দ ধর্মরাজ কলেজ হলে 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কান্দি হইতে তিনি জাফ্না গমন করিলেন। এই স্থানেও শত শত লোক

আলোকমালাদি লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বের বাড়ীর দরজা জানালা আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। এই স্থানের নাগরিকগণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানের ভিতর প্রাচীন ডাচ্ দুর্গ প্রধান। তাঁহারা ডাচ্ দুর্গ দর্শন করিলেন এবং স্থানীয় 'বিবেকানন্দ বালিকা-বিদ্যালয়' পরিদর্শন করিলেন। রাত্রিতে এক জনসভায় তিনি 'বেদান্ত' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিলেন। এই স্থান হইতে বোধিদ্রুম দেখিবার জন্য তাঁহারা অনুরাধাপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে সিংহল ভ্রমণ শেষ হইল। তাঁহারা এই স্থানের বোধিদ্রুম ও দাগোবাসমূহ দর্শন করিয়া কলম্বোতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কলম্বো হইতে ২৮শে জুন দেশীয় জাহাজে করিয়া তাঁহারা সিংহল ত্যাগ করিলেন।

টুটিকোরিণে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য লোকগণ ষ্টীমলঞ্চ (Steam launch) করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। অতিরিক্ত গরমের জন্য দিনের বেলায় আর কোনও বক্তৃতা হইল না। রাত্রিতে কসমোপলিটান (Cosmopolitan) ক্লাবের ময়দানে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রায় চারি সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা দোভাষী তামিলে ভাষান্তরিত করিয়া বলিলেন। তাঁহার আগমনের সুযোগে এই স্থানে একটী 'বিবেকানন্দ সমিতি' গঠিত হইল।

টুটিকোরিণ হইতে টিনেভেলি। এই ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল। প্রথমে তাঁহাকে ষ্টেশনের নিকটে একটী স্থানীয় ক্লাবে লইয়া যাওয়া হইল। এই ক্লাবের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি একটী নাতিদীর্ঘ

বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহারা ষ্টেশন হইতে সহরে উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র লোক হস্তী, অশ্ব, পতাকা ও গীতবাদ্য সহকারে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। সেই দিন বিশেষ পর্ব ছিল বলিয়া আরও একটী শোভাযাত্রা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। তাঁহারা এই স্থানে মিঃ সেনাচলমের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কলম্বো হইতে আরম্ভ করিয়া অনবরত বক্তৃতা ও কথোপকথনে অভেদানন্দ অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে দুই একদিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। সেনাচলমের অনুরোধে তাঁহারা তাঁহার পর্বত-নিবাসে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিনই অভেদানন্দ টিনেভেলির অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সেনাচলমের কোট্টালামে পার্বত্য সৌন্দর্যের ভিতর অবস্থিত পর্বত নিবাসে গমন করিলেন। এই স্থানে পার্বত্য সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দের ক্লান্তি দূর হইল। এই স্থানে তাঁহারা দুই দিন ছিলেন। টিনেভেলি হইতে তাঁহারা মাদুরা যাত্রা করিলেন। পথে লোকের আগ্রহে তাঁহাদিগকে টেনকাশীতে অবতরণ করিতে হইল। ৪ঠা জুলাই তাঁহাবা মাদুরাতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে অভেদানন্দ 'বিশ্বজনীন বেদান্তের ধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে একবাব দর্শন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানে তিনি মাদুরার বিখ্যাত মন্দির-সমূহ দর্শন করিলেন। রামেশ্বরে গমন করিয়া স্বামীনাথ ও পর্বত-বর্ধিনীর পূজা করিয়া তাঁহারা আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৬ই জুলাই শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিতে তাঁহারা মাদুরা ত্যাগ করিলেন। ৭ই জুলাই তাঁহারা ত্রিচীনাপল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে তাঁহারা প্রথমে দুর্গে উপস্থিত হইলেন ; পরে সেই স্থান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন কাবেরীতে স্নান করিয়া তাঁহারা শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনের জন্য গমন করিলেন। এই স্থানের 'শ্রীরঙ্গম ক্লাব' এক মহতী জনসভা আহ্বান করিলেন। স্বামিজী 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পব বাজী পোড়ান হইল। অবশেষে হস্তী, উষ্ট্রসহ বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। বালকগণ ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া স্বামিজীর গাড়ী নিজেরাই টানিয়া লইয়া চলিল। পরদিন ভোরে প্রায় পাঁচশত ছাত্র অভেদানন্দকে লইয়া কোটেই পর্বতখোদিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিল।

পদুকোটার দেওয়ানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা মাদুরা হইতে পদুকোটা যাত্রা করিলেন। রাস্তায় গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রায় চারি ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহারা যখন পদুকোটায় রাত্রি ১-৩০ টায় উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করিতে উপস্থিত সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে এবং আলোকমালা সহ শোভাযাত্রার ব্যবস্থা বন্ধ করিতে হইয়াছে। তাঁহাদিগকে রাজকীয় অতিথিশালায় লইয়া যাওয়া হইল এবং সেদিনকার মত তাঁহারা বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন দেওয়ান আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অপরাহ্নে হিন্দু বিদ্যালয়ের হল ঘরে সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব হইতে লোক সমাগম হইতেছিল। স্বামীজী এইস্থানে 'আমেরিকায় বেদান্ত' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতা চলিতেছে এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইহা সমগ্র

দেশবাসীর মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। কারণ গত দুই মাস সমগ্র দেশে এক বিন্দুও বারিপাত হয় নাই এবং জলের অভাবে শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছিল। এই ঘটনা সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, কারণ হিন্দু শাস্ত্র বলেন—প্রকৃত সন্ন্যাসী বা সাধু যেই স্থানে গমন করেন সেইস্থানেই অমৃতধারা বর্ষণ করেন। আমরা রামায়ণে লোমপাদ রাজার রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি এবং ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে বৃষ্টিধারার পতনের অনুরূপ উপাখ্যান পাঠ করিয়াছি। বর্তমান ঘটনা দেখিয়া মনে হয় উপাখ্যানটী কল্পিত নাও হইতে পারে।

ইহার পরে Young Men's Hindu Religious Association-এর পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন প্রদান করা হয় তাহার উত্তরে অভেদানন্দ 'যোগসাধন' নামক বক্তৃতা দান করিলেন।

পদুকোটা হইতে তাঁহারা শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অপরাহ্লে তাঞ্জোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঞ্জোর ষ্টেশনে আবার অসংখ্য লোক আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা তাঞ্জোরের বৃহৎ প্রস্তর নির্মিত বৃষ এবং রাজকীয় লাইব্রেরীতে ৫০০০ হাজার তালপাতার পুঁথির বিরাট সংগ্রহ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। এইস্থানের বেসান্ত হলে অভেদানন্দ 'পাশ্চাত্যে বেদান্ত' নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়া পরদিন কুম্ভকোনম্ যাত্রা করিলেন। কুম্ভকোনম্ দাক্ষিণাত্যের কাশী। শত শত বর্ষ ধরিয়া এই স্থান দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে তিনি রামেশ্বরের পথে এই সহরে আসিয়াছিলেন। কুম্ভকোনমে 'প্রকটার' হলে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইল। পরদিন সকালে তাঁহারা কোম্বালোর যাত্রা করিলেন। এইস্থানে

তাঁহাকে দুইটী মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্নে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সভায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। কোদ্দালোরে তাঁহাদের দাক্ষিণাত্য ভ্রমন শেষ হইল এবং পরদিন ১৫ই জুলাই ভোর দুইটায় তাঁহারা মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অভেদানন্দের মাদ্রাজ পদার্পণ তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। প্রাচ্য ও প্রতীচীর যে সৌহার্দ্যবন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল এই মাদ্রাজ হইতেই। মাদ্রাজই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিতে পারে। এই স্থানের বন্ধুগণের সাহায্যেই তিনি আমেরিকায় যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পর এই স্থানেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্বর্ধনা লাভ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা যখন অনুরূপ কার্য করিয়া মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি যে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

১৫ই জুলাই তাঁহারা মাদ্রাজে উপনীত হইলেন। ষ্টেশনে সহস্র সহস্র নরনারী অভেদানন্দকে একবার মাত্র দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে জনসংঘ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ প্রথমে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না। অবশেষে অতিকষ্টে তাঁহারা তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর পি. আনন্দ চার্লু, সি. আই. ই. তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিলেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ষ্টেশনে এবং রাস্তায় অনেকগুলি তোরণ করা হইয়াছিল। শোভাযাত্রা এবং সঙ্গীতসহ তাঁহাকে 'মোহন ভিলাতে' লইয়া যাওয়া

হইল। মোহন ভিলাতে পৌঁছাইতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। অপরাহ্নে 'ভিক্টোরিয়া হলে' অভিনন্দন সভা হইবার কথা ছিল। কিন্তু এত লোক উপস্থিত হইতে লাগিল যে তাহা অসম্ভব মনে করিয়া অবশেষে খোলা ময়দানে সভা হইল। রায় বাহাদুর আনন্দচার্লু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রোঃ রঙ্গচারিয়ার অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে তাহা রৌপ্যনির্মিত কাসকেটে (Casket) করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল।

পরদিন ১৬ই জুলাই সকাল হইতেই বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া হলের উত্তর দিকের ময়দানে প্রায় পাঁচ সহস্র শ্রোতাকে উদ্দেশ করিয়া অভেদানন্দ 'বেদান্তের সার্বভৌমিকত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। খোলা ময়দানে বক্তৃতা করিয়া তাঁহার গলা টাটাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৭ই জুলাই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিলেন। জাষ্টীশ সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও সুন্দরা আয়ার এই দিবসে মোহন ভিলাতে তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে অভেদানন্দ 'রামকৃষ্ণ বালিকা-বিদ্যালয়' পরিদর্শন করিলেন। পরে মায়লাপুর 'সংস্কৃত-কলেজ' দর্শন করিয়া আডিয়ারে (Adyer) থিয়োসফিকেল সমিতির কেন্দ্র দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। আডিয়ার হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে মায়লাপুরের হাইস্কুলের ছাত্রগণ তাঁহাকে 'রাণাডে লাইব্রেরী' হলে অভিনন্দিত করেন। ইহার পর রামকৃষ্ণানন্দের এক শিষ্যপ্রদত্ত ভূমীখণ্ডের উপর শত শত জয়ধ্বনির ভিতর তিনি 'বিবেকানন্দ মেমোরিয়েল হলের' ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গত নয় বৎসর ধরিয়া এই স্থানে সর্বপ্রকার অসুবিধার

ভিতর দিয়া শ্রীঠাকুরের ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে দাক্ষিণাত্যে শ্রীঠাকুরের ভাবের প্রসার হইয়াছে।

২০শে জুলাই মিঃ কণ্ডিয়া চেট্টিয়ারের প্রদত্ত ভূমিতে অভেদানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-হোমের' ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিত্তি প্রস্তরে লিখিত ছিল: "Foundation Stone, Sri Ramakrishna Home, in memory of Swami Vivekananda, laid by Swami Abhedananda on Friday, the 20th July, on the site presented by A. Coidia Chetier." মাদ্রাজে তিনি দশদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন বহু নরনারী তাঁহার দর্শন মানসে বহুদূর গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ফল ফুল হস্তে লইয়া আসিত। যাঁহার ভবনে তিনি এ কয়দিন বাস করিয়াছিলেন তিনি এই শুভাগমনের স্মৃতি রক্ষাকল্পে সেই বাড়ীর নাম 'অভেদানন্দ-ভবন' রাখিয়াছিলেন।

২৬শে জুলাই তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দের সহিত বাঙ্গালোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বেণিয়াম্বুধি 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর শাখা পরিদর্শন করিবার জন্য তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। এইস্থানে শোভাযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করা হইল। অভেদানন্দ তাঁহাদের অভিনন্দনের উত্তরে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বাঙ্গালোরের পথে ইহার পরের অবস্থান স্থান ধরমপুরী। এই স্থানেও অনুরূপভাবে অভিনন্দনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অবশেষে ২৯শে জুলাই তাঁহারা বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন। কলম্বোতে অবতরণ করিবার পর হইতে অভেদানন্দকে যে সকল স্থানে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে—বাঙ্গালোর তাহাদিগের সকলকেই

হার মানাইয়াছে। ষ্টেশনে প্রায় আট হাজার লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ১লা আগষ্টের মহীশূর হিরাল্ড (*Mysore Herald*) বলেন : "বাঙ্গালোরে স্বামী অভেদানন্দের উপস্থিতি ও তাঁহার ওজস্বী অগ্নিগর্ভ বক্তৃতাবলী সহরে যে উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। অতীতে এরূপ সর্বশ্রেণীর সর্বজাতির লোক একসঙ্গে মাতিয়া উঠিতে এবং সাগ্রহ মনোযোগ সহকারে আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিবার জন্য নিঃশব্দে অবস্থান করিতে কখনও দেখা যায় নাই। ক্ষমতাশালী ও ততোধিক বিত্তশালী রাজা মহারাজা বাঙ্গালোরে আসিয়াছেন, কিন্তু স্বামী অভেদানন্দের আগমন উপলক্ষে সব শ্রেণীর লোকের ভিতর যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহা আর কখনও হয় নাই।

"রবিবার অপরাহ্ণে অভেদানন্দ যখন প্রথম বক্তৃতা দিতে উপনীত হইলেন তখন 'বন্দেমাতরম্' 'স্বামী অভেদানন্দকী জয়' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কম্পিত হইতেছিল। মহীশূরে জনসাধারণ যখন একস্বরে 'বন্দেমাতরম্' গাহিতে পারিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে দেশে প্রাণের স্পন্দন আসিয়াছে।

"বাঙ্গালোরের নরনারীগণ তাঁহাকে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহীশূরের বর্তমান তরুণ মহারাজ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার পিতৃদেব স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু ছিলেন এবং স্বামীজীকে তাঁহার কার্যে বিবিধভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের তরুণ মহারাজও স্বামীজীকে মহীশূরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই দুই নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া স্বামীজী মহীশূরে পদার্পণ করিয়াছেন।

"দলে দলে লোক সিটি ষ্টেশনের দিকে যাইতে লাগিল। উচ্চ ও নীচ

রাজকর্মচারী, বণিক, দালাল, জমিদার, প্রজা, ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যাহারা ষ্টেশনে যাইতে পারিল না, তাহারা দোকানের বারান্দায়, ঘরের ছাদে, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

"অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ সিটি ষ্টেশনকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের পশ্চাতে প্রায় আট সহস্র লোকের জনতা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

"গাড়ী আসিতে সেদিন কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দ গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্রই অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণকর্তৃক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইলেন।

"ষ্টেশনের বাহিরে শোভাযাত্রা সজ্জিত হইল। পুরোভাগে রামকৃষ্ণ মিশনের পতাকা। পতাকাবাহীর পশ্চাতেই কয়েকদল কীর্তন ও ভজন গায়ক। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির পশ্চাতে রাজকীয় শকটে স্বামীজীগণ। তাঁহাদের পশ্চাতে ৮০০০ লোকের বিরাট জনসমুদ্র!

"অপরাহ্নে স্বামী অভেদানন্দ ডোডনা হলে উপস্থিত হইবেন এই সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে নাগরিকগণ হলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অপরাহ্ন চারিটার ভিতরেই সমস্ত হল এমনভাবে পূর্ণ হইল যে হলে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। তথাপি জনস্রোত ডোডনা হল অভিমুখে অবিরাম চলিতে লাগিল এবং হলের সমস্ত দরজা, জানালা, বারান্দা, প্রাঙ্গণ বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইল। বহু লোককে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। অপরাহ্ন

সাড়ে পাঁচটায় অভেদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও পবমানন্দেব সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে দেওয়ান সাহেবও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে অভ্যর্থনা-সমিতি সাদবে অভ্যর্থনা করিলেন।

"এই সভাতে স্বামীজীকে যথারীতি সহরবাসীগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ইহার উত্তর দিলেন। পরদিন ৩১শে জুলাই 'ডোডনা হলে' তিনি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১লা আগষ্ট যুবরাজের নিমন্ত্রণে তাঁহারা রাজ-আবাসে গমন করিলে যুবরাজ তাহাদিগকে অতি সমাদবেব সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্বামীজী ঘণ্টা-খানেক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমেরিকা সম্বন্ধে আলাপ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময প্রো: বামমূর্তি তাঁহাব বিখ্যাত সার্কাসের দল লইয়া বাঙ্গলোরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই স্থানে তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিতেছিলেন। ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রো: রামমূর্তির নিমন্ত্রণে স্বামীজী তাঁহার বিচিত্র শক্তির খেলা দেখিবার জন্য গমন করিলেন। খেলা শেষ হইলে রামমূর্তি স্বামীজীব আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে আসিলেন। স্বামীজী আশীবাদ করিয়া বলিলেন: "আপনি প্রাণায়াম ও কুম্ভকের সাহায্যে এই শক্তি অর্জন করিয়াছেন। আপনি ফুস্‌ফুস্‌কে বায়ু দ্বারা পূর্ণ করেন, তাহাতে আপনার বুক মোটর টায়ারের ন্যায় অনমনীয় হইয়া যায় এবং পঁচিশজন লোকসহ গরুর গাড়ী আপনার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে আপনার কোনও কষ্ট হয় না।" প্রো: রামমূর্তি ঈষদ্ হাস্যের সহিত স্বামীজীর

আশীর্বাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন। রামমূর্তি তাহার তাঁবুটী ছাত্রদের সভা করিবার জন্য একদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

৩রা আগষ্ট 'অন্ন বাসন্তী-সংঘ' তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। অপরাহ্নে মহীশূরের রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রেজারের সহতি তাহার সাক্ষাৎ হয়। মিঃ ফ্রেজার বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। মেয়ো হলে অভেদানন্দকে আর একটী অভিনন্দন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং রেসিডেণ্টের সহিত ঘণ্টাখানেক আলোচনা করিয়া তিনি মেয়ো হলে গমন করিলেন। এই স্থানে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি 'বেদান্তের বিভিন্ন বিভাগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৫ই আগষ্ট প্রোঃ রামমূর্তির তাঁবুতে বাঙ্গালোরের ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। প্রায় তিন সহস্র ছাত্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভা সম্বন্ধে মহীশূর হিরাল্ড বলেন: "প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ছাত্ররাই নির্বাহ করিয়াছিল। ইহাতে তাহারা শিক্ষক, রাজকর্মচারী বা কাহারও সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ইহাতে বাঙ্গালোরের ছাত্রদের একতা ও এক উদ্দেশ্যে কার্য করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।" বাঙ্গালোরে বক্তৃতার ইহাই শেষ। ইহার পর দুই দিন তাঁহারা বিশ্রাম করেন। এই সময়ের ভিতর তাঁহারা একদিন Sravan Belgola দেখিতে গমন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোরে এই কয়দিন ভোর ৮টা হইতে ৯টা এবং অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দর্শনার্থী লোকের সহিত তিনি আলাপ করিয়াছেন। বহুলোক তাহাদের নিজ নিজ সমস্যার সমাধান তাঁহার বাণী হইতে লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

"স্বামিজীর বাঙ্গালোর আগমন যে উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সংবাদ তাঁহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই মহীশূরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন তখন সহরের সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিত অভ্যর্থনাকারিগণের ভিতর হিন্দু ও মুসলমান সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। শোভাযাত্রার সহিত তাঁহারা সকলে রঙ্গচালু মেমোরিয়েল হলে উপস্থিত হইলেন। প্রায় দশ সহস্র লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। একতলা দুইতলা সম্পূর্ণভাবে লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। তিন তলাতেও বহু লোক ছিল। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে মহীশূর নাগরিকগণের পক্ষ হইতে অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করা হইল। স্বামিজী নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা দিয়া তাহার উত্তর দিলেন।

অভেদানন্দের মহীশূরে আগমনে সহরে যে সাড়া পড়িয়াছিল তৎসম্বন্ধে ৯ই আগষ্টের 'মহীশূর হিরাল্ড'-ও বলেন: "আমরা দেখিতেছি হার্ভেষ্ট ফিল্ডের (Harvest Field) পরিচালকগণ স্বামী অভেদানন্দের আগমনে লোকের ভিতর যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহাকে যে সম্মান ও অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সুখী নহেন। সহযোগী বলেন: 'তুতিকোরিন হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দকে বিজয় মাল্য, বিরাট শোভাযাত্রাসহ অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। মন্থরগতিতে চালিত বিরাট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে আবাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বহ্বারম্ভ, গোলমাল ও লোকসংঘট্ট কোন কিছুরই অভাব হয় নাই। এই যে লোকদেখানো

ব্যাপার করা হইল ইহাতে অন্তরের অকৃত্রিম আগ্রহ কতটুকু ছিল ?' আমাদের সহযোগীকে বলিতে পারি এই সম্মান সমস্তই আন্তরিক। যে ব্যক্তি এই প্রকার সম্মানের উপযুক্ত নহেন লোকের তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই মাথা ব্যাথা থাকে না।"

এই স্থানে অবস্থান কালে একদিন স্থানীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত তিনি আলোচনা করেন। মহীশূর সংস্কৃত কলেজে গমন করিলে ছাত্রগণ সপ্ত স্বরের সাহায্যে বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠ, ওকাড় (Oecad)-এর বিবেকানন্দ সমিতি, টিপুসুলতানের দুর্গ, শেষশায়ীর মন্দির ও মহীশূরের অন্যান্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান তিনি দর্শন করিয়াছিলেন।

মহীশূরে দরবার হলে বিশিষ্ট পণ্ডিত নাগরিকগণের এক সভা হয়। তাহাতে স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীদের সহিত গমন করেন। সেই সভায় মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নীচে কার্পেটের উপর উপবেশন করিলেন। মহারাজ সেই সভায় সভাপতিত্ব করিলেন।

পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী তাহার উত্তর ইংরাজীতে প্রদান করিলেন। দোভাষী তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া পণ্ডিতগণকে বলিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বিচার প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল চলিয়াছিল। বিতর্ক এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে স্বামীজী সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া নিবিষ্টমনে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

১২ই আগষ্ট রঙ্গচালু হলে মহীশূর ছাত্রদের এক সভায় স্বামীজী 'শিক্ষার আদর্শ' এবং 'ভারতীয় যুবকগণের কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া কাবেরী প্রপাত দর্শন করিতে গমন করেন এবং ১৪ই আগষ্ট মহীশূর

ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালোরে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি যে কয় দিন ছিলেন সেই কয় দিন তাঁহারা বিশ্রাম করিলেন। ১৮ই আগষ্ট অভেদানন্দ দেওয়ানের সহিত ৯০ একর পরিমিত ভূমিখণ্ড দেখিতে গমন করিলেন। স্বামীজীর আগমন উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য এই ভূমি প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হয়। অভেদানন্দ তাহা বেলুড় মঠের প্রথম প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নামে দানপত্র করিতে নির্দেশ দান করেন। অবশেষে ২০শে আগষ্ট তিনি এই ভাবী আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া তিনি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে ভজনগান ও স্তোত্র আবৃত্তি হইয়াছিল। ভিত্তিপ্রস্তরের নীচে একটী বাক্সে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, পঞ্চরত্ন, স্বামী বিবেকানন্দের ফটো এবং হিন্দু-ধর্মের পবিত্র প্রতীকসমূহ প্রোথিত হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে স্বামীজীগণ পুরী যাত্রা করিলেন।

২৩শে আগষ্ট তাঁহারা পুরীতে পৌছিলেন। ষ্টেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে গমন করিলেন এবং রত্নবেদী স্পর্শ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া হরিবল্লভ বাবুর বাড়ী 'শশী-নিকেতনে' গমন করিলেন। প্রায় আড়াই মাস ক্রমাগত পরিশ্রম ও ভ্রমণের পরে এই স্থানে সপ্তাহখানেক বিশ্রাম অভেদানন্দের অত্যন্ত তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল। এই স্থানে তিনি নৈসর্গিক দৃশ্যাদি দর্শন করিয়া ও বিশ্রান্তালাপে শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। দুই তিন দিন পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। দীর্ঘ প্রবাসের পর প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সহিত বাস করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই প্রিয়-সম্মিলন তাঁহার শরীর মনের উপর অমৃত-সিঞ্চনের ন্যায় কার্য করিয়াছিল। বহরমপুর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া অভেদানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও পরমানন্দের সহিত সেই স্থানে গমন করেন ও স্থানীয় টাউনহলে 'আমেরিকায় বেদান্ত' ও 'বেদান্ত কি' নামক দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং একটী প্রশ্নোত্তর ক্লাশ করেন তাহাতে স্থানীয় মিশনারী (Rev. Mr. Wilkeins) রেঃ মিঃ উইলকিন্সও যোগদান করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর পুরীর বাঙ্গালী অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে এক সভা আহ্বান করা হইল। সেই সভায় অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করা হইলে তিনি তাহার উত্তরে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পরদিন তিনি পুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ সহস্রাধিক ভদ্রলোক অভেদানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ গাড়ীর ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিল এবং তাঁহাকে ঠন্‌ঠনিয়া সারদা মিত্রের বিদ্যালয় ভবনে লইয়া গেল। এখানে একদিন থাকিবার পর বেলগাছিয়াতে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। ১ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতাবাসী নাগরিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইলে অভিনন্দনের উত্তরে তিনি সেই তিন সহস্র শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

পরদিন অভেদানন্দ কালিঘাটে গমন করিয়া মায়ের পূজাদি দিলেন। সঙ্গে তাঁহার গর্ভধারিণীও ছিলেন। ইহার পরদিন তিনি হাওড়া টাউন-হলে বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলেন এবং সন্ন্যাসিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। মঠে অবস্থান কালে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া গিরিশ ঘোষ, বলরাম বাবু, কিরণ বাবু প্রভৃতির বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতেন। একদিন তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীরও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে অবস্থান কালে মঠের ট্রাষ্টী-কমিটির সভা আহ্বান করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদের সাহায্যে মঠের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আজীবন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট থাকিবেন ট্রাষ্টী-কমিটীতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি চন্দননগরে সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়'-এর বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলেন। মঠে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার পরে অভেদানন্দকে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি এই বিদ্যালয়ে বাল্যকালে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ৩রা অক্টোবর ঝামাপুকুর মর্টন ইনৃষ্টিটিউশনে মাষ্টার মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তিনি আহার করিতে গমন করিলেন। অবশেষে ৫ই অক্টোবর পরমানন্দ ও অমূল্য মহারাজকে সঙ্গে করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

কলিকাতা হইতে যাত্রার পর প্রথম বিশ্রাম-স্থান পাটনা, পাটনা হইতে কাশী এবং কাশী হইতে আগ্রা হইয়া তাঁহারা তিনজনে আলোয়ারে উপনীত হইলেন। আলোয়ারের মহারাজের নিমন্ত্রণে তাঁহারা এই স্থানে আসিয়াছিলেন। পাটনা, কাশী, আলোয়ার, আগ্রা প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানেই অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করা হয় এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই তিনি স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের সহিত আলাপ করিয়া বর্তমান শিক্ষার অবস্থা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

আলোয়ার হইতে অভেদানন্দ আমেদাবাদ হইয়া বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিলকের সহিত অভেদানন্দ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও তাহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। এইস্থানেও তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। তাহার ভিতর 'ভারতীয় যুবকগণের দায়িত্ব' অতি সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ। ১০ই নবেম্বর পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া অভেদানন্দ P & O. কোম্পানীর S. S. Manwai-এ আরোহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

এই সুদীর্ঘ ছয় মাস দক্ষিণ ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভারতে বক্তৃতা দান করিয়া অভেদানন্দ দেশে নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তরে জড়প্রায় অবস্থায় উপনীত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে নব আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

বেদান্ত-প্রচারের বিবর্তন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ অভেদানন্দ ভারতবর্ষে যাপন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৭ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে পরমানন্দকে লইয়া নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গত দশ বৎসরে বেদান্ত প্রচার-কার্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বেদান্ত এখন আমেরিকাবাসী শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী মজুর সকল সম্প্রদায়ের ভিতর নিজ আসন বিস্তার করিয়াছে। বেদান্তের ভাবধারা আমেরিকার মজুরদের ভিতর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা 'বেদান্ত বুলেটীন'-এ প্রকাশিত সংবাদ হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

"অনেকেরই ধারণা ছিল যে, বেদান্ত ভারতের মাটীতে এমন সতেজ ও বর্ধিষ্ণু তাহা হয়ত আমেরিকার মাটীতে শিকড় বসাইতে পারিবে না। যাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন তাঁহারা অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ করেন না। কিন্তু ইঁহাদের নিকটেও বেদান্তের দ্রুত প্রসার বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টেক্সাস (Texas) হইতে কানাডার সমস্ত উত্তর সীমান্ত, আটলান্টিক হইতে প্যাসিফিক্ উপকূলের এমন কোনও রাজ্য ও প্রদেশ নাই যে স্থান হইতে সমিতি পুস্তকের অর্ডার বা বেদান্তের অনুসন্ধান সম্বলিত পত্র না পাইয়াছে। গত দশ বৎসরে লক্ষাধিক পুস্তিকা ও পুস্তক বেদান্ত সমিতির কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে গমন করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও ফিলিপাইন

দ্বীপপুঞ্জের বহোলের (Bohol) তাগ্‌বিলারান্‌ (Tagbilaran) হইতে জনৈক ভদ্রলোক বেদান্ত সমিতির সভ্য হইবার নিয়মাবলী জানিবার জন্য পত্র দিয়াছেন। এই সপ্তাহে বেদান্ত সমিতির পুস্তকের বড় একটী পার্শেল আলাস্কাতে (Alaska) প্রেরণ করা হইয়াছে।”

নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতি শুধু বেদান্ত প্রচার করিয়াই তাহাদের কার্য শেষ করে নাই। তাহারা আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণেরও তত্ত্বাবধান করিতেন। বেদান্ত বুলোটিন (Vedanta Bulletin, Aug. 1906) বলেন : ‘ইহা আনন্দের বিষয় যে এদেশে ভারতীয় ছাত্রগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় আসিতেছেন। গত দুই মাসের ভিতর সাত জন ভারতীয় ছাত্র নিউ ইয়র্ক বন্দরে অবতরণ করিয়াছেন এবং বেদান্ত সমিতির সহায়তায় তাঁহারা তাঁহাদের ঈপ্সিত শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদেব কেহ কেহ আমাদেব কলে ও বিশ্ববিদ্যালযে বিশেষ শাখায় শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের ফ্যাক্টরীতে (Factory), ট্যানারীতে (Tannery), ফাউণ্ড্রিতে (Foundry) এবং ওয়ার্কশপে (Workshop) কার্য শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বর্তমানে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স-এ (United States) সর্বশুদ্ধ পঞ্চাশজন ভারতীয় যুবক বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভ কবিতেছেন।”

ইহাদের ভিতর জি. মুখার্জী নামক বাঙ্গালী যুবক বেদান্ত সমিতির পুস্তক বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিতেন। ইনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পোর্টল্যাণ্ডে (Portland, Oregon) যে মেলা বসিয়াছিল তাহাতে তিনি বেদান্ত সমিতির পুস্তকাবলীসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের সাফল্য ভারতেও অনুভূত হইয়াছিল এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও নারীদিগের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের (মায়াবতী) তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের নিকট বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের জন্য অনুরোধ পত্র আসিতে থাকে। স্বামী স্বরূপানন্দ মায়াবতীতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন এবং অভেদানন্দকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। অভেদানন্দ তাঁহার কার্যের প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন এবং সর্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। মায়াবতীতে সেভিয়ার দম্পতীর নির্মিত একটী বাংলোতে প্রথম কার্য আরম্ভ হইবে স্থির হয়। কিন্তু স্বামী স্বরূপানন্দের অকাল মৃত্যুতে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

অভেদানন্দ ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় ভারত হইতে বোধানন্দ নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং জুন মাসে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন। ৪ঠা জুন তাঁহাকে সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। স্বামী বোধানন্দ নিয়মিতভাবে বেদান্তের ক্লাশ আরম্ভ করিলেন এবং মাঝে মাঝে পিট্‌সবার্গের বেদান্ত অনুরাগিগণের আহ্বানে বক্তৃতা দিতে গমন করিতে লাগিলেন।

১৫ই অক্টোবর কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ হিরাম কর্শন বেদান্ত সমিতি ভবনে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বিষয় বস্তু ছিল রবার্ট ব্রাউনিং-এর (R. Browning) জনপ্রিয়তা (Popularity), মিসেস ব্রাউনিংএর (Mrs. E.B. Browning) সঙ্গীতযন্ত্র (Musical Instruments), ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যানের (Walt Whitman) খোলা পথের গান (Song of

the Open Road) এবং টেনিসনের (Tennyson) গ্লীম (Gleem) এই চারিটী পদ্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ সম্বন্ধে ধারণা।" তিনি প্রত্যেকটী কবিতা পাঠ করিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারার সহিত বেদান্তের ভাবের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, ব্রাউনিং ও হুইট্‌ম্যান দুইজনেই জীবনের এই আপাতরম্য সুখে সন্তুষ্ট থাকিতে বারণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন: "আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক হইযা পড়িয়াছে। ইহাতে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশের বাধাই হইয়া থাকে।"

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কবল হইতে বেদান্ত সমিতির বাড়ী রক্ষা পাইয়াছে। সভ্যগণ কিন্তু তাঁহাদের সর্বস্ব হারাইয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত নির্ভীকভাবে সমস্ত অসুবিধা, সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে প্রকাশানন্দকে প্রেরণ করা হইল। তিনি ২রা আগষ্ট সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কি ভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রতি কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বেশ বোঝা যায়।

১১ই এপ্রিল সন্ধ্যায়, বার্কলের কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক থিয়েটারে (The Greek Theatre, University of California, Berkeley) 'মৃচ্ছকটিকের' অভিনয় হইল। প্রায় দশ সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে ডাঃ এ. ডাব্লিউ. রাইডার (Dr. A W. Ryder) ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

এই থিয়েটারটী গ্রীকরীতি অনুযায়ী খোলা ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের

পশ্চাতে পর্বতের সান্নুদেশে নির্মিত হইয়াছিল। আসনগুলি পাথর দ্বারা প্রস্তুত এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। ইহারা ষ্টেজের অভিমুখে অর্ধ-বৃত্তকারে গঠিত। যাহারা ছাতে শয়ন করেন তাঁহাদের নিকট ইহা বাড়ী বলিয়া মনে হইতেছিল।

নাটকটীর অভিনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। তাঁহারা ষ্টেজের নীচের দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট বেঞ্জামিন আইডি হুইলার (Benjamin Ide Wheeler) উপরের ষ্টেজের দক্ষিণ দিক দিয়া এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত ও প্রকাশানন্দ বাম দিক দিয়া ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই দিনের 'গেষ্ট অব অনার' (Guest of honour) বলিয়া তাঁহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহাদিগকে ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন করিলেন। ডাঃ রাইডার (Dr. Ryder) ষ্টেজের মধ্যস্থান দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীজীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। বিশেষ অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়। প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ থিয়োডোর রুজভেল্ট্ 'গেষ্ট অব্ অনার' (Guest of honour) ছিলেন। সুতরাং ভারতীয় সন্ন্যাসীর এইরূপ সম্মান লাভ আমাদের জাতীয় গৌরবের কথা।

আমরা দেখিয়াছি লস্ এঞ্জেলিসে স্বামী সচ্চিদানন্দ কৃতকার্যতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিতেছেন; সুতরাং আমেরিকায় বর্তমানে আট-লাণ্টিক উপকূলে তিনজন, প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বেদান্ত প্রচার করিতেছেন।

দুইজন সাহায্যকারী পাওয়াতে অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কার্যপ্রণালী একটু পরিবর্তন করিলেন। এই বৎসর হইতে তিনি লণ্ডন বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিলেন এবং পরমানন্দের উপর নিউ ইয়র্ক সমিতির ভার অর্পণ করিয়া বৎসরে একবার করিয়া তিনি লণ্ডন বেদান্ত সমিতিতে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য যাইতেন। বোধানন্দ পিট্সবার্গ সমিতির ভার গ্রহণ করিলে নিউ ইয়র্কে শুধু অভেদানন্দ ও পরমানন্দ রহিলেন।

ভারত গমনের পূর্ব হইতেই নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির জন্য একটী নির্জন আশ্রম স্থাপনের যৌক্তিকতা সকলে উপলব্ধি করিতেছিলেন। অভেদানন্দ ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই এই দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে সমিতির নিজস্ব বাড়ীর প্রশ্নও উত্থাপিত হইল। অবশেষে ১৯০৭ খৃঃ অব্দের ২রা মার্চ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির জন্য বাড়ী এবং আশ্রমের জন্য জমী ক্রয় করা হইল। বেদান্ত সমিতির বাড়ীটী পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় দুই খানি করিয়া ঘর। নীচের তলার ঘর দুইখানি এক করিয়া বক্তৃতার হলে পরিণত করিতে পারা যায়। সমিতির প্রয়োজনীয় ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘর ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা ১০৫ ওয়েষ্ট ৮০ নং ষ্ট্রীটের বাড়ী। ২৫শে এপ্রিল নূতন বাড়ীতে গৃহ প্রবেশ উদ্‌যাপিত হইল।

আশ্রমের স্থানটী মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যস্থলে নির্বাচিত হইল। ইহা ওয়েষ্ট কর্নওয়ালের (West Cornwall) ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আশ্রমের স্থানটী নিউ ইয়র্কের বার্কশায়ার জেলার অন্তর্গত। ইহা নিউ ইয়র্ক হইতে ১০৭ মাইল দূরে অবস্থিত এবং নিউ ইয়র্ক হইতে আশ্রমে পৌঁছাইতে তিন হইতে চারিঘণ্টা সময় লাগে।

আশ্রম কমিটির সম্পাদক এই সম্বন্ধে বলেন: "কল্পনা কর একখণ্ড জমী, তাহার পরিমাণ ২৫০ একর, তাহার চারিদিকে ৩০০ ফুট উচ্চ পাহাড়। এই পাহাড়ের কতকগুলি আবার এই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই ভূখণ্ডের মধ্যস্থানে সেকেলে ধরণের একটী কৃষকের বাড়ী, একটী ধানের গোলা এবং কয়েকটী ছোট ছোট গৃহ। ইহাতেই আশ্রমের চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে।"

এই স্থানের সমতলভূমী সমুদ্রতল হইতে ১২০০ ফুট উচ্চ এবং পাহাড়সমূহ ১৫০০ ফুট। এই জমীতে তৈরী করা সমতল ক্ষেত্র এবং গোচারণ মাঠসমূহ রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছের ঘন অরণ্যানী। এতদ্ব্যতীত ঝোপ জঙ্গলেরও অভাব নাই। ম্যাপল কুঞ্জ (Maple) ও পাইন কুঞ্জসমূহও এই স্থানের সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ভূখণ্ডের ভিতরে অনেকগুলি স্প্রিং (Spring) বা ঝরণা ও একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী আছে। বর্তমান বাড়ীগুলি ছাড়া তিনখানি গৃহের ভিত্তি গাথা আছে। এই জমীর ভিতর ৬৫ একরই চাষ আবাদের যোগ্য।"

অভেদানন্দ যেদিন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কনেকৃটিকাট (Conecticut) যাত্রা করিলেন সেদিন প্রকৃতি যেন মুক্তহস্তে তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন। যদিও নিউ ইয়র্ক হইতে যাত্রা করিবার সময় সমস্ত আকাশ ধূসর বর্ণ ছিল এবং চারিদিক গাঢ় কোয়াসায় আবৃত ছিল, কিন্তু কিছু দূর গমন করিয়াই ট্রেণ সেই কোয়াসায় রাজ্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিল। প্রকৃতি হাস্যময়ীরূপে দেখা দিল এবং দূরে সুন্দর বার্কসায়ার পর্বতশ্রেণী অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ষ্টেশনেই আহার সমাধা হইল। ঘোড়ার

গাড়ীতে করিয়া যাত্রা আরম্ভ হইল। শুধুই চড়াই। স্বামীজী কোচ-বাক্সে·বসিয়াছিলেন। শোনা যাইতে লাগিল যে, তিনি গাড়োয়ানের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করিতেছেন: "এখানে কৃষি কেমন হয়? কি ফসল এদেশে জন্মায়? টেলিফোনের তার আনিতে পারা যায় কি? তাহার খুঁটির জন্য কি গাছ পাওয়া যাইবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর শোনা যাইতেছিল। শীঘ্রই আমরা পর্বতের চূড়ায় উপস্থিত হইলাম। দুর হইতে সেকেলে বাড়ীটী দেখা যাইতেছিল। তিনটী আশ্রমবাসিনী মহিলা আমাদিগকে দেখিয়া রুমাল আন্দোলন করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। স্থানটী তখনও বাসোপযোগী হয় নাই। গৃহে আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে। বাড়ীখানিতে ১১খানা ঘর' আছে। তাহা দেখিয়া সকলে মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঝরণা হইতেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাহির হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র বাটী বাহির করিলেন এবং সেই জল পান করিলেন। সকলেই তখন সেই স্রোতস্বতীর স্বচ্ছ জল পান করিলেন। স্বামীজী দূরে একটী চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা পাহাড় দেখিয়াই বলিলেন, উহা আমাদের পুলপিট রক (P ulpit Rock)। এখানে যেন প্রকৃতির নিজ হস্তে রচিত মন্দির রহিয়াছে।—(Vedanta Monthly Bulletin, March, 1907)। ইহার কিছুদিন পরে পরে দল বাঁধিয়া বেদান্তের ছাত্রগণ এই আশ্রমে আসিয়া একদিন দুইদিন থাকিয়া যাইতে লাগিলেন।

২৬শে জুন লণ্ডন বেদান্ত সমিতির আহ্বানে অভেদানন্দ টিউটনিক (Tutonic) জাহাজে আরোহণ করিয়া নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন।

জুলাই মাসে বোধানন্দ বিশ্রামের জন্য কনেক্‌টীকাট্ (Conecticut) আশ্রমে গমন করিলেন। নিউ ইয়র্কের বক্তৃতার ঋতু অবসান হইলে পরমানন্দ আশ্রমে সামার স্কুল (Summer School) বা গ্রীষ্মকালীন স্কুল পরিচালনা করিবার জন্য গমন করিলেন।

পরমানন্দ তখন ভাল ইংরাজী জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার জন্য অভেদানন্দ দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অভেদানন্দের কার্যপদ্ধতিই ছিল কর্মীকে স্বাবলম্বী করা। সেইজন্য পরমানন্দের বয়স অল্প হইলেও প্রথম হইতেই তিনি তাঁহার উপর দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নিউ ইয়র্কে আসার পর হইতেই অভেদানন্দ রবিবাসরীয় বক্তৃতা দিতেন এবং পরমানন্দ ক্লাশে বক্তৃতা কবিতেন।

অভেদানন্দ লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমুদ্র শান্ত ছিল। জাহাজে অভেদানন্দের সহযাত্রীগণের অনেকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বেদান্ত সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ৩রা জুলাই বুধবার প্লিমাউথে (Plymouth) জাহাজ উপস্থিত হইল, পরদিন প্রাতঃকালে ইহা সাউদামপটনে (Southampton) নোঙ্গর করিল। ব্রেকফাষ্টের (breakfast) পর বেলা ৮টার সময় তিনি জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন এবং গাড়ী করিয়া ১০-৭০ মিঃ এর সময় হোটেলে উপস্থিত হইলেন। সিষ্টার নিবেদিতা এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। তিনি অভেদানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই সময় শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্‌-এর পুত্র বামনশঙ্কর লণ্ডনে পড়িতেছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ৮ই জুলাই হইতে 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইহা বিভিন্ন ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় প্রদত্ত হইত। এইস্থানে

অবস্থান কালে তিনি বহু লোককে যোগ শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের ভিতর স্যার হেনরী গ্রেহামও (Sir Henry Graham) ছিলেন। এই সময়ে আলোয়ারের মহারাজা হাইড্ পার্ক হোটেলে (Hyde Park Hotel) বাস করিতেছিলেন। অভেদানন্দ লণ্ডনে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করেন। ১৫ই জুলাই মহারাজের নিমন্ত্রণে অভেদানন্দ হাইড্ পার্ক হোটেলে গমন করেন। ইহার পরে ১৭ই জুলাই আলোয়ারের মহারাজা তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য অভেদানন্দকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। সিষ্টার নিবেদিতা মাঝে মাঝে অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং ভারতীয় সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। লণ্ডনে অভেদানন্দ ২৯শে আগষ্ট পর্যন্ত অবস্থান করিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। অবশেষে তিনি ২৯শে আগষ্ট লিভারপুল হইতে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি নিউ ইয়র্কে অবতরণ করিলেন। বোধানন্দ ও পরমানন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

নিউ ইয়র্কে আসিয়া অভেদানন্দ নূতন কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আশ্রম ও বেদান্ত বুলেটিনের সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ কবিলেন। আশ্রমে গমন করিয়া তাহার সীমানা স্থির করা এবং সীমানায় তারের বেডা দিবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে নিউ ইয়র্ক ছাড়িয়া কনেক্‌টিকাট যাইতে হইত। এই সকল কাজের ভিতরেও তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রতি বুধবার ব্রুক্‌লীন ইনষ্টিটিউটে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন। রবিবাসরীয় বক্তৃতা তিনি সর্বদা দিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার স্থলবর্তী হইয়া পরমানন্দ মাঝে মাঝে রবিবাসরীয় বক্তৃতা দিতে

লাগিলেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অধ্যাপক পার্কারের সহিত তিনি লেক্ উড্-এ (Lake Wood) গমন করিলেন এবং সেইস্থানে লেক্ হার্ষ্ট-এর (Lake Hurst) তীরে বনভোজন করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে মাঝে মাঝে নিউ ইয়র্কের বাহিরেও বক্তৃতা দিতে যাইতে হইত। ১৯০৮ সালের নববর্ষ আশ্রমের পার্বত্য ও আরণ্যদৃশ্যের ভিতর উদ্‌যাপিত হইল। ৫ই জানুয়ারী তিনি নিউ রচেলি (New Rochelle) গমন করেন। সেখানকার জজ কিওগি (Judge Keogi) তাঁহাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ কিওগির সহিত তিনি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন এবং লঞ্চ আহার করিলেন। এখানকার পিপল্‌স্ ফোরাম-এর (People's Forum) দ্বারা আহূত সভাতে তিনি থিয়েটার হলে 'ব্রিটিশ-শাসনে ভারত' ('India under the British Rule') নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রায় ১-৪৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া লাভাপ্রবাহের ন্যায় বর্ষিত তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাণীধারা শ্রবণ করিতেছিলেন। দেশ ও কাল সমস্ত যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৫ই জানুয়ারী হইতে ভারতের উন্নতিকল্পে বার এসোসিয়েসন-এ একটী সভা আহূত হইল। এই সভাতে ডাঃ কাদবার্ট হল (Dr. Cuthbert Hall), ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড (Dr. J. T. Sunderland) ও ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক ডাঃ রাইটের (Dr. Wright) সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। এতদ্ব্যতীত আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত তিনি ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

এই বৎসরের প্রথম ভাগেই ২৯শে জানুয়ারী অভেদানন্দ লণ্ডন বেদান্ত সমিতির আহ্বানে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। বেদান্ত সমিতির সমস্ত

কার্যভার পরমানন্দের উপর ন্যস্ত রহিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী মিঃ হারবেনের (Mr. Herben) বাড়ীতে বেদান্ত সমিতির কার্যকারী কমিটির সভা হইল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে রীতিমত বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রথম দিন বক্তৃতার বিষয় ছিল 'প্রাচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার' (Wisdom of the East)। এখানে অবস্থানকালে প্রায়ই সাইরিল স্কট্ (Cyril Scott) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। লণ্ডনে এবারও সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

৪ঠা মার্চ শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। অভেদানন্দ সারাদিন উপবাস করিয়া রহিলেন এবং 'গস্পেল অব রামকৃষ্ণ' হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। অবশেষে বেলা চারিটার সময় চা পান করিয়া তিনি উপবাস ভঙ্গ করিলেন।

১০ই মার্চ তিনি কিংস্ কলেজে (King's College) 'Relation of the Soul to God' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে বক্তৃতা হইতে অবসর সময়ে তিনি যোগশিক্ষার্থীদিগকে যোগশিক্ষা দান করিতেন। এই যোগশিক্ষার্থীর দলে ইউনিভার্সিটির ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড, ব্যারণ প্রভৃতিও ছিলেন। লেগেট্‌রা এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিমন্ত্রণে তিনি মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড্ ও মিসেস্ লেগেটের সহিত সান্ধ্য আহার করিতে গমন করিতেন। ২রা জুলাই অপরাহ্ণ চারিটার সময় অভেদানন্দ লাইসিয়াম ক্লাবে (Lyceum Club) গমন করিলেন এবং মাদাম কর্তৃক পঠিত 'What is the Man ? India's Answer' শীর্ষক প্রবন্ধের পাঠ শেষ হইলে তিনি ঐ বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করেন।

এই সভাতেই তাঁহার সহিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের সাক্ষাৎ হয়। স্যার রমেশচন্দ্র দত্তকে অভেদানন্দ একখানি 'India and Her People' উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "আমি এত বৎসর পরিশ্রম করিয়াও যাহা করিতে অক্ষম হইয়াছি আপনি তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমস্ত বলিয়াছেন। এই পুস্তক সমস্ত ভারতবাসীর পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।"

১লা জুলাই ২২ কণ্ডুইট্ স্ট্রীটে (Conduit Street) বেদান্ত সমিতির উদ্বোধন হইল। সিষ্টার নিবেদিতা দুই চার কথা বলিয়া সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। অভেদানন্দ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সমিতির উদ্বোধন করিলেন। লণ্ডন বেদান্ত সমিতি তাঁহার পাথেয় এবং আহার ও বাসস্থানের জন্য ৬২৭ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেণ্ট দিয়াছিল।

১লা আগষ্ট মিঃ পি. দত্ত আসিলেন এবং স্বামীজী কৃষ্ণবর্মা ও লিম্ড়ি-রাজের সহিত দেখা করিবার জন্য অভেদানন্দকে লইয়া গেলেন।

ইংলণ্ড হইতে অভেদানন্দ কয়েক দিনের জন্য ফ্রান্সে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি 'What is Vedanta' নামক বক্তৃতা করেন। ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বাহির হইল।

লণ্ডনের বক্তৃতার ঋতু শেষ হইলে ১৫ই আগষ্ট 'লুসিটানিয়া' জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২১শে আগষ্ট নিউ ইয়র্কে অবতরণ করিলেন। পথে ১৯শে আগষ্ট প্রায় দুই শতাধিক আরোহীর এক সভায় তিনি 'India and Her People' নামক বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন।

অভেদানন্দের লণ্ডনের কার্য সম্বন্ধে 'ডেইলী নিউজ' (Daily News,

Feb. 14, 1908) ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ বলেন : "লালরঙ্গের আলখাল্লা পরিধান করিয়া এবং কোমরে লালরঙ্গের ফিতা বাঁধিয়া গত রাত্রে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ক্ষুদ্র ক্যাক্সটন হলে (Smaller Caxton Hall) বহু শ্রোতার (crowded audience) সম্মুখে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রো: ম্যাক্সমূলার (Max Mueller) বলেন : "বেদান্তদর্শন সকল দর্শন হইতে মহান্ এবং বেদান্তের ধর্ম হৃদয়ে শান্তি দান করে।" স্বামীজীর শরীর সুগঠিত, মাথায় ঘনকৃষ্ণ কেশ, চক্ষুর তারকাও তদনুরূপ কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ইংরাজীতে অতি চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিযাছিলেন এবং সকলে একাগ্র-চিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। নবগঠিত লণ্ডন বেদান্ত সমিতি কর্তৃক আহূত সভাতে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা মিস্ বাউলিস্ (Miss. Poules) ৬৩ নং ক্লিফ্টন, হিলে (Clifton Hill, H. W.) বাস করেন।

মি: এইচ্. হারবেন (H. D. Herben) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "আমি বুঝিতে পারি না কেন গ্রীস্ ও রোমের দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয কিন্তু ভারতীয় দর্শন পড়ান হয় না।" স্বামিজী গ্রীক ও রোমান দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, রোমে যে সকল দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল গ্রীস্ ও রোমের আবির্ভাবের শত শত বর্ষ পূর্বে তাহা ভারতে বিরাজিত ছিল। এমন কি যীশুখৃষ্টের ধর্মও যে ভারতীয় ধর্মের অনুরূপ তাহাও তিনি প্রমাণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চ

সোপানে আরোহণ করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষই পৃথিবীতে বেদান্ত নামক অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, ডারুইনের মতবাদ, তাঁহার জন্মের শত শত বর্ষ পুর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মতবাদ ভারতীয় দর্শন হইতেই নেওয়া। অভেদানন্দের উক্তিগুলি নব-প্রতিষ্ঠিত সিটি টেম্পল-এ (City Temple) প্রচারিত উক্তির ন্যায় স্বতঃ-সিদ্ধের ন্যায় শোনায়। যেমন, 'পাপ স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়' ('What is sin but selfishness.')। বক্তা বলেন যে, ধর্ম ও দর্শনের একই উদ্দেশ্য, আর তাহা হইতেছে লোককে নিঃস্বার্থপর করিয়া তোলা। তিনি অনেকগুলি প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করিয়া নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অভেদানন্দ তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা বলেন। আমরিকাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: "ভারতবর্ষ কি এমার্সনের মত কোনও দার্শনিকের জন্ম দিয়াছে?" তাহার উত্তরে তিনি বলেন: "আমেরিকায় তো একটী মাত্র এমার্সন, ভারতে প্রতি পাচ মাইল অন্তর এই প্রকার এক একজন এমার্সন আছেন ('America has produced only one Emerson, but in India there is an Emerson at every five miles.')"

নিউ ইয়র্কে বক্তৃতার ঋতুর অবসানে পরমানন্দ বেদান্তের ছাত্র-গণের সহিত কর্ণওয়াল আশ্রমে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহারা নিম্ননির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী জীবন যাপন করিতেন। যেমন, শয্যাত্যাগ—প্রাতঃ ৪টা, ধ্যান—প্রাতঃ ৬টা এবং সন্ধ্যা—৮টা। প্রাতঃ ৬টা এবং সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময় বাগান, ক্ষেত্র এবং গৃহস্থালীর

কর্মে নিয়োজিত হইত। অপরাহ্ন সময়ে পরমানন্দ গীতা বা উপনিষদ্ হইতে স্তোত্রসমূহ আবৃত্তি করিতেন অথবা বৃক্ষের নীচে বসিয়া সকলের সহিত খোলাখুলিভাবে আলাপ করিতেন।

কয়েক দিন নিউ ইয়র্কে বাস করিয়া অভেদানন্দ তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রগণের সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। প্রোঃ পার্কারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে এবং ক্রিসেণ্ট এথলেটিক ক্লাবে গমন করিয়া ক্লাবের সভ্যগণের সহিত খেলাধূলায় অবসর বিনোদন করিলেন। অবশেষে আশ্রম দর্শনের জন্য ৩০শে আগষ্ট তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আশ্রমে বাস করিয়া ঐ দিনই তিনি অপরাহ্ণে নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে তিনি মণ্টক্লেয়ারে গমন করিলেন এবং ডাঃ ওয়েণ্ডেলষ্টাট্ এর (Dr. Wendelstat) সঙ্গে ডিনারে যোগ দিয়া ইউনিটি চার্চে (Unity Church) গমন করিলেন এবং কংগ্রেস অব্ রিলিজনে (Congress of Religions) 'বেদান্তের বাণী' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

২৬শে সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক হইতে চিকাগো যাত্রা করিলেন। চিকাগোতে তিনি একদিন ওয়ার্লড্ ফেয়ার-এর (World Fair) স্থান দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনি চিকাগোতে অবস্থান করিলেন। চিকাগোতে তিনি কোনও বক্তৃতা দান করেন নাই। এই কয়দিন তিনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৩ই অক্টোবর তিনি চিকাগো ত্যাগ করিয়া ডেন্‌ভার গমন করেন।

ডেনভারে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রায় প্রতিদিনই কোনও না

কোন স্থানে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতায় অভেদানন্দ বলেন: "The election of Mr. Taft and his ticket will have the effect in reality in establishing a monarchy in this country and Roosevelts will dominate the affairs of this nation. It will be good for the nation to elect Mr. Bryan to the Presidency. The real democracy and the voice of the people are no longer the ruling elements and the country is gradually drifting to the forms of Government which prevail in European countries. I have been told since being in America that there has not been an honest election of any importance for over fifty years and the trusts and those who seek to gain from the possession of power practically rule the country. Mr. Bryan is an honest man and the people should unite with one voice in support of him"—(*Denver Times*, October 16, 1908).

("নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানন্দ এখানে আসিয়াছেন। তিনি ডাঃ বেঞ্জামিন. এফ উডিং-এর (Penjamin F. Wooding) অতিথিরূপে বাস করিতেছেন। অভেদানন্দ বলেন: 'মিঃ টাফ্ট প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলে আমেরিকা ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রী হইয়া যাইবে এবং রুজভেল্টের বংশই আমেরিকার ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইবে। মিঃ ব্রায়েনকে নির্বাচিত করাই দেশের মঙ্গলজনক। বর্তমানে জনসাধারণের মত আর এই দেশের শাসনকার্যের নিয়ামক নহে। আমেরিকা ধীরে ধীরে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

আমেরিকায় আসার পর হইতেই আমি শুনিতেছি যে, গত ৫০ বৎসরের ভিতর কোনও সঙ্গত নির্বাচন হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে পুঁজিদাররাই দেশকে শাসন করিতেছে। মিঃ ব্রায়েন অতি সৎপ্রকৃতির লোক এবং সমস্ত দেশবাসীর তাঁহাকে সমর্থন করা উচিত।")

১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনি মিঃ ব্রায়েনের বক্তৃতা শুনিতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় আঠার হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ডেনভারে অভেদানন্দ অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অবশেষে ২৯শে অক্টোবর তিনি ডেন্‌ভার ত্যাগ করিয়া চিকাগো প্রত্যাবর্তন করেন। এই স্থানেও বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি ২৩শে অক্টোবর নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৪শে অক্টোবর পূর্বাহ্ন নয়টার সময় নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া ভারতীয় ছাত্রগণকে দেখিবার জন্য তিনি ইণ্ডিয়া হাউসে (India House) গমন করিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের জন্যই এই এসোসিয়েশন করা হইয়াছিল এবং বেদান্ত সমিতির রিপোর্ট হইতে দেখিয়াছি কিভাবে সমিতির সাহায্যে ভারতীয় ছাত্রগণ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নভেম্বর হইতে অভেদানন্দ রীতিমত সমিতি-ভবনে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। ১৯০৮ সালের শেষভাগে অভেদানন্দের এক শিষ্যা সিষ্টার আভাভামিয়া (Sister Avavamia) অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি (Sydney, Australia) সহরে একটী বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করেন এবং বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

এই বৎসরের শেষ ভাগে স্বামী পরমানন্দ বোষ্টনে একটী নূতন বেদান্ত

সমিতি পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিউ ইয়র্ক ও বোষ্টনে পালা করিয়া থাকিতে লাগিলেন। নববর্ষ (১৯০৯) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব লইয়া আরম্ভ হইল। অভেদানন্দ জানুয়ারী মাসের ১৩ই তারিখ আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে ভারত ও আমেরিকার ভিতরে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব (Indo-American Club) নামে সংঘ গঠিত হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী ইহার প্রথম সভা বেদান্ত সমিতি ভবনে আহূত হইল। ৮ই ফেব্রুয়ারী ইহার আর একটী সভা হইল। এই সভাতে ক্লাবের আসবাবপত্র প্রভৃতি দানস্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল। সভ্যদের অনেকেই ত্যাগস্বীকার করিয়া আসবাবপত্র দান করিয়াছিলেন। এই ক্লাবে জাতি-বর্ণনির্বিশেষে ভারত ও আমেরিকার সৌহার্দ্যকারিগণকে সভ্য করার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অভেদানন্দ সমিতির রবিবাসরীয় বক্তৃতা এবং যোগের ক্লাস প্রভৃতির কার্য পরিচালনা করিলেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন বেদান্ত সমিতির আহ্বানে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। অভেদানন্দ ৩রা মার্চ সকাল ৮টায় লিভারপুলে অবতরণ করিয়া ১-৩০ মিনিটের সময় লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন।

লণ্ডনে রীতিমত রাজযোগ, ধ্যান ও গীতার ক্লাশ আরম্ভ হইল। লণ্ডনে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া তিনি এইভাবে বেদান্তের প্রচার কার্য নির্বাহ করিয়া ৭ই এপ্রিল প্যারীতে গমন করিলেন। ষ্টেশনে বরদা উপস্থিত ছিলেন।

প্যারীতে তিনি প্রায় এক মাস ছিলেন। এই স্থানে বেদান্ত সমিতি গঠিত হইল। প্রথমেই ৮ জন সভ্য লইয়া সমিতি হইল। সমিতি গঠনের

পব হইতে তিনি রীতিমত রাজযোগ, গীতা ও ধ্যানের ক্লাশ আরম্ভ করিলেন এবং প্রতি ববিবারে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। প্যারীতে এক মাস অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ এইভাবে বেদান্ত প্রচার করিলেন। ৬ই মে তিনি প্যারী ত্যাগ কবিয়া লণ্ডনে গমন কবিলেন।

৭ই মে লণ্ডন বেদান্ত সমিতিব সভ্যগণেব সভায় অভেদানন্দ উপস্থিত হইলে তাঁহাব সহিত প্রাগেব (Prague) প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট ফ্রাঙ্ক ডোরাকের সাক্ষাৎ হইল। সভান্তে ফ্রাঙ্ক ডোবাক তাঁহাদেব সহিত আহার করিলেন। পরদিন চিকাগোব মিঃ ডব্লিউ. জর্জ হেলেব কন্যা মিস্ হেল (Miss. Hale) অভেদানন্দেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিলেন।

ফ্রাঙ্ক ডোবাক্ অভেদানন্দের চিত্র অঙ্কিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্বামীজী মহারাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন ফ্রাঙ্ক ডোরাক (F. Dvorak) তাঁহাকে লইযা যাইবার জন্য ট্যাক্সী পাঠাইলেন। ফ্রাঙ্ক ডোবাকেব বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাঁহাব একখানি ফটো লওয়া হইল। অবশেষে অভেদানন্দ তাঁহাব ছবি তুলিবাব জন্য বসিলেন। লাঞ্চ-এব পব আব একবাব তাঁহাকে বসিতে হইল। বাড়ীতে ফিবিয়া অভেদানন্দ দেখিলেন মিস্ হেল্ তাঁহাব জন্য অপেক্ষা কবিতেছেন। মিস্ হেলেব অনুরোধে তিনি তাঁহাদেব বাড়ীতে গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত নৈশভোজন সমাধা করিলেন।

২৮মে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। এই সময়ের ভিতর তিনি রাজযোগ, ধ্যান ও গীতার ক্লাশ গ্রহণ করিতেন এবং প্রাইভেট শিক্ষার্থীকে রাজযোগ ও প্রণায়াম শিক্ষা দিতেন। ২৯শে মে তিনি কবি ম্যাথু আর্ণল্ডেব (Matthew Arnold) বাড়ী দর্শন করিতে গমন করিলেন। কবি আর্ণল্ডের পুত্রবধূ তাঁহাদিগকে সাদবে আহ্বান করিয়া

আর্ণল্ডের লাইব্রেরী ও পড়িবার ঘর ইত্যাদি প্রদর্শন করিলেন। ৩০শে তাঁহারা সকলে বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিৎ আল্‌ফ্রেড্ রাসেল ওয়ালেসের (Alfred Russell Wallace) বাড়ী গমন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা শ্লেট রাইটিং (Slate-Writing), প্রেতের ফটো (Spirit-Photo) প্রভৃতি দর্শন করিলেন। লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া অভেদানন্দ ১৭ই জুন পর্যন্ত বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালনা করিলেন। অবশেষে ১৮ই জুন সাউদাম্পটন হইতে তিনি নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য বরদা এবং অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে জুন তিনি নিউ ইয়র্কে উপনীত হইলেন।

বেদান্ত সমিতির কার্য তখন বন্ধ, সুতরাং তিনি তাঁহার বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং মাঝে মাঝে সহরের বাহিরে পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিয়া পার্বত্য হ্রদে বাইচ্ খেলা প্রভৃতিতে অবসর বিনোদন করিতে লাগিলেন। ১৯শে জুলাই তিনি লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) নামে ১০ ডলার বা ৩০৲ টাকা প্রেরণ করিলেন। ৫ই আগষ্ট তিনি নিউ ইয়র্ক হইতে আশ্রমে গমন করিলেন।

আশ্রমে বাস করিয়া অভেদানন্দের শরীর ও মন বিশ্রাম লাভ করিল। এই স্থানের আরণ্য দৃশ্য এবং শান্ত ভাব তাঁহার শরীর ও মনকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। তিনি এই স্থানে রীতিমত গীতা ও বেদান্তের ক্লাশ লইতেন এবং রাজযোগ শিক্ষা দিতেন। রাজযোগ শিক্ষার্থীরা এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন এবং কয়েক দিন থাকিয়া রাজযোগের কৌশল শিক্ষা করিয়া যাইতেন। সুতরাং বেদান্ত আশ্রমে ছাত্র ও ছাত্রীর ভিড় হইত না ; একজন যাইতেন আর একজন আসিতেন এইভাবে চলিত। এই ঋতুতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্র যাঁহারা এক সঙ্গে ছিলেন,

তাঁহাদের সংখ্যা ১৭ জন। শেষ রবিবারের পূর্বের রবিবার এই ঋতুতে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রোতৃ সমাগম হইয়াছিল।

স্বামিজী এই স্থানে তাঁহার ছাত্রগণের সহিত সমানভাবে কার্য করিতেন। কাঠ চেরাই, ধানকাটা, ধান এক স্থানে জড় করা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্যেই তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। আশ্রমে আড়াই মাসের অধিককাল বাস করিয়া অভেদানন্দ ২৭শে অক্টোবর নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৭ই নবেম্বর রবিবার হইতে এই ঋতুর কার্য আরম্ভ হইল। এই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিশ্বধর্ম' (Universal Religion)। নিউ ইয়র্কে অভেদানন্দ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া প্রোঃ পার্কার আসিলেন এবং উভয়ে মিলিয়া ক্রিসেণ্ট এথেলেটিক ক্লাবে গমন করিয়া সভ্যদের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর তিনি বেদান্ত সমিতিতে আসিলেন এবং অভেদানন্দের সহিত আহার করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। স্বামী পরমানন্দ এই সময় হইতে বোষ্টনের বেদান্ত সমিতি পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে নিজেই রবিবাসরীয় বক্তৃতা, রাজযোগ, ধ্যান প্রভৃতির ক্লাস চালাইতে লাগিলেন।

এই বৎসরের অর্থাৎ ১৯০৯ সালের বেদান্ত সমিতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ হইল Indo-American Club (ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব) গঠন। ১৯০৯ সালের বেদান্ত ম্যাগাজিন বলেন : "An Indo-American Club

has been formed to bring Indian students stopping in the country closer in touch with their American friends. The Club is of a social and business nature with arrangement to care for Indian boys who arrive here alone among strangers (Mrs. M. Reid Sceretary, Indo-American Club, 41 West 32nd St.)

এই ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার ইহাকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচারক সমিতি বলিয়াই প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ইহা যে শুধু ছাত্রদিগকে পড়িবার সাহায্যের জন্য করা হইয়াছে সেই দিকে তাঁহারা নজর দিতে রাজী ছিলেন না।

১লা জানুয়ারী তিন জনের ব্রহ্মচর্য ও দুই জনের দীক্ষা হইল। অভেদানন্দ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ঘৃত সংযোগে পাইন বৃক্ষের পাতা দিয়া হোম করিলেন এবং Le Page (হরিদাস), Whitni (রামদাস), Mayson (ভবানী) এই তিনজনকে ব্রহ্মচর্য এবং সরযূ ও শিবানীকে দীক্ষা দান করিলেন। ব্রহ্মচারীদের প্রতিজ্ঞা মন্ত্র ছিল :

১। আশ্রমের জন্য শক্তি ও সময়ের ব্যবহার করিব।

২। আজ হইতে আশ্রম পরিবারভুক্ত হইলাম। প্রত্যেক আশ্রম-বাসীকে আমি ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিব।

৩। আমার সমস্ত অতীত পাপ ভস্মীভূত হইল। আমি শুদ্ধ আত্মা।

আমেরিকাতে হোমের সময় অভেদানন্দ বিল্বপত্রের পরিবর্তে পাইন গাছের পাতা (Pine needles) ব্যবহার করিয়াছেন। দার্জিলিঙ্গ আশ্রমে অবস্থান কালে কালীপূজার সময় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের

সময় বিল্বপত্র আনয়ন করা কষ্টসাধ্য দেখিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে তিনি বলিয়াছিলেন : "পাইন গাছের পাতা দিয়েই হোম কর।" সেই সময় আমরা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি।

১০ই জানুয়ারী তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২৫শে জানুয়ারী নিউ ইয়র্কের হিন্দু ছেলেরা মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করিতে বেদান্ত সমিতিতে আগমন করিল।

২৭শে জানুযাবী যোগের ক্লাশ। ধ্যান শিক্ষা দিতে গিয়া অভেদানন্দ গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না দেখিয়া ছাত্রেরা অত্যন্ত ভীত হইল এবং দুইজন ছাত্র তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে দিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া দিল।

৯ই ফেব্রুযাবী প্রো: পার্কার সমিতি-ভবনে আলাস্কা ও ম্যাক কিন্‌লি পাহাড় (Alaska and Mt. McKinely) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ২৪শে ফেব্রুযারী প্রো: ডো (Prof. Dow) 'গথিক শিল্প' (Gothic Art) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহার পব ৪ঠা মার্চ মি: মানওয়ারিং (Mr. Man-waring) 'খৃষ্টান দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৪ই মার্চ তাহার সহিত দেখা করিবাব জন্য আর্টিষ্ট মি: মকা (Mr. Moka) বেদান্ত সমিতিতে আসিলেন। তাঁহার বাড়ী প্রাগ (Prague) এবং তিনি চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের বন্ধু।

২৮শে মে শনিবার আমেরিকাতে হ্যালীর ধূমকেতু দর্শন দিল। ৩রা জুন তিনি নিউ ইয়র্ক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি আশ্রমে বাস করিলেন। ৯ই নভেম্বর অপরাহ্নে লা পেজের (Le Page) সহিত তিনি নিউ ইয়র্কে যাত্রা করিলেন।

এই সময় সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার খৃষ্টীয়ান (Christiana) নিউ ইয়র্কে উপস্থিত ছিলেন। ১০ই নভেম্বর সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করা হইল। সিষ্টার নিবেদিতা ভারতীয় নারীদের শিক্ষার দুরবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। উপস্থিত অভ্যাগতগণকে আইস্‌ক্রীম্ আহার করিতে দেওয়া হইল। ডাঃ চৌধুরীকে দেখিবার জন্য অভেদানন্দ তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন। দেখিলেন ডাঃ চৌধুরী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। ১৫ই তারিখ মিঃ বসু ও ডাঃ দেশাই (লীলা দেশাই-এর পিতা) সমিতি-ভবনে আহার করিতে আসিলেন। নিউ ইয়র্কে রীতিমত বক্তৃতা, যোগের ক্লাশ প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া অভেদানন্দ ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে বাস করিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন।

আশ্রমে ১লা জানুয়ারী নূতন একজনকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নাম 'শঙ্করা' রাখিলেন। এই সময় আপেল গাছের প্রুনিং করিবার সময়। তিনি লা পেজের সহিত আপেল গাছগুলি প্রুনিং করিয়া দিলেন। ১৫ই জানুয়ারী তিনি নিউ ইয়র্কে উপনীত হইলেন। তখন ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। ১৮ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইল। ডাঃ দেশাই সিষ্টার নিবেদিতা এবং অপর কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন। যতীমাতা সিষ্টার নিবেদিতার *The Master as I saw Him* হইতে কতক অংশ পাঠ করিলেন। ২৮শে তারিখ মিঃ বসু অন্য একজন হিন্দু ভদ্রলোকের সহিত গীতা কিনিবার জন্য আসিলেন। অপরাহ্ণে সত্যদেব নামক বারাণসী হইতে আগত একটী যুবক অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

২রা মার্চ যথারীতি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইল।

অভেদানন্দ সারাদিন উপবাস করিয়া রহিলেন। মিঃ দেশাই ও অপর কয়েকজন বক্তৃতা করিলেন।

৬ই মার্চ তিনি আশ্রমের জন্য ইন্‌কিউবেটার (Incubater) বা ডিম ফোটানর যন্ত্র এবং broode। (ডিমে তা প্রদানকারী মুর্গী) ক্রয় করিতে গমন করিলেন। ৪ঠা মে পর্যন্ত তিনি নিউ ইয়র্কে অবস্থান করিয়া নিয়মিত ক্লাশ, কার্ণেগী লাইসিয়মে বক্তৃতা ও যোগশিক্ষা দিয়াছেন। সমিতি-ভবনে 'বাহাই ধর্ম' (Bahaism) সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। ডাক্তার দেশাই দুইদিন বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং প্রোঃ পার্কার রঙ্গিন স্লাইডের সাহায্যে ছায়াচিত্রে তাঁহার ১৯১০ সালের Mckinely (ম্যাক্ কিন্‌লি) পর্বত আরোহণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

৫ই মে অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন।

১২ই জুন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট পত্র দিলেন যে, তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, সুতরাং নিউ ইয়র্কের জন্য অন্য একজন সন্ন্যাসীকে পাঠাইতে হইবে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ী হইয়াছে। এই বাড়ী টাকা ধার করিয়া কেনা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কিছু কিছু ধারও শোধ হইতেছিল। অভেদানন্দ অধিক সময় ইংলণ্ডে অতিবাহিত করাতে বেদান্ত সমিতির সভ্যসংখ্যা এবং আয় কমিয়া গেল। সুতরাং ধার শোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অবশেষে বাড়ী বিক্রী করিয়া দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে বেদান্ত আশ্রমের টাকা দিতে না পারায় সমিতি আশ্রমের যায়গা অভেদানন্দের নিকট বিক্রী করিয়া দেয়। অভেদানন্দ তাঁহার বই বিক্রয়ের টাকা হইতে উহা কিনিয়া লন। সমিতি-ভবন সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ প্রস্তাব দিলেন।

তাহাতে সমিতির সভ্যগণ রাজী হইলেন না। ধার শোধ করিতে গিয়া তাহারা সমিতি-ভবনের অধিকাংশ ঘরই ভাড়া দিয়া দিলেন, সুতরাং ১৯১০ সালের ৫ই মে অভেদানন্দ যে নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন তাহার পর আর তিনি বেদান্ত সমিতি ভবনে বাস করেন নাই। এই সময় হইতে তিনি আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বার্কশায়ার হিলের আশ্রম

আবার আশ্রমের শান্তিময় জীবন! পঞ্চদশ বৎসরের প্রবল কর্ম-প্রবাহের পর বিশ্রাম! আশ্রমের কাজ কর্ম ধ্যান ধারণাতে প্রাচীন ভারতের আরণ্য-জীবনের দৃশ্যই মানস-পটে ভাসিয়া উঠে! সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে যে আদর্শ আরণ্য-জীবন যাপিত হইত, ইহা যেন তাহার বিংশ শতাব্দীর নব সংস্করণ! গুরুগৃহে আচার্যের সেবায়, আশ্রমের অতি সামান্য কার্যকেও সত্যলাভের উপায় মনে করিয়া ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্‌গণও যেমন কিছুকালের জন্য গুরুগৃহে বাস করিতেন, এই স্থানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছিল। এই স্থানে বক্তা, ধর্মপ্রচারক, সমিতিজয়ী অভেদানন্দকে আর দেখা যাইত না ; এখানে দেখা যাইত স্নেহপ্রবণ আচার্য—সব সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিতে উন্মুখ নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ গুরু—কঠোর ও কোমলের অপূর্ব সংমিশ্রণ!

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি অভেদানন্দের সহিত আমেরিকা ও ইউরোপের সমসাময়িক প্রধান প্রধান মনীষিগণের পরিচয় হইয়াছিল। প্রোঃ ম্যাক্সমুলার, পল ডয়সন্, এ্যানি বেশান্ত্ প্রোঃ জেম্‌স্, প্রোঃ রয়েস্, প্রোঃ জ্যাক্‌সন, প্রোঃ ল্যান্‌ম্যান্, রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো ট্রাইন্ প্রভৃতির সহিত অভেদানন্দের বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছিল এবং ইঁহাদের অনেকেই তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

গোঁড়া খৃষ্টীয়ানদের দেশে এই সকল অধ্যাপক ছাড়াও বহু গণ্যমান্য,

ধর্মযাজকও অভেদানন্দের বন্ধু ছিলেন। নিউ ইয়র্কের সুপণ্ডিত ইউনিটেরিয়ান্ ধর্মযাজক রেঃ ডক্টর হিবার নিউটন্ তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান্ ধর্মযাজক রেঃ জে. টি. স্যাণ্ডারল্যাণ্ডও তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বেদান্ত সমিতির সহিত বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক ছাড়াও যাঁহাদিগকে উগ্র গোঁড়া খৃষ্টীয়ান বলা হয় সেই প্রেস্‌বাই-টেরিয়ান্ ধর্মযাজকদের অনেকেও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাকে বেদান্ত প্রচার-কার্যে বিবিধভাবে সাহায্য করিতেন।

শান্তিময় বার্কশায়ার হিলের আশ্রমের জীবনটী অতি সরল ও সাদাসিধা। এইস্থানে আভিজাত্যের অহঙ্কার এবং সমাজপিষ্টদের দাসসুলভ দীনতা এই উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইত। সকলেই যেন একই পরিবারের লোক! এইস্থানে কোনও কার্যই ছোট মনে করা হইত না। স্বামীজী নিজ হাতে গাছ্ কাটিতেন, খড় জড়ো করিয়া রাখিতেন, জমি হইতে আগাছা নিড়াইয়া দিতেন, আশ্রমের সীমানায় তারের বেড়া দিতেন, কখনও বা গৃহনির্মাণে অপরকে সাহায্য করিতেন। আশ্রমে কয়েকটী গরু, ঘোড়া এবং কুকুর ছিল। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক উপায়ে poultry বা মুরগী, শূকর প্রভৃতি পালন করা হইত। সর্বদিক দিয়া ইহা আমেরিকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত খাপ খাওয়াইয়া পরিচালিত হইত। অভেদানন্দের প্রচারকার্যের ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যেন আমেরিকার অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে আমেরিকার লোক তাঁহাকে আপন জ্ঞান করিত। আর ইহাই স্বাভাবিক। সুখে-দুঃখে সর্বসময়ে আমাদের ভাবধারার সহিত যাহার মিল হয় তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি।

প্রত্যহ আশ্রমে লোক আসিত এবং আশ্রম হইতে লোক যাইত। তাহার জন্য ঘোড়ার গাড়ী প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া ষ্টেশনে পাঠান হইত। এতদ্ব্যতীত ডাকের জন্য গাড়ী প্রত্যহ ষ্টেশনে যাইত।

এই আশ্রম-জীবন সম্বন্ধে বেদান্ত ম্যাগাজিনের রিপোর্টার বলেন: "নিউ ইয়র্ক থেকে গাড়ীতে ক'রে তিন ঘণ্টায় আমরা ওয়েষ্ট কর্ণওয়ালে (West Cornwall) উপস্থিত হয়েছি। আশ্রমের ঘোড়া এবং গাড়ী আমাদের নিয়ে রওয়ানা হল। যাঁরা আমাদের নিতে এসেছিলেন তাঁদের দেখে আমরা আনন্দধ্বনি ক'রে উঠলুম এবং এক কাপ ক'রে কোকো (Cocoa) পান ক'রে গাড়ীতে উঠে বস্‌লুম। আমাদের ক্যাম্প-জীবন (Camp life) আরম্ভ হল। আমাদের তাঁবু ছোট, সুতরাং একটা পিয়াজা (Piazza) তাতে যোগ ক'রে দেওয়া হল। গাছের নীচে আমরা বাস করতে লাগলুম, সেখানে ব'সে চিঠি-পত্র লেখা, বই পড়া, রান্না, খাওয়া সব চল্‌তে লাগ্‌লো। অপরাহ্নে বন্ধুবান্ধবরা এসে জড় হতো আর গান ও আনন্দে সময় কাটতো। পরিষ্কার রাত্রে আমরা সেইখানেই শুয়ে পড়তুম।

"ভোর ছয়টায় আমরা জেগে উঠ্‌তুম। সুইমিং পুলে (swimming pool) স্নান ক'রে আমরা কোনও নির্জন স্থানে ঘণ্টাখানেক ব'সে ভগবানের এবং আত্মার চিন্তায় নিমগ্ন থাক্‌তুম।

"বেলা এগারটার সময় আমরা বাগানে গিয়ে শাকসব্জী নিয়ে আস্‌তুম। তখন রান্নার পালা। বেলা ১২টার সময় আমাদের খাওয়ার (break-fast-lunch) ঘণ্টা পড়তো। বিকালের দিকটা আমরা নানাভাবে কাটাতুম। দুই বিকাল কখনও একরকম হত না। কখনও আমরা একাই বেড়াতে যেতুম, সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে আনন্দ করতুম।

কখনও বা আশ্রমবাসীদের শ্রম লাঘব কর্তে আমরা তাদের কাজে সাহায্য করতুম ; তাদের বিভিন্ন কাজে যেমন ফল আহরণ, ফল রক্ষণ এবং ফল টিনের কৌটাতে রক্ষার কার্য প্রভৃতিতে আমরা হাত মিলিয়ে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দিতুম। এখানকার জীবন মোটেই একঘেয়ে নয় ; বরং বৈচিত্র্যময়—নূতন নূতন দল আস্‌ছে ও যাচ্ছে। হয়ত একজন বন্ধু এলেন, আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য পরমান্ন তৈরী ক'রে খেতে দিলুম। ১০টার সময় পরিবারশুদ্ধ লোক শিবি (বিড়াল বাচ্চা) সহ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। উপত্যকার ভিতর দিয়ে রাস্তা ধ'রে আশ্রমের সীমার ধার ধ'রে ধ'রে যেতে লাগলুম, সেখান থেকে আমরা বার্কশায়ার দেখতে পাই, অবশেষে 'রামকৃষ্ণ শিখর' (Ramakrishna Rock) দেখে আমরা পার্বত্য খাদের ভিতর দিয়ে আশ্রমের ফিরে আসি। কোনও দিন পরিবারের সকলে বনভোজনে যাই। আমরা সকলে যে সকল খাবার নিয়ে যাই, তা পরস্পরে ভাগ ক'রে খাওয়া হয়। খোলা হাওয়ায় বিশুদ্ধ বায়ুতে ভীষণ ক্ষুধা পায়। কাফী চা বা কোকো পড়তে না পড়তেই আমরা খেতে আরম্ভ ক'রে দেই। রুবি (ঘোড়া) তখন কোনও কাজ না থাকাতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

"স্বামীজী যখন উপস্থিত থাকেন তখন দিনগুলি অন্য রকমে অতিবাহিত হয়। তিনি বিকালে আমাদের মাঝে বসে যে আলোচনা করেন তা সত্যই আমাদের অনেক সাহায্য করে। তাঁর উপস্থিতি এবং উদাহরণ থেকে নিষ্কামভাবে কাজ করার মহত্ব আমরা বুঝতে পারি। খুব গভীর কর্মতৎপরতা, খেলাধূলা বা ধ্যানধারণা সর্বত্রই মনের এবং চিন্তার স্বাধীনতাই হইল এই আশ্রমের মুলমন্ত্র।"

১৯১২ সালের প্রথম ভাগে বিভিন্ন দেশ হইতে যোগশিক্ষার্থীরা আসিয়া

আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় মস্কো (Moscow) হইতে ক্যাপ্টেন ইয়েংগরু (Capt. Eingoru) যোগ শিক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি প্রত্যহ সকালে মেইল আনিতে যাইতেন। এই সময়ে টেলিফোন লাইন বসান হইল। আশ্রম হইতে ৪৬টী খুঁটী দিতে হইল। শীতের সময় যখন কটেজ বন্ধ থাকিবে তখন ‡ অংশ রিবেট্ (rebate) পাওয়া যাইত। এক বৎসরের জন্য contract করা হইল।

আশ্রমে প্রচুর ম্যাপল (Mapple) গাছ। অভেদানন্দ সমস্ত গাছ হইতে রস আহরণ করিয়া আনিতেন এবং জ্বাল দিয়া সিরাপ তৈরী করিতেন। কোন কোন দিন ২॥ গ্যালন হইতে ৩ গ্যালন পর্যন্ত সিরাপ প্রস্তুত হইত। এই সিরাপ প্রস্তুত করিতে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগিত। মধ্য রাত্রে ১টার সময় জ্বাল আরম্ভ হইত এবং ৬টায় তাহা শেষ হইত। ইহা এপ্রিল মাসে সংগ্রহ করিতে হয়।

মে মাসের প্রথম ভাগে লা পেজ (Le Page) গৃহিণী তাঁহার নবজাত সন্তান লইয়া আশ্রমে বাস করিতে আসিলেন। মিসেস লা পেজের নাম রাখা হইয়াছিল 'শিবাণী'। তাঁহার প্রথম পুত্রের নামকরণ হইল 'কালিদাস'। লা পেজ গৃহিণী অভেদানন্দ এবং আশ্রম সম্বন্ধে বলেন :

"I was again at the Ashram (Conn) sitting before the kitchen range, bathing our beautiful son Kalidas then eight months old. The morning was cold and raw and the only fire was in the kitchen. Swami came in from the dining room where he had just breakfasted, spoke to me, to my baby and gave Sister Bhavani the day's household instructions. Then he turned again to me : 'Mrs. Le Page, remember

that unless you can love the other woman's child as you do your own, you do not love your own child.'

"I have heard those words ringing in my heart at every turn in human traffic through the years when dislike or aversion came uppermost (Not dislike for child, there never was a child I did not, could not love, only those older children those men and women who perhaps could not or would not adjust) but as my own.' God alone knows the inmost reaction to that shining instruction that my heart has given. 'Unless Mrs. Le Page' and the situation resolved the duty found its joy. I am no saint but heaven knows I have tried—to Abhedananda the power and the glory and the leaven.

"It was always a cross to me that I could do so little that was tangible in the way of support for Swami and so all who came to my door I served in his name. Some few came never to deparat until death opened the way. For years we made our own home an Ashram in principle and living."

"আমি আবার আশ্রমে আসিয়াছি। একদিন রান্নাঘরের নিকটে বসিয়া আমাদের আট মাস বয়স্ক সুন্দর সন্তান কালিদাসকে স্নান করাইতেছি। সেই দিনকার সকাল বেলা খুব শীত পড়িয়াছিল, আগুন শুধু রান্নাঘরেই ছিল। স্বামীজী এইমাত্র ব্রেক ফাষ্ট (breakfast) করিয়া ঘর হইতে

বাহির হইলেন আমার সঙ্গে এবং আমার খোকার সঙ্গে কথা কহিলেন। সিষ্টার ভবানীকে সেইদিনকার কাজের নির্দেশ দিলেন। তিনি আবার আমার দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন : "মিসেস্ লা পেজ, মনে রেখ তুমি যদি অপর জননীদের সন্তানকে তোমার সন্তানের মত ভালবাসিতে না পার, তবে জানবে তুমি তোমার সন্তানকে মোটেই ভালবাস না।"
এই জগতের জনসমাগমের মাঝে সর্বদা আমার কর্ণে ঐ বাক্য ধ্বনিত হইয়াছে। যখনই কাহারও উপর আমার বীতশ্রদ্ধা হইয়াছে (এই বীতশ্রদ্ধা শিশুর প্রতি নহে, শিশুদিগকে আমি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না, জননীদের বৃদ্ধ এবং বয়স্ক শিশুদের কথা বলিতেছি, যাহারা সকলের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না) তখনই 'তোমার নিজের শিশুর মতন,' ভগবান জানেন এই বাণী, আমার মনে কি রূপান্তর আনিয়া দিত। 'যদি না মিসেস লা পেজ' এই বাণী আমার মনের তারে বাজিয়া উঠিত এবং নীরস কর্তব্য সরস ও সজীব এবং আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিত। ভগবান জানেন, আমি তো দেবতা নই, আমি চেষ্টা করিয়াছি এবং সেই চেষ্টার ভিত্তি অভেদানন্দ; শক্তি এবং প্রেরণা সমস্ত তাঁহার।
"আমি তাঁহার জন্য কিছু না করিতে পারাতে সর্বদাই মনের দুঃখে থাকিতাম। সেইজন্য তাঁহার নাম করিয়া যাহারা আমার দ্বারে আসিত, আমি সকলকে যত্ন করিতাম। কেহ কেহ আসিয়াছে যাহারা আমৃত্যু আমাদের বাড়ীতে থাকিয়াছে। আমাদের বাড়ীখানি একটী রীতিমত আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল।"
তিনি আর একটী ঘটনার কথা বলেন তাহা অতি সুন্দর এবং অভেদানন্দের দূরদর্শিতা এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি বলেন : "আশ্রম-

বাসী একজন কর্মী অপর একজন কর্মীকে আক্রমণ করিয়া এক অপ্রিয় ও সাংঘাতিক মন্তব্য প্রকাশ করেন। আমার ভয় হইল যে, ঐ সকল মন্তব্য যদি কেহ গোপনে শুনিয়া থাকে তাহা হইলে ব্যাপারকে অত্যন্ত বৃহদাকার করা সম্ভব হইতে পারে। স্বামীজী যখন রান্নাঘরে আসিলেন তখন তাঁহাকে আমি ঐ কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়াই বলিলেন: "'সে এরূপ বলে নাই?"

"কিন্তু স্বামীজী ইহা সত্য W—ইহা শুনিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"না, মোটেই না, আমি মিসেস T—কে আনিতেছি এবং তিনি ইহা অস্বীকার করিবেন।" তিনি যেন আমার সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমার মনে ধীরে ধীরে অপমান বোধ জাগিতেছিল। স্বামীজী মহিলাটীকে লইয়া আসিলেন।

"এখন শুন মিসেস্ লা পেজ, মিসেস্—বলিতেছেন তিনি ইহা বলেন নাই।" সেই মহিলাও জোরের সহিত বলিলেন: "না, না স্বামীজী, আমি ইহা কখনও বলি নাই।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম: "মিসেস T—তুমি ইহা বলিয়াছ।" স্বামীজী কঠোরভাবে আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন: "দেখ, উনি বলিতেছেন যে, তিনি ইহা বলেন নাই সুতরাং এই কথা কখনই বলা হয় নাই।"

"আমি হতভম্ব হইয়া রান্নাঘর ত্যাগ করিলাম। স্বামীজী যেভাবে কথা কহিলেন তাহাতে কিন্তু আমি রাগ করিতেও পারিতেছিলাম না। তিনি যেন আমাকে কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যাহা তিনি মুখে বলিতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আমাকে বা আমার কথায়

সন্দেহ করেন নাই তিনি জানিতেন যে এই প্রকার বিষাক্ত কথার ফল কত দূরপ্রসারী হইতে পারে! কিন্তু তাহার পরে আমি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম—যখন শ্রোতা, বক্তা এবং সাক্ষী একটী বিষয়ে একমত হইয়া তাহা অস্বীকার' করে তখন আর সেই ব্যাপার সত্যই ঘটে নাই। আমি তখন তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা বুঝিতে পারিলাম।

"কনেক্‌টিকটের (Conneceticut) আশ্রম অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। ইহা বৃক্ষ শোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বেষ্টিত এবং মধ্যবর্তী উপত্যকা শোভিত, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের ইহা একটী প্রকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে অনেকগুলি ঝরণা আছে, একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী গোচারণ ভূমিকে অবিরত সিক্ত করিতেছে। এইস্থানে দুইটী বড় বড় কুটীর, শান্তি (Peace Cottage) এবং পদ্ম-কুটীর (Lotus Cottage) ও ছোট ছোট কতকগুলি ঘর আছে। এতদ্ব্যতীত শস্যাদি রাখিবার উপযুক্ত ভাঁড়ার এবং গরু ও ঘোড়া রাখিবার ঘরও আছে। এই স্থানে স্থায়ী কর্মী, ছাত্র, শিষ্য, দর্শকগণ কেহ অধিক দিন, কেহ বা অল্পদিনের জন্য, যেমন তাঁহাদের কর্ম তাহাদিগকে অবসর দান করিত—আসিয়া বাস করেন। অনেকে আশ্রমের তাঁবু ভাড়া করিয়া বাস করেন। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের ভিতর হরিদাস (Le Page) সমস্ত দেখা শোনা করেন এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে তিনিই গৃহকর্তা-রূপে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সিষ্টার ভবানী এখানকার একজন একনিষ্ঠ কর্মী। সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরের ভিতর তিনি মাত্র দুইবার বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বামীজীর দার্জিলিঙ্গ আশ্রমে আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র কালিদাসের সহিত তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। আমাদের যে ক্ষুদ্র সম্পত্তি আছে তাহা আমরা স্বামীজীর নামে উৎসর্গ

করিয়াছি। তাহার নাম রাখিয়াছি অভেদানন্দ একার (Abhedananda Acre)।”

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে স্বামী বোধানন্দ ১৯১২ সালের মধ্যভাগ হইতে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কার্যভার গ্রহণ করিলে পরের অক্টোবর মাসে অভেদানন্দ জার্সি (Jersey) সহরে বক্তৃতা দিতে গমন করিয়া বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মোটামুটী ভাবে আলোচনা করিয়া কাজকর্ম বুঝাইয়া দিলেন এবং অসুবিধা হইলে বা সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আমরা দেখিয়াছি প্রাগের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের সহিত তখন অভেদানন্দের পরিচয় হইয়াছে। ফ্রাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার প্রতিকৃতি ব্যতীতও অভেদানন্দের একখানি প্রতিকৃতি (Portrait) আঁকিয়াছেন। এই প্রতিকৃতিখানি অভেদানন্দের নব প্রকাশিত গ্রন্থ *Our Relation to the Absolute* নামক পুস্তকের প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। ফ্রাঙ্ক ডোরাক যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন তখন অভেদানন্দ তাঁহাকে কলিকাতায় স্বামী সারদানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটোর জন্য লিখিতে বলিলেন এবং তিনি নিজেও স্বামী সারদানন্দকে ফটো পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনখানি ফটো তোলা হইয়াছিল। একখানি দক্ষিণেশ্বরে বসা অবস্থায় সমাধিস্থ। ইহা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের বাহিরে তোলা হয়। ইহা তুলিবার সময় তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া আলোকপাতের কম-বেশীর জন্য ফটোতে শ্রীরামকৃষ্ণের ওষ্ঠদেশ অত্যন্ত স্থূল হইয়া

পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ওষ্ঠ অতি সুন্দর ও পাতলা ছিল। তাড়াতাড়িতে হাত হইতে পড়িয়া গিয়া শ্লাইড্‌খানিও ভাঙ্গিয়া যায়। এইজন্য এই ছবির উপরে একটী অর্ধ-বৃত্তাকার দাগ এখনও রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় চিত্রটীও সমাধিস্থ অবস্থার ; তবে এই ফটোতে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, এক হাত তান্ত্রিক মুদ্রায় উর্ধ্বদিকে প্রসারিত, আর হৃদয় তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে ধারণ করিয়া আছেন। ইহা কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে তোলা। তৃতীয় চিত্রটীতে তিনি কাল কোর্তা গায়ে দিয়া একটী থামে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা ষ্টুডিওতে তোলা হয় ; অভেদানন্দ ও লাটু মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ছিলেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাককে এই তিনখানি ফটো পাঠান হয়। তিনি এই তিনখানির ভিতর কেশববাবুর বাড়ীতে তোলা ফটোখানিই পছন্দ করিলেন। কিন্তু অসুবিধা হইল শ্রীরামকৃষ্ণের মুদ্রিত চক্ষু লইয়া। চক্ষু খোলা থাকিলে মুখের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা ফটো হইতে পাওয়া গেল না। ফ্রাঙ্ক ডোরাক এই বিষয় লইয়া অবিরত চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উন্মুক্ত-চক্ষু মূর্তি যেন তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি তখন চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আঁকা হইলে তাহা অভেদানন্দকে পাঠাইয়া দিতেন। এই ভাবে চার পাঁচবার পাঠাইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র ঠিক হইয়াছে বলিয়া অভেদানন্দ মত দিলেন। চিত্র অঙ্কিত হইলে ফ্রাঙ্ক ডোরাক তাহা অভেদানন্দের নিকট আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক সন্তানের এক একখানি প্রতিকৃতি করিবেন ফ্রাঙ্ক ডোরাকের এইরূপও অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু শ্রীমার চিত্র অঙ্কিত করার

কিছুদিন পরেই তিনি দেহ রক্ষা করায় তাঁহার সেই ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় নাই। শ্রীমার চিত্রখানি ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ভগিনী হেলেনা ডোরাক স্বামী সারদানন্দের নামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সারদানন্দ তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাষ্টম ডিউটী দিতে হইবে দেখিয়া গণেন মহারাজ তাহা ফেরৎ দেন। হেলেনা ডোরাক তখন অভেদানন্দকে নিউ ইয়র্কের ঠিকানায় পত্র দেন, সেই পত্র নিউ ইয়র্ক হইতে ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। অভেদানন্দ তাঁহাকে প্রতিকৃতিখানি পুনরায় পাঠাইয়া দিতে লেখেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকের ইচ্ছা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রের পাশেই শ্রীমার চিত্র থাকে। অভেদানন্দ হেলেনা ডোরাককে (Helena Dvorak) লিখিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিও তাঁহার নিকটেই আছে। হেলেনা ডোরাক তাহার পর শ্রীমায়ের চিত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন। এখন এই দুইখানি চিত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মন্দিরে রক্ষিত আছে।

ফ্রাঙ্ক ডোরাক অভেদানন্দের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবন পবিত্র কৌমার জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ভগিনী হেলেনা ডোরাকও চিরকুমারী।

১৯১১ সালে মিসেস্ ওলিবুল দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ সময়ে সিষ্টার নিবেদিতা অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ওলিবুল তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বেলুড় মঠে, সিষ্টার নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ে এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরে দান করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ইহাতে একেবারে বঞ্চিতা হন। তিনি সেই উইলকে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সেই উইল রদের জন্য তিনি

মোকদ্দমা করেন। তাহাতে উইল রদ হইয়া যায় এবং ইহাতে সিষ্টার নিবেদিতার উপরও কতকটা দোষারোপ হয়। যখন মিসেস ওলিবুলের আমাশয় রোগ হইয়াছিল তখন সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহাকে বেলের শুঁট খাইতে দিয়াছিলেন। পরে মোকদ্দমায় আবার সেই কথা উঠে। আমেরিকার কেহ বেল চিনে না, সুতরাং বাদীপক্ষের বারিষ্টাররা বলিতে লাগিলেন, বেল এক প্রকার বিষ! এই প্রকার অযথা দোষের ভাগী হওয়াতে সিষ্টার নিবেদিতার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ইহার পরবৎসরই দার্জিলিঙ্গে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। সিষ্টার নিবেদিতা ওলিবুলের নিকট হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য ৫০,০০০ ডলার বা দেড় লক্ষ টাকা আদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকার বেদান্ত-আন্দোলনের অসাধারণ সাফল্য সম্বন্ধে 'নিউ ইয়র্ক লিটারেরী ডাইজেষ্ট'-এ (*New York Literary Digest*, July, 13, 1912) নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল : "আমেরিকার চার্চসমূহ বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বৎসরে দুই কোটি ডলার (২০,০০০,০০০) খরচ করে, আর যে ক্ষেত্র হইতে সেই টাকা তোলা হয় সেই ক্ষেত্র হইতেই যে সকল প্রাচ্য দেশীয় ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য এই টাকা তোলা হয়, সেই সকল ধর্মও অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে! প্রাচ্য তাহাদের ধর্মপ্রচারকগণকে আমাদের দেশে প্রেরণ করিতেছে। আর আজ হিদেনদের (Heathendom) ঘণ্টাধ্বনি শুধু সুদূর প্রাচ্যে নহে, খ্রীষ্টান আমেরিকারও বহু স্থানে তাহাদের টং টং ধ্বনি খ্রীষ্টানদের পরধর্মবিজয়ের চেষ্টাকে যেন উপহাস করিয়া বাজিতেছে! যে যোগক্লাশ প্রথম সম্ভ্রান্ত সমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন

তাহা আজ ব্রাউনিং ও সেক্সপীয়ার ক্লাশের ন্যায় লোককে আকর্ষণ করিতেছে। খৃষ্টান নারীরা—যাঁহারা পূর্বে ব্যাপটিষ্ট, মেথডিষ্ট, প্রেস্‌বাইটেরিয়ান, এপিস্কোপাল, কেথলিক ছিলেন এবং যাঁহারা ইহুদীধর্ম বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা আজ বাইবেলের উপরেও এই সকল শিক্ষাকে স্থান দিয়া তাহা শিখিতেছেন।

"এই দেশে হিন্দুধর্মের যে সারতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার নাম বেদান্ত। ইহা ভারতে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত সর্বব্রহ্মবাদ (Pantheism)। ইহা বর্তমান পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও খৃষ্টিয়ানীর আওতায় নূতন নূতন অর্থসম্পদ লাভ করিতেছে। এই ধর্মে যে কোনও নূতন নূতন ধর্ম বা ঈশ্বরের বা দেবতার স্থান আছে। এই বেদান্তে এত অপবাখ্যা সম্ভব ও ইহার এত শাখা আছে যে তাহাতে পৃথিবীর যে কোনও ধর্মের যে কোনও দেশের বা জাতির অধ্যাত্মিক প্রতীকেরই স্থান হইতে পারে! পাশ্চাত্য মন যে দেবতা সম্বন্ধে সন্দিহান বেদান্ত তাহাকে তাহাদের উপর চালাইয়া দিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না।"

"যোগদর্শন ইহার অজ্ঞাত আকর্ষণী শক্তি দ্বারা একদল আমেরিকান নারী ও পুরুষকে মোহগ্রস্ত করিয়াছে। এই মতের সমর্থকগণ শুধু পূর্ব বা পশ্চিম ভাগেই আবদ্ধ নহেন। এক একজন স্বামীর পরিচালনাতে পিট্‌স্‌বার্গ, ওয়াশিংটন, চিকাগো, ডেন্‌ভার, সেণ্টলুই, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত সমিতি আছে। এতদ্ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি ও যোগচক্র রহিয়াছে যাহাদের সংখ্যা অগণিত।" এই প্রবন্ধে অভেদানন্দের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছিল এবং নীচে লেখা ছিল (one of the most successful and popular preachers of Vedantism in America").

আশ্রমে অবস্থানকালে অভেদানন্দ সকলের সহিত সমানভাবে কাজ করিতেন। তাঁহার ১৯১২ সনের ডায়েরীতে আছে :

"I planted with Le-Page and Whitnie Alaska Peas, Cauliflower, and Cabbage seeds in the garden, started the engine with Le-Page and it worked all right" (1912, April 25th). "Washed the dogs and cleaned their houses" (22. 8. 1912) "Held classes in the evening" (23. 8. 1912). Worked with Frank at the stable" (28. 8. 12) "Held Yoga class" (27.8.12) Picked Pears and apple and packed them (4. 9. 12) "I worked in the chicken's house foundation with Whitnie in the evening (13-9-12) I held meditation class in the evening (28-11-12) started the engine at 1-30 P. M. cut wood until 2-30 P. M. and then drove down to the station with P & T, (20-1-12),

"আমি লা পেজের ও হুইটনির সহিত আলাস্কা, মটর, ফুলকপি ও বাঁধাকপির বীজ বপন করিলাম। লা পেজের সহিত আমি ইঞ্জিন চালাইতে লাগিলাম। তাহা ভালভাবে চলিতে লাগিল, ইত্যাদি। ইহাতে দেখা যাইতেছে অভেদানন্দ যে কোনও কাজকেই ছোট মনে করিতেন না, তাঁহার ডায়েরী তাহার প্রমাণ দিতেছে। তিনি বলিতেন : "আমি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব জানি।" তিনি সত্যই জুতা সেলাই জানিতেন। তাঁহার জুতা সেলাই-এর যন্ত্রপাতি ছিল এবং দুপুর সময়ে এই সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি তাঁহার ছেঁড়া জুতা সেলাই করিতেন। বেদান্তের বক্তৃতা এবং জুতা সেলাই এই

দুইয়ে কর্ম হিসাবে যে কোনও পার্থক্য নাই ইহা তিনি তাঁহার নিজ জীবনাদর্শ দিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক কোন কর্মই ছোট নহে। কর্মের ছোট বড় তাহার উদ্দেশ্য দিয়া বিচার করিতে হয়। যে কর্ম মনকে সংসারে আসক্ত করে ও আমাদিগকে ছোট করে তাহাই ছোট কর্ম—সেই কর্ম ধর্মপ্রচারই হোক কি জুতা সেলাই হোক।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি আসিয়া পৌছিয়াছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী ইহা ফ্রেমে আঁটা হইল। স্বামীজী লিখিতেছেন: "Le-Page and I opened the shadow-box and fixed the picture of Sri Ramakrishna and pasted paper at the back." (2-2-13)" এই বৎসরই স্বামীজীর পায়ের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি সেই ভাঙ্গা পা লইয়া ডাক্তারের নিকট গমন করিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: "We started for Pittsfield from here at 8 A. M. Arrived at Station at 9 A. M. Took 9-18 train. Arrived at Pittsfield at 11-10 A. M. Rode in Street car and walked to the Hill-crest hospital. Met Dr. Tracy and had my foot examined and X-Ray photograph taken (4-2-13)."

জ্যাক্‌সনভিলে (Jacksonville) বক্তৃতা দিবার জন্য অভেদানন্দ ১৭ই ফেব্রুয়ারী আশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং নিউ ইয়র্ক হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৪-৩০ মিনিটের সময় জ্যাক্‌সনভিলে অবতরণ করিলেন। এই স্থানে তিনি মেথডিষ্ট চার্চে তিনটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই স্থানের কাজ শেষ হইলে তিনি ১লা মার্চ জ্যাক্‌সনভিলে (Jacksonville) ত্যাগ করিলেন।

জ্যাক্‌সনভিলে হইতে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকার সময় ট্রেনে করিয়া অভেদানন্দ জর্জিয়ার এট্‌লাণ্টা নগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এট্‌লাণ্টার সাইকোলজিকেল সোসাইটীর (Psychological Society) নিমন্ত্রণে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা দিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। এই সোসাইটীর সম্পাদিকা মিসেস্, এস্. এম. বি. রোজ (Mrs. M. Ashby Rose) অভেদানন্দের এট্‌লাণ্টার (Atlanta) বক্তৃতা ও ক্লাসসমূহ সম্বন্ধে লস্ এঞ্জেলিসের 'নিউ থট্ জার্নেল'-এ নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছিলেন:

"কয়দিন হইল এট্‌লাণ্টার সাইকোলজিকেল সোসাইটীর সহায়তায় এট্‌লাণ্টায় যাঁহারা মনস্তত্ত্ব, নিউ থট্ এবং প্রাচ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের এক অতি দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

"এই সোসাইটীর আহ্বানে ভারতীয় কিন্তু বর্তমানে কনেক্‌টিকটের বার্কশায়ার হিলের বেদান্ত আশ্রম বা শান্তিনিলয়ের অধিবাসী অভেদানন্দ কতকগুলি বক্তৃতা ও ক্লাশ করিয়াছেন। স্বামীজী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারকার্যের প্রধান অধ্যক্ষ। এই সমিতির কাজ হইল প্রাচীন ভারতের আর্যগণের ধর্ম ও দর্শনের ভাবধারা এই দেশে প্রচার করা।

"কার্নেগী লাইব্রেরীর বক্তৃতা-হলে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইয়াছিল। স্থানাভাবে বহু লোককে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই দিনের বিষয় ছিল *The Relation of Soul to God* ('ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ')। এই বক্তৃতায় তিনি অতি দক্ষতার সহিত বিজ্ঞান ও ধর্মের দিক দিয়া এমনভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সকলের মন ও হৃদয় সত্যই শান্তি লাভ করিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, সকল বিজ্ঞানই ভগবানের নিকট লইয়া

যাইতে সক্ষম। এই বক্তৃতাতে তিনি প্রমাণ করিলেন: ভগবান আমাদের অন্তরেই সর্বদা বাস করিতেছেন। তিনি আমাদের অতি নিকটে, দূরে নহেন ('God at hand and not God far off') তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ অতি নিকটতম ও অতি সত্য। ভালবাসার শক্তির সহায়তায় জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এই একত্বানুভূতি হইয়া থাকে।

"২রা মার্চ রবিবার আমাদের বাড়ীতে প্রায় ৬০ জন উদারমনা পণ্ডিত লোক স্বামিজীর সহিত কথাবার্তা বলিতে ও সান্ধ্য-সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। এই আলোচনা-সভায় বহু নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। এই সভাতে স্বামীজী তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমেরিকার বেদান্তের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

"স্থানীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজী আটটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহাদের শেষ দুইটী অতি চমৎকার হইয়াছিল। বিষয় ছিল 'ঈশ্বরানুভূতি' ('Godconsciousness')। স্বামীজী তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন: "I was inspired." ইউনিভার্সেলিষ্ট এবং ইউনিটেরিয়ান (Universalist and Unitarian) ধর্মযাজকগণ তাঁহাদের গির্জাতেও অভেদানন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ৯ই মার্চ রবিবার তিনি ইউনিটেরিয়ান গির্জাতে 'সার্মন' প্রদান করিয়াছিলেন।

"এখানকার এথিকেল সোসাইটীও (Ethical Society) স্বামীজীকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি *India's Contribution to World's Ethics* নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহরের মান্যগণ্য লোক দলে দলে সভাতে

উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইদিন অপরাহ্নে তিনি 'পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

"সহরের ইউনিটী ক্লাব (Unity Club) ধর্মযাজকদের প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা স্বামীজীকে পিড্‌মণ্ট হোটেলে (Pidemont Hotel) ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। সেইস্থানে অভেদানন্দের সহিত ধর্মযাজকদের 'বেদান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা হইল। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য হইল তিনি কাহারও ভাব নষ্ট করেন না। আমাদের যাহা অতি প্রিয় তিনি তাহার আরো সুন্দর—আরো বিশ্বজনীন ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিতে সহায়তা করেন।"

১১ই মার্চ অপরাহ্নে অভেদানন্দ এট্‌লাণ্টা পরিত্যাগ করিলেন এবং ১২ই মার্চ নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। পরদিন স্বামী বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতি-ভবনে গমন করিলেন। নিউ ইয়র্কে তিনি ১৭ই মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। ১৮ই মার্চ তিনি আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৩রা মে হার্টফোর্ড (Hartford) কনেক্‌টিক্‌ট ষ্টেট স্পিরিচুয়েল এসোসিয়েসনের (The Connecticut State Spiritualist Association) ষড়বিংশ বার্ষিক কন্‌ভেন্‌সন (The Twenty-sixth Annual Convention)। এই কন্‌ভেন্‌সনে ব্রুক্‌লীনের প্রসিদ্ধ মিডিয়ম রেঃ মেরী এস্. ভাণ্ডারবিল্ট্ (Rev. Mary S. Vanderbilt) এবং অভেদানন্দ বক্তা মনোনীত হইয়াছিলেন। অভেদানন্দ বলেন: "I went to the convention meeting at 3 P. M. It was extremely hot. I lectured in the evening on *Does the Soul Exist after Death.* Mrs. Vanderbilt introduced me." (7-45 P. M.) পরদিন ৪টা

মে তিনি আবার বক্তৃতা দিলেন। তিনি লিখিয়াছেন : At 3 P. M, I lectured in the Unity Hall on *Relation of Soul to God.* Mr. Grap came from New Haven to hear me. He had supper with me. I had 600 audience. Cheered and cheered, one shouted '*Hurrah.*'

পরদিন ৫ই মে তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে গমন করিলেন এবং কার্ণেগী চ্যাপ্টার হল ভাড়া করিলেন। এই স্থানে কার্ণেগী চ্যাপ্টার হলে (Carnegie Chapter-Hall) অভেদানন্দ ১১ই জানুয়ারী রবিবার হইতে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার পর একদিন নিউ ইয়র্কে থাকিয়া তিনি আশ্রমে চলিয়া যাইতেন এবং বক্তৃতার পূর্বদিনে আবার আসিতেন।

১০ই জানুয়ারী স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্য ডায়েরী ও ক্যালেণ্ডার ক্রয় করিলেন। এইরূপে আশ্রম হইতে গমন করিয়া তিনি ১০ই মে পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে চ্যাপ্টার হলে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১১ই মে তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর ১১ই জুলাই শনিবার অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কের 'নিউ থট্ সামার স্কুলে'র উদ্বোধন সভায় উপস্থিত হইয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের লং বিচ্-এ (Long Beach) যাইবার জন্য তিনি ১৪ই ডিসেম্বর আশ্রম ত্যাগ করিলেন। নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইয়া তিনি চিকাগো পর্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন ২টায় তিনি লস্ এঞ্জেলিসে উপনীত হইলেন। এই স্থানে স্নান আহারাদি

করিয়া ৪-৪৫ মিনিটের ট্রেনে অভেদানন্দ লং বিচে (Long Beach) যাত্রা করিলেন এবং ৫-৩০ মিনিটের সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মিঃ উইল্‌হেল্‌ম্ (Mr. Wilhelm) তাঁহার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর মিঃ উইল্‌হেল্‌মের বাড়ীতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৪৬ জন নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

এই স্থানে আসিয়া অভেদানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর বোমা নিক্ষেপের সংবাদপত্রিকায় দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়াই মিসেস্ প্যাটার্সনকে স্বামী ত্রিগুণাতীতের অবস্থাসম্বন্ধে সংবাদ জানাইবার জন্য 'তার' করিলেন।

২৭শে ডিসেম্বর রবিবার যে সময় স্বামী ত্রিগুণাতীত বেদান্তের বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন সেই সময় 'ভাব্‌রা' নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার উপর হাত বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা-বিস্ফোরণের ফলে বোমা নিক্ষেপকারী নিহত হয়, বহু লোক আহত হন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত মারাত্মক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর এই বোমা নিক্ষেপের বিবরণ ৩০শে ডিসেম্বর 'সান্‌ফ্রান্সিস্কো এক্‌জামিনার' (San Francisco Examiner) এইভাবে বলেন: "A letter written on Christmas day by Louis Vabra mechanist and student of occult, who lost his life in attempting to blow up the Hindu Temple with a bomb last Sunday, was found in Oakland yesterday and proved that he had deliberately planned to wind up his affairs before coming to San Francisco."

VABRA'S LETTER : *December 25th 1914.*

"Dear brother in Truth,

If any money comes to me from C. E. Hooper Tuolumne, Cal., please send it back to him because I owe it to him.

I leave this city this evening and have severed my connection with the first Society of the Christian Yoga altogether. I know at heart that I will forever remain reconciled to the teachings of the Christian Yoga, but I am prompted now to sever my connection with the organization.

"May the spirit provide for you and God bless you.

Sincerely,
L. G. Vabra.

"Swami Trigunatita, who was among the persons injured in the blowing up of the Hindu Temple last Sunday (27th Dec.), was so weak at the University of California Hospital yesterday, that he was unable to talk. He is being attended by Dr. Saxon Pope.

"The Swami has been in such intense pain since being taken to the Hospital that he has slept only when under the influence of morphine In his few lucid moments yesterday he re-iterated his original story that he had no quarrel with Vabra and was unable to account for his conduct in exploding the bomb at the temple during the services last Sunday."—*San Francisco Examiner*, Dec. 30th, 1914.

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাব্‌রা নামক খৃষ্টান যোগ-সংসদের একজন সভ্য সান্‌ফ্রন্সিস্‌কোর হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিবার জন্য বোমা নিক্ষেপ করে। ঘটনার পূর্বে লিখিত তাহার একখানি পত্র পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই ব্যাপারের কিছুই বোঝা যায় নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীত ভাব্‌রার সঙ্গে কোনও প্রকার মতান্তর হইয়াছে মনে করেন না বলিয়া তাঁহার শেষ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কল্পনা চালাইবার প্রচুর স্থান থাকাতে তাঁহারা ইহার কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রদান করিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত অসহ্য ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। শুধু মরফিয়া ইন্‌জেক্‌সন দিলেই তিনি কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারিতেন। কালি-ফর্ণিয়া ইউনিভার্সিটীর ডাক্তারখানায় তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হইয়াছিল। ১০ই জানুয়ারী রবিবার বোমার আঘাতের প্রায় পনরদিন পরে অপরাহ্ন ৭-১৫ মিনিটের সময় তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

ত্রিগুণাতীতানন্দ তাঁহার অদম্য সাহস, কর্মতৎপরতা ও জ্ঞানের সহায়ে আমেরিকার পূর্বপ্রান্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় আমেরিকায় প্রথম 'হিন্দুমন্দির' নির্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের এই অভিনব অভিব্যক্তি তাঁহাকে ভারতের ইতিহাসে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রত্যেকে এক-একজন দিক্‌পাল বিশেষ। তাঁহাদের যে কোনও একজনের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া যাই।

লস্ এঞ্জেলিসে মতি মহারাজ ছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে লস্ এঞ্জেলিসে আর কোনও প্রচারক সন্ন্যাসী রহিলেন না। সেইজন্য লস্ এঞ্জেলিসের বেদান্ত সোসাইটী এবং লং বিচের বেদান্ত অনুরাগিগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া অভেদানন্দ প্রশান্ত সাগরের উপকূলে আসিয়াছিলেন। ১১ই মার্চ তাঁহার শেষ বক্তৃতা হইল। তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৫ই মার্চ তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৬ই মার্চ পূর্বাহ্ন ৯টায় সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো পৌঁছিলেন। মিসেস্ প্যাটার্সন ও মিসেস্ উলবার্গ এবং প্যাসিফিক্ বেদান্ত সেণ্টারের (Pacific Vedanta Centre) অধ্যক্ষ প্রকাশানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর বেদান্ত সমিতি প্রকাশানন্দকে তাঁহাদের অধ্যক্ষ করিতে রাজী ছিলেন না।

২০শে মার্চ অভেদানন্দ দুই দলের সহিত আলোচনা করিয়া একটী মিট্‌মাটের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি হিন্দুমন্দিরে একটী ও প্যাসিফিক্ বেদান্ত সেণ্টারে একটী বক্তৃতা দিলেন। তারপর তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রকাশানন্দকে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া উভয় দলের মনোমালিন্য মিটাইয়া দিলেন। এইস্থানে অবস্থান কালে প্রকাশানন্দের সহিত দুইটী হিন্দু বালক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। এইরূপে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির ব্যবস্থা করিয়া তিনি ২৯শে মার্চ সান্‌ফ্রন্সিস্‌কো হইতে রওনা হইলেন এবং ৩০শে মার্চ ৩-৩০ মিনিটের সময় তিনি নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। পথে চিকাগোতে গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত অভেদানন্দ আশ্রমে বাস করিয়া আশ্রমের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিলেন। ২৯শে তারিখ তিনি প্রশান্ত সাগরের উপকূলে আবার বক্তৃতা দিবার জন্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে গমন করিলেন। ২রা ডিসেম্বর তিনি নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করিলেন এবং চিকাগো হইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর মিনিয়াপোলিশে (Mineapolis) উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া হিন্দু ছাত্রগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। মিনিয়া পোলিশের ইউনিটেরিয়ান চার্চে (Unitarian Church) তিনি *Spiritual Needs of the 20th Century* ("বিংশ শতাব্দীর ধর্ম") নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রায় ৪৫০ জন শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। এইস্থানে তিনি অনেক যোগ-শিক্ষার্থীকে যোগ শিক্ষা দিয়া ৮ই ডিসেম্বর ডেন্‌ভার (Denver) হইয়া লস্ এঞ্জেলিস (Los Angeles) রওনা হইলেন এবং ১৩ই ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিস (Los Angeles) উপস্থিত হইলেন।

১৩ই ডিসেম্বর হইতে ২রা মার্চ পর্যন্ত লস্ এঞ্জেলিসে (Los Angeles) অবস্থান করিয়া তিনি রীতিমত রবিবাসরীয় বক্তৃতা দিয়াছেন, ক্লাশে বক্তৃতা করিয়াছেন, যোগশিক্ষার্থীগণকে নিয়মিত যোগ শিক্ষা দিয়াছেন এবং অবসরকালে বন্ধুগণের সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সার্কুলার (Circular) ছাপা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করার ভার স্থানীয় বেদান্ত সমিতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য তাঁহারা সিম্ফনি হল (Symphony Hall) ভাড়া করিয়াছিলেন।

২রা মার্চ তিনি লস্ এঞ্জেলিস ত্যাগ করিয়া সান্‌ফ্রান্সিসকো গমন করিলেন। খেয়াঘাটে প্রকাশানন্দ, মিসেস্ উলবার্গ (Mrs. Woolberg) এবং বেদান্ত সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫ই মার্চ রবিবার তিনি হিন্দুমন্দির (Hindu Temple) উপনীত হইয়া প্রকাশানন্দের বক্তৃতার পর অর্ধ ঘণ্টা *Divine Providence of Man* নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ৭ই মার্চ তিনি আবার সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিলেন।

৯ই মার্চ অভেদানন্দ ডেন্‌ভারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে একদিন বাস করিয়া এবং তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১১ই মার্চ তিনি পুনরায় ডেন্‌ভার ত্যাগ করিলেন। ১৪ই মার্চ তিনি নিউ ইয়র্কে উপনীত হইলেন এবং একদিন মাত্র নিউ ইয়র্কে বাস করিয়া তিনি ১৬ই মার্চ আশ্রমে উপনীত হইলেন।

২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত অভেদানন্দ আশ্রমে বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি লস্ এঞ্জেলিসের (Los Angeles) উদ্দেশ্যে আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে গমন করিলেন। নিউ ইয়র্ক হইতে তিনি ৩০শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩রা জানুয়ারী অভেদানন্দ লস্ এঞ্জেলিসে (Los Angeles) উপনীত হইলেন। ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি এইস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১২ই তারিখ তিনি তাঁহার বিছানা-পত্র বাঁধিয়া আবার সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৩ই এপ্রিল সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে প্রকাশানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১৫ই এপ্রিল রবিবার তিনি হিন্দু টেম্পলে *What is there beyond the Grave ?* ('মৃত্যুর পারে কি আছে ?') নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৬ই এপ্রিল তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিলেন। পথ অত্যন্ত খারাপ থাকায় গাড়ী প্রায় চারিঘণ্টা দাঁড়াইয়া

রহিল। যাহা হউক ২০শে এপ্রিল তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলেন এবং তাহার পরদিন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

১৯১৮ সালের প্রথম ভাগেই লস্ এঞ্জেলিস যাওয়ার জন্য অভেদানন্দ ৩রা জানুয়ারী আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্কে আসিলেন। এইস্থানে আসিয়া তিনি বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেদান্ত সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী আবার তিনি লস্ এঞ্জেলিস (Los Angeles) অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ট্রেণে চারিদিন থাকার পরে লস্ এঞ্জেলিসে (৮ই জানুয়ারী) উপস্থিত হইলেন। ২৭শে জানুয়ারী হইতে রবিবাসরীয় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে গীতার ক্লাশ ও বৃহস্পতিবারে যোগের ক্লাশ চলিতে লাগিল। ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত এইভাবে ক্লাশ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সান্‌ফ্রন্সিস্‌কো অভিমুখে গমন করিতে হইল। ৯ই তারিখে তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, মিসেস্ উলবার্গ ও প্রকাশানন্দ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত রহিয়াছেন। এই স্থানে তিনি ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত অতিবাহিত করিলেন। তিনি মাঝে মাঝে মিসেস্ উলবার্গের বাড়ীতে আহার করিতেন। প্রকাশানন্দও তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। ১৪ই এপ্রিল রবিবার তিনি *Self Mastery* (আত্মসংযম) সম্বন্ধে হিন্দুমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ১৫ই এপ্রিল সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো ত্যাগ করিয়া অভেদানন্দ পুনরায় নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৯শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সহরে মাত্র ২২শে পর্যন্ত অবস্থান করিয়া ২৩শে এপ্রিল আশ্রমে উপনীত হইলেন।

হার্টফোর্ড (Hartford) প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের একত্রিংশ বার্ষিক উৎসব

উপলক্ষে অভেদানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সুতরাং ৪ঠা মে তিনি আশ্রম হইতে হার্টফোর্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হার্টফোর্ড উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটের সময় *Religious Need of the Present Day* ('বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা') নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন আবার তিনি *What is there beyond the Grave?* (মৃত্যুর পারে কি আছে?) নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়া ৬ই মে সকালে হার্টফোর্ড (Hartford) ত্যাগ করিয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন।

ডিসেম্বর পর্যন্ত অভেদানন্দ আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতভাবে ধ্যান, যোগ, গীতা ও উপনিষদের ক্লাশ করিতে লাগিলেন এবং আশ্রমের সর্বপ্রকার কার্যে আশ্রমবাসিগণকে সাহায্য করিতেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ হইতেই অভেদানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেইজন্য আমেরিকার কাজ সংক্ষেপ করিয়া আনিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া আসিলে আশ্রমের কার্য নির্বাহ করা অসম্ভব হইবে ভাবিয়া তিনি আশ্রম ও আশ্রমের আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। অক্টোবর মাস হইতে তাঁহার লাইব্রেরীর বই, (ফ্রাঙ্কডোরাক্ অঙ্কিত) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি (Oil painting) এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া ঠিক করা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের ষ্টিরিও প্লেট (sterio-plates) বাক্সের ভিতরে ভাল করিয়া প্যাক করা হইল। মিঃ গোল্ড (Mr. Gold) নামক একজন ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রম ক্রয় করিয়া লইলেন। ২২শে নভেম্বর যখন মিঃ গোল্ড তাঁহার পুত্রের সহিত আসিয়া বায়নাস্বরূপ ৫০০ ডলার দিয়া গেলেন

তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। অভেদানন্দ ডায়েরীতে লিখিয়াছেন: "I telephoned to Gold and asked him to come He came with his son and deposited 500 dollars after going through the barns etc. It was a great relief in my mind. Felt that I had a new birth in freedom."

১৫ই ডিসেম্বর অভেদানন্দ ও আশ্রমবাসী সকলে বার্কশায়ার আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন। নিউ ইয়র্কে আসিয়া অভেদানন্দ বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো যাইবার জন্য টিকেট ক্রয় করিলেন।

বার্কশায়ারের আশ্রমে অভেদানন্দ ১৯১২ সাল হইতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেও ১৯১০ সাল হইতেই তিনি আশ্রমের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রায় সুদীর্ঘ ১০ বৎসর তিনি এই স্থানে আশ্রম জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে যোগ শিক্ষা করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সেই স্থানে আসিয়াছেন, তাঁবু খাটাইয়া বাস করিয়াছেন এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবার জন্য আশ্রমবাসিগণের সহিত সর্বপ্রকার কার্য করিয়াছেন। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, সর্বপ্রকার ও সর্বশ্রেণীর লোকই একসঙ্গে বাস করিয়া ভ্রাতৃভাবে দিন যাপন করিয়াছেন। এই স্থানে বাস করিয়া অভেদানন্দের দিব্যসঙ্গ লাভের মধুময় স্মৃতি সকলের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য রহিয়া গিয়াছে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর অভেদানন্দের নিকট যে সকল পত্র আসিত তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তিনি এই সকল লোকের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মঙ্গল ইচ্ছাতেই

যেন তিনি ১৯১৪ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের জন্য আমেরিকায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া মানসিক বেদনাগ্রস্ত বহু আমেরিকাবাসিগণের জীবনে শান্তি বিতরণ করিয়া নব ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি (১৯২২ খৃষ্টাব্দে) জামসেদপুরে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন: চিকাগো ধর্ম মহাসভাতে বক্তৃতা করিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকাবাসী বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর পুনরায় আমেরিকা হইতে তিনি লণ্ডনে গমন করেন এবং আমাকে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য ভারত হইতে লইয়া যান। সেখানকার কাজের ভার আমার উপর দিয়া তিনি মাতৃভূমির উদ্দেশে রওনা হইলেন।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি প্রথমে ইংলণ্ডে অবতরণ করি। পঁচিশ বৎসর বড় অল্প সময় নহে। ইহা শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ। অল্প লোকই এই সময়ের দীর্ঘতার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। স্বামীজীর কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সেখানে ব্যয় করিয়াছি। আমি লণ্ডনে এক বৎসর ছিলাম এবং সেখানকার বেদান্ত সমিতির কর্মকর্তারূপে নানা স্থানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছি। আমি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন উৎসাহী শিষ্যের আহ্বানে যুক্তরাজ্যে গমন করি। সেখানে তাঁহারা আরও ভাল করিয়া বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সেই সময় হইতে আমি নিউ ইয়র্কে

বাস করিয়া সমগ্র যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা দিয়া বহুস্থানে প্রচার করিয়া ঘুরিয়াছি এবং সেই উপলক্ষে কলম্বিয়া, হার্ভার্ড, কর্ণেল, টরন্টো এবং কালিফার্ণিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নানাপ্রকার প্রসিদ্ধ সংঘসমূহে বক্তৃতা দিয়াছি। 'উদারহৃদয় ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ আমাকে সর্বত্র সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্মের মহান সত্যসমূহ শিক্ষার জন্য আমার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আমেরিকা একটি মহাদেশ। আমি আমেরিকা পছন্দ করি। কারণ সেখানকার লোক অত্যন্ত সরল ও উদার। তাঁহারা গোঁড়া ও রক্ষণশীল নহেন। তাঁহারা সত্যলাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক এবং নির্বিচারে তাঁহারা প্রত্যেক সত্যকেই গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা শুধুই যে মনীষীদের সাদরে গ্রহণ করেন তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহারা জানেন যে কি করিয়া সেইসব মনীষীদের সম্মান ও সম্বর্ধনা করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্, মনস্তত্ত্ববিদ্ বা ধর্মজগতের মহাপুরুষ সকলেই সমানভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আমেরিকাই বর্তমান জগতে নানা প্রকার প্রগতিশীল মতবাদের অগ্রদূত এবং সমগ্র জগৎ অনেক বিষয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। আমেরিকাতে প্রতি সহরে এরূপ বহুলোক পাইবেন যাঁহারা জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশেন এবং বিদ্যাশিক্ষা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁহারা স্বার্থপর নহেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা অত্যন্ত প্রগতিশীল, তাঁহারা শিক্ষার আদর করেন। আমেরিকায় যাইলে দেখিতে পারিবেন তাঁহারা জড়বিজ্ঞানেও কত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং দেশের ধনসম্পদ কত উপায়ে বাড়াইতেছেন ও দেশের মনীষিগণ

নিজ নিজ চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর দ্বারা কিসে দেশের ও দশের উন্নতি হইবে তাহারই জন্য দিনরাত চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের মত জাতিভেদ সেদেশে (আমেরিকায়) নাই। সেখানে আজ যে রাস্তা ঝাঁট দিতেছে তাহারও বড় হইবার এমন কি যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

"আমেরিকাতে সকলের পক্ষেই বড় বা উন্নত হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ সেখানে সকল মানুষেরই অধিকার সমান, আর এই কারণেই আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার করা উচিত। সেখানকার লোকই বাস্তবিক সত্যলাভের উপযুক্ত পাত্র। আপনারা হয়তো শুনিয়া থাকিবেন—নিগ্রোদিগের প্রতি আমেরিকানগণ খুবই অসৎ ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, এই আমেরিকাবাসীরাই আইনের সাহায্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকু স্বাধীনতা নিগ্রোদিগকে দান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্বেতজাতির সমান অধিকার দান করিয়াছেন। আপনারা হয়তো আরও শুনিয়া থাকিবেন যে, আমেরিকানরা নিগ্রোদের lynching করিয়া মারে। কিন্তু ইহাও আবার সত্য যে, প্রয়োজন হইলে নিগ্রোরাও শ্বেতাঙ্গদের বাদ দেয় না। সুতরাং এই প্রকার একটি বা দুইটি ঘটনা দ্বারা সমস্ত জাতিকে বিচার করা উচিত নয়।

"তাহার পর আমেরিকাবাসী শুধু যে পুরুষকেই স্বাধীনতা দান করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা নারীকেও পুরুষের সমান অধিকার দান করিয়াছেন। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, নিউ ইয়র্ক সহরের মত অতি প্রসিদ্ধ নগরীর পুলিশ কমিশনার হইতেছেন একজন মহিলা। সেদেশে মহিলারা জজিয়তী করিতেছেন, ওকালতী করিতেছেন,

দর্শনচর্চা করিতেছেন। আমি এরূপ একজন মহিলাকে জানি যিনি একটা উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং তিনি এই পদে পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া আছেন। তিনি এখন একজন বেদান্তের ছাত্রী এবং নিজে ব্রহ্মচারিণীরূপে জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে আমি সত্যপ্রিয়া নাম দিয়াছি। আমেরিকাতে যুবক-সম্প্রদায়ের ভিতর এমন লোক কম পাওয়া যাইবে যাঁহারা নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরববোধ না করেন। তাঁহারা অনেকে আমাদের শিষ্য হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহাদিগকে রামদাস, হরিদাস, গুরুদাস, শিবদাস প্রভৃতি নাম দিয়াছি। তাঁহারা এই সকল নাম অতীব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্মের আচার্যগণকে জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়া মনে করেন। আমাদের ধর্মপ্রচার আমেরিকার ধর্ম-জগতে প্রবল বিপ্লব আনিয়াছে। যখন প্রথম আমি আমেরিকায় যাই তখন সমগ্র খৃষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায় আমাদের শত্রু ছিলেন। তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা-অপবাদ রটনা করিতেন। আমিই সেখানে হিন্দুধর্মের পক্ষে একাকী তাঁহাদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছি। মিশনারীগণই এই সকল মিথ্যা প্রচারের পাণ্ডা।

"আমি একটি উদাহরণ দিতেছি। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাকে যে সকল বই পড়ানো হয় সে সকলের মধ্যে যে ছবি থাকে তাহাতে দেখানো হয়—হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিতেছেন এবং জলে একটি কুমীর মুখ বিস্তৃত করিয়া ওৎ পাতিয়া আছে, নীচে লেখা আছে: 'হিন্দুজননী নিজ সন্তানের শরীর দিয়া কুমীরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছেন আর ইহাই

হিন্দুধর্ম!' ইহা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বালক বালিকারা ইহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে! আমার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এই ছবি দেখাইয়া আমাকে ইহার সত্যাসত্য বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, জীবনে কখনও আমি কিন্তু এই দৃশ্য দেখি নাই। আমি গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা যেস্থানে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে সেস্থান পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু কোথাও গঙ্গায় কুমীর দেখিতে পাই নাই। যদি হিন্দুজননীগণ তাঁহাদের সন্তান দিয়া কুমীরের আহারই যোগাইবেন তবে আমি কি করিয়া আমেরিকায় আসিলাম? আমিও তো তাঁহাদের একজনের সন্তান? মিশনারীগণ এই প্রকারেই মিথ্যা-প্রচার করিয়া থাকেন।

আমি সেখানে *Woman's Place in Hindu Religion* ('ভারতীয় নারী ও সমাজে তাহাদের স্থান') নামক বক্তৃতাতে যখন বৈদিক সাহিত্য হইতে নজির উদ্ধৃত করিয়া সমাজে হিন্দুনারীর প্রকৃত স্থান কোথায় তাহা প্রমাণ করি তখন সমগ্র পাদরীসমাজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। নিউ ইয়র্ক সহরে বিশপ পটার নামক একজন সদাশয় পাদরী ছিলেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে তিনি অতি সুপরিচিত বিখ্যাত ধর্মযাজক। তিনি আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার মত সমর্থন করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি আমাদের ধর্মসম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতেন। পাদরীরা যখন আমাকে আক্রমণ করিল তখন আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: 'স্বামী অভেদানন্দ অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ভদ্রলোক। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সমস্তই সত্য। আমি তোমাদের কথা শুনিতে চাই না।' আপনারা জানেন যে, বেদে অনেক মহীয়সী

মহিলাদের নাম পাওয়া যায় যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্ট্রীও হইয়াছিলেন এবং সে সব বৈদিক মন্ত্রের ঋষি, গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ বৈদিক সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন।

"আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকাবাসীদের মন হইতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এই সকল 'সত্যের বাহকগণ' পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া লোককে 'অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিতেছেন।' আমার বেদান্ত প্রচারের ফলে আমেরিকায় অনেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং গীর্জায় উপাসনার সময় তাঁহারা বেদান্তের ভাব গ্রহণ করিয়া ঈশাহীধর্মের মূলতত্ত্বগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সত্যান্বেষী ও চিন্তাশীল লোক আর ঈশাহীধর্মের গোঁড়ামীপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। এখন আমেরিকাতে নূতন নূতন ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 'নিউ থট্', 'খৃষ্টান সায়েন্স', 'স্পিরিচুয়্যালিষ্ট সোসাইটী' প্রভৃতি নব নব ধর্মমত প্রচারিত হইতেছে। আর এই সবলগুলিই হইতেছে মুখ্য বা গৌণভাবে আমাদের পঁচিশ বৎসর বেদান্ত প্রচারের ফল। খৃষ্টান সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি (Mary Baker Eddy) গীতার কয়েকটি শ্লোকের উপর তাঁহার সম্প্রদায়ের বনিয়াদ খাড়া করিয়াছেন। 'নিউ থট্' সম্প্রদায়ের সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র এবং তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনিই সব হইয়াছেন এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই। যীশুখৃষ্ট বলিয়া কোন ব্যক্তিতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তবে তাঁহারা 'খৃষ্টত্ব' নামক

আধ্যাত্মিক আদর্শকে স্বীকার করেন। আর এই 'খৃষ্টত্ব' সর্বব্যাপী; ইহা আমাদের অন্তরেই বিরাজমান। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহারা মনে করেন—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বরূপতঃ "খৃষ্ট"। এই উদার মতবাদ গোঁড়ামীপূর্ণ খৃষ্টধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়াছে। কারণ গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ যীশুখৃষ্ট নামক এক ব্যক্তিতে বিশ্বাসী এবং মনে করেন যে, খৃষ্ট তাঁহার রক্ত দিয়া পাপী-তাপীদের পাপতাপ দূর করিয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই প্রকারের পাপ হইতে মুক্তি বিশ্বাস করেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ যাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আর 'অনন্ত নরকে'-র মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন না। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিযাছে। পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। আর ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, যীশুখৃষ্টের রক্তই সমস্ত পাপ দূর করিবে। তবে তাঁহারা 'খৃষ্ট' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাকে তাঁহারা 'খৃষ্টু' ((hristoo) বলেন এবং তাঁহারা আরও বলেন যে, এই 'খৃষ্টত্ব' প্রত্যেক জীবাত্মাতে সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইবে। ইহা সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং তাহা জাগরিত হইলে প্রত্যেকেই এক একজন 'খৃষ্ট' হইবে। তাঁহারা খৃষ্টত্বের এই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পচিশ বৎসর পূর্বের খৃষ্টধর্ম ও আমেরিকার বর্তমান খৃষ্টধর্ম এক নহে। বর্তমানে বেদান্তে প্রচারিত এক অনন্ত ও সত্য সত্তার উপরই খৃষ্টধর্মকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হইতেছে। বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' প্রভৃতি বাণী আজ খৃষ্টান সায়েন্স, নিউ থট্ ও স্পিরিচুয়েলিজম্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যে নূতন ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছি তাহা দ্বারা তাঁহারা খুবই

অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ইউরোপেও ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিতরূপে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছে। তাই ইংলণ্ডেও আজ অসংখ্য 'খৃষ্টান সায়েন্স'-এর চাচ এবং বহু 'নিউ-থট্'-মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যার অর্থার কনান্ ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রেততত্ত্ববিদ্গণ বেদান্তের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব অনুশীলন করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর; মৃত্যুর পরে আমাদের অনন্ত নরকে যাইতে হয় না। স্যার অলিভার লজের কথাই ধরুন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তিনি তাঁহার *Reymond* নামক পুস্তকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি। কালিফর্ণিয়াতে আমি তাঁহার একটী বক্তৃতা শুনিতে গমন করিয়াছিলাম। এই অশীতিপর বৃদ্ধ একজন পাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন এবং সেই প্রকাশ্য সভাতেই বলিলেন: 'বন্ধুগণ, মৃত্যুর পর আমাদের অনন্ত নরক বাস হইবে না, আমরা নূতন এক রাজ্যে যাইব এবং সেখানে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হইবে।' তাহা হইলেই দেখুন, ইহা গোঁড়া খৃষ্টানদের গণ্ডীর বাহিরে। গোঁড়া খৃষ্টানগণ বলেন: 'আমরা মৃত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারি না, কারণ তাঁহারা কবরে নিদ্রা যাইতেছেন এবং শেষ বিচারের দিন তাঁহারা দেবদূতের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ পূর্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া খৃষ্টান জগতে জাগরিত হইবেন।' এই সব ধারণা শত শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আজ বিজ্ঞানের প্রসারে এবং আমাদের বেদান্ত প্রচারের ফলে এই সকল শত শত বর্ষব্যাপী কুসংস্কারসমূহ শরতের

মেঘের ন্যায় পাশ্চাত্যের ধর্ম-গগন হইতে ধীরে ধীরে দূর হইয়া যাইতেছে।"

জামসেদপুর বক্তৃতায় অভেদানন্দের কথা যে কাল্পনিক নয় তাহা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌সের লেখা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন:

"The most venerable ascetic system, and one whose results have the most volumineous experimental corrobortion is undoubtedly the Yoga system of Hindusthan. From time immemorial, the Hatha Yoga, Râja Yoga, Karma Yoga or whatever code of practice it might be, Hindu aspirants to perfection have trained themselves, month in and month out for years. The results claimed and certainly in many cases accorded by impartial judges, is strength of character persoral power, unshakability of soul,"—(Prof. William James : *American Magazine*, Nov. 1907).

প্রো: উইলিয়াম জেম্‌সের সহিত অভেদানন্দের বেদান্তসম্বন্ধে চারি ঘন্টা বিতর্ক এবং তাঁহার বাড়ীতে অবস্থানের কথা আমরা পূর্বে শুনিয়াছি। সুতরাং তাঁহার উপর বেদান্তের প্রভাব শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রচারের ফলেই ঘটিয়াছিল ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারত প্রত্যাবর্তনের আয়োজন

অভেদানন্দ ২১শে ডিসেম্বর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের বেদান্ত-অনুরাগিগণের অনুরোধে তিনি প্রায় এক বৎসর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শয়নগৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি প্যাকিং বাক্স হইতে খুলিয়া রাখিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর হইতে এই স্থানের কার্য আরম্ভ হইল। প্রথম দিন ধ্যানের ক্লাশ ছিল।

সহরের 'এসেমব্লী হল' বক্তৃতার জন্য ভাড়া করা হইল। ৪ঠা জানুয়ারী হইতে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইহা ছাড়া মঙ্গলবার এবং অন্যান্য দিনেও বক্তৃতা হইত। ৭ই 'জানুয়ারী ফেলান বিল্ডিং'-এ তিনি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার রাজযোগের ক্লাশ আরম্ভ হইল। গীতার ক্লাশও তিনি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোয় অভেদানন্দ সর্দিতে ভীষণ কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার অসুস্থ শরীরেই রীতিমত বক্তৃতা, রাজযোগ, গীতা ও ধ্যানের ক্লাশ পরিচালনা করিতেছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহার শরীর কতকটা সুস্থ হইল।

৩০শে মে পর্যন্ত অভেদানন্দ এইভাবে রীতিমত বেদান্তের প্রচার-কার্য পরিচালনা করিলেন। ১লা জুন হইতে তিনি প্রচার-কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এই অবসর সময়ে তিনি এই স্থানের

বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়া লাইব্রেরী, মিউজিয়ম প্রভৃতি দর্শন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক পুনমু্দ্রণের জন্য প্রেসে ষ্টিরিও প্লেটগুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বক্তৃতার পরে তিনি তাঁহার পুস্তকের মুদ্রণ করিতে এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি শুনিয়া সময় কাটাইতে ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানো বাজানোও শিক্ষা করিতেছিলেন।

১লা আগষ্ট হইতে পুনর্বার বেদান্তের প্রচার-কার্য আরম্ভ হইল। ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বৎসরের কার্য রীতিমত নির্বাহ করিয়া অভেদানন্দ ২১শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিস্ যাত্রা করিলেন। ১৯শে জুন পর্যন্ত তিনি লস্ এঞ্জেলিসে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই স্থানের বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি পুনর্বার সান্-ফ্রান্সিস্কো গমন করিলেন। হরিদাস, প্রকাশানন্দ ও গুরুদাস তাঁহার আমেরিকাত্যাগের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য করিতেছিলেন। ভারতের পথে তিনি হনলুলুতে *Pan Pacific Educational Conference*-এ যোগদান করিবার জন্য ২৭শে জুলাই আমেরিকা ত্যাগ করিলেন।

জাহাজ আমেরিকার শেষ ভূমি ত্যাগ করিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষের কর্মক্ষেত্র। ভাল-মন্দ, সদসৎ সহ আমেরিকার বেদান্ত-প্রচারক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীরাম কৃষ্ণ-সন্তান পুণ্যভূমি ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমেরিকায় অভেদানন্দের অসাধারণ কৃতকার্যতা সম্বন্ধে ওয়েণ্ডেল টমাস (Wendel Thomas) লিখিয়াছেন : "Paying more attention to history and

his field of operation Swami Abhedananda did more than his leader to adjust Vedanta to western culture. Rather than overpower by flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasonableness and a vast array of new and picturesque facts. His case for vegetarianism, for example, makes a strong appeal on its own merits. Again, he argues with a show of reason, that if we accept a Christian Bible as revealed of God we must then accept all Bibles. Unlike Vivekananda he does not scorn spiritualism as a cheap American product compared with the measureless penetration of the Hindus, but simply states that for all his conversation with spirits through the western mediums, he has learned nothing, and so regards them earth-bound and ignorant.

"He even re-interpretes his message to suit western demands. Whereas his master Ramakrishna scorned the body and works of healing, this Swami sympathises with Christian Science and encourages the study of healing power. What this American cult is striving to do, he says, Vedanta has already mastered. Moreover, in his treatment of the doctrine of reincarnation, he is very theosophic and modern, rejecting the notion of the God-man-beast-plant wheel of life from which escape is desirable and stressing the creative, evolutionary, purposeful aspect of the soul's

cosmic perigrinations. Finally his handling of the doctrine of work is quite western. Like *Ramanuja* combining the *Gita* rule of unselfish devotion with the early Vedic idea of purposeful work for reward, he takes the duties and work of our daily life as a means to higher ends, and declares that 'all good and unselfish works bring as their results peace, good health, prosperity and happiness in the end.' This kind of work is a far cry from the utterly disinterested and result despising duty proclaimed as the highest path in the *Bhagabad Gita* and in the *Karma Yoga* of Vivekananda." তিনি আরও বলেন : "In 1906 there were 340 members in the whole country, but in 1916 only 190."

এই সভ্যসংখ্যা হ্রাসের কারণস্বরূপ তিনি বলেন : "The failure to expand is probably due first to the wearing off of novelty, and second to the retirement of Swami Abhedananda, who was willing to adjust himself to American institutions in both message and method. His *Vedanta Bulletin* for example, had a circulation of over 3000 copies, 300 of which were sent free to libraries and student organizations."
— *Hinduism Invades America*, pp. 111-113.

মিঃ ওয়েন্‌ডেল টমাস বেদান্তের আন্দোলনকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অভেদানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি অনুধাবনযোগ্য। লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে, অভেদানন্দ তাঁহার প্রচার-

কার্যকে আমেরিকার আবহাওয়ার সহিত খাপ খাওয়াইয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন।

তাহার পর ইহা অতি সত্যকথা যে, কাহারও ভিতরে কোনও নূতন ভাব প্রচার করিতে হইলে তাহারই ভাব ও ভাষায় কথা বলিলে সহজে সে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। অভেদানন্দ এই তথ্য সম্যক্‌-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন এবং বেদান্তের উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি আমেরিকার ভাবধারার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচারপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত সার্বজনীন ও উদার 'যত মত তত পথ' ভাবধারারই অনুযায়ী।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের পথে

১৯২১ খৃঃ অব্দের ২৭শে জুলাই অভেদানন্দ ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে হনলুলুতে "প্যান্ প্যাসিফিক্ এডুকেশন কনফারেন্স"-এ (Pan-Pacific Educational Conference) যোগ দিবার জন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে (Hawai Islands) তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। ৩১শে জুলাই রবিবার ছিল। অভেদানন্দ ডেকে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার একজন সহযাত্রী বলিলেন: "আপনি বুঝি আজ 'সার্‌মন্' (Sermon) দিবেন? আপনার নাম দেখ্‌ছি বোর্ডে লেখা রহিয়াছে।" তাহা শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গমন করিয়া দেখিলেন বোর্ডে সত্যই তাঁহার নাম লেখা রহিয়াছে। তখন আর অধিক সময় ছিল না। তিনি দ্রুত নিজের কেবিনে (Cabin) প্রবেশ করিলেন এবং ধর্মযাজকের পোষাকে সজ্জিত হইয়া ও একখানি বাইবেল হস্তে লইয়া 'সার্‌মন্' দিতে উপস্থিত হইলেন। জাহাজের মধ্যেই একটী উপাসনা-গৃহ ছিল। তিনি যথারীতি উপাসনা পরিচালনা করিয়া 'ধর্ম ও অধর্মের পথ' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

সাত দিন ক্রমান্বয়ে সমুদ্রপথে চলিয়া জাহাজ ২রা আগষ্ট হনলুলুতে (Honolulu) উপনীত হইল। অভেদানন্দকে লইয়া যাইবার জন্য মিসেস্ স্মিথের ভগিনী ডকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ডক্

হইতে গমন করিয়া ইয়ং হোটেলে উপনীত হইলেন। এই হোটেলেই অভেদানন্দের থাকিবার ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া রাখা হইয়াছিল।

হনলুলু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিপূর্ণ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। এই স্থানের লাভা-ক্ষেত্র এবং লাভা-হ্রদ প্রসিদ্ধ। এই স্থানের 'কিলুইয়া' নামক লাভা-হ্রদটী সমস্ত বৎসর ধরিয়া ভীষণ বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে। মাউই দ্বীপে 'হালিকেনা' নামক আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। ইহার মুখের (Crater) পরিধি ১৯ মাইল। 'হনলুলু' হাওয়াই দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা একটী বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সামুদ্রিক বন্দর।

হনলুলুর পোতাশ্রয়ের নাম 'পার্ল হারবার' (Pearl Harbour)। পোতাশ্রয়ে গমন করিয়া অভেদানন্দ রণতরী, গান্‌বোট, সাব্‌মেরিণ্, মাইন স্থাপনকারী জাহাজ প্রভৃতি দর্শন করিলেন।

'প্যানপ্যাসিফিক্ এডুকেশনেল কনফারেন্স' ১১ হইতে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত চলিবে। সুতরাং তাঁহার হাতে সাত আট দিন সময় আছে। তিনি এই কয়দিন হাওয়াই দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিলেন।

৩রা আগষ্ট অভেদানন্দ গাড়ীতে করিয়া Tantalus, Palin এবং Punch bowl নামক আগ্নেয়গিরির মুখ দর্শন করিতে গমন করিলেন।

৪ঠা আগষ্ট অভেদানন্দ হিলো দ্বীপ (Hilo) দর্শন করিবার জন্য জাহাজে করিয়া যাত্রা করিলেন। ৫ই তারিখ তিনি হিলোতে উপনীত হইলেন। এই স্থান হইতে তিনি ট্রেণে করিয়া আগ্নেয়গিরি, লাভাক্ষেত্র, লাভাহ্রদ প্রভৃতি দর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি "রেণবো ফল্‌স্" (Rainbow Falls) দর্শনের পর, গাড়ীতে করিয়া

আগ্নেয়গিরি-গৃহে (Volcano house) গমন করিলেন। সেই স্থানে তিনি গন্ধকের উৎসসমূহ (Sulpher-springs), লাভা টিউব (Lava-tube), আগ্নেয়গিরির মুখ (Crater) এবং boiling pit নামক জলন্ত লাভা-হ্রদ দর্শন করিয়া হোটেলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। হোটেল হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছিল। পরদিন ৬ই আগষ্ট মোটরে করিয়া তিনি (Puna) পুনা জিলার উপর দিয়া গমন করিলেন। তাঁহাদের মোটর মাইলের পর মাইল বিস্তৃত লাভাক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিল। রাস্তায় হাওয়াই দ্বীপের এক অধিবাসীর গৃহের নিকট তাঁহারা আহার করিলেন। এখানে তিনি লাভা হইতে বৃক্ষ প্রস্তুত করিবার ছাঁচ (Lava tree-mould) দর্শন করিলেন। অপরাহ্ণ ৫টায় তিনি হনলুলুর উদ্দেশ্যে জাহাজে করিয়া যাত্রা করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃ ৬টায় হনলুলুতে উপনীত হইলেন।

এই স্থানে স্বামী পরমানন্দের এক ছাত্রী অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অভেদানন্দ ৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে সাধারণভাবে "বৈদিক দর্শন ও মনোবিজ্ঞান' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন।

৯ই আগষ্ট অভেদানন্দ জাপানের কন্‌সালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথ পরিবর্তন করিয়া জাপান ও চীন দিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই জন্য পরদিনও তিনি জাপানী কন্‌সাল, ও বৃটিশ কন্‌সালের সহিত দেখা করিলেন এবং পাসপোর্ট বদল করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে সারাদিন International Revenue Office, Federal Tax-office, Governor's Office, Chinese Consul ও Custom's

Office প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। ইয়ং হোটেলে গমন করিয়া অভেদানন্দ দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার জন্য ডেলিগেট্ ব্যাজ্ (Delegate's badge) আসিয়াছে। তিনি তাহা পরিধান করিলেন এবং একখানি ট্যাক্সী করিয়া হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে (Howai University) অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত মিঃ বোমগার্ড (Paumgard) প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয় হইল।

১১ই আগষ্ট (১৯২১) কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হইল। পূর্বাহ্নে তিনি কন্‌ফারেন্সে গমন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহার সহিত হাওয়াই দ্বীপের গবর্ণরের সাক্ষাৎ হইল। অবশেষে ডেলিগেটের গ্রূপ ফটো তোলা হইল। ১১টার পর তিনি চীনের কন্‌সালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং হংকং দিয়া ভারতে প্রত্যাগমনের পাশপোর্ট সংগ্রহ করিলেন। অপরাহ্নে তিনি কন্‌ফারেন্স যোগদান করিলেন এবং হিন্দু কানুন (Hindu Kanun) তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। পাঁচটার সময় তিনি হোটেলে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ইয়ং হোটেলে প্রায় শতাধিক লোকের সভাতে তিনি "আমরা মৃত্যুর পরে কোথায় যাই ?" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্থানীয় বৌদ্ধমন্দিরের জাপানী প্রধান পুরোহিত আগমন করিলেন এবং অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি আরও দুই তিনবার অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

হনলুলুর ইয়ং ম্যান্‌স্ খৃষ্টিয়ান এসোসিয়েশন তাঁহাকে তাঁহাদের

অতিথিরূপে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং এক মাস পর্যন্ত আহার্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন! এই স্থানের শিক্ষাবিভাগও তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৬ই আগষ্ট 'কোরিয়া মারু' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া অভেদানন্দ হনলুলু ত্যাগ করিলেন। ২০শে আগষ্ট তাঁহারা বিষুবরেখা (equator) অতিক্রম করিলেন। একদিন পরিত্যক্ত হইল। শুক্রবারের পর শনিবার না হইয়া একেবারে রবিবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

পথে ইওকোহামাতে অবতরণ করিয়া অভেদানন্দ কামাকারুর প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি এবং টোকিওর রাজপ্রাসাদ. মিউজিয়ম প্রভৃতি দর্শন করিলেন (২৭ ৩০ আগষ্ট)। কোবিতে (Kobe) জাহাজ উপস্থিত হইলে (৩১ আগষ্ট) অভেদানন্দ কিয়াটো গমন করিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন।

অভেদানন্দ কোবি হইতে নাগাসাকি গমন করিলেন। নাগাসাকিতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া সাংহাই বন্দর দর্শন করিবার জন্য অভেদানন্দ নৌকাযোগে গমন করিলেন। জাহাজ ম্যানিলাতে থামিলে স্থানীয় ভারতীয় বণিকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। ম্যানিলার গবর্ণর তাঁহাদের সহযাত্রী। অভেদানন্দের নিকট তাঁহার নামে পরিচয়-পত্রও ছিল। অভেদানন্দ তাঁহাকে পরিচয়-পত্রখানি প্রদান করিলেন। গবর্ণরের সহিত তাঁহার দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ইমাসন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহাদের সহযাত্রী জেনারেল উড্ (General Wood) আবার হংকং যাইতেছিলেন। অভেদানন্দের সহিত তিনিও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর জাহাজ হংকং-এ উপস্থিত হইল। হংকং হইতে ষ্টীমারে

অভেদানন্দ ক্যাণ্টনে গমন করিলেন এবং একখানি সিডান চেয়ার ভাড়া করিয়া সহরের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দর্শন করিলেন।

হংকং হইতে জাহাজ বদল করিতে হইল। 'টুডা' নামক নূতন জাহাজে আরোহণ করিয়া অভেদানন্দ ৮ই সেপ্টেম্বর হংকং ত্যাগ করিলেন এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর উপস্থিত হইলেন।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করার আয়োজন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যখন জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন তখন দেখিতে পাইলেন 'ডক্' লোকে লোকারণ্য। অপরাহ্নে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইল। তিনি একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া এবং সিঙ্গাপুরবাসী ভারতীয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহার উত্তর দিলেন।

২৬শে অক্টোবর ভিক্টোরিয়া হলে প্রায় তিন সহস্রাধিক শ্রোতার সমক্ষে তিনি 'প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি স্থানীয় পুস্তকাগারের উদ্বোধন করিলেন এবং অপরাহ্নে তিনি কোন এক দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত শোভাযাত্রা করিয়া বহুলোক দেবী-মন্দিরে উপস্থিত হইল। ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি ভিক্টোরিয়া হলে শেষ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বিষয় ছিল 'সনাতন ধর্ম'।

১লা অক্টোবর অভেদানন্দ সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিয়া কোয়ালালামপুর (মালয়) যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি এই স্থানের 'বিবেকানন্দ-আশ্রমে' বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে আলোকমালায় সজ্জিত শোভাযাত্রার সহিত অভেদানন্দকে লইয়া হিন্দুনাগরিকগণ নগর প্রদক্ষিণ করিলেন।

৩রা অক্টোবর তিনি স্থানীয় টাউন হলে 'সনাতন ধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। একদিন তিনি 'বিবেকানন্দ-আশ্রম'-এ রাজযোগ সম্বন্ধেও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কোয়ালালামপুরে তাঁহার অবস্থান কালে নিকটবর্তী সহরসমূহ হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা হইতেছিল। সেইজন্য তিনি ৭ই অক্টোবর 'কলাং' গমন করিয়া 'বেদান্ত কি'? নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৯ই অক্টোবর আশ্রমের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী-সভায় 'শিক্ষা' সম্বন্ধে একটী ছোট বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ১০ই অক্টোবর তিনি 'সিয়ামারা'তে গমন করিয়া রাত্রিতে বিশিষ্ট এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন। রাত্রিতে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পরদিন তিনি কোয়ালালামপুর প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১১ই অক্টোবর চীনা ভদ্রলোকদের আহ্বানে তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইয়া অভেদানন্দ 'সার্বভৌমিক বেদান্তধর্ম ও তাহার সহিত তাও, কন্‌ফুসিয়াস ও বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

পরদিন ১২ই অক্টোবর তিনি রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে কোয়ালালামপুর ত্যাগ করিলেন। পথে ইপো, টাইপিং এবং পেনাং-এ অবতরণ করিয়া তিনি 'সনাতন ধর্ম এবং বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার তিনি রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্যামানন্দ এবং রেঙ্গুনের প্রধান নাগরিকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দকে লইয়া তাঁহারা সেবাশ্রমের হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে জুবিলি হলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। তিনি প্রায় এক ঘণ্টাকাল-ব্যাপী এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে প্রত্যহ সকালে ৩।৪ ঘণ্টা তিনি দর্শকগণের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন। অপরাহ্নে রেঙ্গুন ও তাহার উপকণ্ঠের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শন করিয়া কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার আগমনের সুযোগে রেঙ্গুনের 'রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি'-কে একটী জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। তাঁহার অপূর্ব বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রেঙ্গুনপ্রবাসী ভারতবাসী জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে 'রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি'-র প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। অক্লান্ত কর্মী স্বামী শ্যামানন্দ এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া 'রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি'-কে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ২৩শে অক্টোবর জুবিলী হলেও অভেদানন্দ 'সার্বভৌমিক বেদান্তধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই সময় হেনজাদাতে রিলিফ কার্য চলিতেছিল; সুতরাং শ্যামানন্দ এই দিনেই রেঙ্গুন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থান দর্শনের জন্য অভেদানন্দ ২৫শে অক্টোবর রেঙ্গুন ত্যাগ করিলেন। পথে প্রথম বিশ্রামের স্থান 'তালাউ'। এখানকার ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে স্বচ্ছ সলিলের হ্রদ অতিশয় চিত্তাকর্ষক। নৌকারোহণ করিয়া অভেদানন্দ সেই হ্রদে ভ্রমণ করিলেন। ইহার পর মান্দালয়। মান্দালয় স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল। শত শত লোক 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। মান্দালয়ের দ্রষ্টব্য স্থান রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ। এই স্থানে বর্মারাজের পুরোহিতের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। মান্দালয় হইতে পেগু। পেগুর ১২০ ফুট দীর্ঘ বুদ্ধের শয়ান মূর্তি দর্শন করিয়া এবং অপরাহ্নে 'বৌদ্ধধর্ম'সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া অভেদানন্দ রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রেঙ্গুনে তিনি কয়েকজন দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদান করিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে থিয়োসফিষ্টগণের (Theosophists) আহ্বানে তিনি হাইস্কুল হলে 'বুদ্ধের বাণী' নামক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর উদ্যোগে আহূত সভায় অভেদানন্দ 'বিজিগীষু হিন্দুধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন।

একদিন তিনি এই স্থানে মহিলা-বিদ্যালয় দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। ৬ই নভেম্বর তাঁহার শেষ বক্তৃতা হইল। স্থান জুবিলী হল ছিল। বিষয় 'কর্মই সাধনা'। এই বক্তৃতার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ মিঃ স্কট্।

৭ই নভেম্বর জাহাজ রেঙ্গুন ত্যাগ করিল এবং ১০ই নভেম্বর অভেদানন্দ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বেলুড় মঠে

১০ই নভেম্বর জাহাজ কলিকাতায় নোঙ্গর করিল। জাহাজ গঙ্গায় প্রবেশ করিলে অভেদানন্দ গঙ্গার জলে স্নান করিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে গঙ্গায় অবগাহন স্নান! জাহাজ ঘাট হইতে মোটরে করিয়া তিনি বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মালপত্র পরে আসিল। আমেরিকা হইতে আসিবার সময় তাঁহার সিংহের ন্যায় গতিবিধি এবং সুদীর্ঘ সুঠাম অবয়ব ও সেই সঙ্গে তাঁহার মালপত্রাদি দেখিয়া জাহাজের সহযাত্রীগণ তাঁহাকে কোনও ভারতীয় রাজা মহারাজা ভাবিয়াছিল এবং সেইজন্য তাঁহাকে তাহারা Prince Swami বলিত।

আমেরিকা হইতে অভেদানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া দলে দলে কলিকাতার লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেছিলেন। এই সাক্ষাৎ-কারীদের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ যুবকদলই ছিলেন অগ্রণী। তাঁহারা দিনের পর দিন অভেদানন্দের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাণী শ্রবণে নব আশা ও নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হইতেন।

কলিকাতার নগরবাসিগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় অবতরণ

করিবার প্রায় কুড়িদিন পরে ২রা ডিসেম্বর কলিকাতার নাগরিকগণ তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিতে উপস্থিত হইলেন। ২৫শে ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে বরাহনগরের মাননীয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অভেদানন্দকে বেলুড় মঠ হইতে স্বকীয় ভবনে লইয়া আসেন এবং অপরাহ্নে নিজ মোটরে করিয়া তাঁহাকে ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অভেদানন্দকে ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে অভিনন্দিত করেন। ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই বক্তৃতার পর ১০ই জানুয়ারী জামসেদ্‌পুরে রওয়ানা হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করিয়া দর্শনার্থীগণের সহিত ভারতের বর্তমান শিক্ষা, অর্থনীতি ও ধর্ম প্রভৃতির শোচনীয় অবস্থাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ-বাণীতে উদ্দীপ্ত হইয়া তখন বহু যুবক দেশের দুর্গতিনাশের জন্য জীবন দান করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

১০ই জানুয়ারী পূর্বাহ্ন দশটার সময় ট্যাক্সী করিয়া অভেদানন্দ জামসেদ্‌পুর যাত্রা করিলেন। অপরাহ্ন ৩-২৫ মিনিটের সময় তাঁহারা জামসেদ্‌পুরে উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে বহু ভক্ত তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে প্রায় দুই সহস্র লোক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে উপস্থিত হইল। অভেদানন্দ সবেমাত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ, আয়ত চক্ষু, আজানুলম্বিত বাহু, পদ্মকলিকার ন্যায় অঙ্গুলীসমূহ এবং রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ সুবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশ দর্শকের মনে বিস্ময় ও

আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। সেই সভায় মিঃ লন্ গ্রীন (Mr. Lawn Green) উপস্থিত ছিলেন।

এই স্থানের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ টুট্ হুইলার (Mr Tut Wheeler) আমেরিকার লোক। পরদিন অভেদানন্দ যখন টাটা কোম্পানীর কারখানা দর্শন করিতে গমন করিলেন তখন মিঃ হুইলারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিঃ হুইলারের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া তিনি Blast Furnace দেখিতে গমন করিলেন। Blast Furnace-এর প্রধান মিস্ত্রি মিঃ শেলী (Mr. Shelly) তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত দেখাইয়া দিলেন।

এই স্থানে অভেদানন্দ তিনটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রথম দিনে টাটা ইন্ষ্টিটিউটে 'বিশ্বজনীন ধর্ম' (Universal Religion), দ্বিতীয় দিন জামসেদ্পুর এসোসিয়েসনে 'প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম' (Progressive Hinduism) এবং 'L' টাউনে 'বেদান্তবাণী' (Message of Vedanta)। জামসেদপুরে প্রদত্ত এই তিনটী বক্তৃতা তাঁহার অপরিসীম দেশপ্রীতি, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের নিদর্শন। দেশের অসহায়তা, দুর্দশা এবং সর্ববিধ দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত অবস্থা যেন তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীর ন্যায় আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত ভেদ ও সমস্ত শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া এক অখণ্ড ভারত সংগঠন করাই তখন তাঁহার জীবনের স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার জামসেদ্পুরে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতাটী পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহা অনুভব না করিয়া পারিবেন না। এই দেশপ্রীতি এবং সর্বপ্রকার শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের সমভাবে ছিল। যাঁহারা

অন্ততঃ এই দুই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের বক্তৃতা ও পুস্তকসমূহ পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহা অনুভব করিবেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি এই স্থানের মহিলাদিগের সভায় ভারতীয় নারীদের অতীত গৌরবময় যুগের কথা বলিয়া বর্তমানে তাহাদের কর্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই স্থানে তাঁহার আগমনের সুযোগে কয়েকজন দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল। অবসর সময়ে তিনি সাধারণভাবে আমেরিকার সহিত ভারতের জনসাধারণ ও নারীর অবস্থার তুলনা করিয়া তাহাদের কি ভাবে উন্নতি বিধান করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

এই ভাবে এই স্থানে সাত আট দিন অতিবাহিত করিয়া ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা আট্টায় অভেদানন্দ জামসেদপুর ত্যাগ করিলেন এবং পর দিন ভোরে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

১৯শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। বেলুড় মঠে চার পাঁচ হাজার লোক প্রসাদ পাইল। অভেদানন্দ বাঙ্গালাতে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ২৫ বৎসর আমেরিকায় বাস করিয়া তিনি বাঙ্গালা বলা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অতি ধীরে ধীরে তিনি যেন মনে হইল ইংরাজীর তর্জমা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন।

২রা ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজা। অভেদানন্দ বলরাম-মন্দিরে গমন করিলেন এবং পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন 'বেলুড় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়'-এর পারিতোষিক বিতরণী-সভায় সভাপতিত্ব করিয়া তিনি বালকদিগের ভিতর পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। বালক ও যুবকগণই জাতির ভাবিষ্যৎ ভিত্তি জানিয়া তিনি সর্বপ্রযত্নে তাহাদের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ

বালকদের সভায় তাঁহাকে বহুবার সভাপতিত্ব করিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের জনৈক বন্ধু বলেন যে, তিনি এইরূপ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার উদ্যোক্তা ছিল পাড়ার বালকগণ। অভেদানন্দের মত বিশ্ববিখ্যাত লোককে সেই সামান্য বালকদের সভায় সভাপতিত্ব করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ কালিঘাটে গমন করিলেন এবং শ্রীশ্রীকালী-মাতার মন্দিরে পূজা দিলেন এবং রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ দুইজনে ঢাকা যাত্রা করিলেন। পরদিন নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইলে মোটরে করিয়া তাঁহারা ঢাকা মিশনে উপস্থিত হইলেন। স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া অভেদানন্দ ঢাকাতে আসিয়াছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার স্বদেশী-প্রদর্শনী। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার অবসর ছিল। এই সময়ে তিনি ঢাকার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিলেন। ঢাকেশ্বরী ও বুড়োশিবের মন্দির এবং অভয়াশ্রম দর্শন করিতে তিনি গমন করিয়াছিলেন। তিনি জনৈক ভক্তের বাড়ীতে সঙ্গীত-সম্মিলনীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন এবং সম্মিলনীর কার্য শেষ হইলে, সেই ভক্তের বাড়ীতে আহার করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অবশেষে ২১শে ফেব্রুয়ারী অভেদানন্দ স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করিলেন। এই দিনই অপরাহ্ণে তিনি জনসভায় গমন করিলেন। অভেদানন্দকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য প্রায় তিন সহস্র নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দিয়া সেই অভিনন্দনের উত্তর দিয়াছিলেন।

পরদিন বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিল। ভাইস্ চ্যান্সেলার হার্টগ (Prof. Hartog) সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর দিন তিনি নারায়ণগঞ্জে গমন করিলেন এবং নাগরিকগণের সভায় উপস্থিত হইলে নাগরিকগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ২৪শে তারিখ অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ ঢাকা ত্যাগ করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় গাড়ী মৈমনসিংহে উপস্থিত হইল। তাঁহারা দুইজনে স্থানীয় আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই স্থানেও অভেদানন্দের সহিত কথা বলিবার জন্য ছাত্রগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সহিত শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ অভেদানন্দকে অভিনন্দিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। প্রায় তিন সহস্র লোকের সভায় অভেদানন্দকে সম্বর্ধিত করা হইল। অভেদানন্দ প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। সভার পর ছাত্রগণ তাঁহার সহিত কথা বলিবার জন্য রাত্রিতে উপস্থিত হইল। রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্যন্ত তাঁহাদের আলোচনা চলিয়াছিল। পরদিন পূর্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের সহিত তিনি কথাবার্তা কহিলেন এবং অপরাহ্ণ ৮টার সময় মৈমনসিংহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামী শিবানন্দ মৈমনসিংহে রহিয়া গেলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে 'বিবেকানন্দ স্মৃতি-সভা' য় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অপরাহ্ণে তিনি ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। সভায় বক্তা ছিলেন মাননীয় নারায়ণ আয়েঙ্গার এবং এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ মরেণো (Mr. H. W. B. Moreno)।

৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব হইল। প্রায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ষোল হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন। ২১শে মার্চ অভেদানন্দ মণি মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে গমন করিলেন। ফিরিবার পথে তিনি কুটিঘাটের 'রামকৃষ্ণ-অনাথ আশ্রম'-এ (বর্তমান বরাহনগর অনাথ আশ্রম) গমন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া বলরাম-মন্দিরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য অভেদানন্দ কলিকাতায় গমন করিলেন। পরদিন ২৬শে মার্চও তিনি তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলেন। ৩০শে মার্চ মিস্ ম্যাক্লিওড্ গেষ্ট হাউস্-এ(Guest House) বাস করিতে আসিলেন।

৬ই এপ্রিল একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। অভেদানন্দ একটু তন্দ্রান্বিত হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) রোগে শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, সাধুরা ঔষধ দিতেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। সেই ক্ষণেই আবার দেখিতে পাইলেন রাখাল মহারাজ সম্পূর্ণ নীরোগ, সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছেন। অভেদানন্দ এ সম্বন্ধে তাঁহার ডায়েরীতেও লিখিয়াছেন: "Saw in a vision some Sâdhus administering medicine to Rakhal who was lying very ill. Ramakrishna sitting beside. Immediately Rakhal set up healthy and strong fully cured" (6th April 1922).

পরদিন সকাল ৭-১৫ মিনিটের সময় অভেদানন্দ মিস্ ম্যাক্লিওড্ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাখাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি রাখাল মহারাজের সহিত

দুই চারটি কথা কহিলেন। এই সামান্য কথা বলিতেই রাখাল মহারাজের যেন কষ্টবোধ হইতেছিল। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অভেদানন্দ সংকল্প করিলেন মনের জোরে তাঁহার রোগ আরাম করিবেন। রাত্রিতে যখন তিনি রাখাল মহারাজের রোগ নিরাময়ের জন্য চিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতে লাগিলেন তখন তিনি শুনিতে পাইলেন: 'যে ব্যক্তি রাখাল মহারাজের রোগ সারাইতে চাহিবে তাহাকেই রোগ লইতে হইবে'। অভেদানন্দ তাঁহার ডায়েরীতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "While lying down I was giving him a treatment but I was told that his disease must be taken by the mental healer who would heal him." দিনের পর দিন রাখাল মহারাজের শারীরিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। অভেদানন্দ প্রত্যহই বলরাম-মন্দিরে গমন করিয়া রাখাল মহারাজের সহিত কথা কহিয়া আসিতেন। অবশেষে ১০ই এপ্রিল রাত্রি ৮।৫৫ মিনিটের সময় রাখাল মহারাজ মহাসমাধিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। পরদিন ৯টায় মঠের নৌকায় রাখাল মহারাজের দেহ বেলুড় মঠে লইয়া আসা হইল। দুই ঘণ্টা মঠে রাখিয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার পূত শরীর শোয়ান হইল। অভেদানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাখাল মহারাজের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া লোক লোচনের অন্তরালে চলিয়া যাইতে দর্শন করিলেন!

বেলুড় মঠে অবস্থানকালে অভেদানন্দের স্থায়ীভাবে বাসস্থান তৈয়ারী করিবার কোনও উপযুক্ত জায়গা না থাকাতে রাখাল মহারাজ তাঁহাকে গেষ্ট হাউসের উপরে নিজের থাকাব ঘর করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং সেই জন্য অভেদানন্দ শিলং যাওয়ার পূর্বে অমূল্য মহারাজের

(স্বামী শঙ্করানন্দ) নিকট তাঁহার ঘরের জন্য টাকা প্রদান করেন। ২৪শে এপ্রিল ব্যবস্থানুযায়ী তিনি শিলং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ২টার সময় শিলংএ উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে মঠের সাধুগণ। পরদিন হইতেই তাঁহার কার্য আরম্ভ হইল। শিলং চাকুরী-জীবিদিগের সহর বলিয়া দিনের বেলায় লোক দেখা যায় না। সুতরাং প্রত্যহ অপরাহ্ণে দলে দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিতেন এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশের অমৃত মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিয়া সংসারের তাপ ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। এই স্থানে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে ছোলার দাল আহারের পর হইতে তাহার ভীষণ পেট ব্যাথা হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিলেন; তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, বহু বৎসর আমেরিকায় বাস করিয়া অভেদানন্দের পাকস্থলী ভারতীয় আহার্য গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আহারসম্বন্ধে ভারতীয় রীতি অবলম্বন করিতে তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক ১০ই মে বালিয়াটীর জমিদার অভেদানন্দকে নিজ গাড়ীতে করিয়া চেরাপুঞ্জি গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি মুশমাই এবং এলিফ্যাণ্ট্ প্রপাত দর্শন করিলেন এবং দুরে মানচিত্রের ন্যায় বিস্তৃত শ্রীহট্টের সমতলভূমি দেখিতে পাইলেন।

শিলং-এ অবস্থানকালে আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ নাইটিংগেলের (Mr. Nightengale) সহিত অভেদানন্দের আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দিন আপার শিলং-এ গমন করিয়াছিলেন। মিঃ নাইটিংগেল তাঁহাদিগকে নিজের মোটরে করিয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন। ১৭ই মে তিনি আলোয়ারের মহারাজের এক টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহার টেলিগ্রামের উত্তর আবু পাহাড়ে

আলওয়ারের মহারাজার নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন। ২৪শে মে শিববাবু নামক খাসিয়া লক্ষপতি ও চেরাপুঞ্জির রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ২৭শে মে বাবু রাসবিহারী দে নামক শিলং ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাসবিহারীবাবু আমেরিকায় পড়িবার সময় অভেদানন্দের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ২৮শে মে তিনি স্থানীয় কালীবাড়ীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অবশেষে ৩০শে মে কুইণ্টন হলে (Quinton Hall) তাহাকে অভিনন্দিত করা হইল। আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ দেশাই সভাপতিত্ব করিলেন। রাসবিহারী দে অভেদানন্দের পাশ্চাত্য দেশের কার্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর অভেদানন্দ প্রায় দেড় ঘণ্টা কালব্যাপী 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই স্থানে অভেদানন্দের সহিত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা, ময়ুরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর দেখা হইল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় তখন শিলংএ। অভেদানন্দ অবসর সময়ে তাঁহার বাড়ীতে গমন করিতেন এবং ডাক্তার রায়ের সহিত তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হইত। কোনও কোনও দিন তিনি ডাঃ রায়ের সহিত চা পান করিতেন। ডাঃ রায়ের বাড়ীতে কলিকাতার মিস্ হার্মেন (Miss Hermen) নামক ইহুদী মহিলা চা আনিয়া দিতেন। ৩রা জুন অপরাহ্নে তিনি হরিসভায় দুই ঘণ্টাব্যাপী 'প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৪০০ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ৭ই জুন কোর্টে গমন করিয়া তিনি স্বামী সর্বানন্দের নামে আমমোক্তারনামা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেন।

৩রা জুন কুইন্টস্ হলে 'বেদান্তবাণী' নামক অভেদানন্দের তৃতীয় বক্তৃতা হইল। গৃহ সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায় ১-৪৫ মিনিট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কোনও দিন বা অভেদানন্দের স্তোত্রের ব্যাখা হইত। কোনও দিন বা অন্য আলোচনা চলিত। শিলং-এ রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র খুলিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় কিনা তাহা দেখিবার জন্য স্থানীয় প্রধান উদ্যোক্তাগণ অভেদানন্দকে লইয়া বিভিন্ন স্থানে জমী দেখিতে যাইতেন। অবশেষে ১লা জুলাই শনিবার তিনি শিলং ত্যাগ করিয়া গৌহাটীতে আগমন করিলেন। গৌহাটীর ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। তাহারা অভেদানন্দকে একটী বাড়ীতে তুলিল। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া কামাখ্যার পাণ্ডাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরদিন সকাল, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় অনেক দর্শনার্থী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ৩রা জুলাই তিনি বশিষ্ঠ-কুণ্ডে স্নান করিতে গমন করিলেন। এই দিন অপরাহ্নে তিনি 'সনাতন ধর্ম ও বেদান্তবাণী' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতাতে গৌহাটীর তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় টাউন হলের অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক গোঁড়া ব্রাহ্মণ, তিনি অভেদানন্দের বক্তৃতার জন্য টাউন হল দিতে রাজী না হওয়ায় অন্যত্র বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই অধ্যাপক কৃষ্ণকায় ছিলেন। তাঁহার গোঁড়ামী লক্ষ্য করিয়া অভেদানন্দ বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ হয় না, সুতরাং মহাশয় ব্রাহ্মণ হন কি করিয়া? যদি মহাশয় আমেরিকা অথবা বিলাত যান তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে শ্বেতই ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ।" গৌহাটীর কাজ সারিয়া তিনি

কামাখ্যার্তে গমন করিলেন ও লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডার বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। পাণ্ডা মায়ের প্রসাদী চারিটী পাটার মাথা অভেদানন্দের জন্য লইয়া আসিলেন। একদিন স্থানীয় আসামীয় মহিলাদিগের সভায় তিনি বাংলাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই স্থানের রামকৃষ্ণ আশ্রমেও তিনি একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের পুস্তক কয়েকখানি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পরে মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অভেদানন্দের গৌহাটী-ভ্রমণ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী সত্য চৈতন্য (বেলুড় মঠ) বলেন: "শিলং হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে অভেদানন্দ কামাখ্যাদেবীর মন্দির, বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করেন। ব্রহ্মপুত্রে তখন অত্যন্ত খরস্রোত থাকায় নৌকাযোগে তাঁহার উমানন্দ ভৈরবে যাওয়া হইল না। তাঁহার এই তীর্থ দর্শন এক অভিনব ব্যাপার। বাহিরে তিনি বৈদান্তিক থাকিলেও অন্তরে তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তীর্থস্থানের প্রতি ধূলিকণাই যেন তাহার নিকট পবিত্র! তিনি ষোড়শোপচারে কামাখ্যাদেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। মন্দিরের পাদদেশে 'সৌভাগ্য-কুণ্ড' নামে অপরিষ্কার দুর্গন্ধ জলপূর্ণ একটী ছোট জলাশয় আছে। তিনি তাহাতে ভক্তিভরে স্নান করেন এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল পান করেন। তীর্থগুরু পাণ্ডার সহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনি মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পাণ্ডাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দুর্গম দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানগুলি দর্শন করেন এবং সেই সকল গুহার মধ্যে মশাল জ্বালাইয়া পূজা অর্চনা করেন। কোন কোন পীঠস্থানে তাঁহাকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

"গৌহাটীতে যে সভায় মানপত্র দেওয়া হয় সেই সভায় একজন

ভক্ত ইংরাজ লিখিত হিন্দুদের প্রতীক উপাসনার বিষয়ে নানারূপ নিন্দাবাদ আছে এমন একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি সেই গ্রন্থকারের মতই অনুমোদন করেন। তিনি তখন বলেন যে সেই সকল প্রতীকোপাসনায় কি হইবে? সকলে তাঁহার শ্বেতাঙ্গপ্রীতি দেখিয়া বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অভেদানন্দ বশিষ্ঠাশ্রমে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেবককে ডাকিয়া বলিলেন: 'দেখ, বশিষ্ঠাশ্রমের ঠাণ্ডা কুণ্ডের জলে স্নানাদি করা হইবে না, অসুখ হইবে। অত ভক্তিতে এবার কাজ নাই।' পথে চলিতে চলিতে তিনি সেই ইংরাজ ভদ্রলোক লিখিত পুস্তকের মতকেই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া বার বার প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবক ও ভক্তগণ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠাশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষ হইলেন। প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি! ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, প্রতি পাদক্ষেপেই যেন এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল! বশিষ্ঠকুণ্ডের ত্রিধারার নিকটে উপস্থিত হইয়াই সেবককে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কাপড় চোপড কিছু আনিয়াছ?' সেবক ববিলেন: 'আপনি নিষেধ করিলেন বলিয়া আপনার কাপড আনি নাই। তবে আমার কাপড় চোপড় গোপনে লইয়া আসিয়াছি।' তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সমস্ত কাপড় ও জামা ত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে স্নান করিতে গমন করিতে উদ্যম করিতেই হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গেলেন কিন্তু তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। কি যেন এক অলৌকিক দিব্যভাবে তিনি মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ বাদে সেবককে কহিলেন: 'এই সকল স্থানে স্নান কর্তে হয়।' আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই প্রথম

তিনি উন্মুক্ত স্থানে স্নান করিয়া সিক্তদেহে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি সেই স্থানের সমস্ত স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দর্শন করিলেন।

"ষ্টীমার যোগে পরদিন তিনি অশ্বক্রান্তি গমন করিলেন। সেই স্থানের প্রস্তরগাত্রে অশ্বখুরের চিহ্নসমূহ তিনি নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ করিলেন। তীর্থস্থানে প্রণামী প্রভৃতি দেওয়ার ভার সেবকের উপর ন্যস্ত ছিল। এই বিষয়ে কৃপণতা করিতে দেখিলে তিনি স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে একবার মাত্র দৃক্‌পাত করিয়া প্রণামী নিজের পকেট হইতেই দিতেন।" —('বিশ্ববাণী' ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা)।

গৌহাটীতে অবস্থান করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান এবং তান্ত্রিক পীঠস্থান-সমূহ দর্শন সমাপন করিয়া ৭ই জুলাই শুক্রবার অভেদানন্দ তাঁহার সেবকগণ সহ গৌহাটী ত্যাগ করিলেন।

আমরা দেখিয়াছি অভেদানন্দ আমেরিকায় কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, রুমানিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রীয়া ও ইটালী এবং এসিয়ার চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের বিকাশের প্রাচীন ক্ষেত্র তিব্বত তাঁহার দেখা হয় নাই। তিনি তিব্বত ভ্রমণ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর-রাজের অতিথি হইয়া যাহাতে তিনি ভ্রমণ করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার বন্ধু আলোয়ারের মহারাজা জয়সিংহ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তাঁহার শিলং-এ অবস্থান-কালে মহারাজ জয়সিংহ যে তার করিয়াছিলেন তাহাতে কাশ্মীররাজের অতিথিরূপে ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছিলেন। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়াই অভেদানন্দ তিব্বত-ভ্রমণে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

১৪ই জুলাই তিনি ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্যকে সঙ্গে করিয়া তিব্বত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। ১৫ই জুলাই বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সারনাথে গমন করিলেন। পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার মদনমোহন মালব্য এবং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কিংয়ের (Mr. King) সহিত আলাপ করিলেন। ১৮ই জুলাই তাঁহারা বারাণসী ত্যাগ করিলেন। মোগলসরাই হইয়া আম্বালা দিয়া পরদিন তাঁহারা লাহোরে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তাঁহারা বাবু এস সি. চ্যাটার্জীর (S. C. Chatterjee) অতিথি হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দও ইহাদের অতিথি হইয়াছিলেন। তখন এস. সি. চ্যাটার্জীর পিতা বাবু পি. সি. চ্যাটার্জী (P. C. Chatterjee) জীবিত ছিলেন।

২০শে জুলাই তাহারা লাহোর ত্যাগ করিলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া ২৩শে জুলাই শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনগরে উপস্থিত হইয়া তিনি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন তাঁহার তিব্বত-ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৯শে তারিখ ২-৩০ মিনিটে অভেদানন্দ কাশ্মীর-রাজের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ আলাপ হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময় কাশ্মীর-রাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ১লা আগষ্ট তাঁহারা শ্রীনগর ত্যাগ করিলেন। প্রায় দুই মাস ভ্রমণের পর ৪ঠা অক্টোবর তাঁহারা ভ্রমণের শেষ সীমা হিমিস্ মঠে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তিব্বতী ভাষায় লিখিত যীশুখৃষ্টের অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস রক্ষিত আছে। অভেদানন্দ একজন লামার সাহায্যে তাহার কতক অংশ

অনুবাদ করাইয়া লইলেন। এই ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

হিমিস্ মঠ দর্শনের পর তাঁহারা অন্য একটী হ্রস্বতর রাস্তা ধরিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ২৯শে অক্টোবর শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। ৬ই নভেম্বর তাঁহারা কাশ্মীর ত্যাগ করিলেন। ৮ই নভেম্বর তাঁহারা রাওয়ালপিণ্ডি উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে তাহারা 'তক্ষশীলা' গমন করিলেন এবং প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ দ্রব্য দর্শন করিলেন। এই তক্ষশীলার বুদ্ধ-মন্দির প্রদক্ষিণের রাস্তার দুই পার্শ্ব সবুজাভ কাচের টালির দ্বারা আবৃত ছিল। মিউজিয়মের কিউরেটার তাঁহাদিগকে সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শন করিলেন। ১২ই নভেম্বর রবিবার 'সনাতন-ধর্ম' সভায় তিনি 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পরদিন আবার তিনি বক্তৃতা দিলেন বিষয় ছিল 'মৃত্যুর পরপারে জীবন'। ১৪ই নভেম্বর তাঁহারা পেশোয়ার রওনা হইলেন। পেশোয়ার হইয়া ৭ই নভেম্বর তাঁহারা লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লাহোরে তিনি একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ন্যাশানেল কলেজের ভাই পরমানন্দ অভেদানন্দকে তাঁহাদের কলেজে লইয়া গেলেন। এইস্থানে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া অভেদানন্দ তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল লালা হংসরাজ সভাপতি হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা ২৯শে নভেম্বর লাহোর ত্যাগ করিয়া ১লা ডিসেম্বর হৃষিকেশে উপস্থিত হইলেন।

আবার সেই হৃষিকেশ ! কঠোর তপশ্চর্যার শত শত স্মৃতি সেই হৃষিকেশে রহিয়াছে। এইস্থানেই তিনি দিনের পর দিন আত্মচিন্তায় এবং বেদান্ত-অধ্যয়নে দিন যাপন করিয়াছেন। সত্র হইতে মাধুকরী করিয়া আহার

করিয়াছেন। গঙ্গার ভিতরে প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া আহার করিতে বসিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ভাবেই বসিয়া রহিয়াছেন! বেদান্তের অদ্বৈত জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়াছেন কিনা পরীক্ষার জন্য নিজ শরীরে রোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভীষণ রোগ-যন্ত্রণার ভিতরও অদ্বৈতজ্ঞানে অবিচল রহিয়াছেন।

তাহার পর অভেদানন্দ ধনরাজগিরির স্থাপিত কৈলাসমঠ দেখিতে গমন করিলেন। কৈলাস মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন ধনরাজ গিরির অন্যতম শিষ্য এবং অভেদানন্দের সহপাঠী গোবিন্দানন্দ। অভেদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি সত্রে মাধুকরী করিয়া আহার করিলেন। কৈলাসমঠের মোহন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সমাদর করিলেন। অভেদানন্দকে তাঁহাদের সহিত বাস করিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্বর্গাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অভেদানন্দ কনখল সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তিনি কয়েকজনকে সন্ন্যাস দিলেন এবং কয়েকজনকে ব্রহ্মচর্যও দিয়াছিলেন। একদিন তিনি ঋষিকুল দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। ৮ই ডিসেম্বর তিনি হরিদ্বার ত্যাগ করিলেন। পরে কাশী হইয়া ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এইদিন শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি-উৎসব ছিল। বেলুড় মঠে প্রায় ২৫০০লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। পরদিন প্রকাশানন্দ ও বার্কলের ফস্ক্‌ সিষ্টারদ্বয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মঠে আসিলেন। ডাঃ রুদ্রও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি অভেদানন্দের বই বিক্রয় করিতেন।

আমরা দেখিয়াছি অভেদানন্দ তাঁহার থাকিবার গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহ নির্মিত হইতেছে এমন সময় শিলং-এ স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে পত্র দিয়া জানাইলেন যে Guest House গিরিশ বাবুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত এবং ইহা শুধু Guest House রূপেই ব্যবহার করিতে দাতাগণের অভিপ্রায়; সুতরাং Guest House-এর উপর অভেদানন্দের থাকার ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে না। মঠে বেশী ঘর না থাকাতে অভেদানন্দের পক্ষে খুবই অসুবিধা হইতেছিল। তাঁহার প্রাইভেট্ লাইব্রেরীর পুস্তকরাজি, বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য বিবিধ জিনিষ রাখিবার স্থান পর্যন্তও ছিল না। সুতরাং কলিকাতায় একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ও কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাস্থল, সুতরাং তাঁহার সমস্ত স্মৃতিই কলিকাতার প্রতি ধূলিকণার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। আর সেজন্য তিনি কলিকাতায় আসার সংকল্প করিলেন এবং মিশনের কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ট্রাষ্টি-গণের মত না হওয়াতে তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না। ১৯২৩ সালের প্রথমভাগ হইতেই তিনি কলিকাতায় বাস করিবার জন্য বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠে তাঁহার থাকার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ এবং সারদানন্দ ইহাতে সম্মতি দিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা। এইদিন তিনি ব্রহ্মচারী গুরুদাসকে সন্ন্যাস দিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল অতুলানন্দ। তিথিপূজার পূর্ব হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র তাঁহাকে কলি-

কাতায় লইয়া যাইবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিল। জন্মতিথি-পূজার পরদিন হইতে অভেদানন্দের সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইবার জন্য দলে দলে ছাত্রগণ আসিতে লাগিল। অবশেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতার ৪৫-বি নং মেছুয়াবাজারের ভাড়াটে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিলেন এবং একজনকে দীক্ষা দান করিয়া নবকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

কলিকাতায়

১৯২৩ সালের প্রথম ভাগে ২০শে ফেব্রুয়ারী মেছুয়াবাজারের ভাড়াটে বাড়ীতে অভেদানন্দ আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার একজন মাত্র সেবক। কলিকাতায় বাড়ী হইলেও তিনি এখনও বেলুড় মঠেই বাস করিতে লাগিলেন। কারণ সম্মুখে উৎসব। অবশেষে ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বদিন হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। উৎসবের দিন প্রাতঃকাল হইতেই ঘনঘটা করিয়া মেঘ আসিল। উৎসব পণ্ড হয় দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ অভেদানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন: "কালীভাই, তুমি ঠাকুরকে ব'লে মেঘ দূর করিয়ে দাও।" মহাপুরুষজীর কথায় তিনি শ্রীঠাকুরের নিকট মেঘ সরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা সফল হইয়াছিল। অভেদানন্দ তাঁহার ডায়েরীতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "Grand Mahotsav of Sri Ramakristna. It rained in the morning until 9 A. M., then it cleaned off like a miracle as the fulfilment of my prayer" (25. 2 1923). সমস্ত জিনিষপত্র এখনও মঠ হইতে আসে নাই। অভেদানন্দ মাঝে মাঝে কলিকাতার বাড়ীতে আসিতেন। অবশেষে ৭ই মার্চ তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি গাড়ী করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ২১শে মার্চ তিনি কণ্টাই গমন করিলেন। কণ্টাইতে উৎসব উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ২৪শে মার্চ স্থানীয় হাইস্কুলে

ও ২৫শে মার্চ 'কণ্টাই ক্লাব'-এ তিনি বক্তৃতা দিলেন। ক্লাবের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বেদান্তের বাণী'। এইস্থানে পাঁচজন দীক্ষার্থীকে তিনি দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ২৮শে মার্চ অভেদানন্দ কণ্টাই ত্যাগ করিলেন।

৮ই এপ্রিল অভেদানন্দ ও বেলুড়-মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী চন্দননগরে গমন করিলেন এবং ভুষণবাবুর ভ্রাতা হরিহর শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় লাইব্রেরী হলে অভেদানন্দ 'সনাতন ধর্ম' নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। রাত্রে আহার করিয়া তাঁহারা মোটরে করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন "বিবেকানন্দ-সমিতি'র সম্পাদক। তিনি অভেদানন্দকে 'বিবেকানন্দ-সমিতি'-র 'বিতর্ক-সভায়' যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। সেই সভায় যোগ দিবার জন্য ১৫ই এপ্রিল অভেদানন্দ সমিতিতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টার মত বাঙ্গালাতে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ২৯শে এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটীতে বৌদ্ধসম্মিলনী হইতেছিল। নিমন্ত্রিত হইয়া অভেদানন্দ সেইস্থানে গমন করিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সভাপতিত্ব করিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর অভেদানন্দ সেই সভার সভাপতিত্ব করিলেন এবং 'বুদ্ধদেবের' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভার কার্য সমাপন করিলেন।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভেদানন্দ মাত্র আড়াই মাস ছিলেন। ১লা মে হইতে ১১, ইডেন হস্‌পিটেল-এ সমিতি উঠিয়া গেল। এই স্থানেই সমিতির কাজের গোড়া পত্তন হইল। সেখানে রীতিমত ক্লাশ এবং বক্তৃতা চলিতে লাগিল এবং একজন দুইজন করিয়া তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ আসিতে লাগিলেন।

অভেদানন্দ যখন আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের অঙ্কিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রখানি ছিল। ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ শ্রীমা ও প্রত্যেক শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের তৈল চিত্র অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের ফটোর জন্য অভেদানন্দ ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্‌কে সারদানন্দের সহিত পত্রালাপ কবিতে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সাবদানন্দেব নির্বন্ধাতিশয়েই ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ শ্রীমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত কবেন। অভেদানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রখানি বেলুড় মঠে ঠাকুরঘবে রাখিবার জন্য দিয়াছিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিতেছিলেন তখন জনৈক তরুণ সাধু নাকি বলিয়াছিলেন যে, বিদেশীর আঁকা চিত্র বেলুড মঠের ঠাকুরঘরে রাখা হইবে না, সুতরাং তিনি যেন তৈলচিত্রখানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তৈল চিত্রখানি অভেদানন্দ সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। এখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্রখানি ইডেন্ হস্‌পিটেলের বাড়ীতে সাজাইয়া রাখা হইল।

৯ই মে তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চিন্তাহরণ মহারাজ (পরে নিশ্চলানন্দ)। দার্জিলিঙ্গে উপস্থিত হইয়া তিনি 'বলেন ভিলা'তে বাস কবিতে আবম্ভ কবিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সকালে বিকালে ভ্রমণ কবিতে যাইতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি স্যাব জগদীশচন্দ্র বসুব 'মায়াপুবী'তে গমন করিতেন এবং তাঁহার সহিত গল্প কবিযা প্রত্যাবর্তন করিতেন। দার্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিত্য বহু লোকের সমাগম হইত। এই সকল দর্শনার্থীর ভিতরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইংরাজ, ব্রাজিলীয়,

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

স্থানীয় হিন্দুসভা অভেদানন্দের বক্তৃতার জন্য আয়োজন করিতেছিল। ১৮ই মে 'হিন্দু পাবলিক হলে' অভেদানন্দ 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরাজিতে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বর্ক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০শে মে পুর্বাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রিন্সিপাল পি. কে. রায় এবং ব্রাহ্ম আচার্য গুরুদাস চক্রবর্তী 'বলেন ভিলা'তে আগমন করিলেন। অপরাহ্নে অভেদানন্দ ভ্রমণে বাহির হইয়া শিক্ষামন্ত্রী স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এবং প্রিন্সিপাল পি. কে. রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। জুন মাসে অভেদানন্দ হরিসভাতে একটী ও ব্রাহ্মসমাজে একটী এই তুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সময়ে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-র পীযুষ কান্তি ঘোষ মহাশয় প্রায়ই আসিতেন একদিন মিঃ ব্যারাট (Mr. Baratt) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার. জন্য আসিয়াছিলেন। প্রায় তুই মাস দার্জিলিঙ্গে বাস করিয়া গ্রীষ্মঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার *India and Her People*-এর বাঙ্গলা অনুবাদ হইতেছিল। স্বর্গীয় হরিদাস বিদ্যাবিনোদ অনুবাদ করিতেছিলেন। অভেদানন্দ রীতিমত বেদান্ত, গীতা ও রাজযোগের ক্লাশ আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি উদ্বোধনে গমন করিয়া স্বামী সারদানন্দের সহিত গল্প করিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ কলিকাতায় অসিলে পুটীয়ার রাণীর আবাসে বাস করিতেন। অভেদানন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য কখনও কখনও পুটীয়ার রাণীর বাড়ীতে গমন করিতেন। সকালে ও রাত্রিতে

অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহু লোক আসিতেন, তিনি তাহাদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করিতেন। এই সকল দর্শনকারীদের ভিতর গোঁড়া খৃষ্টান মিশনারীরাও ছিলেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাপূজার সময় অভেদানন্দ তিনদিন মঠে বাস করিলেন এবং সারদানন্দ ও মাষ্টার মহাশয়ের সহিত দেবীর পদে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ডিসেম্বর মাসে বেদান্ত সমিতিতে শ্রীমার উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। এই উপলক্ষে দুই জনের ব্রহ্মচর্য হইল। এইরূপে বেদান্ত সমিতির প্রথম বর্ষ উদ্‌যাপিত হইল। নূতন আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হইয়া সমিতি নববর্ষে পদার্পণ করিল।

১৯২৩ সালে সমিতি গঠন হইবার পর অভেদানন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বী স্বরে তরুণ বাঙ্গালাকে আহ্বান করিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন: "যাঁহারা বিশ্বাস করেন, প্রাচীন ভারতের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপাদান রহিয়াছে; যাঁহার বিশ্বাস এই পরাধীন পতিত জাতি পুনরায় স্ব-মহিমায় জাগ্রত হইয়া বিশ্ববরেণ্য হইবে; যাঁহারা বিশ্বাস করেন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র রক্ষা করিয়াও মানব-মহত্বের বেদীর উপর সকল ধর্মের সকল মতের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর; যাঁহারা বিশ্বাস করেন উচ্চ নীচ, বৃহৎ ক্ষুদ্র, ধনী নির্ধন সকলেই এক বিরাট মানব পরিবারভুক্ত; কেহ বঞ্চিত নহে, কেহ অস্পৃশ্য নহে, সকলেই মহাশক্তির সন্তান;—ভারতের লক্ষকোটী দরিদ্র, পদদলিত, অস্পৃশ্য অধম বলিয়া অবজ্ঞাত মনুষ্য সমাজের অভ্যুত্থানের উপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই বেদান্ত সমিতির কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

"সমস্ত সংশয়, সকল দ্বিধা চূর্ণ করিয়া ভারতের লাঞ্ছিত গণবিগ্রহকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে সমস্ত মহান্ তত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী পণ্ডিতগণ বুদ্ধি শানাইবার জন্য কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সকলকেই শুনাইতে হইবে," সকলকেই বুঝাইতে হইবে, যাহাতে সকলেই ঐ সমস্ত তত্ব জীবনে আচরণ করিতে পারে।

"যখন পাণ্ডবেরা পাশাখেলায় হারিয়া সুদীর্ঘ বনবাস-যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া জননীর সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন তখন তেজস্বিনী কুন্তীদেবী পুত্রগণের মুখদর্শন করেন নাই। কেবল বিদুরকে ডাকিয়া বলিয়া ছিলেন : 'বিদুর, আমার কাপুরুষ পুত্রগণকে বলিও চিরকাল ধূমায়িত থাকা অপেক্ষা ক্ষণেকের তরে প্রজ্বলিত হওয়া ভাল।'

"বাঙ্গালী যুবক, নীরব কর্মী, দেশ সেবক! তুমি অনেক সহ্য করিয়াছ অনেক দুঃখ সহিয়াছ। তুমি অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট, নেতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, দেশবাসীর নিকট অবজ্ঞাত, কাপুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত, মদান্ধ বিষয়ীর বিষ-নিঃশ্বাসে জর্জ্জরিত! দেশের বুকে, সমাজের বুকে—পাপের, অন্যায়ের, বৈষম্যের, অসামঞ্জস্যের তাণ্ডব নৃত্য;—দুর্ভিক্ষ মহামারী, ঝঞ্ঝা, বন্যার মহামহোৎসব, এ দৃশ্য অসহায় দর্শকের মত দেখিতে দেখিতে আর কতদিন ক্ষুব্ধজ্বালায় ধূমায়িত হইবে? ক্ষণেকের তরে প্রজ্বলিত হও—স্পর্দ্ধিত পাপ ও নির্লজ্জ সমাজকে একটা দুঃসহ উত্তাপ দাও। চতুর্দিকে কালের শুভ চিহ্ন!

(১) সমিতির উদ্দেশ্য, "কতকগুলি কর্মী যুবক তৈরী করা—যাহারা স্বদেশে ও বিদেশে বেদান্তের মহান তত্বগুলি প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে।

(২) এই সকল কর্মীকে প্রস্তুত করিবার জন্য একটা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

করা। এই স্থানে ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্র, ইতিহাস, কৃষ্টি প্রভৃতি অধীত হইবে।

(৩) গ্রামে গ্রামে কর্মী প্রেরণ করিয়া নৈশ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন এবং গ্রামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন।

(৪) আয়ের নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া অর্ধাহারে ও অনাহারে যাহারা দিন কাটাইতেছে তাহাদিগের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা।"

বেদান্ত সমিতি ইডেন হস্‌পিটেল রোডে উঠিয়া আসার পর হইতে কলিকাতা নগরীর সর্বশ্রেণীর লোক অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যেমন মাদ্রাজ পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতেও লোক সমাগম হইতে লাগিল। সমিতি ভবনে গীতা, উপানিষদ্‌ ও রাজযোগের ক্লাশে এত লোক হইত যে, বহু লোককে ফিরিয়া যাইতে হইত। এই সময় হইতে একদল ত্যাগব্রতী যুবক তাঁহার সান্নিধ্যে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিল। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল একদল ত্যাগব্রতী যুবক তৈরী করা। এই সকল যুবক যে সকলেই সংসারত্যাগী হইবে তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা ছিল না। ইহাদের অনেকে গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া ত্যাগের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংসার ধর্ম পালন করিবে এবং দেশের ও দশের জন্য স্বার্থত্যাগে সর্বদা উন্মুখ থাকিবে। এই সময় হইতে বেদান্ত সমিতির জন্য একটী বাড়ীর সন্ধান চলিতে থাকে।

১০ই জানুয়ারী অভেদানন্দ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত বালিকাদের জন্য স্থাপিত ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটে চা পা'নের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করিয়া ভারতবর্ষ ও আমেরিকার স্ত্রীশিক্ষার

পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া আলোচনা করেন। তাঁহার সঙ্গে করুণানন্দ ও মৌনীবাবা ছিলেন। সেই স্থানে স্যাল্‌ভেশন আর্মির (Salvation Army) নেতা ও মহিলাগণ এবং খৃষ্টিয়ান রিফিউজের (Christian Refuge) অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

১৩ই জানুয়ারী চন্দ্রগ্রহণ। বাবু মণীন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি সমিতির উদ্যোক্তা-গণ রাত্রিতে সমিতি ভবনে আগমন করিলেন এবং গৃহ নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিলেন। সমিতি ভবনের জমীর জন্য স্থানের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে দরখাস্ত করা হইল। অভেদানন্দ এই বিষয়টী যাহাতে তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্য মাঝে মাঝে ট্রাষ্টের আফিসে যাইতে লাগিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে জানিবার জন্য বহু লোক সমিতি ভবনে আসিতেন। একদিন আনন্দবাজার সম্পাদক আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। সান্যাল মহাশয় মাঝে মাঝে আসিতেন। একদিন এইরূপে অভেদানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিলে অভেদানন্দ সান্যাল মহাশয়কে একটী আলপাকার কোট ও একটী পরিধেয় সুট উপহার দিলেন। এই সময়ে একদিন মিঃ ফ্লাচার (Mr Flelcher) নামক থিয়োসফিষ্ট অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। অভেদানন্দ তাহায় সহিত থিয়োসফি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

এই সময় মিসেস্ লেগেট্ এবং বোধানন্দ ভারতে আসিয়াছেন। ২৮শে জানুয়ারী শ্রীমার জন্মতিথি-দিবসে অভেদানন্দ কীর্তনের দলসহ বেলুড় মঠে গমন করিলেন। মঠের জনসভায় তিনি বাঙ্গালাতে প্রায় অর্ধঘণ্টা

বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সংকীর্তন করিতে করিতে সমিতি-ভবনে রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চেতলার 'সরস্বতী-সম্মিলনী-সভা'য় সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ২-৩০ মিনিটের সময় তিনি চেতলা গমন করিলেন। সেই সভাতে স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বক্তা ছিলেন। ৬টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। এই দিনই রাত্রিতে সনাতন-ধর্মতত্ত্ব-পরিষদের সভায় অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করিলেন। অন্নদা দাস সেই সভায় বক্তা ছিলেন। অভিভাষণে তিনি সমাজের বিবিধ কুসংস্কার এবং হিন্দুদের গোঁড়ামীর কথা তুলেন। তাহাতে পণ্ডিতগণ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হন।

এদিকে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রত্যহ নগর-সংকীর্তন বাহির হইতে লাগিল এবং কিছু কিছু অর্থও সংগৃহীত হইতে লাগিল। নগর-সংকীর্তন ভিন্ন যোগ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাট, কালিঘাট প্রভৃতি স্থানেও অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল। বৌদ্ধ আচার্য কৃপাশরণ মহাস্থবির আসিয়া তাঁহাদের মন্দিরে বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে অভেদানন্দ 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে' গমন করিলেন। সেই সভায় মাননীয় ভীমনাথ বড়ুয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অভেদানন্দ ৪৫ মিনিট ধরিয়া তাঁহার অভিভাষণ দিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী চন্দ্রগ্রহণ। বেদান্ত সমিতি হইতে চন্দ্রগ্রহণের সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমিতি হইতে ৪০০ ভলান্টিয়ার সেবাকার্যের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটে গমন করিলেন। তাহারা

কংগ্রেস কর্মীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া সেবাকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। অভেদানন্দ কাশীমিত্র, মতিশীল প্রভৃতি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া সহর্ষে সেবকদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। ইহার পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি সালকিয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে গমন করিয়া বাঙ্গালাতে পরমহংসদেবের জীবনী আলোচনা করিলেন।

বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে মনোমোহন থিয়েটারে ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি সভা আহূত হইল। দেশবন্ধু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সেই সভার সভাপতিত্ব করিলেন। প্রথমে অভেদানন্দ বক্তৃতা করিলেন। স্বামী করুণানন্দ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য শেষ হইল। কলিকাতার নিকটে বড়িশায় পুনরায় যুবকগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে অভেদানন্দকে তাহাদের গ্রামে নিমন্ত্রণ করা হয়। অভেদানন্দ মোটরে করিয়া ২রা মার্চ বড়িশাতে উপনীত হন। সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক বক্তৃতা প্রদান করেন।

এবার শিবরাত্রিতে কালীঘাট ও ভূকৈলাসে বেদান্ত সমিতি হইতে স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ প্রেরণ করা হইল। স্বেচ্ছাসেবকগণকে সমিতি-ভবনে আহার করাইয়া তাহাদিগকে যথানির্দিষ্ট কর্মস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ৯ই মার্চ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব ছিল। বেদান্ত সমিতি হইতে ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক সেখানেও গমন করিল। অভেদানন্দ নিজেও উৎসবে যোগদান করিলেন। বিভিন্ন সেবকদলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা হয় নাই দেখিয়া

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এত ভীড় হইয়াছিল যে অপরাহ্ণে অতি কষ্টে তিনি মঠ হইতে বাহির হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৪ই মার্চ দেখা যায়, রামমোহন লাইব্রেরীর বার্ষিক সভায় তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি ৫-৫০ মিনিটের সময় ট্যাক্সী করিয়া লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইলেন। অভেদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, কিশোরীমোহন গুপ্ত, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করিলে অভেদানন্দ সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিলেন। ইহার পর দিন তিনি স্বর্গীয় বিজয় সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে 'সিমলা সেবা সমিতি'র বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ২৯শে মার্চ সমিতি ভবনে সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ৫টার সময় 'কৈলাস ও মানস-সরোবর' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

এই সময়ে কলিকাতার সেবা-সমিতিসমূহকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল এবং তজ্জন্য একটী কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। ৩০শে মার্চ বিডন রোডে 'কেদার-ভাণ্ডারে' ইহার প্রথম সভা হয়। কলিকাতার ২৭টী সেবা-সমিতি এই সভাতে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সম্বলপুরের ভক্তগণও ঠিক এই বৎসরে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষে অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অভেদানন্দ ১২ই এপ্রিল সম্বলপুর যাত্রা করিলেন। রাস্তায় জামসেদপুরে গাড়ী থামিলে জামসেদপুরের ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন এবং তাঁহার গলায় মাল্য দান করিয়া তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৩ই এপ্রিল স্থানীয় টাউনহলে তিনি 'জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ'

নামক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। প্রায় ১২০০ শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

সম্বলপুরে অবস্থানকালে প্রত্যহ সকালে ও বিকালে বহুলোক অভেদানন্দের সহিত আলাপ করিবার জন্য আসিতেন। একদিন তিনি প্রায় একশত মহিলার এক সভায় 'হিন্দুনারী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইস্থানে আশ্রমের জন্য জমী ক্রয় করা হইয়াছিল। এই আশ্রমের জমী দর্শন করিবার জন্য অভেদানন্দ গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক সেইস্থানে গমন করিল। তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত প্রায় একশত লোককে লক্ষ্য করিয়া 'রামকৃষ্ণ-মিশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেন। এইস্থানে ডাকবাংলাতে উপনীত হইয়া তিনি মহানদীর সুন্দর দৃশ্য দর্শন কবিলেন। ১৮ই এপ্রিল দরিদ্রনারায়ণ ভোজন হইয়া উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। অভেদানন্দ এইদিন অপরাহ্নে সম্বলপুর ত্যাগ করিযা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি টাটানগরে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব হইতেই ভক্তরা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শেষ রাত্রি পাঁচটায় গাড়ী টাটানগরে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা ট্যাক্সী করিয়া 'বিবেকানন্দ সমিতি'-তে উপনীত হইলেন। সমস্ত দিন তিনি সেই সমিতিতেই বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে তিনি বিবেকানন্দ সমিতির হল নির্মাণ দেখিতে গমন করিলেন। ২১শে এপ্রিল স্থানীয় সাহিত্য-সভায় তিনি 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এইস্থানে ভক্তদের সহিত তিনি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে মিশিতেন এবং সেজন্য জামসেদপুরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটী ভক্ত-পরিবার গড়িয়া উঠিতেছিল। কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়া

তিনি অতি সহজ ও সরলভাবে এখানকার ভক্তদের জীবনে নূতন ভাবধারার সঞ্চার করিতেছিলেন। টাটানগরে এইভাবে চার পাঁচদিন থাকিয়া তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৪ঠা মে সকালে সমিতি-ভবনে কলিকাতার সেবা-সমিতিসমূহের সভা হইল। এই সভায় 'সেবা-সমিতি-সঙ্ঘ' নামক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন রচিত হইল।

৮ই মে তিনি হিন্দুধর্ম-সভার সভাপতিত্ব করিতে গমন করিলেন। ৯ই মে অপরাহ্ণে আবার সেবাসমিতি-সঙ্ঘের কার্যকরী সভার অধিবেশন হইল। ১১ই মে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। অভেদানন্দ এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সেইস্থানে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অভেদানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা' বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। পরে রামলাল দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৫ই মার্চ হৃষিকেশের ধনরাজগিরির শিষ্য এবং অভেদানন্দের সতীর্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেদান্ত সমিতিতে আগমন করিলেন। এই বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে সমিতি-ভবনে প্রথম শ্রীবুদ্ধের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইল। গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সেইদিন সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ 'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ 'শাক্যজাতি' সম্বন্ধে কিছু বলিলেন।

১৯শে মে সত্যচরণ মিত্র মহাশয় বরাহনগরের যতীন চৌধুরী মহাশয়ের মোটর লইয়া আসিলেন। তিনি পূর্বেও দুই একবার অভেদানন্দের গীতা ও উপনিষদের ক্লাশে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অভেদানন্দকে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিবার জন্য লইয়া গেলেন। সেইস্থান হইতে

তাঁহারা সমিতির জন্য উত্তরপাড়ায় একখণ্ড জমী দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে অভেদানন্দ বঙ্গীয় হিন্দুসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। পরদিন রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সভায় অভেদানন্দ উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা স্বামী শিবানন্দকে আরও দুই বৎসরের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করিলেন। অভেদানন্দ দ্বিপ্রহরে মঠে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অপরাহ্ণে স্বামী সারদানন্দ ও গঙ্গাধর মহারাজের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময় অভেদানন্দ তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতাগুলির মধ্যে কিছু কিছু করিয়া সংশোধন করিতেছিলেন। সমিতির কর্মীগণকে সেই সকল বক্তৃতা এবং তাঁহার ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি এই সময় 'বুদ্ধ' এবং 'বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাগুলি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিবার উপযুক্ত করিতেছিলেন। আবার আমেরিকা হইতে আনীত ষ্টিরিও প্লেটসমূহ এই সময় প্রেসে দিবার জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল এবং কোন কোনও পুস্তক ছাপাও হইয়াছিল।

১৮ই জুন আকালী শিখগণের বার্ষিকী স্মৃতিসভা। অভেদানন্দ সেই সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য মির্জাপুর পার্কে গমন করিলেন। সেই সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং যতীন চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি বক্তা ছিলেন। এই সময় লণ্ডনে হিন্দুমন্দির ও ধর্মশালা স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। অভেদানন্দের উৎসাহ-বাণী লোককে এই কার্যে উৎসাহিত করে। এই উদ্দেশ্যে ২১শে জুন ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে এক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করেন। ২৯শে জুন সাঁতরাগাছির রামরাজা-মণ্ডপে গমন করিয়া সেইস্থানের সভায় অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করিলেন। সেই সভাতে পণ্ডিত রামদয়াল

মজুমদার এবং হরিহর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১১ই আগষ্ট স্বামী সারদানন্দ ও গঙ্গাধর মহারাজ মোটরে করিয়া সমিতি-ভবনে আসিলেন তাঁহারা অভেদানন্দকে লইয়া বেলুড় মঠে গমন করিলেন। সেইদিন গভর্ণিং বডির সভা ছিল। তাহাতে অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করিলেন। ফিরিবার পথে স্বামী সারদানন্দ ও গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। এই সময় অনাগারিক ধর্মপাল মহাশয় কলিকাতায় ছিলেন। অভেদানন্দ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন এবং দেশের অবস্থা ও ধর্ম সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) ও কয়েকজন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠ হইতে সমিতি-ভবনে অভেদানন্দের সহিত দেখা করিতে আগমন করিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ সমিতি-ভবনে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। বেদান্ত-সমিতির বর্তমান কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। অবশেষে ঘণ্টাখানেক অবস্থান করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি খদ্দর-প্রদর্শনীতে গমন করিলেন। পরদিন হইতে তিনি চরকায় সূতাকাটা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে সমিতিতে 'সেলাই-শিক্ষার ক্লাশ' আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণে অভেদানন্দ আর্যসমাজ-হলে গমন করিয়া হিন্দুসভার অধিবেশনে যোগদান করিলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর অভেদানন্দ ব্যাটরা 'অনাথ-বান্ধব-সমিতি'র বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিত গীষ্পতী কাব্যতীর্থ, অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রভৃতি বক্তা ছিলেন। বক্তৃতার শেষে অভেদানন্দ পুরস্কার

বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণী শেষ হইলে তিনি সমিতি-ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

বেদান্ত সমিতির 'আবেদন-পত্রে' স্বাক্ষর করাইবার জন্য এই সময় তিনি বিভিন্ন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ ডি. এন্ ব্যানার্জির বাড়ী গমন করিয়া তাঁহাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেন। ২রা অক্টোবর লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে দুই বাক্স পুস্তক আসিয়া পৌছিল। আমেরিকাতে প্রায় প্রতি মেলেই বেদান্ত সমিতি হইতে পুস্তক পাঠান হইত। লস্ এঞ্জেলিস্, নিউ ইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি স্থান হইতে অভেদানন্দের ছাত্র ছাত্রীগণ এবং বন্ধুগণ রীতিমত পত্রাদি ব্যবহার করিতেন।

৫ই অক্টোবর রবিবার হইতে বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব। স্বামী শিবানন্দ মঠে না থাকাতে অভেদানন্দ ও সারদানন্দ তাঁহার ঘরে মঙ্গলবার পর্যন্ত বাস করিলেন। ১৯ অক্টোবর তাঁহারা ভবানীপুরে বেদান্ত-সমিতির জন্য স্থান দর্শন করিতে গমন করিলেন। পরদিন মঠ হইতে মুরারী মহারাজ এবং আরো দুই এক জন সাধু আসিলে তাহাদের হাত দিয়া তিনি জয়রামবাটী লাইব্রেরীর জন্য কয়েকখানি বই দিলেন। ১২ই অক্টোবর অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুরোধে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত একজন মুন্সেফ ছিলেন। তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

১৮ই অক্টোবর অভেদানন্দ দার্জিলিঙ্গ যাত্রা করিলেন। এবার দার্জিলিঙ্গ আসিয়া প্রথমে তিনি ধর্মশালায় উঠিলেন ও পরে সেনিটেরিয়ামে

একটী ঘর ভাড়া করিয়া উঠিয়া গেলেন। ধর্মশালায় তাঁহার খুবই কষ্ট হইয়াছিল। এইবার আসিয়া তিনি দার্জিলিঙে একটী থাকিবার স্থান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং আশ্রমের উপযোগী স্থান নির্বাচনের জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখিতে লাগিলেন।

গত বৎসর তিনি যখন 'বলেন ভিলা'-তে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া একদল যুবক রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্যের জন্য একটী সেবা-সমিতি গঠন করেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই দার্জিলিঙের কার্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া অভেদানন্দ স্থির করিয়াছিলেন। ২৫শে অক্টোবর সেবা-সমিতির নিয়মিত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিলেন।

১লা নভেম্বর তিনি বীরেন রায়ের মোটরে করিয়া নেপাল সীমান্তে ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। সেই স্থানে তাঁহার সহিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মিঃ এন্ এন্ সেন, মিসেস ব্লেযার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ১৬ই নভেম্বর নেপালী ছাত্রদের সভায় তিনি ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে হিন্দিতে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

এই বৎসরে ষ্টেশনের নীচে 'রুবি কটেজ' নামক বাড়ী হস্তলাল গিরির নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। জমী ক্রীত হইবার পরেই অভেদানন্দ ২৬শে নভেম্বর কলিকাতা যাত্রা করেন। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে দার্জিলিঙ আসিয়া তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন: 'স্বামিজী সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালের মে মাসে দার্জিলিঙ আসিয়া বলেন-ভীলা নামক বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। স্বামিজীর আগমনবার্তা এবং আমেরিকায় দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল প্রচার-কার্যের বিষয় চারিদিকে প্রচারিত হইয়া

পড়িল এবং দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসস্থানে আসিতে লাগিল। আমরা শুনিলাম তিনি বাংলা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং বাংলায় কথা বলিতে পারেন না। আমাদের কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন আমরা তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম 'বলেন ভিলা-'র বাহির বাটীতে স্বামিজী বসিয়া অপর কয়েকটী লোকের সঙ্গে বাংলাতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছেন। আমরা পদধূলি গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বসিতে বলিয়া আমাদের সঙ্গেও কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহাকে কোট প্যাণ্ট অথবা পাদ্রী সাহেবের ন্যায় আলখাল্লা পরিহিত এক অদ্ভূৎ অবস্থায় দেখিবার এবং ইংরাজীতে অথবা "পাদ্রি বাংলায়" কথা শুনিবার ভরসা করিয়া আসিয়া যখন দেখিলাম আমাদের দেশীয় স্বামিজীদের ন্যায় গৈরিক পোষাক পরিহিত বাংলাভাষী একজন সন্ন্যাসী তখন আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তি হইল। আমরা দেখিলাম তিনি অতি অমায়িক, সদাপ্রফুল্ল, বয়স হইলেও যেন যৌবনোচিত কর্মশক্তি সম্পন্ন ও লোকের সঙ্গে মিশিতে আগ্রহন্বিত।

"স্বামিজী যে বৎসর দার্জ্জিলিং আসেন, সে বৎসর শ্রীমান রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, শচীন্দ্রচন্দ্র কর প্রভৃতি দার্জিলিং জিলা স্কুলের উৎসাহী ছাত্রদের উদ্যোগে ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর তৎকালীন হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে ও ডাঃ এস. এন্. চাটার্জীর সহযোগীতায় একটী সেবাশ্রম স্থাপিত হয়। সমিতির অধিবেশন "হরিসভা" গৃহে বসিত। এই সমিতির সভ্য ও ছাত্রগণ রীতিমত স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিত; স্বামিজীও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। এই বালকেরাই সর্বপ্রথম স্বামিজীকে

তাহাদের সেবা-সমিতিতে আহ্বান করিয়া অভিনন্দন প্রদান করে। বিদ্যালয়ের বালকদের এই সৎসাহস ও অভিনন্দন জিলা স্কুল ও স্থানীয় ছাত্রদের গৌরবের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

সে সময় স্থানীয় হরিসভার বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। স্বামিজী অনুরুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ একঘণ্টাব্যাপী পূজার উদ্দেশ্য ও প্রকৃত পূজা কি ভাবে হইতে পারে তাহা প্রচলিত বাংলা ভাষায় বিবৃত করেন। স্বামিজী বৈদান্তিক, আজীবন জ্ঞানের আলোচনা করিযাছেন, সুতরাং পূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের দিকটাই তিনি আলোচনা করিলেন। ইহার পর স্বামিজী স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে, হিন্দু পাবলিক হলে এবং জুবিলী স্যানিটোরিয়ামে ক্রমাগত বক্তৃতা করিতে থাকেন। এভাবে কিছুদিনের পর কলিকাতা হইতে আহ্বান পাইয়া তিনি চলিয়া যান এবং পরবর্তী বৎসর পুনরায় আসিয়া সর্বপ্রথম ধর্মশালায় আশ্রয় নেন। ধর্মশালায় তাঁহার নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে লাগিল। সেখানে শৌচাদির অসুবিধাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। স্নানেরও অসুবিধা হইতেছিল। স্থানীয় আঞ্জুমানে স্বামিজীর থাকার ব্যবস্থা সম্ভব কি-না তাহার অনুসন্ধানও করা হইল। আঞ্জুমানের পরিচালকগণ স্বামিজী মহারাজকে সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহাদেব ব্যবহারে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম; আজ সে ঘটনা জ্বলন্তভাবে স্মরণে আসিতেছে। সে সময় জুবিলী স্যানিটোরিয়ামের ৩নং কটেজে ৩ মাসের ভাড়া লইয়া জনৈক ভদ্রলোক বাস করিতেছিলেন এবং বিশেষ কোন প্রয়োজনবশতঃ একমাস পূর্বে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে অবশিষ্ট সময় স্বামিজীকে তথায় থাকিতে দিতে তিনি প্রস্তুত হন এবং স্বামিজী

মহারাজ তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। স্যানিটোরি-য়ামের সুপরিচিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল মহাশয় এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবারেও স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে, হিন্দুপাবলিক হলে এবং স্যানিটোরিয়ামে তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই ভাবে স্বামিজী বিশেষভাবে সকলের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই স্বামিজী মহারাজের নিকট আসিতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (অধুনা রায় সাহেব) স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রায় প্রতিদিনই আসিতেন। দার্জ্জিলিঙ্গে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, পরদুঃখকাতার সুরেনবাবু বহুদিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং ঐ বিষয় নিয়া স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে তাহার আলাপ হইলে স্বামীজীও তাহাতে খুব উৎসাহ দেন এবং তাহারা একটী স্থানের অনুসন্ধান করিতে থাকেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় না। সুরেন-বাবু একজন পরোপকারী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। সর্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি তাহার তৎকালীন মিউনিসিপালিটীর "কাক্রু" নামক বাসার বাহির বাড়ীতে বহু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বাক্স ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়া দিতেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় বিনামূল্যে ঔষধ লইয়া যাইতে পারিত। দার্জ্জিলিঙ্গে হোমিওপ্যাথিকের প্রচলন এই প্রথম। সুরেনবাবুর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামিজীর অন্যতম ভক্ত ও বাংলা সরকারের মিলিটারী আপিসের স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহযোগিতা প্রচেষ্টাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। ডাঃ এস্. এন্. চ্যাটার্জ্জী দার্জ্জিলিঙ্গের সমসাময়িক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।

তিনিও সুরেনবাবুকে এই মহৎ কাজে সহায়তা ও উৎসাহিত করিয়াছেন।

দার্জিলিংয়ের জলবায়ু অভেদানন্দের স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়া তিনি এখানে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন ও উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। প্রথম বৎসর কোন ফল হইল না। নিজস্ব স্থান না হইলে থাকিবার সুবিধা হয় না দেখিয়া তিনি একটি স্থান ক্রয় করিবার খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রায়সাহেব সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ও একাজে খুব সহায়তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বহু চেষ্টার পর ১৯২৪ সালে রেলওয়ে ষ্টেশনের নীচে "বিলাম্বার ষ্টেটে" আনুমানিক দুই বিঘা নিষ্কর জমি "হস্তলাল গিরির" নিকট হইতে খরিদ করিয়া অভেদানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন। এই জমিটীতে 'রুবি কটেজ' নামে দুই খানা ঘর ছিল। নীচেব ঘরখানা ঠাকুরঘর এবং উপবে দোতালার ঘবখানার উপর তালা স্বামিজী মহারাজের থাকার জন্য রাখিয়া নীচের তলাতে আশ্রমের সেবক ব্রহ্মচারিগণ থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। জমি খরিদ হওয়ার এক বৎসর মধ্যে স্বামিজী মহারাজ দার্জিলিঙ্গে আসেন নাই। তিনি এই অধম লেখককে ইহার দখল নেওয়া, মিউনিসিপ্যাল আফিসে নাম খারিজ করা (mutation) প্রভৃতি ও অপরাপর কাজ করার ভার দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এই আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিয়া আশ্রম স্থাপন করা হয়। ১৯২৫ সনের কার্তিক মাসে দার্জিলিঙ্গের "রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম" প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামিজী নিজে উপস্থিত থাকিয়া নগর সংকীর্তন, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সর্ববিধ লোককে ভুরিভোজন করাইয়া, বক্তৃতা ও পাঠ প্রভৃতি দ্বারা খুব

সমারোহের সহিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর কলিকাতা বেদান্ত সমিতির উৎসবে যোগদানের জন্য তিনি কলিকাতা চলিয়া যান। স্বামিজীর অনুপস্থিতিতে, স্বামী নিশ্চলানন্দ দুইটী অনাথ বালকের স্থান দিয়া একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় ও মিস্ত্রী কাজ শিখিবার একটী ক্লাশ খুলিয়া আশ্রমের কাজ আরম্ভ করেন। ঔষধালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই দৈনিক প্রায় গড়ে ২৫।৩০ জন করিয়া রোগী হইত। স্থানীয় দাতব্য হাসপাতালের ভূতপূর্ব ডাক্তাব অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রতিদিন প্রাতে উপস্থিত থাকিয়া রোগীদের ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। তৎকালীন স্থানীয় প্রসিদ্ধ নেপালের ভূতপূর্ব রাজ চিকিৎসক ডাক্তাব শ্রীযুক্ত এস্. সি. দাস মহাশয় আশ্রমের রোগীদের দেখিতেন।

কলিকাতায় আগমন করিয়া অভেদানন্দ নব উদ্যমে 'বিবেকানন্দ মেমোরিয়েল হলে'র স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তিনি 'থিয়োসফিকেল সোসাইটী' ও 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র আহুত সভাদ্বয়ে সভাপতিত্ব করিলেন এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাইকিক্ সোসাইটীর সভায "প্রেততত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

নব বর্ষের প্রথম হইতে বেদান্ত সমিতির নিজস্ব বাড়ীর স্থান করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীগণ এই সময় প্রায়ই সমিতি-ভবনে আসিতেন এবং সমিতির ভাবী কর্মপদ্ধতিসম্বন্ধে অভেদানন্দ তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। এদিকে বিবেকানন্দ মেমোরিয়েল হলের অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন পত্রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায, স্যার পি. সি. মিত্র,

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি গণ্যমান্য নাগরিকগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইতে লাগিল।

১০ই জানুয়ারী ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্টের মিটিঙ্গে বেদান্ত সমিতির আবেদন পত্র আলোচিত হইবে। এই দিন অভেদানন্দ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও মিঃ এ. সি. ব্যানার্জির সহিত ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাষ্টের সভাপতি মিঃ মারে'র (Mr. Marr) সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু সলিসিটর মহাশয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিলেন। ইতি মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ সহরের প্রধান প্রধান নাগরিকগণ বেদান্ত সমিতির পক্ষ গ্রহণ করায় সমিতির প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইল। 'বেদান্ত সমিতি'র বাড়ীর জন্য জমী পাইবে ইহা স্থির হইল। অবশেষে যখন ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট্ বেদান্ত সমিতির জন্য ভবানীপুর হইতে জমী দান করিবেন স্থির করিলেন তখন অভেদানন্দ তাহাতে আপত্তি করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের লীলাস্থল উত্তর কলিকাতায় জমী চাহিলেন। কিন্তু ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট তাহাতে রাজী না হওয়াতে সমিতি হইতে ঐ জমী গ্রহণ করা হইল না।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। অভেদানন্দ বেলুড় মঠে গমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। পরদিন সমিতি ভবনে স্বামিজীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইল। প্রায় দুইশত হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্রনারায়ণকে তৃপ্ত করিরা ভোজন করান হইয়াছিলল।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে অভেদানন্দকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছিল। তদনুসারে ২২শে জানুয়ারী অভেদানন্দ কলিকাত

ত্যাগ করিয়া পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষে, খেলাধুলা এবং বাংলা ও উর্দুতে রচনা প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জনসভাতে স্থানীয় হাইকোর্টের জনৈক জজ সভাপতিত্ব করিয়াছিল। সভায় স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়, স্বামী অভেদানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পরে সঙ্গীত প্রতিযোগীতা, রচনা প্রতিতোগীতা ইত্যাদি হইয়া উৎসব শেষ হইলে অভেদানন্দ স্থানীয় মিউজিয়মে গমন করিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত দ্রব্যাদি দর্শন করিলেন এবং পরে পাটনার বিখ্যাত হস্তলিখিত আরবি ও পারসী ভাষার গ্রন্থের সংগ্রহশালা 'খোদাবক্স লাইব্রেরী' পরিদর্শন করিলেন।

২৭শে জানুয়ারী ইয়ং ম্যান্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউটে (Youngman's Institute) তিনি 'শিক্ষার আদর্শ' (Ideal of Education) সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তাহা সত্যই অপূর্ব। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বিহারের শিক্ষামন্ত্রি মিঃ ফারুকউদ্দিন সাহেব। তিনি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ ব্যযে তিনি বক্তৃতাটী মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। যে কয়দিন অভেদানন্দ পাটনায় ছিলেন সেই কয়দিনই তাঁহার বাসভবনে লোকের ভীড় লাগিয়া থাকিত এবং শ্রোতৃগণ তাহার ওজস্বিনী বাক্যে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অবস্থান কবিতেন। ২৭শে জানুয়ারী বক্তৃতার পর রাত্রিতে পাঞ্জাব মেলে তিনি পাটনা ত্যাগ করিলেন।

এবার বেদান্ত সমিতিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসবে অত্যন্ত লোক সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০০০ লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। উৎসবের পর বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক আহুত 'বিবেকানন্দ স্মৃতি'-সভায়

অভেদানন্দ গমন করিলেন। সেই সভায় দেশনেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

রাঁচিতে সেইবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসবে অভেদানন্দকে যাইতে হইবে। সেইজন্য তিনি সমিতির কার্যাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৬ই মার্চ তিনি রাঁচি যাত্রা করিলেন। উৎসবের আনুসঙ্গিকভাবে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি সাধারণভাবে বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্থানীয় হিন্দু ক্লাবে তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই সময়ে বিহারী হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর গো-কোরবানী লইয়া অত্যন্ত মন-কষাকষি চলিতে-ছিল। অভেদানন্দ এই মনোভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আর্যরা যে গোমাংস আহার করিতেন সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, গো-কোরবানী লইয়া মুসলমানদের সহিত কলহ করা হিন্দুগণের পক্ষে নিছক নির্বুদ্ধিতা মাত্র। সভাতে একজন গোঁসাই প্রোফেসার উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুরা পূর্বে গোখাদক ছিল ইহা শুনিয়া তিনি রাগান্বিত হন এবং বক্তাকে নানাবিধ কটূক্তি করিতেও থাকেন।

রাঁচির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান 'রাঁচি ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়' ও 'ব্রহ্মমন্দির' প্রভৃতি দর্শন করিবার জন্য অভেদানন্দ গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। যে কয়দিন তিনি রাঁচিতে ছিলেন প্রায় প্রত্যহই ব্রহ্মচর্য-বিদালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। অবশেষে ১৩ই মার্চ তিনি রাঁচি ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় তিনি ২রা

এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া বঙ্গীয় হিন্দুসভার অধিবেশনে যোগদান করিলেন এবং ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সহিত দর্শনাদি লইয়া আলোচনা করিলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল তিনি দার্জিলিঙ্গ যাত্রা করিলেন।

দার্জিলিঙ্গে তখন সি. আর. দাশ অসুস্থ হইয়া স্থান পরিবর্তন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইতেছে জানিতে পারিয়া মহাত্মা গান্ধী সি. আর. দাশকে দেখিবার জন্য দার্জিলিঙ্গে আগমন করেন। অভেদানন্দ প্রায়ই সি. আর. দাশকে দেখিতে যাইতেন। মহাত্মা গান্ধী আসিয়াছেন জানিতে পরিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ষ্টেপ্ এসাইড-এ সি. আর. দাশের ভবনে গমন করিলেন। মহাত্মাজীর সহিত অভেদানন্দের যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিতভাবে উল্লিখিত আছে :

"I have come from America to become parsonally acquainted with you and your movement.'

Gandhi—"Why have you come from America to see me ?'

"To learn the truth of the Non-co-operation movement which you have started in India. My friends in America asked me about it but I could not get correct idea from the scanty reports which were published in American News-papers. I came just before you were put in the jail, but the things have changed since.'

"How have the things changed ?'

"At first you were a Non-co-operator, but now you are only a social reformer. Is not it a big coming down ?'

"My prinicples are still the same but as the country is not ready so some portion of my work have changed.'

"In America you have many friends who admire you because you have started the Non-co-opertion movement among the mass which no body had done before you."

"Then the subject was changed" (অভেদানন্দ পুনরায় মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:) "You are doing the work started by Ramakrishna and Vivekananda in the lines of removing untouchability and in encouraging cottage industries, therefore, I bring to you blessings You know that though a high caste Brahmin by birth Ramakrishna once prayed to the Divine Mother to take away *Ahankára* from his mind that a Brahmin is superior to a sweeper on account of his birth and to enable him realize that the *Atman* of a sweeper is just as divine as that of high a caste Brahmin, and in order to realize this grand truth he practically went to the door of lowely sweeper and wiped the dirt of his door with his flowing long hair which he then had on his head. Thus he set an example of the removal of untouchability which is the higher religion of this age."

(অভেদানন্দ—আপনার আন্দোলন এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার জন্য আমি আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলাম।

মহাত্মা গান্ধী—আমার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আপনি কেন আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন?

"আপনি ভারতে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহার যথার্থ তথ্য জানিতে আসিয়া'ছি। আমার আমেরিকার বন্ধুগণ

আমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে কোনও সদুত্তর দিতে পারিতাম না। কারণ আমেরিকার সংবাদপত্রে এই আন্দোলন সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই থাকিত। আপনি কারাবরণ করিবার কিছুদিন পূর্বে আমি ভারতে আসিয়াছি। কিন্তু আসিয়া দেখি আন্দোলনে মহাপরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে।”

“আপনি কি পরিবর্তন দেখিলেন?’

“আপনি প্রথমে অসহযোগী ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আপনি একজন সমাজ-সংস্কারক মাত্র। ইহা কি আদর্শ হইতে বিচ্যুতি নহে?’

“আমার আদর্শ ঠিকই আছে, তবে দেশ প্রস্তুত নহে দেখিয়া আমি আমার শক্তির কতকটা অংশমাত্র সমাজ-সংস্কারে নিয়োজিত করিয়াছি।’

“যে কাজে কেহ হাত দেয় নাই আপনি জনসাধারণের ভিতর সেই কাজ অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য অসহযোগ-আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া আমেরিকায় আপনার যে কয়েকজন বন্ধু আছেন তাঁহারা আপনার সুখ্যাতি করেন।”

ইহার পর আলোচনার বিষয় পরিবর্তিত হইল। অভেদানন্দ বলিলেন: “ছুৎমার্গ পরিহার বা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং কুটীরশিল্প প্রবর্তনে আপনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত কর্ম-পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। সেই জন্য আমি আপনাকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছি। আপনি জানেন যাহাতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ বলিয়া তিনি নিজেকে অপর হইতে বড় মনে না করিতে পারেন সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নিজের মন হইতে বংশগত এবং শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দূর করিবার জন্য তিনি

তাঁহার লম্বা চুল দ্বারা মেথরের ঘরের দরজার ময়লা পরিষ্কার করিতেন। এইরূপে তিনি নিজে আচরণ করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রূপ এই যুগের নব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন।")

এইদিকে দেশবন্ধু সি. আর. দাশের স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি দেখা গেল না। অবশেষে ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৪-১০ মিনিটের সময় দেশবন্ধু 'হার্ট-ফেল' হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে লইয়া আসা হইল। অভেদানন্দ তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২১শে জুন দার্জিলিঙ্গে দিঘাপতিয়ার জমিদার মহারাজা পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দাশের স্মৃতিসভা হইল। অভেদানন্দ দেশবন্ধু দাশের স্বদেশপ্রীতি ও সংঘগঠন ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

২৮শে জুন দার্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিয়া অভেদানন্দ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তখন কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দাশের স্মৃতিসভার আয়োজন হইতেছিল। ১লা জুলাই সেই সভা আহূত হইল। লোকে লোকারণ্য! অভেদানন্দ দেশবন্ধু দাশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদিন বেদান্ত সমিতি ইডেন হস্পিটেল রোডের একটী ফ্ল্যাটে অবস্থিত ছিল। কার্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একখানি গোটা বাড়ী ভাড়া করিবার প্রয়োজন হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে হেদুয়ার পাশে বিডন ষ্ট্রীটের উপর একখানি চারিতলা বাড়ী পাওয়া গেল। ২৭শে জুলাই হইতে জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাদা হইতে লাগিল এবং ১লা আগষ্ট হইতে বেদান্ত সমিতি ৪০ নং বিডন ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিল। দ্বিতলের দুইটী ছোট ছোট ঘরের মাঝের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া একটী হলে পরিণত

করা হইল। এই স্থানে ক্লাশ, বক্তৃতা ও ভজন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। চারিতলার সমস্ত বাড়ীটা নিজেদের কাজে লাগিবে না ভাবিয়া সমগ্র চারিতলা ছাত্রদিগকে ভাড়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের জন্য messing-এর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পরে এই বন্দোবস্ত সুবিধাজনক না হওয়াতে সমগ্র বাড়ীটাই বেদান্ত সমিতির জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ইডেন হস্‌পিটেল রোডের ব্যাড়ীর ন্যায় অভেদানন্দ রীতিমত সপ্তাহে তিনটী করিয়া ক্লাস লইতেন। এতদ্ব্যতীত বাহিরের পণ্ডিত, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমিতিতে বিবিধ বিষয় বক্তৃতা প্রদান করাইতেন। সমস্ত আগষ্ট মাসই অভেদানন্দের নিকট কর্মবহুল রূপে উপনীত হইল। বর্তমান চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে প্রায় ১৫০ শত কর্মীকে কাশীমিত্রের ঘাট, নিমতলাঘাট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে সেবাকার্যের জন্য প্রেরণ করা হইল। ইহার পর নেপালের রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহার ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে গমন করিয়া যোগসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। সমিতি-ভবনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে 'ভারতের অর্থ অবস্থা' সমন্ধে বক্তৃতা হইল। জন্মাষ্টমীর দিনে অভেদানন্দ যোগোদ্যানে গমন করেন ও পরে অপরাহ্নে বৌদ্ধবিহারে 'জিপসি' ক্লাবের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করিলেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত গমন করিয়া গ্রে ষ্ট্রীটের 'বলদেব মন্দিরে' মহাবীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ইহার পরে তিনি শীলেদের ফ্রি কলেজে গমন করিয়া "শারীরিক উৎকর্ষসাধন' সম্বন্ধে বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করিলেন। এইরূপে আগষ্ট মাস গিয়া সেপ্টেম্বর মাস উপস্থিত হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বর বেদান্ত সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভা আহুত

হইল। সভাপতি ছিলেন Rev. C. F. Andrews. এণ্ডরুজ সাহেব তাঁহার অভিভাষণে অভেদানন্দ কলিকাতায় নিজ কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন: "বর্তমান কালে কলিকাতায় বেশীর ভাগ ছাত্রই কি প্রকার নৈতিক আবহাওয়ায় বাস করে তাহা সকলেই জানেন। স্বামীজী এই কলিকাতার মধ্যস্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র নির্দিষ্ট করিয়া নিজ চরিত্র এবং মনীষার চিত্র ছাত্রদের সম্মুখে ধরিয়া যে সংঘ গড়িয়াছেন তাহার জন্য স্বামীজীর নিকট সমগ্র কলিকাতাবাসীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"
সমিতির বার্ষিক উৎসবের পর মহাবোধি সোসাইটীর প্রধান পৃষ্ঠ-পোষিকা মেরী ফষ্টারের স্মৃতি-সভার অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করিয়া দুর্গাপুজার পর দার্জিলিঙ্গে গমন করিলেন এবং ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সেইস্থানে বাস করিলেন। এবার দার্জিলিঙ্গে গমন করিয়া তিনি টাইগার হিলের সুর্যোদয় দর্শন করিলেন। টাইগার হিল ভ্রমণকারীদের প্রধান স্থান। এখানকার সূর্যোদয়ের দৃশ্য অতি মনোরম। পৃথিবীতে এরূপ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। টাইগার হিলের সূর্যোদয় এবং ভেলিসের সূর্যাস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত।
কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরেই স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎব আসিয়া উপস্থিত হইল। উদ্বোধন হইতে স্বামী সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল মহাশয় মোটরে করিয়া আসিলেন এবং অভেদানন্দকে লইয়া বেলুড় মঠে গমন করিলেন। সমস্ত দিন বেলুড়ে অবস্থান করিয়া এবং আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহারা অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে অভেদানন্দ উদ্বোধনে গমন করিলেন, সমস্ত পূর্বাহ্ণ উদ্বোধনে অবস্থান

করিয়া আহারাদি করিলেন এবং অপরাহ্নে সমিতি-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমিতি ভবনে যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া বর্ষ শেষ হইল।

সমিতি-ভবনে প্রাইমারী বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাড়ার লোক ও দুঃস্থ পরিবারের বালকগণের পরম আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। শিল্প-বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, দর্জীর কাজ, সুতাকাটা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত সমিতি-ভবনে বিখ্যাত লোকদিগকে আনয়ন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করান হইত। এইভাবে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈদিক ও তান্ত্রিক দেব-দেবী সম্বন্ধেও অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৯২৬ সালের প্রথম হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটী সৌহার্দ্যের ভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল এবং দেখা গেল স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ বেদান্ত সমিতি-ভবনে আগমন করিয়া অভেদানন্দের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিলামিশা করিতেছেন। অভেদানন্দ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :

"At noon Swami Sivananda and Swami Saradananda made a friendly call in a Ford car on their way to an invitation for a feast. We had a nice talk quietly. They showed their sympathy and co-operation with the works of our Society. They took a slight refreshment and stayed for an hour" (3. 1. 26).

এবার বেদান্ত সমিতির বিশেষ কার্য হইল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং বেদান্ত সমিতির সাধুগণের ('grand Reunion') সম্মিলনে। ইহা

৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার মেয়র সমিতি-ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু ও প্রোঃ রাজকুমার চক্রবর্তী সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। মেয়র সম্বর্ধনার পর অভেদানন্দ কুষ্টিয়ার ছাত্রগণের নিমন্ত্রণে গমন করিয়া ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং স্কুল গৃহে রাত্রিবাস করিয়া ছাত্রদের শিল্পকার্যাদি দর্শন করিলেন। পরদিন তিনি কুষ্টিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বঙ্গীয় হিন্দুসভায় সভাপতিত্ব করিলেন। সভা বেদান্ত সমিতি ভবনেই আহূত হইয়াছিল। ৬ই মার্চ বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট এবং সকল সাধুদের প্রীতিভোজে যোগদান করিবার জন্য বেদান্ত সমিতি-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এই Reunion সম্বন্ধে অভেদানন্দের ডায়েরীতে আছেঃ "It rained heavily in the morning. Karunananda went to Belur in a taxi to bring Sivananda But he came by steamer to Baghbazar and then by Motor. All Sannyasins and Brahmacharins of Belur Math, Udbodhan, Gadadhar Asram, Baranagore, Vivekananda Society, Student's Home, Advaita Ashrama, came. Durga Mâ and girls came in the evening. They were all sumptously fed. The rain stoped miraculously after 10 A. M till evening. About 200 were fed. Saradananda was laid down with rheumatism, so he did not come."

("সকালবেলা খুব বৃষ্টি হইতেছিল। করুণানন্দ স্বামী শিবানন্দকে লইয়া আসিবার জন্য ট্যাক্সী করিয়া বেলুড় মঠে গমন করিলেন। কিন্তু স্বামী শিবানন্দ ষ্টীমারে করিয়া বাগবাজার আসিলেন এবং বাগবাজার হইতে

মোটরে করিয়া সমিতিতে উপস্থিত হইলেন। বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, গদাধর আশ্রম, বরানগর, বিবেকানন্দ সমিতি, ষ্টুডেন্ট্স্ হোম এবং অদ্বৈত আশ্রমের সকল সাধু আসিয়াছিলেন। দুর্গা মা এবং তাহার ছাত্রীগণ অপরাহ্নে আসিল। সকলকেই তৃপ্তিপূর্বক আহার করান হইয়াছিল। দশটার পর হইতে বৃষ্টি আশ্চর্যরূপে থামিয়া গেল। বাতে শয্যাশায়ী থাকায় স্বামী সারদানন্দ আসিতে পারিলেন না।")

মার্চ মাস শেষ হইলে এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই অভেদানন্দ দার্জিলিঙ্গ যাত্রা করিলেন। পাবনার ভক্তগণের নির্বন্ধাতিশায়ে তিনি মধ্যপথে পাবনায় অবতরণ করিলেন। পাবনায় তাঁহাকে পাঁচখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দিয়া তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। এই স্থানে টাউন হলে তিনি 'সনাতন ধর্ম' নামক একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

পাবনার নিকটে নব অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে শুনিয়া তিনি কৌতুহল বশে হিমাইতপুরের অবতারকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। নব অবতার শ্রীঅনুকুল ঠাকুরকে দেখিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: "আপনি নাকি ভগবান হয়েছেন ?" শ্রীঅনুকুল ঠাকুর তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বাহিরে আসিয়া অভেদানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন: "বাবা. আমরা তোমাদের নাম করেই খাচ্ছি।" অভেদানন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন: "ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে—যখন তখন হয় না।" হিমাইৎপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 'মহাকালী-বালিকা-বিদ্যালয়' এবং রবিনগরের বালিকাদের 'শিল্প-বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন। পরে নদীয়াবিনোদ গোস্বামী মহাশয়

পরিচালিত সহস্র প্রহর নাম-সংকীর্তনে গমন করিয়া 'নাম-মাহাত্ম্য ও ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে গৌরাঙ্গের অবতার তাহা প্রমাণ করেন। প্রায় আট নয় দিন পাবনায় অবস্থান করিয়া ৯ই এপ্রিল অভেদানন্দ পাবনা ত্যাগ করিলেন।

এবার তিনি ১৫ই জুলাই পর্যন্ত দার্জিলিঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বাংলার লাট লর্ড লিটন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার গলায় একটী চিকণ হারের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের লকেট থাকিত। তাঁহার সহিত অভেদানন্দের খুব সৌহার্দ হয়। প্রাইভেট্ ভোজসমূহে লর্ড লিটন সর্বদাই অভেদানন্দকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইবার দার্জিলিঙ্গ আসিয়া অভেদানন্দের কর্তব্য হইল লর্ড লিটনকে আশ্রমে আনয়ন করা। অবশেষে তাঁহার অনুরোধে লর্ড ও লেডী লিটন, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও শরীররক্ষীগণসহ ১৯শে এপ্রিল পূর্বাহ্ণ ১৪টায় বেদান্ত আশ্রমে উপনীত হইলেন। এই উপলক্ষে আশ্রম সজ্জিত হইল। ব্যাণ্ড, বয়স্কাউট্ (Boy Scout) নেপালী, বাঙ্গালী এবং মহিলাদের সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা করা হইল। লর্ড লিটনকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইলে তিনি একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া তাহার উত্তর দিলেন। বালক বালিকাগণ লাট-দম্পতিকে ফুলের মালা ও তোড়া উপহার প্রদান করিল। ডাক্তার-খানা ও বিদ্যালয়সমূহ দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ডিপুটী কমিশনার ও প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বাড়ী দেখিতে লাগিলেন। লাট-দম্পতি আশ্রমে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট অবস্থান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দার্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে তাঁহার সহিত সন্তোষের রাজা, ঢাকার নবাব

নবাব আলী চৌধুরী, ময়ুরভঞ্জের রাণী, প্রোঃ মেঘনাদ সাহা, প্রোঃ বিমলকুমার সরকার, স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সহিত আলাপ হইয়াছিল। দার্জিলিঙ্গের কার্য এইভাবে সম্পন্ন হইলে অভেদানন্দ ১৫ই জুলাই দার্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দার্জিলিঙ্গ হইতেই অভেদানন্দ জানিতে পারিয়াছিলেন আমেরিকা হইতে তাঁহার এক শিষ্যার পুত্র কালিদাস ও তাহার অপর এক শিষ্যা সিষ্টার ভবানী ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে অভ্যাগতদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ২৩শে জুলাই সিষ্টার ভবানী ও কালিদাস কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিষ্টার ভবানী সমুদ্রযাত্রা সহ্য করিতে না পারিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহাকে দার্জিলিঙ্গে প্রেরণ করা হইল। দার্জিলিঙ্গে যাত্রার পূর্বে সিষ্টার ভবানী ও কালিদাসকে বেলুড়মঠে. দক্ষিণেশ্বরে এবং উদ্বোধনে লইয়া গিয়া দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ প্রদর্শন করান হইল। ভবানীপুরে মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রদের গণপতি-উৎসবে বক্তৃতা দিতে যাইবার সময় অভেদানন্দ কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি তাহাকে হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন দলের সহিত ধীরে ধীরে পরিচয় করাইয়া দিতে-ছিলেন।

মেদিনীপুরে বন্যা হইয়াছে, বহু লোক গৃহহীন। বেদান্ত সমিতি হইতে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কলিকাতার নাগরিকগণ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়া ইতি-

কর্তব্যতা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সভায় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া অভেদানন্দ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বন্যাত্রাণের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া অভেদানন্দ কালিদাসের সহিত দার্জিলিঙ্গে যাত্রা করিলেন।

এবার দার্জিলিঙ্গে আসিয়া সিষ্টার নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দার্জিলিঙ্গেই স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে সিষ্টার নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। সিষ্টারের অভিলাষ অনুযায়ী তাঁহার দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। যাঁহারা সিষ্টারের অন্তিমকার্যের সময় উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে লইয়া কীর্তন করিতে কবিতে তিনি শ্মশানে উপস্থিত হইলেন (১৮ই নভেম্বর) এবং সিষ্টার নিবেদিতার শ্মশানের স্থান চিহ্নিত করিয়া আসিলেন। পরে দার্জিলিঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটী সিষ্টার নিবেদিতার শ্মশানের উপর একটী স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

সিষ্টাব ভবানী আমেরিকা বেদান্ত আশ্রমের গৃহকর্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, কিন্তু তবুও অতি ভোরে উঠিয়া তিনি উনুনে আগুন দিতেন এবং অভেদানন্দের জন্য গরম জল চাপাইয়া দিতেন, কখনও বা অভেদানন্দেব জন্য চাপাটী এবং আমেরিকার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিতেন। আশ্রমের সাধুগণের সহিত খোলাখুলিভাবে অভেদানন্দকে মিশিতে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া বলিতেন: "আমারা তখন ভয়ে ইঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, আর তোমবা এইভাবে মিশিতেছ কি আশ্চর্য !"

২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিঙ্গে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ কালিদাসের সহিত ২৯শে নভেম্বব দার্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া

তিনি বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনের জন্য ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি তিনি কিভাবে কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাগরিক-গণের সহায়তায় বেদান্ত সমিতির স্থান সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে-ছিলেন। সংঘের মুখপত্র না থাকিলে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইবে মনে করিয়া ১৯২৬ সালে 'বিশ্ববাণী' নামক বেদান্ত সমিতির মুখপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার অভিনবত্ব দেশের পাঠক-সমাজে নূতন ভাবধারার সঞ্চার করিয়াছিল সেই জন্য 'বিশ্ববাণী' অতি সহজে দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৯২৭ সালের প্রথম ভাগেই শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির এবং বিবেকানন্দ স্মৃতি-মণ্ডপ নির্মাণের জন্য নব উদ্যোগে কার্য আরম্ভ হইল। ৫ই মার্চ এলাবার্ট হলে বিরাট জনসভা আহূত হইল। বিডন ষ্ট্রীটের সমিতি-ভবন হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইল। ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ অঙ্কিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলচিত্র মোটরে করিয়া অগ্রে চলিতে লাগিল। শোভা-যাত্রা বিডন ষ্ট্রীট্, সেন্ট্রাল এভিনিউ, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট্ ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইয়া এলবার্ট হলে উপস্থিত হইল। সভাতে প্রায় তিন সহস্র নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অভেদানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির পদে বৃত হইলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থিত ও গৃহীত হইল :

"যে কলিকাতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকেন্দ্র ছিল, যে কলিকাতায় বিবেকানন্দ জন্মিয়াছিলেন, সেই কলিকাতায় তাঁহাদের নামে কোনও স্মৃতি-ভবন নাই।"

"তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার মধ্যস্থানে একটী স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করা কলিকাতাবাসিগণের অবশ্য কর্তব্য

আশীর্বাদ

কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "বিশ্ববাণী"কে তোমরা পুনরায় নবকলেবরে প্রকাশ করিতেছ জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। তোমাদের এ পুণ্য প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া সততই আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—ইতি শুভানুধ্যায়ী—
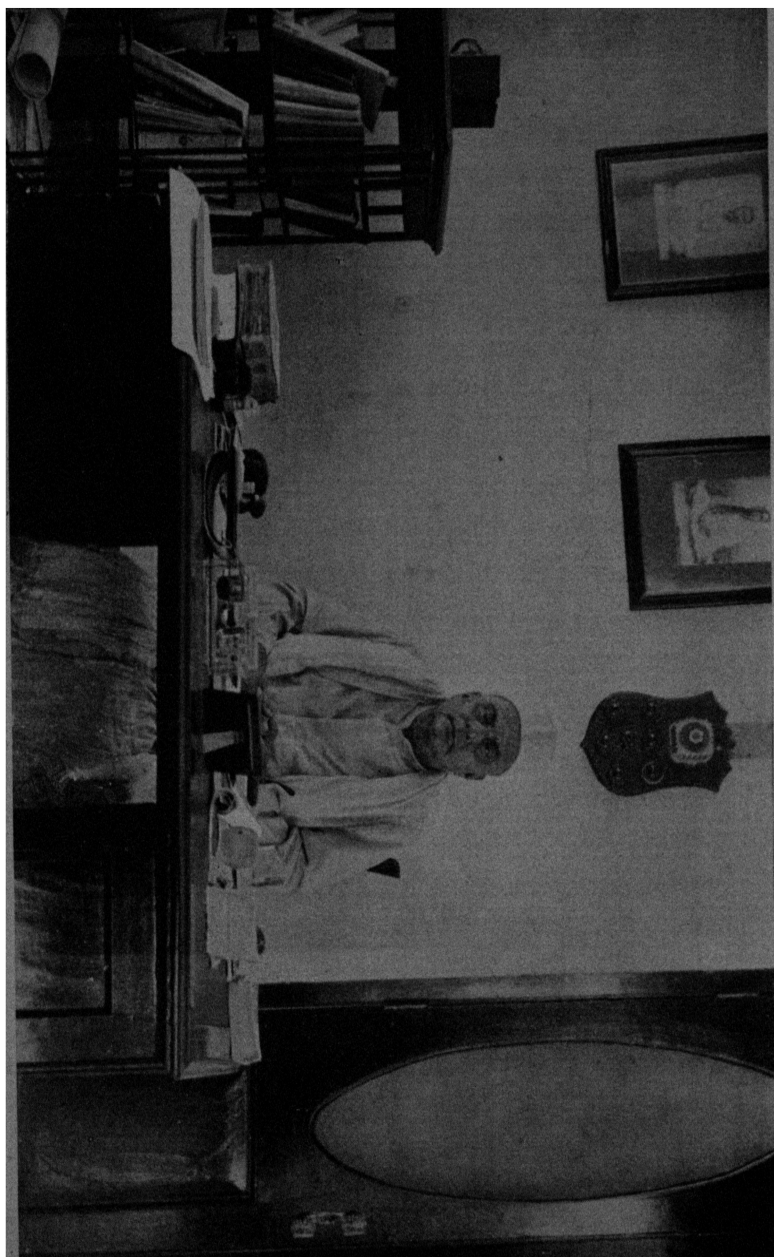
স্বামী অভেদানন্দ

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য, কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সভাপতি স্বামী অভেদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির ও ও বিবেকানন্দ-স্মৃতি-ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন।"

"এই সহরের জনসাধারণ স্বামীজীর উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছেন।"

এপ্রিল মাস হইতেই কলিকাতায় অসহ্য গরম পড়িলে অভেদানন্দ পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় দার্জিলিঙ্গ গমন করিলেন। দার্জিলিঙ্গে প্রায় তিনমাস অবস্থান করিয়া ৮ই জুলাই তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯২৭ সালের শেষ ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে মহা বিপদের বাণী লইয়া উপস্থিত হইল। যিনি সহস্রফণ অনন্তের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে এতদিন ধারণ করিয়াছিলেন তিনি মর্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ব্লাড্ প্রেসারে ভুগিতেছিলেন। তিনি ৭ই আগষ্ট সন্ন্যাসরোগগ্রস্ত হইলেন। অভেদানন্দ এই দুঃসংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত মুহ্যমান হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্বোধনে গমন করিলেন। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পূবপর্যন্ত প্রায় প্রত্যহই তিনি উদ্বোধনে গমন করিতেন। অবশেষে জন্মাষ্টমী রাত্রিতে প্রায় ২-১৫ মিনিটের সময় স্বামী সারদানন্দ মর্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে শোভাযাত্রা করিয়া স্বামী সারদানন্দের দেহ বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হইল। অভেদানন্দ খালি পায়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া কুটিঘাটা হইতে নৌকায় করিয়া বেলুড়ে গমন করিলেন। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় সৎকারকার্য সমাপ্ত হইলে অভেদানন্দ

সমিতি-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৩০শে আগষ্ট বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের ভাণ্ডারা হইল, অভেদানন্দ মঠে গমন করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে কলিকাতার ফিরিয়া আসিলেন। ইহার চারিদিন পরে বেদান্ত সমিতি ভবনে স্বামী সারদানন্দের ভাণ্ডারা হইল। কলিকাতার নাগরিকগণ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য এলবার্ট হলে উপনীত হইলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অভেদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির অভিভাষণে অভেদানন্দ স্বামী সারদানন্দের মধুর চরিত্র, অপূর্ব ত্যাগ, তপস্যা ও সহনশীলতা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি সত্যই সেই দিন অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগ তাহার মনে একটী মহাবিষাদের ভাব আনিয়া দিয়াছিল। তিনি বলিতেন তাঁহার যেন একটি অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হইতে অভেদানন্দের সর্বপ্রকার কার্যে উৎসাহের অভাবও লক্ষিত হইত।

দার্জিলিঙ্গে তখনও সিষ্টার ভবানী ও কালিদাস বাস করিতেছেন। সিষ্টার ভবানী চরকায় সুতাকাটা অভ্যাস করিতেছিলেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ধূমধামের সহিত শ্রীশ্রীকালীমাতার অর্চনা হইল। শোভাযাত্রার সহিত স্বামিজী এবং কালিদাস ও সিষ্টার ভবানীও সমগ্র সহর প্রদক্ষিণ করিলেন। ১২ই অক্টোবর হইতে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি দার্জিলিঙ্গে অবস্থান করিয়া ২০শে নভেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৯২৮ সালের প্রথমভাগে তিনি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ভ্রমণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে তিনি কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন

এবং প্রায় দশদিন অবস্থান করিয়া বড়বা কুণ্ড, আদিনাথ, বৌদ্ধ মন্দির, চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড, প্রভৃতি দর্শন করেন। সকাল বিকাল দর্শনার্থীর ভিড় লাগিয়া থাকিত এবং তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া দেশের বর্তমান অবস্থায় কি করা কর্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের মনে দেশপ্রীতির সঞ্চার করিতেন। চট্টগ্রাম হইতে তিনি কুমিল্লায় গমন করেন। এই স্থানে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য প্রায় ৩০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। কুমিল্লার 'মহেশ প্রাঙ্গণ'-এ তিনি দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং মহিলাদের সভায় আর একটী। তিনি প্রোফেসর প্রফুল্ল সরকারের সহিত 'অভয় আশ্রম' দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান যেমন 'লেবার হাউস' ও নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রমও তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক অঙ্কিত শ্রীমায়ের তৈলচিত্রখানি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শুল্ক বিভাগের কর্মচারী ইহার অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করাতে 'গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল'-এর প্রিন্সিপালকে লইয়া অভেদানন্দ ইহার মূল্য নির্ধারণ করিতে শুল্ক আফিসে গমন করিলেন। চিত্রটি খোলা হইলে শিল্পীর অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়া প্রিন্সিপাল বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন ইহার মূল্য ৫০০৲ টাকার কম নহে। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কাষ্টমস্-এর কর্মচারী চিত্রের উপর ৭৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য করিলেন এবং বলিলেন তখনই টাকা দিতে হইবে। তাঁহাদের হাতে তখন এক পয়সাও নাই। এমন সময় দেখা গেল গণেন মহারাজ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। অভেদানন্দকে দেখিয়া তিনি ভিতরে আসিলেন

এবং তাঁহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া নিজের পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন তাহাতে ঠিক ৭৫৲ টাকাই মাত্র আছে। সুতরাং গণেন মহারাজের নিকট হইতে ঐ টাকা ধার করিয়া শ্রীমায়ের তৈলচিত্র-খানি লইয়া অভেদানন্দ সমিতি-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীমায়ের তৈলচিত্রখানি ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ স্বামী সারদানন্দের নির্দেশ ক্রমে অঙ্কিত করেন। ইহা অঙ্কিত করিবার কিছুকাল পরেই ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভগিনী হেলেনা ডোরাক্ চিত্রখানি স্বামী সারদানন্দের নামে প্রেরণ করেন। স্বামী সারদানন্দও তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন। উদ্বোধনের ভার তখন গণেন মহারাজের উপর। অত টাকা কাষ্টম ডিউটি দিতে হইবে দেখিয়া তিনি তৈলচিত্রখানি ফেরৎ দেন। ইহা ফিরিয়া গেলে হেলেনা ডোরাক অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার নিকট অভেদানন্দের নিউইয়র্কের ঠিকানা মাত্র ছিল। তিনি সেই ঠিকানায় পত্র লিখেন। সেই পত্র নিউইয়র্ক হইতে ঘুরিয়া কলিকাতায় আসে। সেই চিঠিতে ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের শেষ ইচ্ছার কথা লেখা ছিল। ডোরাকের ইচ্ছা ছিল যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রের পার্শ্বেই শ্রীমার চিত্রখানি থাকে। হেলেনা ডোরাকের পত্রখানি পাইয়া অভেদানন্দ জানাইলেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অলেখ্যখানি বেদান্ত সমিতি-ভবনেই আছে এবং শ্রীমার চিত্রখানিও তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে বলেন। পরে হেলেনা ডোরাক্ কলিকাতার (Custom's) শুল্ক খরচও দিয়া দিয়াছিলেন। সরস্বতীপূজার অধিকার লইয়া সিটি কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রদের সহিত কর্তৃপক্ষদের মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে সেই সময় ছাত্র মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ব্যবহারের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার ছাত্রগণ এলবার্ট হলে ১লা মার্চ

যে সভা করেন তাহাতে অভেদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বারও অভেদানন্দ গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দার্জিলিঙ্গে গমন করিয়া কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। এই বৎসরের শেষ দিকে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় স্পেশ্যাল কংগ্রেস আহূত হইয়াছিল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই বিশেষ কংগ্রেসেই প্রথমে সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভাবী জীবনের আভাস পাওয়া যায়। তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়করূপে সম্পূর্ণ মিলিটারী নিয়মে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের মোটরে করিয়া অভেদানন্দ শোভাযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া শোভাযাত্রা দর্শন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন বাবু তাঁহার জন্য কংগ্রেসের দুইখানি কম্প্লিমেণ্টারী টিকেট আনিয়াছিলেন। তাহা লইয়া অভেদানন্দ ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বরের কংগ্রেস অধিবেশনে গমন করিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালের প্রথম হইতেই বেদান্ত সমিতিতে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে দেখা গেল। বর্ষের প্রথম ভাগে এলবার্ট হলে যে সভা হইল তাহাতে পূর্ব্ববৎসরের প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত ও সমর্থিত হইল। বেদান্ত সমিতির জন্য স্থান অন্বেষণ করা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ১১ কাঠা জমী পাওয়া গেল। তাহা ২০,০০০৲ টাকায় ক্রয় করা সাব্যস্ত হইলে নড়াইলের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই টাকার বড় অংশ দান করিলেন। ৮ই মার্চ নূতন জমীর দখল লওয়া হইল। এই বৎসর বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হইল। ১৩ই মার্চ ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অভেদানন্দকে বেলুড় মঠে লইয়া যাইবার জন্য অমূল্য মহারাজ আসিয়াছিলেন।

কালিদাস ও সিষ্টার ভবানী এখনও দার্জিলিঙ্গ আশ্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহারা আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন। অভেদানন্দ আমেরিকার কন্‌সালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ২০শে আগষ্ট কালিদাস ও সিষ্টার ভবানী ভারত ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে অভেদানন্দ ডকে গমন করিয়াছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ভারতের ম্যাক্‌সুইনি দেশপ্রেমিক যতীন দাস সুদীর্ঘ অনশনে দেহত্যাগ করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। পরদিন তাঁহার শবদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই দেশমাতৃকার সুসন্তানের শেষকৃত্যে যোগদান করিবার জন্যও অভোদনন্দ গমন করিয়াছিলেন।

৭ই অক্টোবর অভেদানন্দ রেজেষ্ট্রী আফিসে গমন করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও সর্বানন্দের সহিত মিলিত হইয়া উদ্বোধন মঠের সম্পত্তি বলিয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া আসিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে বেদান্ত সমিতিতে বহুল পরিবর্তন সাধিত হইল। এই বৎসর কুম্ভমেলায় যোগদানের পর তিনি যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন হইতে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীখানি ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছিল। তিনি দার্জিলিঙ্গ চলিয়া গেলে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সমিতি ১৩নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের

বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু সেই বাড়ীতে অভেদানন্দের থাকিবার স্থানের সংকুলান না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে দার্জিলিঙেই বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বৎসরে মাত্র একবার ২।১ মাসের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। এই সময় হইতে ১৯নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

কর্মের অবসানে

কঠোর তপস্যা ও অধ্যয়নের ফলে যে জ্ঞানরাশি তাঁহার অধিগত হইয়াছিল তাহা দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পাশ্চাত্য দেশে এবং পরে দ্বাদশ বৎসর ভারতে বিতরণ করিবার পর শ্রীঠাকুরের ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অভেদানন্দের মনে হইল। ইহার পর যে কয় বৎসর তিনি নশ্বর দেহে বর্তমান ছিলেন সেই কয়বৎসর তিনি কোন নূতন কার্যে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই। শেষ কয়বৎসর যেন তাঁহার বিশ্রামের অবসরেই কাটিয়াছিল। তবে বাকী ছিল শ্রীঠাকুরের নামে কলিকাতা এবং দর্জিলিঙ্গের আশ্রম দুইটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হইবার পর হইতে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ 'যত মত তত পথ'-রূপ নব ধর্মমার্গ প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং অন্য অন্য ভক্তগণকে অধিক শাস্ত্র পাঠ অকল্যাণকর বলিয়া ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেও অভেদানন্দের শাস্ত্র সমালোচনাকে তিনি সমর্থনই করিতেন। বরাহনগর মঠে এবং পরে হৃষিকেশ ও হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপশ্চর্যা করাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের অপূর্ব যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছিলেন। হৃষিকেশে ভীষণ ব্যাধির আক্রমণেও ক্ষণকালের জন্য অভেদানন্দের মনে 'আমি দেহ' এই ভাব উপস্থিত হইল না, বরং 'আমি দেহাতীত আত্মা' এই জ্ঞানেই তিনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিলেন।

বাস্তবিক অভেদানন্দ ছিলেন শ্রীভগবানের নব ধর্মচক্র-প্রবর্তনের অগ্রদূত। ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে গমন করার পর হইতে তাঁহার ভিতরে আচার্যের ভাবই জাগিয়া উঠিল। তাই দেখা যায় যখন হইতে তিনি লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির ভার লইয়াছেন সেই সময় হইতেই প্রচারের নূতন ও সহজ পন্থার নির্দেশ দিয়া তিনি বেদান্ত প্রচারের কার্যকে নব রূপ দান করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল তিনি আজীবনই এই কার্য করিয়া আসিয়াছেন এবং ইহা করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি 'born preacher'। প্রায় এক বৎসর লণ্ডন বেদান্ত সমিতির কার্য পরিচালনা করিয়া আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ছাত্রগণের আহ্বানে এবং স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি আমেরিকা গমন করিলেন। আমেরিকায় সেই সময় স্বামী সারদানন্দ বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন। অভেদানন্দের নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরেই ভারতীয় কার্যের ভার লইবার জন্য স্বামী সারদানন্দের ডাক পড়িল, সুতরাং আমেরিকার বেদান্ত প্রচারের ভার সমগ্রভাবে স্বামী অভেদানন্দের স্কন্ধেই তখন হইতে ন্যস্ত হইল। আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই বেদান্ত সমিতি পুনর্গঠন করিলেন এবং তাঁহার চিরাচরিত মূলনীতি 'least resistance' বা 'স্বল্পতম বাধার পথে' কার্য করিতে আরম্ভ কবিলেন। আমেরিকার পাদ্রীসমাজকে শত্রুভাবাপন্ন করিলে কিছুতেই বেদান্ত প্রচারকার্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে না জানিতে পারিয়া তিনি যীশুখৃষ্ট বা তাঁহার ধর্মকে কখনই আক্রমণ করিতেন না, বরং যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার ধর্মকে বহু সম্মান দিয়া যীশুখৃষ্টের উপদেশ বেদান্তের আলোকে ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলও

অতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। কারণ দেখা গেল এই অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করাতে নিউ ইয়র্ক এবং অন্যান্য সহরের প্রধান প্রধান খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁহার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন ; এমন কি মহা গোঁড়া প্রেস্‌বাইটেরিয়ান ধর্মযাজকদের ভিতরও তাঁহার অনেক বন্ধু ছিলেন। বেদান্তকে খৃষ্টানধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে প্রচার না করিয়া খৃষ্টানধর্মেরই পরিপোষক ভাবে প্রচার করাতে অভেদানন্দ আমেরিকাবাসিগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর বাস্তবিক যীশুখ্রীষ্টের বাণী ও তাঁহার আদর্শের উপর অভেদানন্দের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। আর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই *How to Be a Yogi* অথবা 'যোগশিক্ষা' নামক পুস্তকের শেষের দিকে 'যীশুখ্রীষ্ট যোগী ছিলেন কি-না' তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া যীশুখ্রীষ্টের জীবনে তিনি বেদান্তের প্রভাবই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার পর আমেরিকাতে বাস করিয়া তিনি সেই দেশবাসিগণের সামাজিক রীতিনীতির সহিতও এমনই পরিচিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আমেরিকার অধিবাসী বলিয়াই সকলে মনে করিত। সেজন্য তাঁহার কথা ও উপদেশ সর্বশ্রেণীর নরনারী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত এবং তাঁহার সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিত।

প্রকৃত মিশনারী বা ধর্মপ্রচারক বলিতে যাহা বুঝায় অভেদানন্দ তাহাই ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সর্ববিধ সুখ-সুবিধাই ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমে শ্রীভগবানের নূতন বাণী ও আদর্শ প্রচার করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীর কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। যাহারা কখনও বেদান্ত সম্বন্ধে কিছুই শোনে নাই, যাহারা ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার ধারণা করিয়া

বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের মন হইতে ভারত ও ভারতবর্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কুসংস্কার দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল। তিনি যেন জ্ঞান বিতরণ করিতেই আসিয়াছিলেন এবং তাহা আজীবন দুইহাতে বিলাইয়াই গিয়াছেন। ফলে সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনে তিনি শান্তি ও কল্যাণের আশ্বাস বাণী বিতরণ করিয়া হতাশ হৃদয়ে আশা ও আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর এইভাবে আমেরিকায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নব ধর্মমত প্রচার করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেখা গেল তাঁহার কাজ তখনও শেষ হয় নাই। মহাতমোগুণে আচ্ছন্ন জড় ও নিশ্চেষ্টপ্রায় ভারতবাসীর জন্যও তাঁহাকে কিছু করিতে হইবে। সেজন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া উদ্দীপনাময়ী বাণীর সাহায্যে তরুণ ভারতকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণকামী সম্প্রদায় গঠন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন দেশের লোক হুজুগের সময় মত্ত হইলেও কাজের সময় তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। জাতীয় চরিত্রের অবনতি এবং ধর্মহীনতাই ইহার কারণ বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিতেন। আমেরিকাতে যাহাকে যে কাজের ভার দেওয়া হইত, সে সেই কাজ সম্পন্ন করিত, কিন্তু ভারতে সম্পাদক, সহকারী সভাপতি প্রভৃতি পদলোভে আকৃষ্ট হইয়াই লোকগণ সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে, কাজ করিবার তাহাদের কোনও প্রকার ইচ্ছা বা

উদ্দেশ্য থাকে না। সেইজন্য কোনও কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেও তাহা পূর্ণ করিতে পারা যায় না।

বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইবার পর হইতে কলিকাতায় প্রায় সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি জড়িত হইয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতার সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত করিয়া 'সেবা-সমিতি-সংঙ্ঘ' নামক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি সর্বপ্রকার ছাত্র ও যুবক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অভিলাষ 'কলিকাতায় কিছু করো' পূর্ণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াই কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিকাতা ভারতের মস্তিষ্ক ইহা বুঝিতে পারিয়াই কলিকাতায় কেন্দ্র স্থাপন করিবার ভার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার উপর ন্যাস্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়সমুহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য অভেদানন্দের যে অভিলাষ ছিল তাহা তিনি সাধন করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিয়া যে আধ্যাত্মিক প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে স্নাত হইয়া শত শত তাপদগ্ধ প্রাণে শান্তি পাইয়াছে, হতাশা পীড়িত হৃদয় নব আশার সন্ধানে জীবনের নব স্বাদ লাভ করিয়াছে এবং শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শোক হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় অবস্থানকালে কর্ম-কোলাহলের ভিতর যোগী ও ঋষি অভেদানন্দের চকিত দর্শন মিলিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান ও ব্রহ্মজ্ঞ অভেদানন্দের দর্শন মিলিত না। আমেরিকা ও ভারতের কর্ম-অবসানের পর হইতে তাঁহার এই বালকভাব রামকৃষ্ণ-সন্তানরূপ সন্নিহিত ভক্ত ও সেবকদের চোখে

প্রায়ই পড়িত। তাঁহার বালকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল হাসি সন্নিহিত ভক্তদেব মন হইতে দিগ্‌বিজয়ী, ধর্মপ্রচারক অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন অভেদানন্দের চিত্রকে একেবাবে মুছিয়া দিত। যাঁহার অন্তরটী শ্রীরামকৃষ্ণময় ছিল এবং যাঁহাতে 'শ্রীঠাকুর, মা ও স্বামিজী' নিজ আবাস-স্থান করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের ইচ্ছা চিরকালের জন্য নাশ হইয়া যাওয়ায় তাঁহাব শরীর মনকে আশ্রয় করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই যুগধর্ম প্রচারের কার্য করিতেছিলেন। অভেদানন্দের জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পরস্পর বিরোধী ভাবকে একত্র সংমিশ্রণ করা। তাহা সাধারণ দর্শকের মনে বিস্ময় ও দ্বিধার সঞ্চার করিত। যিনি আমেরিকার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাকে বিদ্যালয়-গৃহের জন্য কাঠের খুঁটি খুঁজিতে দোকানে দোকানে ভ্রমণ করিতে দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যাইত না।

ঘরে তিনি এত সহজভাবে থাকিতেন যে, আমাদের মনে হইত তিনি আমাদের সমানই বা হইবেন। অনেক সময় আমরা তাঁহাকে উপদেশ দিতে গিয়াছি! ঐশ্বর্যের লেশমাত্রেব বহিঃপ্রকাশ না থাকাতে কেহই বুঝিতে পারিত না যে—তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁহার শিশু-সুলভ সরল ব্যবহার কুটিল জগৎ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কখনও কখনও অহঙ্কারী মনে করিত। তিনি এত সরল ছিলেন যে, যদি শ্রীঠাকুরের অদৃশ্য শক্তি রক্ষা না করিত তাহা হইলে তাঁহাকে যে কত বিপদে পড়িতে হইত তাহার ইয়ত্তা হয় না। তিনি এতই সরল ছিলেন যে, তাঁহাকে কোনও কথা বিশ্বাস করানও কঠিন ছিল না। শেষের দিকে তাঁহার এই ভাবটাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অভেদানন্দের অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে বহুপূর্বেই

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিয়া ছিলেন ঃ "কালী যখন বাহিরের সমস্ত কাজ-কর্ম কমাইয়া দিবে তখনই তাহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ লোকচক্ষে পড়িবে।" ব্রহ্মানন্দজীর এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা অভেদানন্দকে যাঁহারা এই সময়ে দেখিয়াছেন তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন। তিনি সত্যই এই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের একেবারে যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের অপেক্ষা করিতেন। হয়তো অত্যন্ত বড় কাজে হাত দিয়াছেন কিন্তু তাহার ফল হইল অল্প, তিনি ঐ অল্প ফল লইয়াই এবং তাহাই শ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত জানিয়া আনন্দিত হইতেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অভেদানন্দকে বিবিধ দেশহিতকর কার্যেই যোগদান করিতে আমরা দেখিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি ইয়ং বেঙ্গলের নব্য যুবকসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার আহ্বান বাণী। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বিডন ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ী যখন ছাড়িয়া দেওয়া হইল তখন হইতে তিনি শুধু কলিকাতা ও দার্জিলিঙ্গের আশ্রম দুইটীকে শ্রীঠাকুরের নামে কিভাবে দেবোত্তর করিয়া যাইবেন তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সন্তানদিগকে কার্য পরিচালনার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অসীম ধৈর্য দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তাঁহার জনৈক সন্তানের প্রথম হইতেই কোন কিছু রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখেন। তাঁহার তখনকার সেই কাঁচা হাতের লেখাই অভেদানন্দ সমস্তটী পড়িয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া ও মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন। কারণ তাঁহার কার্যই ছিল গঠনমূলক ; যে ব্যক্তি যেস্থানে আছে তাহাকে সেই স্থান

হইতে উচ্চতর অবস্থায় তুলিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার আদর্শ। কোন ধ্বংসমূলক নীতি তাঁহার কোনও কার্যে কখনও লক্ষিত হইত না। সকলকেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান মনে করিয়া প্রত্যেকের দুর্বলতাকে তিনি উপেক্ষা করিতেন এবং তাহাদের ভিতর যে সামান্য সৎবৃত্তি রহিয়াছে তাহাই জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। আর ইহাই লোকোত্তর আচার্যগণের রীতি। তাঁহাদের নিজেদের প্রয়োজন না থাকিলেও, অপরের প্রয়োজনে লাগিতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা পরহিতের জন্যই সর্বদা ভ্রমণ করেন এবং ভগবানের সচল বিগ্রহরূপে তাঁহার দেশবাসীর অশেষ কল্যাণের নিদান হইয়া থাকেন।

অভেদানন্দ তখন দার্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। মাঝে মাঝে একবার কলিকাতায় গিয়া কিছুদিন বাস করিয়া ভক্তদিগের আনন্দ বর্ধন করিয়া আসিয়াছেন। এদিকে কলিকাতায় বেদান্ত সমিতির বাড়ী নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে সমিতির সভ্যগণ স্থির করিয়াছিলেন টিনের চালা করিয়া সমিতির কার্যের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহাতে অভেদানন্দের সম্পূর্ণ অমত জানিতে পারিয়া কোঠা বাড়ী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। তিনতলার ভিত্তি দিয়া বাড়ীর কার্য আরম্ভ হইল। অভেদানন্দ যে বৎসর হইতে দার্জিলিঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করিতে গমন করেন সেই বৎসরই শ্রীঠাকুরের জন্ম-তিথির সময় নবক্রীত জমিতে উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষে ভাবী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বাড়ীর একতালা নির্মিত হওয়াতে ৩০ আগষ্ট সমিতি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া নিজস্ব বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। কিন্তু দ্বিতলের ঘর তখনও হয় নাই, সুতরাং বাড়ীতে অভেদানন্দের থাকিবার স্থান না হওয়াতে তিনি

দার্জিলিঙ্গেই বাস করিতে লাগিলেন। দার্জিলিঙ্গে অবস্থান-কালে আমেরিকার আটলাণ্টাবাসিনী মিসেস্ রোজ এস্‌বি (Miss. Rose Ashby) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মিসেস্ এস্‌বি আটলাণ্টার 'নিউ থট্ চার্চ'-এর সভ্য ছিলেন এবং তাঁহারই আহ্বানে অভেদানন্দ আটলাণ্টাতে গমন করিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মিসেস এস্‌বি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দর্শন মানসে এবং আর একবার তাঁহাদের প্রিয় আচার্য অভেদানন্দকে দেখিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। এই সময় আর একজন আমেরিকান মহিলা দার্জিলিঙ্গে আশ্রমে বাস করিতে ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সিষ্টার সাধনা। তিনি আশ্রমের বিদ্যালয়টী নূতন ভাবে পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র দুইবৎসর থাকিয়া আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। নবনির্মিত বাড়ী দেখিবার জন্য এবং ভগবানের আহ্বানে অভেদানন্দ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় আসিলেন এবং মাণিকতলা বাজারের উপর একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীটী অত্যন্ত ছোট ও স্যাঁৎস্যঁতে হওয়াতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি হাসিমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিয়া বহু আগন্তুক সত্যান্বেষীগণের সর্বপ্রকার সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে জামসেদপুরের ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অভেদানন্দ তাঁহার সেবকগণসহ জামসেদপুরে গমন করিয়া কয়েক-দিন বিশ্রামসুখ অনুভব করিলেন। জামসেদপুর হইতে আসিয়া তিনি আলোয়ারের মহারাজার তার প্রাপ্ত হইলেন। আলোয়ারের

মহারাজা বেলুড় মঠে অভেদানন্দের নামে তার করিষা-
ছিলেন।

আলোয়ারের মহারাজা অভেদানন্দকে তাঁহাব রাজ্যে পদার্পণ করিবাব জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন আর সেই জন্য শান্তি লাভের আশায় অভেদানন্দকে কয়েক দিনের জন্য আপন সকাশে রাখিতে চাহিতেছিলেন। ২৯শে মার্চ পাঞ্জাব মেলে অভেদানন্দ আলোয়ার যাত্রা করিলেন। ৩১শে মার্চ তিনি আলোয়ারে পৌছিলেন। সেই দিন হোলির পূর্বদিবস, সেইজন্য শোভাযাত্রা করিয়া আলোযারবাজ বাহিব হইয়াছিলেন। অভেদানন্দ হাইস্কুলের চাদে দাঁড়াইযা শোভাযাত্রা দেখিতেছিলেন। তাঁহাব উপব আলোয়ারাজের চোখ পডিবামাত্রে তিনি হাত জোড করিয়া নমস্কার করিলেন। পরদিন হোলি। রঙ্গের জল অগ্নি নির্বাণের হোস্ পাইপ্ (hose pipe) দিয়া লোকের উপব বর্ষণ করা হইতেছিল। মহা-রাজা হাতীর উপর দাঁড়াইয়া কুম্‌কুমের বল ছুঁড়িতেছিলেন। সেই বলে একটী অভেদানন্দের পায়ের গোড়ালী ও একটী মাথার পাগড়ীতে আঘাত করিল। ইহার পরে সকলে সহরের প্রাসাদে গমন করিলেন। মহারাজ সেই অগ্নি নির্বাণের হোস্ পাইপ্ (hose pipe) ইংরাজ অতিথিগণের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং তাহাদের কাপড়ে রঙ্গের জল বর্ষণ করিতে লাগিল। হোলির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় আলোয়ারের রাজার খুল্লতাত মারা যাওয়াতে তিনি দুই তিন দিন অভেদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে শিকারে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। মোটরে করিয়া অভেদানন্দ শিকারের স্থানে গমন করিলেন। এই স্থানে সকাল

বিকাল তিনি আলোয়াররাজের সহিত আহার করিতেন। আলোয়াররাজ একদিন এইরূপ আহারের পর অভেদানন্দকে নিজ আফিসে লইয়া গেলেন এবং বর্তমান রেসিডেণ্ট যে তাঁহার জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছেন তাহাও বলিলেন। রেসিডেণ্ট সেই সময় তাঁহার মুসলমান প্রজাদিগের ভিতর বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই বিদ্রোহ যাহাতে না মিটিয়া যায় তজ্জন্য তিনি মহারাজাকে সেই অঞ্চলে গমন করিতে বাধা দিতেছিলেন। আলোয়াররাজ অভেদানন্দের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত তাঁহারা আলোয়ারে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে অভেদানন্দের জ্বর হইয়াছিল। তাঁহার জ্বর হইয়াছে শুনিয়াই মহারাজ প্রত্যহ একবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। অভেদানন্দকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা কবিতেন। এই স্থানে অবস্থান করিয়া অভেদানন্দ অস্ত্রাগার, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ও প্রাসাদের সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিলেন। এই সরোবরে অভেদানন্দ ও তুলসী মহারাজ পরিব্রাজক অবস্থায় আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা পরিব্রাজক অবস্থায় নগ্নপদে দ্বারকা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাহা হইল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বর্তমান মহারাজ নাবালক এবং তিনি তখন আজমীড়ের প্রিন্সেস্ কলেজে পড়িতেছিলেন। আলোয়ারের মহারাজকে আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা দান করিয়া প্রায় একমাস আলোয়ারে অবস্থানের পর অভেদানন্দ আলোয়ার ত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় ফিরিবার পথে তিনি দিল্লী ও কাশীতে অবতরণ করিয়া স্থানীয় আশ্রমে এক দিন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীতে তিনি সারনাথ ও মিউজিয়াম দর্শন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে

পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। ৫ই যে তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি মহাপুরুষ মহারাজের অসুখের সংবাদ পাইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে গমন করিলেন। মঠে তিনি বহুদিন পরে গঙ্গাধর মহারাজকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সহিত মহাপুরুষ মহারাজের অসুস্থতা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলেন। মহাপুরুষজীর সহিত অল্প কয়েকটী কথা বলিয়া সেই দিন তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর আরও দুই তিন দিন তিনি মহাপুরুষজীকে দেখিতে বেলুড় মঠে গমন করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে অভেদানন্দ দার্জিলিঙ্গে চলিয়া গেলেন এবং নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দার্জিলিঙ্গে অবস্থান করিলেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া তিনি শ্যামবাজারে ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটের একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়া সমিতি-ভবনে তাঁহার নিজের থাকিবার ঘরখানি নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ বেলুড় মঠের দুর্বৎসররূপে দেখা দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিন বেলুড় গ্রামের উপর ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইল। মঠে সমাগত ভক্তদের অনেকে তাহাতে আহত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন রোগশয্যায় শায়িত। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় যখন অভেদানন্দ মঠে গমন করিলেন তখন প্রকৃতি শান্ত হইয়াছে। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন আর আশা নাই। উৎসবের একদিন পরে ২০শে ফেব্রুয়ারী মহাপুরুষ মহারাজ মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণধামে প্রয়াণ করিলেন। ৪ঠা মার্চ মহাপুরুষ মহারাজের ভাণ্ডারা হইল এবং এলবার্ট হলে স্মৃতি-সভার আয়োজন হইল। এই স্মৃতি-সভায় সন্তোষের মহারাজা সভাপতিত্ব

করিয়াছিলেন এবং অভেদানন্দ সেই সভায় মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের দেহ রক্ষার দুই দিন পরে তিনি জামসেদপুরে গমন করিয়া পনর দিন বিশ্রাম করিলেন এবং কলিকাতা আসিয়া দার্জিলিঙ্গ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে সমিতিতে তাঁহার থাকিবার ঘর নির্মাণের কার্য চলিতেছিল। সুতরাং তিনি যখন সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। তখন সমিতির নবনির্মিত ভবনেই বাস করিতে লাগিলেন।

অবশ্য তখনও গৃহের সমস্ত কাজ শেষ হয় নাই। ঘর দুইটী মাত্র বাসযোগ্য হইয়াছে। বাকী কাজ ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া দার্জিলিঙ্গের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কলিকাতার বেদান্ত সমিতি দেনাভারে জর্জরিত বলিয়া তাহার ঋণমুক্তির উপায় না করা পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব ছিল না, সেজন্য দায়মুক্ত দার্জিলিঙ্গ বেদান্ত আশ্রমকে প্রথমেই দেবোত্তর করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতে লাগিল; কেননা তাহা হইলে তাঁহার সন্তানগণের অন্ততঃ মাথা গুজিবার একটা স্থান হইবে বলিয়া তিনি মনে করিলেন। স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দেবোত্তর দলিলখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শত-বার্ষিকী উৎসব আসিয়া পড়িয়াছে। বেদান্ত সমিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ হইলে পর অপরাহ্ন পাঁচটায় সময় অভেদানন্দ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

সমিতির শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। মন্দিরের জন্য কিছু কিছু টাকাও উঠিতে লাগিল। এই বৎসরে

অর্ধোদয় যোগ হইয়াছিল। অভেদানন্দ এই যোগ সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছিলেন যে, অর্ধোদয় প্রভৃতি যোগ প্রকৃতপক্ষে জগতের অকল্যাণকর। এই সকল যোগের অকল্যাণকারী শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য ঐ দিনে দানাদি পুণ্যকার্য করিতে হয়; সুতরাং অর্ধোদয় বা অন্যান্য যোগে স্নান করার উদ্দেশ্য অধিক পুণ্য অর্জনের জন্য নহে, জগতের অমঙ্গল নাশের জন্য। অর্ধোদয় যোগের সময় বৃষ্টি হইতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন: "এই দেখ হাজার হাজার লোকের কিরূপ কষ্ট হইতেছে।"

এই সময় তন্ত্র লইয়া খুব আলোচনা হইত এবং অনেক তান্ত্রিক পণ্ডিত আসিয়া বক্তৃতা এবং আলোচনা করিতেন। অভেদানন্দ কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডকে অদ্ভুত একটা কিছু বলিতেন না। সকল ক্রিয়াকাণ্ডই সমান তাহা বৈদিকই হোক আর তান্ত্রিকই হউক। ইহাই কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের উপায় হইতে পারে না। তিনি এই সময়ে তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে এবং কয়েকটি গৃহস্থ ভক্তকে তান্ত্রিক পূর্ণাভিষেক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন মন্দির নির্মাণের জন্য টিনসেডে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্থানান্তরিত করা হইল। মিস্ত্রিরা এই সময় হইতে অর্থাৎ নভেম্বর মাস হইতে শ্রীমন্দিরের কাজ আরম্ভ করিল।

১৯৩১ সালের প্রথম ভাগ হইতেই মন্দির নির্মাণের কার্যে বেশ জোর দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে নব পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছিল। ইহা স্বামিজীর নিকটে বসিয়া পাঠ হইত এবং স্থানে স্থানে অদল বদল করা হইত। ক্রমে শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে নগর সংকীর্তন বাহির হইল। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ

এবং অপরাহ্ণে অভেদানন্দের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হইল। রাত্রিতে পদকীর্তন হইয়া শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। এই সময় ভবানীপুরে অভেদানন্দের কয়েকজন উৎসাহী শিষ্য শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন।[৮] সেই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিসভাতে অভেদানন্দ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো হইতে ডাঃ সিন্‌ক্লেয়ার (Dr. Sinclair) নামক অভেদানন্দের ছাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমিতি-ভবনে আসিলেন। সঙ্গে অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ও ছিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ থাকিয়া আমেরিকার বর্তমান বেদান্তের প্রচারসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতি যে বেদান্ত প্রচার-কার্যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহাও বলিলেন।

মে মাসের মাঝামাঝি তিনি দার্জিলিঙ্গ চলিয়া গেলেন এবং দার্জিলিঙ্গের ট্রাষ্ট-ডিড্ (Trust-Deed) সংশোধন করিয়া তাহা রেজিষ্ট্রি করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় কাছারীতে উপস্থিত হইয়া তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দার্জ্জিলিঙ্গের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিলেন। দার্জিলিঙ্গের দেবোত্তর দলিল সম্পন্ন হইলে পর তিনি অক্টোবরের প্রথমভাগেই কলিকাতার মন্দির এবং বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবন নির্মাণ-কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিবার জন্য দার্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে গ্যালারীযুক্ত বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবন নির্মিত হইতেছিল। অভেদানন্দ একদিন গ্যালারীতে আরোহণ করিয়া কণ্ট্রাক্টরের সহিত আলাপ করিয়া স্থানে স্থানে অদল-বদলের

নির্দেশ দান করিলেন। এই সময় বেলুড় মঠের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর পাথরের মূর্তি নির্মিত হইতেছিল। প্রসিদ্ধ শিল্পী স্বর্গীয় জি. পাল তাহা নির্মাণ করিতেছিলেন। মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী অভেদানন্দকে জি. পালের মূর্তি-নির্মাণশালায় লইয়া গেলেন। সেই স্থানে তিনি শ্রীঠাকুরের মৃত্তিকানির্মিত ছাঁচ দর্শন করিলেন এবং তাহা যে ঠিক হয় নাই বলায় সকলে তাঁহার সহিত বেদান্ত সমিতিতে আসিয়া শ্রীঠাকুরের ফ্রাঙ্ক্ ডোরাক্ অঙ্কিত তৈলচিত্র দেখিতে আগমন করিলেন। এই সময়ে জামসেদপুরে ভক্তদের আহ্বানে কয়েকদিন জামসেদপুরে বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। এইবার জামসেদপুরে তিনি দশদিন মাত্র থাকিয়া ২১সে ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য জামসেদপুর ত্যাগ করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া অভেদানন্দ মন্দির নির্মানকার্যের সমাপ্তি লক্ষ্য করিতেছিলেন। মন্দিরের চূড়া নির্মিত হইলে তাহাদের উপর তাম্র-নির্মিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতীকসমূহ স্থাপন করা হইল। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্র বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছিল। তখন পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট। তিনি সারগাছি আশ্রমে বহুদিন ধরিয়া ডায়বেটীস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ডায়বেটিক্ কমা (Dibatic Coma) আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী সারগাছি আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বেলুড় মঠে লইয়া আসিলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্বাহ্নে বেলুড় মঠ হইতে ফোন্ করিয়া অভেদানন্দকে জানান হইল যে, গঙ্গাধর মহারাজের অবস্থা

সঙ্কটজনক। সংবাদ পাইয়া অভেদানন্দ তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে বেদান্ত সমিতি হইতে বেলুড় মঠে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে সন্ধ্যার সময় বেলুড় মঠে গমন করিলেন। ইহার পূর্বেই অপরাহ্ন তিনটার সময় গঙ্গাধর মহারাজ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। অভেদানন্দ গঙ্গাধর মহারাজের গলায় মাল্য পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার চিতাতে অগ্নি প্রদানের পর প্রত্যাবর্তন করিলেন। গঙ্গাধর মহারাজের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘটক তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন বেদান্ত সমিতিতে আসিয়া অভেদানন্দকে গঙ্গাধর মহারাজের স্মৃতিতর্পণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘটকের বাড়ীর নিকটে ময়দানে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতেও কয়েকজন সন্ন্যাসী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে হরিদাসবাবু অভেদানন্দকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। অভেদানন্দ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মন্দির নির্মাণ ক্রমশঃ সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে। বেদীর জন্য শ্বেত মর্মর প্রস্তর আসিয়াছে। মিস্ত্রীগণ তাহা যথাস্থানে লাগাইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য রূপার সিংহাসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না বলিয়া তৎপরিবর্তে চন্দনকাষ্ঠের সিংহাসনের ব্যবস্থা হইল এবং যতদিন না চন্দনকাষ্ঠের সিংহাসন প্রস্তুত হইয়া আসে ততদিন কাঠের সিংহাসনের ব্যবস্থাই করা হইল।

অপরদিকে সমগ্র ভারতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত

হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে 'পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ন'-এর (Parliament of Religion) অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি ভারত বহির্ভূত 'দেশ হইতেও প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। স্বর্গীয় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মূলসভার সভাপতি ছিলেন। অভেদানন্দকে একটী সভার সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রণ করা হইলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। ১লা মার্চ কলিকাতা টাউন হলে পার্লিয়ামেণ্ট অব রিলিজিয়নের উদ্বোধন করা হইল। যথাসময়ে স্বর্গীয় স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। অসুস্থতানিবন্ধন সভার কার্য পরিচালনা করিতে অসমর্থ হওয়াতে তিনি তাঁহার স্থলবর্ত্তীরূপে স্বামী অভেদানন্দকে নিজ আসনে বসাইয়া দিয়া সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।
অভেদানন্দকে সভাতে পরিচিত করাইয়া (introduce) দিবার কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি নিজে নিজকেই introduce করিলেন A humble child of Sri Ramakrishna and the last surviving Gurubhai of Swami Vivekananda বলিয়া। তাঁহার এই দিবসের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার এইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বক্তাদের বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি আর একবার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সেইদিন তাঁহাকে দুইবার বলিতে হইয়াছিল। ইহার পর দিন তিনি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। দেখা গেল শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আহুত বিশ্বধর্ম-সম্মিলনে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা।
বেদান্ত সমিতির মন্দির নির্মান শেষ হইয়াছে। ক্ষুদ্র মন্দির, কিন্তু

দেখিতে অতি সুন্দর ও নয়নাভিরাম। তৈলচিত্র রক্ষা করিবার জন্য ইহাতে তিনটী আসন করা হইল। একটী শ্রীশ্রীঠাকুর, একটী শ্রীশ্রীমা ও অপর একটি। এতদ্ব্যতীত মধ্যভাগে তৈলচিত্রের সম্মুখে সিংহাসনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তাঁহার দক্ষিণে বিবেকানন্দ ও বামে শ্রীমা। তৈলচিত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া মন্দিরগর্ভ যেন জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

২রা মার্চ (১৪ই ফাল্গুন) শুভ দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাত হইতে মন্দিরে পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। প্রভাতে ৭॥ টায় অভেদানন্দ আগমন করিয়া বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। ৯টার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইল। উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবনে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের তৈল-চিত্রের আবরণ মোচন করিলেন। অভেদানন্দ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। পূজা শেষ হইলে বেলা ২টার সময় তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং টিনের চালা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আনয়ন করিয়া নব নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রদক্ষিণান্তে মন্দিরে যথাস্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো স্থাপন করিয়া অভেদানন্দ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ধ্যান করিতে বসিয়া সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন: "ঠাকুর তুমি লোক কল্যাণের জন্য এই স্থানে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর থাক।" এইভাবে কলিকাতার বেদান্ত সমিতি-ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হইল।

দার্জিলিঙ্গে দেবোত্তর দলিল সম্পাদিত হইয়াছে বটে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। দার্জিলিঙ্গের এই অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য তিনি মে মাসের প্রথম ভাগে দার্জিলিঙ্গে গমন করিলেন এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মিল্টন্ টাইল (Milton tile) দিয়া বেদী প্রস্তুত হইল এবং মন্দিরের ভিতর সুন্দরভাবে রং করা হইল। বেদী নির্মাণ, মন্দিরে রং করা ইত্যাদি কার্য সমাপ্ত হইলে ২৯শে আগষ্ট ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া তিনি শ্রীঠাকুরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার শরীর যে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এখন তাহা সহজেই বোঝা যাইতেছিল। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করিতেন এবং তাঁহার মনে হইত তাঁহার পা যেন আর শরীরের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। কখন কখন তাঁহাকে অপর লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিতে হইত। দার্জ্জিলিঙ্গে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। ২১ সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিঙ্গে মেলে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ যাত্রা। তিনি আর দার্জিলিঙ্গে ফিরিয়া যান নাই।

রাস্তায় বাতাসীয়ালুপের নিকট গাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন। উঠিবার সময় দুই হাতের উপর সমস্ত শরীরের ভার রাখিয়া তিনি গাড়ীতে আরোহন করেন। ইহার ফলে তাঁহার শরীরের অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগে। তাহাতেই তাঁহার শরীর বিকল হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন কলিকাতায় সমিতি-ভবনে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজেকে এত পরিশ্রান্ত মনে করিতে

ছিলেন যে উপরে উঠিবার তাঁহার যেন ক্ষমতা রহিত হইয়াছে। তিনি অনেকক্ষণ নাটমন্দিরে উপবেশন করিয়া রাস্তার দুর্ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং কিরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়ই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে তাহাও বলিলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলে তিনি ধীরে ধীরে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর তিনি মাত্র দেড়বৎসর মর্ত্ত্য দেহে ছিলেন।

দার্জিলিঙ্গ হইতে আসার পর তাহার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। তাহার শরীর খারাপ হইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত কমলচাঁদ বসু ডাঃ অমল রায় চৌধুরীকে লইয়া আসিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার অসুখের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। রোগ কিন্তু তাঁহার বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। রোগ এখন যাহাই হোক কিন্তু অভেদানন্দের আসল চিন্তা হইল বেদান্ত সমিতিকে ঋণমুক্ত করা এবং সম্পত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া। সুতরাং তিনি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়কে এই জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। রোগ সারিতেছে না দেখিয়া চিকিৎসা পরিবর্তন করা হইতে লাগিল এবং কলিকাতার বড় বড ডাক্তারকে আনয়ন করিয়া রোগ পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ১৪ই জানুয়ারী বেলুড়ে শ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহারার মত কয়েক মিনিটের জন্য নিশ্চল হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ কি এক শ্রীশ্রীঠাকুরই বলিতে পারেন।

সমিতি সমস্ত সম্পত্তি অভেদানন্দের নামে দানপত্র করিয়া দায় মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত

ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বেদান্ত সমিতির সাধারণ সভায় স্থির হইল যে, সমস্ত সম্পত্তি অভেদানন্দের নামে হস্তান্তর করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ফলে সমিতি সমস্ত সম্পত্তি অভেদানন্দের নামে দলিল করিয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইল। ১২ই আগষ্ট সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কমিশনারের সমক্ষে সমিতির দলিলে স্বাক্ষর করিলেন। এখন হইতে সমিতির সমস্ত সম্পত্তি অভেদানন্দের সম্পত্তিরূপে পরিণত হইল। বাকী রহিল এই সম্পত্তি শ্রীঠাকুরের নামে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া। তাহার জন্যও তিনি চেষ্টা হইতে লাগিল। ট্রাষ্ট-ডিড্ (Trust Deed) প্রস্তুত হইয়া প্রত্যেকটী ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হইতে লাগিল।

তাঁহার এই অসুখের সময় দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে এবং সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে দেখিবার ইচ্ছা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু আসিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল সুভাসচন্দ্রকে আলিঙ্গন প্রদান করেন। সুভাষচন্দ্র দাঁড়াইলেন। অভেদানন্দের তখন অসুখ। পেটে জল হইয়াছে, দাঁড়াইতে গিয়া কাপড় সামলাইতে পারিতেছেন না ও তাহা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। অবশেষে তিনি কোন প্রকারে কাপডখানি কোমরে জড়াইয়া সুভাষ-চন্দ্রকে সস্নেহে বলিলেন: সুভাষ. এস তোমায় আলিঙ্গন করি।" স্নেহ ও ভালবাসার অমৃতধারা তখন যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি তাহার পর সুভাসচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সে দৃশ্য আজিও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর তিনি আনন্দে প্রাণ খুলিয়া 'বিজয়ী হও' বলিয়া সুভাষচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন। দেশের তদানীন্তন বতমান পরিস্থিতি লইয়া সুভাষচন্দ্রের সহিত তিনি

অনেক কথাই কহিলেন। সুভাষচন্দ্র বালকের ন্যায় স্বভাব-নম্র ভাবে স্বামীজী মহারাজের অনেক কথারই উত্তর দিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইল যখন অভেদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন: "দেশের স্বাধীনতা কবে ফিরিয়া আসিবে তুমি মনে কর?" সুভাষচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন: "মহারাজ, জগদ্দল পাথরকে সরানো কি সোজা কথা?" সে দিনের কথা—সে দিনের অপূর্ব দৃশ্য এখনও আমাদের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান সুভাষচন্দ্রের দেশমাতৃকার প্রতি অসীম ভালবাসার আকুলতা যেন সেই দিন উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি সেদিন প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক স্বামিজীর নিকট অতিবাহিত করিয়া তবে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পরে আর একদিন রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং অনেকক্ষণ অভেদানন্দের সহিত ধর্মসমাজ ও ভারতীয় ধর্মসম্বন্ধে আলাপ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

ডাক্তারী চিকিৎসায় কোনও ফল না হইয়া রোগ বৃদ্ধির পথে চলিতেছে দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এমন সময় একদিন স্নানগৃহে যখন অভেদানন্দ মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন যেন এক অশরীরী বাণী শুনিতে পাইলেন: 'বিমলানন্দ কবিরাজের চিকিৎসায় থাক'। তিনি তখনও ঠিক জানিতেন না যে, বিমলানন্দ কবিরাজ মহাশয় কে? পরে জানিতে পারিলেন শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় শ্যামাদাসের পুত্র। সুতরাং কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ হইল। চিকিৎসাতে আশ্চর্য ফল দেখা গেল; পেটের জল কমিয়া গেল এবং ক্ষুধা বর্ধিত হইল। এই অসুখ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইয়াছিল এবং তাহা হইল তাঁহার অপ্রকাশিত বক্তৃতা

সম্বন্ধে। কারণ এই সকল বক্তৃতার কথা অনেকেই ঘুণাক্ষরেও তখন জানেন না। সুতরাং এই সময় হইতে আহারের পর প্রতি রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে তাঁহার প্রধান প্রধান বক্তৃতাগুলির পাঠ চলিতে লাগিল। তিনি শুনিয়া মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। ইহাতে এই সুবিধা হইল যে, তাঁহার সন্তানগণ বক্তৃতার বিষয়বস্তু সকলের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে পরিচিত হইয়া রহিলেন।

১৯৩৯ সালের প্রথমভাগ হইতেই তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিল। তখন সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল যে, এবার বুঝি ফাঁড়া কাটিয়া গেল। কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং মানমণ্ড প্রভৃতি কবিরাজী পথ্য আহার করিয়া তিনি সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা মঠের ট্রাষ্ট্-ডীড্ (Trust Deed) প্রস্তুত হইলে তাহা রেজেষ্ট্রীর জন্য দেওয়া হইল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে অভেদানন্দ সেই দলিলে স্বাক্ষর করিলেন। সুতরাং কলিকাতার সম্পত্তিও শ্রীঠাকুরের সম্পত্তি হইল। অভেদানন্দের মস্তক হইতে যেন মস্ত একটা ভার নামিয়া গেল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহাসমাধি

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে কলিকাতার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিবার পর তিনি মাত্র ছয় মাস আর মর্ত্য শরীরে ছিলেন। ইহার পূর্ব হইতেই প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি নীচেও নামিতে পারিতেন না। তিনি ধীরে ধীরে যেন অদৃশ্যভাবে লোকলোচনের বাহিরেই চলিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার অবর্তমানে কি ভাবে সংঘ চলিবে তাহাই যেন চিন্তা করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার সন্তানদের শিক্ষাও দিতেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার অবর্তমানেও সংঘ চলিবে এবং তাহার নিজের সমস্ত কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরই মঠের প্রকৃত মালিক তখন তিনি নিজকে দায় মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

নন্দোৎসবের পরদিন দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তাঁহার হঠাৎ জ্বর উপস্থিত হয়। সকালের দিকে ইহার কিছুই বোঝা যায় নাই। তিনি যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন ও তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতাগুলির সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাব পর হইতে জ্বর আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন ডাক্তারের জন্য লোক প্রেরিত হইল। সমস্ত রাত্রি জ্বর প্রবলভাবেই ছিল। শেষ রাত্রে জ্বর ত্যাগ হইলে সকলের মনে আনন্দ হইল। ভোরের সময় তিনি দুই তিনবার জল পান করিলেন। তাঁহার সন্তানগণকে

বিমর্ষ দেখিয়া সস্নেহ হাস্তে বলিলেন: "কিরে, কাল বুঝি খুব টাল গেছে?" টাল যে সামলান হয় নাই তাহা তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই। দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অচল, অটল ও গম্ভীরভাবেই ছিলেন। তিনি জল চাহিলেন, কিন্তু বিছানায় শুইয়া জলপান করিতে মোটেই রাজী হইলেন না। তাঁহাকে একটু ধরিয়া তুলিয়া বসাইতেই নিজ হাতে করিয়া জলপান করিলেন। জলপান করিয়া একটু শয়ন করিলেন আর ইহাই তাঁহার শেষ নিদ্রা। তাঁহাকে সুস্থ মনে করিয়া একজন সেবক ব্যতীত সকলেই তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরিচর্যার পর সেবক ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন: "আপনারা আসুন, স্বামিজী কেমন কচ্ছেন।" নীচে তখন সকলে রাত্রি জাগরণের পর স্নান করিয়া চা পান করিতেছিলেন। সেবকের ভীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে উপরে ছুটিয়া গেলেন এবং দেখিলেন স্বামীজী মহারাজ শিবনেত্রে শান্ত সমাহিতভাবে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার পর তিনি আমাদের সকলের সম্মুখে ধীরে ধীরে মর্ত্য দেহটিকে ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সন্তানের কার্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে নিজ অঙ্কে টানিয়া লইলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর (১৩৪৬ সনের ভাদ্র) শুক্রবার নন্দোৎসবের পরদিন প্রাতঃ ৮-১৬ মিনিটের সময় অভেদানন্দ সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করিলেন। সমস্ত জীবন তিনি যেমন সহজভাবে কাটাইয়াছেন তেমনি সহজভাবেই দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের অল্পক্ষণ পর হইতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল!

সেইদিন এই প্রকার বৃষ্টি না হইলে সত্যই বিপদ হইত; কারণ মঠে এত লোক সমাগম হইয়াছিল তাহার ফলে অনেকেরই সর্দিগর্মি হইবার সম্ভাবনা ছিল। সারাদিনই লোক সমাগম হইতেছিল। চারিদিকে টেলিফোন ও দূরদেশে টেলিগ্রাম করিয়া স্বামিজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' হইতেও এই মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচার করা হইল। বেলুড় মঠ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, অদ্বৈতাশ্রম, সারদা মঠ প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসীগণ বিষাদপূর্ণ হৃদয় লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানকে শেষ বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের পৃথিবীর কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের ইহাতে কিছু বলিবার নাই। যিনি তাঁহাকে খেলার সাথী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনিই আবার তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেলেন!

তখন কোথায় তাঁহার পবিত্র শরীরকে লইয়া গিয়া অগ্নির প্রজ্জলিত লিহায় শেষ আহুতি দেওয়া হইবে ইহা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। বেলুড় মঠেও তাঁহার দেহ লইয়া যাইবার কথা উঠিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা আর হইল না। তখন আমাদের মনে পড়িতেছিল স্বামিজী মহারাজের সেই শেষ কথা: "ঠাকুরের চরণতলে!"

এই কথার ইঙ্গিত তিনি তাঁহার মহাসমাধির প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই সকলকে—বিশেষ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানদের মাঝে মাঝে বলিতেন। একদিনের কথা, কয়েকজন সেবক তাঁহার পায়ে ও পেটে কবিরাজী তৈল মালিস্ করিয়া দিতেছেন এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন: "হ্যাঁ, তা হ'লে তোমরা আমার জল-সমাধিই দিও, ক্যামন?" সেবকগণ চমকিত হইলেন এবং এইরূপ অশুভ কথা তাঁহার

মুখ হইতে শুনিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন : "মহারাজ, এ আবার কি কথা বল্‌ছেন ? জল-সমাধির কথাই বা হঠাৎ, তুল্‌ছেন কেন ?" স্বামিজী মহারাজ যেন কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটু হাসি হাসি মুখেই আবার বলিতে লাগিলেন : "এই যেমন কাশীতে করে—একটা বাক্সে ক'রে পুরে তারপর তাতে পাথর বেঁধে দেয়, তাহলেই সেটা গঙ্গায় ডুবে যায়।" সেবকেরা সকলেই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, কোন কথার উত্তর দিতে সাহসী হইলেন না। স্বামিজী মহারাজ বলিয়া যাইতেই লাগিলেন : "তা—কাশীতে এক কথা। এখানে আর জল-সমাধি থাক্ ; কি বল ? তাহলে বেলুড়ে নিয়ে যাবে, ক্যামন ?" সেবকেরা তাহারও কোন উত্তব দিলেন না। তাঁহারা কেবল স্বামিজীর হাবভাব ও রহস্যপূর্ণ কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিয়া যাইতেই লাগিলেন। স্বামিজীও আর কাহারও উত্তরের প্রতীক্ষা কবিতেছেন না। তিনি ধীরে ধীরেই আবার বলিতে লাগিলেন : "হাঁ, থাক্। আর শেষের দিকেই বা কেন ? তা'হলে কাশীপুর শ্মশানেই নিয়ে যাবে, ক্যামন ? ঠাকুরের চরণতলে !" 'ঠাকুরেব চরণতলে' কথাগুলি স্বামিজী মহারাজ বেশ ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরভাবেই উচ্চারণ করিলেন ! সেবকেরা সকলেই নির্ব্বাক ! সমস্ত ঘরটীতে যেন গাম্ভীর্য ও নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল ! তাহার পর স্বামিজী মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার পৃথিবীর কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এই কথা ভাল-ভাবেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার ইঙ্গিত বা পূর্বাভাসও সেজন্য পাকেপ্রকারে তিনি আমাদের জানাইয়া দিলেন !

যাহা হউক, ইহাই হইল কিন্তু ঐ 'ঠাকুরের চরণতলে' বাণীর মর্মকথা। আমরাও দেখিলাম সকলেই অবশেষে একবাক্যে তখন কাশীপুর মহাশ্মশানেই তাঁহার পবিত্র শরীরকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন। তখন অপরাহ্ণ প্রায় চারিটা হইবে। কাশীপুর শ্মশানে লইয়া যাওয়া স্থির হইলেও স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। আমাদের কয়েকজন তখন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ লইবার জন্য গমন করিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয় ও আমাদেরই দুই একজন সন্ন্যাসী কর্পোরেশনের তদানীন্তন প্রধান কর্মকর্তা মাননীয় জে. সি. মুখার্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাননীয় জে. সি. মুখার্জীও অভেদানন্দের মহাপ্রয়াণের কথা শ্রবণ করিয়া মর্মাহত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বামিজী মহারাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করিয়া একটি কাগজে আদেশ-পত্র লিখিয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় শ্মশানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি-মন্দিরের ঠিক উত্তরেই সাড়ে চারিহস্ত পরিমিত পতিত স্থানটীই মাননীয় জে. সি. মুখার্জী মহাশয় মনোনীত করিয়া লিখিলেন: "Please allow the cremation of Swami Abhedananda by the side of the memorial structure of Ramakrishna Paramahansa Deb as a special case."

আদেশ-পত্র বাহকেরা ঠিক সন্ধ্যারই কিছু পূর্বে মঠে উপস্থিত হইলেন। তাহার অনেক পূর্বেই বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আর বিলম্ব না করিয়া স্বামিজী মহারাজের সমস্ত শরীর পুষ্পমাল্য ও চন্দন দিয়া সাজান হইল। স্বামিজী মহারাজের সেই অর্দ্ধস্তিমিত নেত্র ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল যেন আরও প্রদীপ্ত দেখাইতেছিল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহার

খাটটীকে নীচে নাটমন্দিরে লইয়া আসা হইল। চারিদিকে শোকাকুল নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানকে শেষ দর্শন করিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নাটমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের সম্মুখে নামান হইলে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনি করিয়া উঠিল। ধূপ ও ধূনার পবিত্র ধূমে নাটমন্দির আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন পুনরায় গলায় মাল্য পরাইয়া দিয়া ও তাঁহার কপালে চন্দনসিক্ত করিয়া ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপের আলোকে তাঁহার চির পবিত্র ও প্রশান্ত শরীরের আরাত্রিক করা হইল। সন্ধ্যা প্রায় তখন নামিয়া আসিয়াছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া তাঁহার খাট সহ পবিত্র দেহ মঠের সম্মুখে বডতলা থানার প্রাঙ্গনে ও একবার নামান হইল। শোকাকুল জনসমুদ্র তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর একবার তাঁহার কয়েকটী আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইল। মুখের গাম্ভীর্য ও সতেজ ভাব ও প্রসন্নতা তখন ঠিক একরকমই রহিয়াছে। তাহার পর স্বামিজী মহারাজের পবিত্র শবদেহ লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা কাশীপুর মহাশ্মশান অভিমুখে চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন সারা পৃথিবীর বক্ষে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আমাদের হৃদয়ের বিষাদ-অন্ধকার আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ শোভাযাত্রা কাশীপুর শ্মশানঘাটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্মশানেও সেই দিন মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। শ্মশানের ঠিক সম্মুখেই চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সেই দিন আবার কেহ অষ্টপ্রহর হরিকীর্তনেব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আলোকমালায় চারিদিক সজ্জিত করা হইয়াছে। মৃদঙ্গের বাদ্যে ও হরিনাম কীর্তনে সমগ্র শ্মশানপ্রাঙ্গন যেন সেই দিন মুখরিত হইয়া

উঠিয়াছে। বিষাদের পরিবর্তে আনন্দের তরঙ্গ যেন অকস্মাৎ সকলের ভিতরেই লীলায়িত হইয়া উঠিল।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ কি ৯টা হইবে। শ্মশানপ্রাঙ্গনেও পূর্ব হইতেই উৎকণ্ঠিত জনকুল সমবেত হইয়াছে। ক্রমে চিতা চন্দনকাষ্ঠ দিয়া সজ্জিত করা হইল। মৃত শরীরকে ঘৃতসিক্ত করিয়া নূতন গৈরিক বসন পরাইয়া দেওয়া হইল। চারিদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া স্বামিজী মহারাজের সর্বশরীর যেন আবৃত করিয়া দিল। তাহার পর ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপ দিয়া আরাত্রিক করিয়া পবিত্র চিতায় শরীরটীকে স্থাপন করা হইল এবং পবিত্র বেদমন্ত্র সমস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চিতায় অগ্নি প্রদান করা হইল। ঘৃতসিক্ত চন্দন পাইয়া অগ্নি মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সহস্র সহস্র বুভুক্ষু লিহা বিস্তার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের পবিত্র শরীরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সমবেত সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে মাঝে মাঝে "জয় শ্রীরামকৃষ্ণকী" বলিযা জয়ধ্বনি দিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় দুইটা হইল। তীব্র ক্ষুধাতুর অগ্নিশিখা তখন সমস্তই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। বেদনাতুর সন্তানগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে সকলে গঙ্গাবারি ঢালিয়া চিতাগ্নি নির্বাপিত করিলেন। সমস্তই শেষ হইয়া গেল! শ্রীরামকৃষ্ণদেব একে একে সকল সন্তানকেই তাঁহার আপনার পাশে টানিয়া লইলেন!

রাত্রি প্রায় তখন দুইটা কি আড়াইটা। সন্তানগণ শোকাকুল মনে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহারা এতদিনে মাতা ও পিতা হারাইলেন। শাস্ত্র বলিয়া থাকে শোক করিতে নাই, কিন্তু যাহারা দিনরাত তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছে, হাস্য পরিহাস করিয়াছে, কোমর বাঁধিয়া তর্ক-

বিতর্ক করিয়াছে—আবার মান ও অভিমানের যত খেলাই না খেলিয়াছে তাঁহারা কি করিয়া এত শীঘ্র তাঁহার বিচ্ছেদ-স্মৃতি ভুলিতে পারিবে !